মুলাঁ রুজ

পিয়ের লা মুর

অনুবাদক

মনোজ ভট্টাচার্য

৬, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
১৯শে আশ্বিন, ১৩৬৩

প্রকাশক
দেবকুমার বসু
৯, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

চিত্র কর্ম ও সজ্জা পরিকল্পনা
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

মুদ্রণ
শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাল
যোগমায়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১, রাজেন্দ্রদেব রোড, কলিকাতা-৭

সাহিত্যের ইতিহাসে র‍্যাঁবো আর ডিলান টমাসের মত আর্টের ইতিহাসে গোগ্যাঁ, ভানগথ্ আর তুলুস্-লোত্রেকের নামও প্রায় গল্পকথা হয়ে উঠেছে। তুলুস্ লোত্রেকের জীবন নিয়ে লেখা এই উপন্যাসের সবটাই হয়তো সত্যি নয়। সত্যি শুধু লোত্রেকের বড় বংশে জন্ম। তার পঙ্গুত্ব, ভালবাসার জন্যে তার অদ্ভ আকৃতি আর ভালবাসা না পাওয়ার জন্যে তার গভীর বেদনা। আর সত্যি তার ছবিগুলো। কিন্তু তাই বলে এ উপন্যাসের লোত্রেক রক্তমাংসের মানুষ লোত্রেকের চেয়ে কিছু কম বাস্তব নয়। রবীন্দ্রনাথের মতে বাল্মীকির রামায়ণের রাম, অযোধ্যার রামের চেয়ে আমাদের কাছে অনেক বেশী সত্যি। তেমনি পিয়ের লা ম্যুরের তুলুস্-লোত্রেক, মূলঁ্যা রুজের তুলুস্-লোত্রেক, আলবির তুলুস্-লোত্রেকের চেয়ে আমাদের কাছে কম সত্যি নয়।

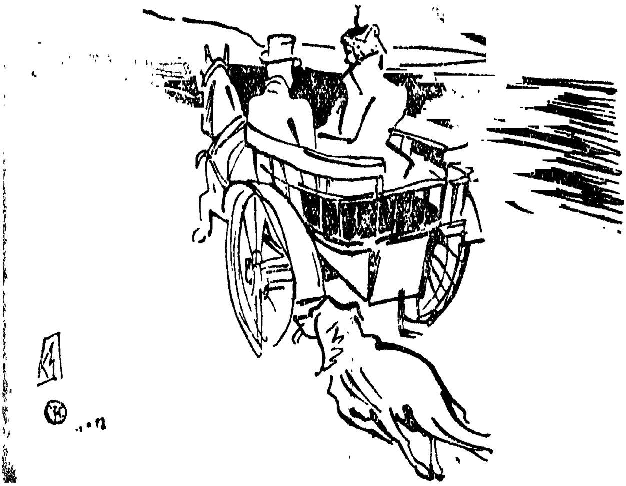
বাংলাদেশে শিল্পী-সাহিত্যিক প্রচুর, তাদের জীবনও কম রোমাঞ্চকর নয়। তবু এ ধরণের জীবন-উপন্যাস বাংলায় নেই। তাই এ অনুবাদ। এ অনুবাদের দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার, পুস্তক পরিকল্পনার দায়িত্ব দেবুদার, আর সে পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত করার দায়িত্ব দেবুর আর শৈলর।

অনুবাদক

চিত্রসূচী



অধ্যায় স্থচী



লক্ষ্মীটি মা, নোড়ো না! আমি তোমার ছবি আঁকছি।

সেকী, আবার একটা! কিন্তু অঁরি, এই তো তুমি কালকেই আমার একটা ছবি আঁকলে, বলতে বলতে তুলুস্-লোত্রেকের কাউণ্টেস্ আদেল্ তাঁর হাতের এমব্রয়ডারিটা কোলে রেখে সামনের লনে হাঁটুগেড়ে বসা ছোট ছেলেটার দিকে চেয়ে হাসেন।

আমি তো আর কালকের থেকে বদলে যাইনি। গেছি কি? আমার সেই এক নাক, এক মুখ, এক চিবুক…

তিনি দেখতে থাকেন—এক মাথা কালো কোঁকড়ানো চুল—মিনতি ভরা বাদামী রংএর চোখ দুটো পাণের মত মুখটার তুলনায় বড়ই বলা চলে—চটকানো সেলার স্যুটটা—খোলা স্কেচ্ বইটার ওপর অধীর আগ্রহে হেলানো পেন্সিল—রিরি—তাঁর বড় আদরের রিরি। তাঁর নিজের

বলতে ওই তাঁর যা-কিছু। কিন্তু ও-ই ক্ষতিপূরণ করেছে সব কিছুর—সব হতাশা, অনুশোচনা আর নিঃসংগতার।

তারচেয়ে তুমি ডুনের একটা স্কেচ্ কর না কেন—তিনি প্রস্তাব জানান।

সে আমার করা হয়ে গেছে। দু-দুবার। টেবিলের তলায় থাবার ভেতর মুখ লুকিয়ে যে গর্ডন কুকুরটা ঘুমোচ্ছিল, তার দিকে তাকায় ও। তাছাড়া ও যখন ঘুমোয়, তখন ওর মুখে কোন ভাব থাকে না। আর, যাই হোক, আমি তোমাকেই আঁকব। তোমাকে দেখতেও বেশী সুন্দর।

গম্ভীরমুখে তিনি এই সরল স্তুতিবাদ গ্রহণ করেন।

আচ্ছা বেশ, তাহলে আঁক। কিন্তু স্রেফ্ পাঁচ মিনিটের জন্যে, তার বেশী এক মিনিটও নয়। মনোরম একটা ভংগী করে তিনি তাঁর চওড়া কানাওলা বাগানে পরবার টুপিটা খুলে ফেলেন, বেরিয়ে পড়ে তাঁর মসৃণ বাদামী রংএর চুল, মাঝে সিঁথি করা, দুপাশে কানের ওপর দিয়ে সেগুলো এসে পড়েছে ঠিক ভাঁজ করা ডানার মত। আমাদের বেড়াতে বেরোনোর সময় হয়ে এল। যে কোন মুহূর্তে জোসেফ্ এসে পড়তে পারে। আজ কোন দিকে যাব?

ও কোন উত্তর দেয় না। এরই মধ্যে দ্রুতবেগে কাগজের ওপর পেন্সিল চলতে সুরু করেছে।

১৮৭২ সালের সেই উজ্জ্বল সেপ্টেম্বর-বিকেলের শান্ত পরিবেশে, চারদিকে পুরোণো আর পরিচিত জিনিষের মাঝখানে, বাইরের পৃথিবীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, ওরা একা বেশ আনন্দে ছিল। চারপাশে ওদের সবুজ বিস্তৃতি, আকাশে ভবঘুরে সূর্য্যের আনাগোনা—বাসার ধারে পাখীদের ফিস্‌ফিসানি আর নানা কাজে-অকাজে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি। সিকামোর গাছগুলোর হলদে-হয়ে-আসা পাতাগুলোর মধ্যে দিয়ে দেখা যায় মধ্যযুগীয় একটা খাঁজকাটা সিল্যুট্, তার কোণায় কোণায় গম্বুজ, তার দেওয়াল আর তার সরু লম্বা জানলাগুলো।

একটু আগে 'বুড়ো টমাস্' তার নীল উর্দিটা পরে মোটা আর গ্রাম্ভারী

চালে চায়ের ট্রেটা সরিয়ে নিয়ে গেছে। তার চালচলনে মনে হয় সে বুঝি কোন প্রাচীন রাজপরিবারের ভৃত্যসম্রাট। তার পেছন পেছন গেছে ডোমিনিক্, মাত্র আটান্ন বছর বয়সের এক ছোকরা, সে চাকরী করছে মাত্র বারো বছর। তারও কয়েক মিনিট পরে আমাঁদিন্ পিসি (এ ভদ্রমহিলা কারও পিসি নন, দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়া, সাত বছর আগে দুর্গে এসেছিলেন মাত্র এক সপ্তাহের জন্যে, বেড়াতে) তার খবরের কাগজটা গুটিয়ে মৃদু একটা আওয়াজ করে জানিয়েছিলেন যে তিনি 'কটা চিঠি লিখতে যাচ্ছেন' যার মানে হচ্ছে ডিনারের আগে তিনি একটু ঘুমিয়ে নেবেন।

আজ রাত্রে কোচম্যান জোসেফ্ তার ভেড়ার মাংসের চপের মত ফোলা গোঁফজোড়াটা নিয়ে এসে জানাবে যে, মাদাম লা কঁতেসের গাড়ী তৈরী। আজকে, আবছা আলোতে, ঠাণ্ডা আর বিরাট ডাইনিং রুমে বয়স্ক উর্দিপরা টেবল্-বয়েরা সাদাসিধে অথচ নিয়মমাফিক ডিনার পরিবেশন করবে। চারদিকে টাঙ্গানো থাকবে বিষণ্ণ সব পর্দা আর বর্ম পরে ভুরু-কুঁচকে তাকিয়ে-থাকা পূর্বপুরুষদের ছবি। ডিনারের শেষ পদ খাওয়া হয়ে গেলে, তরুণ কাউন্ট ঘুম-ঘুম চোখে বিরাট সিঁড়ি বেয়ে উঠে তার শোবার ঘরে যাবে যেখানে কিছুক্ষণ পরে তার মা আসবেন। তিনি তার বিছানার কিনারায় বসে তাকে বলবেন যীশুর কথা—কি রকম ভাল ছেলে ছিলেন তিনি—জোয়ান অব আর্ক আর প্রথম ক্রুসেডের কথা আর কি করে প্র-প্র-প্র-প্র-প্র-প্রপিতামহ, তুলুসের কাউন্ট চতুর্থ রেমণ্ড, ক্রীশ্চান নাইটদের দলপতি হয়ে জেরুজালেমে গিয়েছিলেন আর দুষ্টু তুর্কীদের হাত থেকে 'পরিত্রাতার সমাধি' উদ্ধার করেছিলেন। তারপর একটা চুমু, শেষ একটু আদর; ঘুমেল গলায় 'বঁজোয়া, মামাঁ'। লেপটা টেনে তোলা, চাদরটা চারদিকে গুঁজে দেওয়া। একবার শেষ দেখা দেখে তিনি পাশে তাঁর শোবার ঘরে চলে যাবেন।

একে একে লোহার জাফরি-কাটা জানলাগুলো থেকে আলো নিভে যাবে। বহু শতাব্দীর মত, আবার একবার তুলুসের কাউন্টদের দুর্গের ওপর রাত্রি তার কালো ক্লোক বিছিয়ে দেবে।

আজ আমরা কোনদিকে যাব? তিনি আবার প্রশ্ন করেন। —পুরোণো টিলারিতে না সেণ্ট অ্যানের চ্যাপেলে?

ওর ব্যস্ত মাথা-ঝাঁকুনিতে বোঝা যায় যে দুটোতেই ওর সম্মতি আছে।

তাঁর মুখের শান্ত বিষাদের ভাবটায় একটা বেদনার রেখা পড়ে। বেচারা রিরি, ও এখনও সন্দেহ করেনি যে এই তাদের শেষ একসংগে বেড়াতে যাওয়া। ও এখনও জানে না যে জীবন একটা একটানা বিদায় নেওয়ার পালা—কালকের দিন আজকের দিনের মত না-ও হতে পারে। আর সে লাফাতে লাফাতে গাড়ীতে গিয়ে উঠবে না; তিনি লাগাম তুলে নেওয়ার পর তাঁর গা ঘেঁসে বসবে না। আর সে গাঁয়ের পথ দিয়ে যাওয়ার সময় সারাক্ষণ বকর-বকর করবে না—পেছনের সিটে হাত-দুটো সামনে ভাঁজ করে বসে-থাকা গম্ভীর জোসেফকে জ্বালাতন করবে না আর চারদিকে চকচকে লোভী চোখ দিয়ে তাকাতে তাকাতে হাজারটা প্রশ্ন করবে না। জীবনের প্রথম নিষ্ঠুরতা। তাঁদের অন্তরংগতার ঠাস-বুনোনির প্রথম সুতো ছিঁড়ে যাচ্ছে। সময়ে আরো সুতো ছিঁড়বে, যতক্ষণ না একদিন সমস্ত বুনোটটাই খুলে যাবে আর অন্য সমস্ত ছেলেদের মত, ও-ও চলে যাবে···

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসে তাঁর ঠোঁট কেঁপে ওঠে।

নোড়ো না! ওর মিষ্টি গলার আদেশ আসে।

আমি এখন ঠোঁটটা আঁকছি আর এইটেই সবচেয়ে শক্ত···

আবার তাঁর চোখদুটো ফিরে আসে ছোট্ট হাঁটু-গেড়ে বসা মূর্তিটার ওপর। কোঁচকানো ভুরুদুটো; নিজেরই অজান্তে, গভীর মনোযোগে নীচের ঠোঁটটা ভেতর দিকে টানা। কার কাছ থেকে যে ও ছবি আঁকার ওপর ওর এই অদ্ভুত টান পেয়েছে তাঁর কাছেও এটা আশ্চর্য্য মনে হত, অথচ তিনি ওর মনের গোপনতম চিন্তা সমস্ত জানতেন—ওর এই একটুখানি একগুঁয়েমির ছোঁয়াচ, ভালবাসা আর প্রশংসা পাওয়ার জন্যে ওর এই আকাঙ্খা, ওর ছোট্ট হৃদয়ে এই যে ক্ষুধা, বেড়ানোর মধ্যে বারবার বাধা ঘটাত, ওকে টেনে আনত তাঁর কোলে। এ টান আরও

বেশী আশ্চর্য্য মনে হত কারণ শিল্পসংক্রান্ত বিষয়ে ওর দক্ষতা ছিল খুবই কম। ঠিক আছে, ভাবেন তিনি, এ সব হচ্ছে তুদিনের খেয়াল, চলে যাবে, যেমন চলে গেছে কিছুদিন আগে ওর সমুদ্র-গামী জাহাজের ক্যাপ্টেন হওয়ার ইচ্ছে।

আমি কি কখনও তোমাকে সে সময়কার কথা বলেছি যখন তুমি মঁসিনোর আর্কবিশপকে একটা ষাঁড় এঁকে দিতে চেয়েছিলে?

সেই মোটা বুড়ো ভদ্রলোক যিনি ডিনারের জন্যে আসেন?

ডিনারের 'জন্যে' নয় অঁরি, ডিনারে'তে' আর—তিনি এখন কঠোব স্বরে কথা বলছিলেন, এ গলা ও ভালভাবেই চেনে, তুমি মঁসিনোরকে কখনো মোটা ভদ্রলোক বলবে না।

কিন্তু সত্যিই তো তিনি তাই, তাই না?—ও তাঁর দিকে গোল গোল অবুঝ চোখ তোলে। প্রায় বুড়ো টনাসের মত মোটা!

হ্যাঁ,। কিন্তু তিনি একজন ভগবানের লোক আর খুব নামজাদা। সেইজন্যেই আমরা তাঁর আংটিতে চুমু খাই আর বলি, হ্যাঁ, ইয়োর গ্রেস। না, ইয়োর গ্রেস।

কিন্তু ··

যাই হোক্, এ নিয়ে আর তর্ক এড়াবার জন্যে তিনি তাড়াতাড়ি বলতে থাকেন, এটা হয়েছিল তোমার ভাই রিচার্ডকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করানোব সময়···

কই আমি তো জানতুম না যে আমার একজন ভাই ছিল। কোথায় সে?

সে স্বর্গে ফিরে গেছে। মাত্র কয়েকমাস বেঁচেছিল।

ওঃ, ওর হতাশা ছিল আন্তরিক, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। তাহলে ও তাকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছিল কেন?

কারণ স্বর্গে যেতে হলে সবাইকেই খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হতে হয়।

আমি হয়েছি?

নিশ্চয়।

মনে হল ওর কৌতূহল এতেই তৃপ্ত হয়েছে। ও আবার ড্রয়িংএ মন দেয়।

তাহলে আমিও মরে গেলে স্বর্গে যাব?—ওর স্বরে এ সম্ভাবনায় কোন আনন্দ প্রকাশ পায় না, কেবল দৃঢ়বিশ্বাস।

বোধ হয়। যদি তুমি ভালো ছেলে হও, আর সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভগবানকে ভালোবাস।

তা আমি পারব না। ওর শেষ কথা ও জানিয়ে দেয়।

আমি ভগবানকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসতে পারব না। আমি যে তোমাকে বেশী ভালবাসি।

এসব কথা বলতে নেই অঁরি।

কিন্তু আমি বাসি যে। ছোট ছেলেদের সবকিছু তুচ্ছ-করা ভাব নিয়ে ওর চোখ দুটো তাঁর ওপর এসে পড়ে।

আমি সত্যি তোমাকে বেশী ভালাবসি।

কনুইদুটো হাঁটুর ওপর রেখে তিনি ওর দিকে চেয়ে দেখেন। এই একটা বিষয়ে কখনও ও হার মানতে চায় না। কিন্তু বোধহয় এটাও একটা ছোট ছেলের কাছ থেকে আশা করা অন্যায় যে সে এমন একজন ভগবানকে ভালবাসবে যে কখনো তাকে জড়িয়ে ধরে না, শোবার পর বিছানার ধারগুলো গুঁজে দেয় না···

—ঠিক আছে। আমিও তোমাকে ভালবাসি, অঁরি, তিনি বল্লেন। কেমন যেন তার মনে হল তাঁর কাছ থেকে ও এ আশ্বাস চাইছে। এখন কথার মাঝে কথা বলা বন্ধ কর, তা নাহলে ওই ষাঁড়ের গল্প আর তোমাকে বলা হবে না। হ্যাঁ, ব্যাপারটা ঘটেছিল চার বছর আগে। তুমি ছিলে তখন ছোট্ট একটা বাচ্চা, তিন বছর বয়স হবে কি না হবে ..

মৃদু গলায়, স্নেহকোমল স্বরে তিনি ওকে ওর ভাই রিচার্ড—যার কথা ওর কিছুই মনে নেই—তার খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষার কথা বলেন। অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে আর্কবিশপ অতিথিদের নিয়ে গেছিলেন প্যারিশ-রেজিষ্টারে সই করাবার জন্যে। অঁরি এতক্ষণ চুপ করে ছিল, কিন্তু তখনই 'বড় বইটা'য় সই করবার জন্যে জেদ ধরল। কিন্তু খোকা—তখনই আপাত্ত

জানিয়েছিলেন প্রিলেট, তুমি তো লিখতেই জান না, রেজিষ্টারে নাম সই করবে কি করে। একটুও দমে না গিয়ে অঁরি উত্তর দিয়েছিল, তাহলে আমি একটা ষাঁড় আঁকব।

ও কিন্তু গল্পটাতে বেশী আকৃষ্ট হয় না। আর একটা লম্বা টান— পেন্সিলের শেষ আঁচড়—দেখ এইবার? বিজয়ীর হাসি হেসে ও স্কেচটা বাড়িয়ে ধরে।*

দেখলে তো, পাঁচ মিনিটও লাগল না।

তিনি ছবিটার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করবার ভান করেন। বাঃ সুন্দর! সুন্দর হয়েছে। তুমি দেখছি একজন সত্যিকারের আর্টিষ্ট হয়ে উঠেছ। বাগানের বেঞ্চটার ওপর তিনি স্কেচবইটা রেখে দেন। রিরি, আমার পাশে এসে বস।

সংগে সংগে ও সচেতন হয়ে উঠে। মা ছাড়া ওকে কেউ রিরি বলে ডাকে না, আর তিনিও বিশেষ বিশেষ সময় ছাড়া ডাকেন না। এটা ছিল তাদের মধ্যে একটা গোপন সংকেত। এটা খুব প্রশংসার চিহ্নও হতে পারে—যেমন ও যদি প্রার্থনাব সময় খুব শান্ত হয়ে থাকে বা একটুও না ভুল করে একশো পর্য্যন্ত গুণতে পারে—কিংবা এটা কোন খুব দরকারী অথচ অপ্রীতিকর কথার সূচনাও হতে পারে।

ও তাঁর গা ঘেঁষে বসলে পর, তিনি বলতে সুরু করেন। তোমার এখন সাত বছর বয়স। বেশ বড় ছেলে হয়েছ। তুমি একটা বিরাট বড় জাহাজের ক্যাপ্টেন হতে চাও, তাই না? সারা পৃথিবী জাহাজে করে ঘুরে বেড়াবে আর বাঘ, সিংহ আর জংলী লোকদের ছবি আঁকবে?

কিছু বুঝতে না পেরে ও শঙ্কিত ভাবে ঘাড় নাড়ে, তিনি ওকে আরও কাছে টেনে নেন, যেন এর পরে যে আঘাতটা আসছে সেটা একটু সহজ হয়।

---

* লোত্রেকের ছোটবেলায় আঁকা আশ্চর্য্য পোর্ট্রেটগুলো এখন ফ্রান্সের আল্‌বি মিউজিয়ামে আছে।

—তাহলে, এবার তোমার স্কুলে যাওয়ার সময় হয়েছে। স্কুল, ভীত ভাবে ও প্রতিধ্বনি করে। কিন্তু আমি তো স্কুলে যেতে চাই না?

আমি জানি, বাছা, কিন্তু তোমাকে যেতেই হবে। সব ছোট ছেলেরা স্কুলে যায়। তিনি হাত দিয়ে ওর কালো কোঁকড়ানো চুলগুলো নিয়ে আদর করেন।

পারীতে একটা বড় স্কুল আছে তার নাম ফঁতানে। সব ভাল ভাল ছেলেরা সেখানে যায়। তারা একসংগে খেলা করে আর মজায় থাকে। ওঃ, সে কি মজা!

কিন্তু আমি স্কুলে যেতে চাই না।

ওর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। তিনি যে ঠিক কি বলতে চাইছেন তা যদিও ও বুঝতে পারে না—তবু আবছাভাবে অনুভব করতে পারে যে ওর জগৎ ওর চারদিকে ভেঙ্গে পড়ছে। গাড়ীতে করে বেড়ানো, মা কিংবা আমাঁদিন্ পিসির কাছে পড়া, জোসেফের পাশে পাশে নিজের ছোট্ট টাট্টু তাঁবুরের পিঠে চড়ে বেড়ানো, আস্তাবলে যাওয়া আর সহিসদের ছবি আঁকা, আনেতের সংগে দুর্গের অলিগলিতে লুকোচুরি খেলা······

স্-স্-শ্! তিনি আঙ্গুল দিয়ে ওর ঠোঁট চেপে ধরেন। ভাল ছেলেরা কখনো 'আমি চাই না' বলে না। আর কাঁদতে নেই। তুলুস্-লোত্রেকেরা কখনো কাঁদে না।

তিনি ওর চোখ মুছিয়ে দেন, নাক ঝেড়ে দেন আর সংগে সংগে বোঝাতে থাকেন যে তুলুস-লোত্রেকেরা কখনো কাঁদে না কিংবা ফোঁপায় না। সব সময় তারা প্র-প্র-প্র-প্র-প্র-প্রপিতামহ রেমণ্ড যিনি প্রথম ক্রুসেড্ পরিচালনা করেছিলেন তাঁর মত বীর আর সব সময় হাসিখুশী থাকে।

আর তাছাড়া, তিনি যোগ করেন, জোসেফ আর আনেত্ আমাদের সংগে যাবে।

ওরা যাবে?

এতে অবশ্য একটু সুবিধে হোলো। আনেত্ হচ্ছে মার পুরানো

নার্স। ছোটখাট মানুষটি। তাব চোখ উজ্জ্বল নীল আর মুখময় ভাঁজ। তার দাঁত একটাও নেই আর ঠোঁট দুটো এমনভাবে ভেতরদিকে টেনে রাখে যে মনে হয় বুঝি তার ঠোঁটও নেই। সকাল থেকে রাত্তির অবধি দুর্গের অলিগলির মধ্যে দিয়ে সে হন্তদন্ত ভাবে চলত—আর তার সাদা পোষাকের ধারগুলো ডানার মত পত্-পত্ করত। যখন সে তার নিজের ঘরে বসে পশমের সূতো কাটত, তখন অঁরিকে তাব পা রাখার টুলে বসতে দিত আর সরু অথচ চড়া গলায় যত পুরোনো দিনের প্রভঁসাল বীবগাথা গাইত।

জোসেফের উপস্থিতিটাও অনেকটা আশ্বস্তিকর। বুড়ো টমাসের মত, বাগানের সিকামোর গাছগুলোব মত, ডাইনিং রুমের ছবিগুলোর মত, সে-ও সব সময় আশেপাশেই থাকে। যদিও হাসে খুব কম, সে হচ্ছে এমন একজন বন্ধু যাকে বিশ্বাস করা যায়—তাছাড়া তার ঢেউ খেলানো হ্যাট, সাদা ব্রিচেস্ আব নীল কোচম্যানের টুপিতে পোর্ট্রেট আঁকার পক্ষে সে ছিল একটা চমৎকার সাবজেক্ট।

শুধু এই সব নয়! তিনি বলতে থাকেন, পারীতে তুমি দেখতে পাবে—বলতো কাকে? এক সেকেণ্ডের জন্যে তিনি শেষ প্রলোভনটা ধরে রাখেন, তোমার বাবাকে!

বাবাকে?

ও, তাহলে অবশ্য ব্যাপারটা একেবারে আলাদা হয়ে দাঁড়ায়। বাবা সত্যিই চমৎকার। যখনই তিনি দুর্গে আসেন, পড়াশুনোর পাট উঠে যায়, রুটিন মেনে চলবার আর দরকার হয় না। জীবনে কি রকম যেন একটা চাঞ্চল্য আর দুঃসাহসের ভাব আসে। পুরোণো কেল্লাটা পর্য্যন্ত গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে। তার প্রতিটি কোণায় প্রতিধ্বনিত হয় বাবার রাইডিং বুটের আওয়াজ আর তাঁর রাশভারী গলার স্বর। তাছাড়া তাঁর সংগে দূরে দূরে বেড়াতে যাওয়া হয়, যখন বাবা চাবুকের শব্দ করেন আর ঘোড়া আর শিকার আর যুদ্ধের রোমাঞ্চকর সব গল্প করেন।

আমরা কি তাঁর সংগে তাঁর দুর্গে থাকব? ওর চোখে আনন্দ চক্‌চক্ করে ওঠে।

পারীতে, লোকে দুর্গে থাকে না। তারা থাকে হোটেলে কিংবা সুন্দর সুন্দর বাড়ীতে যার ব্যালকনি থেকে তারা রাস্তায় কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখতে পায়।

কিন্তু আমরা তার সংগে থাকব তো? ও আবার বলে।

হ্যাঁ, কিছুদিনের জন্যে তো বটেই। উনি তোমাকে বোয়া দ্য-বুলোনে নিয়ে যাবেন। সেটা হচ্ছে একটা বিরাট বন যার মাঝে আছে একটা লেক, যেখানে শীতকালে লোকে স্কেট্ করে। কেননা শীতকালে পারীতে বরফ পড়ে। তাছাড়া উনি তোমাকে সার্কাসে নিয়ে যাবেন—সেখানে সত্যিকারের সিংহ আর ক্লাউন আর হাতী দেখতে পাবে। ওঃ, পারীতে কত রকম মজার মজার জিনিষ আছে। পুতুল নাচ, থিয়েটার ..

বড় বড় চোখ করে ঠোঁট দুটো ফাঁক করে ও শুনতে থাকে। তখনও ওর চোখের পাতার কোণে যে কান্নার ফোঁটাগুলো কাঁপছে সেগুলো মুছতে ভুলে যায়।

এর পরের দিনকটায় দুর্গের সব কিছু যেন ওলটপালট হয়ে যায়। সব দিকে ব্যস্ত মুরগীর মত লোকজন ছুটোছুটি করছে। ওর সংগে খেলার বদলে মা বুড়ো টমাস, বড়ো মালী অগাস্ত আর আস্তাবলের ভার যার ওপর সেই সীমর সংগে অনেকক্ষণ ধরে কি সব পরামর্শ করছেন। আর ঘোড়ায় চড়া শেখা হচ্ছে না।

তারপর এক সপ্তাহ বাদে, বিদায়ের উত্তেজনা। কত অ-রিভোয়া, গালে চুমু খাওয়া, রেলওয়ে ষ্টেশনের কু-ভস্-ভস্, ইঞ্জিন থেকে বিরাট ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে বেরোচ্ছে, ঠিক যুদ্ধের আগে ঘোড়ার নিঃশ্বাসের মত। তারপর আবিষ্কার হল ট্রেণের কম্পার্টমেণ্ট, তার গদীওয়ালা সিট, তার মাল রাখবার জায়গা আর অদ্ভুত সব জানলা, যেগুলো ঠেলে ওপরে নীচে করা যায়।

তিনটে তীক্ষ্ণ হুইস্‌ল্, লোহার চাকার ঘটঘটানি—ষ্টেশন তার সমস্ত লোকজন নিয়ে পেছন দিকে চলতে সুরু করে।

কিছুক্ষণ পরে আল্‌বির গ্রাম-অঞ্চল সব পাশ দিয়ে ছুটতে আরম্ভ

করে। গাছ, নদী, টালির ছাদ দেওয়া খামার বাড়ী—যে সব ও আগে কখনও দেখে নি।

দেখ, মা, দেখ।

প্রথমে খুব চমকপ্রদ হলেও এসব ক্রমশঃ ক্লান্তিকর তারপর একঘেয়ে হয়ে ওঠে।

ও ঘুমিয়ে পড়ে।

তারপরে ও যা জানে সে হচ্ছে ওরা পারীর সহরতলীর মধ্যে দিয়ে জোরে যাচ্ছে আর ও জানলার কাঁচের সংগে ওর মুখ লাগিয়ে বসে আছে।

দেখ, মা। বৃষ্টি পড়ছে!

উঁচু, চৌকো, বিচ্ছিরি দেখতে সব বাড়ী। কালি-পড়া শ্লেটের ছাদ, জানলা থেকে কাচা-কাপড় ঝুলছে। ধোয়াভরা কারখানার চিম্‌নি। বাড়ীর ভেতর ভেতর, বেড়া-ভাঙ্গা, আগাছা-ভর্ত্তি ছোট ছোট বাগান। দোমড়ানো লোহার স্তূপ বৃষ্টিতে পড়ে পড়ে মরচে ধরছে। কাদাভর্ত্তি রাস্তায় পিঁপড়ের মত স্ত্রী-পুরুষেরা ওভার কোটে সর্বাংগ মুড়ি দিয়ে মাথা নীচু করে তাড়াতাড়ি যাচ্ছে। আল্‌বিয়ন নীল আকাশের বদলে, একগাদা নোংরা মেঘের আচ্ছাদন। খুবই বিচ্ছিরি জায়গা এই পারী……

অবশেষে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ট্রেনটা থামে। নীল কোর্তা পরা ষণ্ডা ষণ্ডা লোকেরা কম্পার্টমেণ্টে ঢুকে ব্যাগগুলো তুলে নিয়ে চলে যায় যেন ওগুলো তাদেরই জিনিষ। মা হাতে দস্তানা পরে, টুপিটা সোজা করে নেন।

প্ল্যাটফরমে অপেক্ষমান মুখের সমুদ্র।

তারই ভেতর ভিড়ের ওপরে দেখা যাচ্ছে, ছাঁটা দাড়ি, চক্‌চকে টপহ্যাটে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, বগলে সোণা দিয়ে মাথা-বাঁধানো একটা ছড়ি, কোটের ভাঁজে একটা সাদা কার্নেশান ফুল লাগানো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন—বাবা।

যখন তিনি তাঁর শিকারভবনে কাউকে আপ্যায়িত করতেন না, কোন বন্ধুর দুর্গে বেড়াতে যেতেন না, ইংলণ্ডে হাউণ্ড নিয়ে শিকারে বেরোতেন না, বা লর্ডা কি অ্যাস্‌কট কি ডার্ব্বি রেসে যেতেন

না, কোনো আলাপী ডিউকের সংগে ছোটখাট জন্তু কিংবা অরলেয়সের বনে হরিণ শিকার করতেন না, কাফে দ্য লা পে কিংবা প্রে কাতলায় শেরীর গেলাসে চুমুক দিতেন না, অপেরার লবীতে দাঁড়িয়ে কোনো রংকরা ব্যালেরিনার গালে মৃদু আদরের চাপড় মারতেন না বা কোন মহিলার অঙ্গুলির অগ্রভাগ চুম্বনের জন্যে ঝুঁকে পড়তেন না, তখন কাউণ্ট আলফঁস দ্য তুলুস্-লোত্রেককে তার পরিশ্রমসাপেক্ষ অলসতার জীবন থেকে হোটেল পেযারেতে তাঁর স্যুইটে বিশ্রাম করতে দেখা যেত।

এটা ছিল প্লাস দ্য লা মাদ্‌লিনের কাছাকাছি একটা বিশিষ্ট আবাসিক হোটেল। এখানে তিনি তাঁর রাইডিং ট্রফি, বন্দুক, চাকর-বাকর আর তাঁর আদরের বাজপাখীদের মধ্যে (যাদের তিনি তাদের জন্যে বিশেষ ভাবে সাজানো একটা আলাদা অন্ধকার ঘরে রাখতেন) তাঁর ব্যাচিলরদের মত জীবন যাপন করতেন। তাঁর স্ত্রী এবং ছেলে আসাতে তিনি নীরবে তাঁর সব পুরোনো অভ্যাস ভেঙ্গে যাওয়া সহ্য করেছিলেন। তিনি অঁরিকে শীতের সার্কাস দেখাতে আর তাঁর সংগে বোয়াতে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। একসঙ্গে তাঁরা গ্রঁ বুলভার্সএ, তুইলারিস্ গার্ডেনস্এ বেড়িয়েছিলেন; এমনকি একদিন সারা বিকেল জার্দাঁ দে প্লান্তস্এ বাঁদর, বাঘ আর হাই-তুলতে-থাকা সিংহদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকেছিলেন।

আজ রাতে কাউণ্ট তাঁর পৈত্রিক কর্তব্য পালন করছিলেন। একটা লাল রংএর স্মোকিং জ্যাকেট পরে, আগুনের দিকে লম্বা পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে তিনি তাঁর ছেলেকে বোঝাচ্ছিলেন, তুলুস্-লোত্রেক হয়ে জন্মানোর মানে কি?

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, তাঁরা যাচ্ছিলেন—পরম মহামান্বিত সম্রাট আর তোমার প্রপিতামহের ভাই পঁস্। শিকারের পর ফঁতেনব্লোর বনের মধ্যে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে তারা যাচ্ছিলেন আর তাঁদের মনে হচ্ছিল ভার্সাইএর সেই সব সুখের দিনের কথা যখন তাঁদের বয়স ছিল কম আর তাঁদের সংগে খেলতে আসতেন মারি আঁতোনয়েত্, যাঁর বয়স ছিল তখন মাত্র পনের বছর। অবশ্য এটা ছিল সেই জঘন্য বিপ্লব আর মূর্খদের রাজত্বের আগের কথা।

তিনি পাশের ব্র্যাণ্ডির গেলাসটা তোলার জন্যে পাশ ফেরেন।

হঠাৎ—একচুমুক খেয়ে তিনি তাঁর গোঁফের কোণায় একটা আঙ্গুল বোলান—হঠাৎ তোমার প্রপিতামহের ভাইয়ের ঘোড়া ঘাবড়ে গিয়ে তাকে পিঠ থেকে ফেলে দিল।

—ও-হ্-হ্!

সহানুভূতির এই চীৎকারটা এলো অঁরির কাছ থেকে, ও তখন ওর বিরাট লাল চামড়ার চেয়ারটায় সোজা হয়ে উঠে বসেছে, তিনি কি মারা গেলেন?

না তিনি মারা যান নি।

তার কি চোট্ লাগল?

না, তার চোট্ও লাগেনি। প্রত্যেক নামকরা ঘোড়সওয়ারই কয়েকবার ঘোড়া থেকে পড়েছে। একটু আধটু পড়াতে কোনো অপমান নেই। আমি নিজেও কয়েকবার পড়েছি। এ সব কিছু না। কিন্তু জান, যখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন তখন তোমার প্রপিতামহের ভাই কি করলেন?

আবার ঘোড়ায় চড়লেন?

কাউণ্ট মাথা নাড়লেন। না, তিনি তার ব্রিচেসের বোতাম খুলে তখুনি সেইখানেই হাল্কা হলেন।

তার মানে—তিনি হিসি করলেন? রাজার সামনে। অঁরি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

সেণ্ট জোসেফের দাড়ির দিব্যি—ঠিক তাই তিনি করেছিলেন। কিন্তু কেন বল ত? কারণ তোমার প্রপিতামহের ভাই পঁস্ ছিলেন একজন প্রকৃত ভদ্রলোক, যাঁরা সব সময় সঠিক কাজ করেন। তিনি রাজ সভার এটিকেটের সব কায়দা কানুন জানতেন। একটা পুরোণো নিয়ম আছে যে যদি তুমি কখনো রাজার সামনে ঘোড়া থেকে পড়ে যাও তাহলে তখুনি তোমাকে হাল্কা হতে হবে। তখুনি! মনে থাকে যেন, অঁরি। কাজেই যদি কখনো সম্রাট আবার সিংহাসনে ফিরে আসেন আর তুমি তার সংগে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যাও আর তোমার ঘোড়া ঘাবড়ে

গিয়ে তোমাকে ফেলে দেয়, তুমি বোকা বুর্জোয়াদের মত হাঁ করে থাকবে না, কি করতে হবে তা জানবে।

ডিনারের পর যে হাভানা চুরুটটা খাচ্ছিলেন তারই ধোঁয়ার আড়াল থেকে তার শক্ত সাদা দাঁতগুলো ঝলসে ওঠে। তিনি অঁরির দিকে চেয়ে হাসেন। ছেলেটার চোখের সপ্রশংস দৃষ্টি তাঁর ভাল লাগছিল। বেশ ছেলে অঁরি—কিছুটা লাজুক আর সরল আর নানা রকম ধর্মোপদেশ আর ওই ধরণের বাজে জিনিষে ভর্ত্তি—তা যার মা প্রত্যেক রবিবারে প্রার্থনায় যোগ দেয় আর শোবার ঘরেও যার প্রার্থনা করবার একটা টুল আছে—তার কাছ থেকে এর চেয়ে বেশী কি আর আশা করা যায়? ছেলেটাকে আরও কয়েক বছর ছেড়ে রাখা যাক, তারপর ওকে হাতে নিয়ে ভদ্রলোক বানিয়ে তোলার সময় হবে।

হ্যা, অঁরি, এই হচ্ছে অ্যারিষ্টোক্রাট আর বুর্জোয়াদের মধ্যে তফাৎ। অ্যারিষ্টোক্রাটরা সব সময় জানে কি করতে হবে। কিন্তু বুর্জোয়ারা...

অঁরি তার বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে। সত্যিই তিনি চমৎকার। কারো কি এর চেয়ে বুদ্ধিমান, এর চেয়ে সুন্দর বাবা থাকতে পারে? তিনি যখন ছড়ি ঘোবাতে ঘোরাতে রাস্তা দিয়ে যান, রাস্তার লোকেরা পর্য্যন্ত ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকায়। তাঁর চারপাশের সব কিছুই রোমাঞ্চকর—তার সংগে এক হোটেলে থাকা, রাজার সংগে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে গেলে কি করতে হয় সে সম্বন্ধে জানা, ডিনারের পরে শুতে না গিয়ে এ রকম বড়দের মত বসে থাকা—যদিও জেগে থাকতে দস্তুর মত কষ্ট হয়..

আর এই ঘরটা। সারা পৃথিবীর কোথাও এ রকম আর একটা ঘর নেই। দেয়ালের ওক্ কাঠের প্যানেলের ওপর হরিণের শিং আর পা টাঙ্গানো, তাকের ওপর রূপোর কাপ, কাঁচের আলমারির মধ্যে যত্নের সংগে সাজানো বন্দুক আর চারদিকে ঘোড়ার ছবি। এর থেকে কেমন যেন একটা পুরোণো চামড়া, তামাক আর অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ বেরোয়। যখন ও বড় হবে, ওরও এরকম একটা ঘর থাকবে। ও-ও একটা মোটা বাঁধানো

ছড়ি নিয়ে ঘুরবে, একটা বড় চুরুট খাবে, আর বাবা গেলাস থেকে যা খাচ্ছে তাই খাবে।

তার পর কানুনমাফিক কাজ করে, তোমার প্রপিতামহের ভাই আবার ঘোড়ায় চড়লেন আর আবার রাজা আর তিনি যখন তাদের বয়স কম ছিল সেই সব পুরোনো দিনের কাহিনী সুরু করলেন। অবশ্য, রাজা তখন রাজা ছিলেন না। তাঁকে বলা হত কঁত্ দার্তোয়া। আচ্ছা, বল ত, কেন তাঁকে কঁত্ দার্তোয়া বলা হত?

তিনি একমুহূর্ত অপেক্ষা করলেন, তাঁর ছোট, কালো দাড়ির ফাঁকে একটুখানি হাসির ছোঁয়াচ।

অবশ্য, তুমি জান না। আচ্ছা আমি তোমাকে বলছি। আমি চাই যে তুমি খুব মন দিয়ে শোন। তিনি একটু নড়ে বসলেন। আর এক চুমুক ব্র্যাণ্ডি খেলেন।

আগেকার কালে ফ্রান্স, নানা প্রদেশে ভাগ করা ছিল। আর্তোয়া, শঁপান্, বুর্গম্, আকুইতেন্···আরও অনেক এ রকম প্রদেশ ছিল। প্রত্যেক প্রদেশের ওপরে ছিলেন একজন বড় লর্ড—কখনো কোন কাউণ্ট, কখনো বা কোন ডিউক। সেই অনুসারে সেই প্রদেশগুলোকে বলা হত কাউন্টি কিংবা ডাচি। কখনো কখনো একই লর্ড, কাউণ্ট আর ডিউক দুই-ই হতেন। যেমন, আমরা ছিলাম, তুলুসের কাউণ্ট আর আকুইতেনের ডিউক। একটা হচ্ছে খুব দরকারী।

তিনি থামলেন যাতে ছেলেটার মগজে ব্যাখ্যাগুলো ঠিকমত ঢোকে।

কখনো, কখনো এটা ভুলো না। আমরা হচ্ছি তুলুসের কাউণ্ট আর আকুইতেনের ডিউক। শিক্ষাদাতার ভূমিকা কাউণ্টের এই প্রথম। তিনি এটা বেশ উপভোগ করছিলেন।

ঘুম পাচ্ছে, অঁরি?

না বাবা।

বেশ আমরা শুধু তুলুসের কাউণ্ট আর আকুইতেনের ডিউকই নই, আমরা কেরসি, লুয়ের্গ আর আলবিরও কাউণ্ট। তাছাড়া আমরা নাবোন্ আর গথিয়ার মার্কুইস্ আ লোত্রেকের ভাইকাউণ্ট। কিন্তু—তিনি

অঁরির ওপর তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থাপন করেন, তাঁর স্বর হয়ে ওঠে গম্ভীর, কিন্তু সবার ওপরে, অঁরি, এ কথা তোমার কখনো ভুললে চলবে না যে আমরা সব সময় তুলুসের কাউন্ট আর সব সময় তাই থাকব। একটা অদ্ভুত শান্তভাব নেমে আসে তার চোখে।

আজকে আমি আমাদের বংশের প্রধান। একদিন তোমার পালা আসবে। তারপরে আসবে তোমার বড় ছেলের, তারপর তার ছেলের, তার ছেলের ছেলের... এই রকম ভাবেই চলতে থাকবে, যতদিন ফ্রান্স থাকবে।

তিনি অঁরির চোখের ঝাপসা দৃষ্টি লক্ষ্য করেন।

আচ্ছা আজ রাতের মত এই যথেষ্ট। তুমি ঘুমে ঢুলে পড়ছ। শুতে যাও। আমি যা বল্লাম ভুলো না যেন।

অঁরি উঠে দাঁড়ায়। ও যখন বাবার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার জন্যে চুমু খাচ্ছে, ওর জামার হাতা ধরে কাউন্ট ওকে দাঁড় করান।

বেশ বড় ছেলে হয়ে উঠছ তুমি, তাই না? তিনি হাসেন।

জোসেফ বলছিল তুমি নাকি বেশ একজন ঘোড়সওয়ারও হয়ে উঠেছ। সেণ্ট জোসেফের দাড়ির দিব্যি, আমরা তুলুসেরা যদি কোনো জিনিষ পারি, সে হচ্ছে ঘোড়া চালানো! গ্রীষ্মে তুমি লুরিতে এসে শিকারে যাবে। এসব শেখার ব্যাপারে কেউই কখনো খুব ছোট নয়। আর হরিণ শিকারের মত ঘোড়ায় চড়া শেখা আর কিছুতে হয় না।

পরের সপ্তাহে অঁরি তুলুস্-বংশ সম্বন্ধে আরো জ্ঞানলাভ করল। সম্ভ্রান্ত লোকদের বংশতালিকার ছোটখাট ইতরবিশেষগুলোও ওকে শেখানো হল।

দেখ অঁরি কাউণ্টে আর কাউণ্টে অনেক তফাৎ আছে। যেমন আছে মদে আর মদে, ঘোড়ায় আর ঘোড়ায়, আর যেমন কয়েক বছর পরে তুমি জানতে পারবে, মেয়েতে আর মেয়েতে।

কঁত্ স্ দ্য পেতিত্ নোবলেস্ যারা তারা হচ্ছে ছোটখাট পাড়াগেঁয়ে জমিদার। তাদের ছোট্ট দুর্গগুলি দু' এক শ' বছরের বেশী পুরোণো নয়। তাছাড়া আছে কঁতস্ দ্য রোব। ছোটখাট বিচারক, ম্যাজিষ্ট্রেট

আর পুরোণো আমলের ছোটখাট উপাধিধারীরা। এমন সব অদ্ভুত জিনিষও আছে যেমন নেপোলিয়ঁর কাউণ্ট আর সবচেয়ে যা হাস্যকর, যা বর্ণনাও করা চলে না—পোপের কাউণ্ট। অবশ্য এদের সম্বন্ধে কিছুই বলবার নেই। এক শিকাগোর উত্তরাধিকারিণীদের ছাড়া এরা কারো চোখে ধূলো দিতে পারে না।

শিকাগো কি?—অঁরি জিজ্ঞাসা করে।

আমেরিকার একটা শহর যেখানে লোকেরা শূয়োর মারে আর তাদের মেয়েদের সংগে এই সব শুধু নামকা ওয়াস্তে অ্যারিষ্টোক্রাটদের বিয়ে দেয়। ব্যাপারটা দুঃখের, কেননা আমেরিকান মেয়েরা সাধারণতঃ দেখতে সুন্দরী হয়।

আর সবচেয়ে শেষে হচ্ছে সত্যিকারের কাউণ্ট—যারা তুলুস্-লোত্রেকদের মত আগেকার কালে স্বাধীন সামন্ত জমিদার ছিল।

আর এরা হচ্ছে অঁরি, একেবারে আলাদা ব্রিচেস্। যেমন তোমার ঠাকুর্দা বলতেন।

এরাই ছিল আসল গ্রঁ সিনোরস্, লর্ডস্ অফ দি সোর্ড। এরা এদের প্রদেশ শাসন করত, বিচার করত, আইন তৈরী করত, আদালত চালাত, অ্যাম্বাসাডর পাঠাত আর যুদ্ধ ঘোষণা করত। এমন কি, আমরা পোপের সংগে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলাম। আর আমরা যে ছেলেখেলা করছি না এটা তাঁকে বোঝাবার জন্যে গোড়াতেই তাঁর অ্যাম্বাসাডরকে ফাঁসিতে লট্‌কে দিয়েছিলাম। তখন আমরা হচ্ছি, ফ্রান্সের সবচেয়ে ধনী আর নামজাদা লর্ড।

মঁসিনোর আর্কবিশপের চেয়েও নামজাদা?

আর্কবিশপ!

কাউণ্ট আলফঁসের হাসির শব্দে ঘরটা ভরে ওঠে।

আরে একজন তুলুস্-লোত্রেক, একজন আর্কবিশপ আর তার সংগে ফাউ হিসেবে গোটা দুতিন কার্ডিনালের সমান। সেণ্ট জোসেফের দাড়ির দিব্যি, আর্কবিশপ যে একটা কেউকেটা লোক এমন কথা তোমার মাথায় কে ঢোকাল?

কেউ না—অঁরি তাড়াতাড়ি বলে।

যখন তিনি তাঁর বংশ সম্বন্ধে কথা বলতেন না, কাউণ্ট আলফঁস হয় অঁরিকে তাঁর বন্দুকগুলো দেখাতেন, কাঁধে তুলে সেগুলোর ওজন সম্বন্ধে ওকে ধারণা দিতেন, নয়তো শিকার কিংবা বাজপাখী দিয়ে পাখীধরা সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। এই শেষের বিষয়টায় ছিল তাঁর ভীষণ নেশা। এ সম্বন্ধে তিনি পৃথিবীর মধ্যে একজন বিশেষজ্ঞ বলে গণ্য হতেন।

তারপরেই হঠাৎ একদিন তিনি তাঁর মধ্যযুগীয় ইতিহাস, পাখীধরা আর শিকারের জগৎ থেকে বেরিয়ে আসতেন। পুরোদস্তুর একজন প্যারিসিয়ান নাগরিক হয়ে সাদা পোষাক পরে চুরুটে টান দিতে দিতে যখন তিনি হোটেলের কার্পেটমোড়া হল দিয়ে চলতেন, হোটেলের দাসীরা ঝুঁকে পড়ে তাঁকে নমস্কার জানাত, প্রশংসাসূচক স্বরে বলত, বঁজুর, মঁসিও ল্য কঁত্। যদি তারা তরুণী এবং সুন্দরী হত, কাউণ্ট আদর করে তাদের গাল চাপড়ে দিতেন; যদি বুড়ী আর কুৎসিত হত, তিনি শুধু তাঁর টুপিটা একটু ঝুঁকিয়ে চলে যেতেন।

কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু, কাউণ্ট আলফঁসের ওপর তাঁর স্ত্রী আর ছেলের উপস্থিতির ফল ফলতে আরম্ভ করল। তিনি চাকরদের ধমকাতে লাগলেন। খাবার সময় কথা বলা প্রায় ছেড়েই দিলেন। আর তিনি তুলুস্দের সম্বন্ধে কিছু বলতেন না বা পাখীধরা নিয়ে কোনো বক্তৃতা দিতেন না।

কাউণ্টেস্ একদিন অঁরিকে বললেন, তোমার বাবার অনেক দরকারী কাজ সম্বন্ধে ভাবতে হয়। আমার ভয় হচ্ছে আমরা হয়তো তাঁকে বিরক্ত করছি।

সেদিন বিকেলে ওরা গাড়ী করে বুলভার্ মালশার্বেতে একটা ফ্ল্যাট বাড়ী দেখতে গেল।

বাড়ীটার ঢোকবার জায়গাটা মার্বেল দিয়ে বাঁধানো—সিঁড়িতে লাল কার্পেট পাতা, সিঁড়ির প্রত্যেক চাতালে পাম্ গাছের টব বসানো। এক টাকমাথা ভদ্রলোক ওদের আগে আগে তেতলায় পৌছলেন। সেখানে তিনি একটা দরজা খুলে ওদের আগে ভেতরে যেতে দেবার জন্যে সরে

দাঁড়ালেন। অঁরি দেখল সারা বাড়ীটার মধ্যে দিয়ে একটা বেশ চওড়া করিডর চলে গেছে। অবশ্য দুর্গের সেই সব চমৎকার করিডর; যেখানে সারাদিন লুকিয়ে থাকা যায়, তার মত নয়, তবুও খেলার পক্ষে যথেষ্ট বড়। একটা বিরাট ঝাড়লণ্ঠন তখনো খালি ড্রয়িংরুমের সিলিং থেকে টাঙ্গানো ছিল।

আগে এখানে যারা থাকতো, তারা বুঝি এটা নিয়ে যেতে ভুলে গেছে—? ও জিজ্ঞাসা করে।

অনেকগুলো খালি ঘরের ভেতর উঁকি মারার পর, ওর মা বলেন, এইটেই আমাদের নতুন বাড়ী হবে অঁরি। তোমার কি মনে হচ্ছে এ বাড়ী তোমার ভাল লাগবে? ও বলে নিশ্চয়, ওর খুব ভাল লাগবে।

কয়েকদিন পরে ফার্নিচার এল। দুর্গের থেকে জিনিষ আনানোর জন্যে লোক পাঠানো হল। অঁরি খুশীমনে দেখতে লাগল যে অনেক পরিচিত জিনিষ আবার ফিরে এসেছে। মার বসবার ঘরে গেল তাঁর উইং চেয়ার আর যে সাভনারি কার্পেটটার ওপর ও প্রথম টলে টলে হাঁটতে শিখেছিল। তাছাড়া রোজ্উডের লেখার টেবিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্যাস্টেলে আঁকা ছবিগুলো আর তাকের ওপর সেই ছোট আলাবাস্তার ঘড়িটা, যেটা ও জন্মে অবধি দেখে আসছে।

সময়ে সময়ে মনে হত যেন ও কখনো বাড়ী ছেড়ে আসে নি।

স্কুলে অঁরির প্রথম দিন ছিল নতুন নতুন আবিষ্কার আর দুরু দুরু বুকের সংশয় মেশানো।

ওদের শিক্ষক ফাদার মঁ্যাতয় 'পবিত্র আত্মা' আবৃত্তি করে ক্লাস সুরু করেন। আবৃত্তি হয়ে গেলে, তিনি একটা ছোট বক্তৃতা দিয়ে ছেলেদের ফঁতানেতে অভ্যর্থনা করেন। তাদের মনে তিনি এ ধারণাও জন্মে দেন যে, তারা বিশেষ ভাগ্যবান কেননা তারা এরকম ক্রীশ্চান শিক্ষা পাচ্ছে এবং জ্ঞানের বিস্ময়কর এলাকায় প্রবেশ করতে পারছে।

তারপরেই আর কোন ভণিতা না করে, তিনি প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে

দাঁড়িয়ে ডিকটেট্ করতে আরম্ভ করেন। আকাশ নীল··· বরফ সাদা··· রক্ত লাল। আমাদের পতাকা নীল, সাদা আর লাল।

একবার তিনি থেমে অঁরির কাঁধের উপর দিয়ে ঝুঁকে দেখেন। বেশ ভাল হচ্ছে, খোকা, তিনি বিড়বিড় করে বলেন, বেশ ভাল।

হাসতে হাসতেই তিনি আবার ডেস্কগুলোর মধ্যে ঘুরতে থাকেন। গোড়ালির কাছে তাঁর পাদ্রীর পোষাকের খস্‌খস্ আওয়াজ, তাঁর হাত দুটো পেছনে জোড়া করা।

সাগর নীল··· গাছপালা সবুজ···

টিফিনের সময় অঁরি দেখে সে একা। মা যেমন বলেছিলেন, চারদিক ছেলেতে ভর্ত্তি। তারা দৌড়চ্ছে, খেলছে, চীৎকার করছে আর ফূর্ত্তি করছে। কিন্তু তাদের দেখে মনে হল তারা সবাই সবাইকে চেনে আর ওকে দলে নেওয়ার জন্যে তাদেব তেমন কোন ইচ্ছে দেখা গেল না।

উৎসুকভাবে ও যখন একদল ছেলের লীপ্‌ফ্রগ্ খেলা দেখছে, তখন চওড়া কলার আর হাঁটু পর্য্যন্ত ব্রিচেস্ পরা, ফর্সা, মুখে-দাগ-ওয়ালা একটা ছেলে ওর কাছে এসে দাঁড়াল।

তুমি বুঝি এখানে নতুন? ওর কয়েক পা দূরে থমকে দাঁড়িয়ে সে আরম্ভ করে।

হ্যাঁ।

আমিও।

একমুহূর্ত্তের জন্যে শিশুসুলভ বর্বর কৌতূহলে দুজনে দুজনকে দেখে।

তুমি বড় হয়ে কি হতে চাও?

সমুদ্রগামী জাহাজের ক্যাপটেন।

আমি? আমি হব জলদস্যু।

ফর্সা ছেলেটি একপা সামনে এগোয়।

তুমি কি আমার মত জলদস্যু হতে চাও?

আমি ঠিক বলতে পারি না। তারা কি করে?

তাদের দাঁতের মধ্যে ধরা থাকে ধারালো ছোরা, তারা জাহাজ দখল করে আর তাতে যারা থাকে সবাইকে মেরে ফেলে। গল্পের বই থেকে

নানারকম ঘটনা তার মনে পড়ে যায় আর সে বিশদ্ ভাবে বলতে থাকে,—তারপর, যখন তাদের কাজ শেষ হয়, তারা জাহাজে করে তাদের দ্বীপে ফিরে আসে, তাদের ধনরত্ন বালিতে পুঁতে রাখে, নাচে আর রাম্ খায়। সমস্ত ব্যাপারটাই অঁরির কাছে খুব চমৎকার মনে হয়।

হয়তো আমরা একই জাহাজে যাব। তোমার নাম কি?

মরিস। মরিস জয়াঁ। তোমার?

অঁরি দ্য তুলুস্-লোত্রেক।

খুব লম্বা নাম তো!

দুজনে দুজনের দিকে আরও একপা এগিয়ে আসে। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর, মরিস জিজ্ঞাসা করে, তোমার বয়স কত?

শীগ্‌গিরই আট পুরো হবে।

আমার প্রায় সাড়ে আট বছর বয়স। জয়ের আনন্দে আবার খানিকক্ষণ চুপ। তুমি কোথা থেকে এসেছ?

আল্‌বি।

সেটা আবার কোথায়?

দূরে। অনেক দূরে। ট্রেনে যেতে প্রায় একদিন লাগে।

সেখানে কি বরফ পড়ে?

একেবারে দমে গিয়ে অঁরি মাথা নাড়ে। তবে মাঝে মাঝে পাহাড়ের মাথায় বরফ দেখা যায়।

আমি যেখান থেকে এসেছি, সেখানে সারা শীতকাল বরফ পড়ে। বলে মরিস। তার জয় সম্পূর্ণ হয়, তবু তার বন্ধুত্ব থেকে যায়।

খেলবে?

হ্যাঁ।

দেখা যাক, কে জোরে দৌড়তে পারে।

সেদিন সন্ধ্যায়, অঁরি ঝড়ের মত মার বসার ঘরে গিয়ে ঢোকে আর হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁকে জানায় যে ওর একজন নতুন বন্ধু হয়েছে আর ও জলদস্যু হতে যাচ্ছে!

আমরা জাহাজ দখল করব আর তাতে যারা থাকবে সবাইকে মেরে

ফেলব। তারপর আমরা নাচব, অ্যাকর্ডিয়ন বাজাব আর আমাদের ধনরত্ন সব বালিতে লুকিয়ে রাখব।

এরপর থেকে স্কুল হয়ে ওঠে মজার। ফঁতানের আরও অনেক ছেলে জলদস্যু হবার প্ল্যান করছিল। এটাই তাদের নিজেদের ভেতর বোঝাপড়ার সুবিধে করে দেয়। তারা ওকে তাদের খেলায় নেয়। এখন টিফিনটা খুব ছোট মনে হয়। ও দৌড়োয় আর চেঁচায় যতক্ষণ না ওর মুখ ঘামে চক্‌চক্‌ করে। এমন কি ক্লাশগুলোও তেমন খারাপ লাগে না। ফাদার ম্যঁাতয় খুশী হন।

দেখ মা, দেখ!

সেদিন ফাদার ম্যঁাতয় সকলের সামনে ওর সেলর শার্টে 'সম্মানের ক্রশ' আটকে দিয়েছেন। এটা ছিল এনামেল আর পেতলে তৈরী। লিজন অফ অনারের ক্রশের একটা সুন্দর প্রতিকৃতি। মা আনন্দে জোরে নিঃশ্বাস নিতে থাকেন, ক্রশটায় হাত বোলান, আর বলেন যে এটার মত সুন্দর জিনিষ তিনি আর কখনো দেখেন নি। আমি তোমার জন্যে গর্বিত, রিরি, তিনি ওকে জড়িয়ে ধরেন। অনেকক্ষণ তিনি ওকে ধরে রাখেন, খুবই গর্বিত।

ক্রমশঃ দুর্গ, গাড়ীতে করে বেড়ানো, ছবি আঁকা এমন কি ওর ছোট্ট টাট্টু ঘোড়া তাঁবুরে চড়া পর্য্যন্ত অতীতের কথা হয়ে দাঁড়ায়। ওর জীবন হয়ে ওঠে একটা ভারিক্কী এবং নিয়মিত ব্যাপার যেটা রোজ সকালে জোসেফের দরজায় টোকা মারার সংগে সংগে সুরু হয়।

সাতটা বাজে, মঁসিও অঁরি। ওঠবার সময় হয়েছে। প্রথমে তাড়াতাড়ি একটা চান। তারপর হুড়োহুড়ি করে ডাইনিং রুমে যাওয়া যেখানে আনেত্ সাদা পোষাক পরে হাসিমুখে অপেক্ষা করছে। ধোঁয়া উঠতে থাকা চকোলেটের কাপ। ক্রোয়াসঁার শেষ গাল। তাড়াতাড়ি চুমু খাওয়া, তাক থেকে লাল ঝুঁটিওয়ালা টুপি আর বেল্ট টেনে নেওয়া। অবশেষে ঠিক পৌণে আটটায়, লাল কার্পেট মোড়া সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নীচে নামা—ওর পেছনে ডার্বি হ্যাট পরে

উর্দির ওপর কালো ওভার কোট চাপিয়ে বেশ একটা সম্মানজনক দূরত্ব বাঁচিয়ে আসে জোসেফ।

এর মধ্যে অঁরি আর মরিস অবিচ্ছেদ্য বন্ধু হয়ে উঠেছে। ক্লাশের মধ্যে ওরা একে অন্যকে চিরকুট চালান করে। টিফিনের সময় ওরা একসংগে খেলে। রবিবারে ওরা পার্ক মঁসোতে যায়। সেখানে ওরা চাকা চালায় আর পুকুরের ধারের ছোট গ্রীক মন্দিরটার স্তম্ভগুলোর মধ্যে ইণ্ডিয়ান-ইণ্ডিয়ান খেলে।

বৃষ্টি পড়লে ওরা ফ্ল্যাটবাড়ীটার করিডরে জলদস্যু-জলদস্যু খেলত। ওরা জোসেফকে বন্দী করে ওদের জাহাজের তক্তার ওপর দিয়ে হাঁটাত, ঝিকে ছুরি মারত, রাঁধুনীকে জ্বালাতন করত, আর ওদের জলভরা পিস্তল ছুঁড়তে ছুঁড়তে ধূমকেতুর মত আনেতের শোবার ঘরে গিয়ে হাজির হত।

একদিন শেষ বিকেলে ওরা যখন ড্রয়িংরুমে আগুনের সামনে একটা কম্বলের ওপর শুয়ে রয়েছে, ওদের মুখ ছিপিপোড়া লেপে কালো করা, মরিস হঠাৎ বল্ল, আচ্ছা, তুমি কি বল? আমরা যদি জলদস্যু না হয়ে ক্যানাডিয়ান শিকারী হই তো কেমন হয়?

শিকারী? অঁরি চেঁচিয়ে ওঠে। হঠাৎ ওদের প্ল্যান এরকম বদলে যাওয়াতে ও দমে যায়। জলদস্যু হওয়াটা ওর বেশ ভাল লাগছিল, কিরকম কালো পতাকা তোলা আর ইংরেজ জাহাজের ডেকে লাফিয়ে পড়া! শিকারীরা করে কি?

তারা আদিম বনের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া ছোটায়, ভাল্লুক শিকার করে আর ইণ্ডিয়ানদের সংগে যুদ্ধ করে। আমরা লেকের ধারে একটা কাঠের তৈরী ঘরে থাকব।

অঁরি মনে মনে প্রস্তাবটা নেড়ে-চেড়ে দেখে, অস্বীকার করা যায় না যে এটা ভালই লাগছে। বিশেষ করে মরিসের সংগে সারাজীবন কাটানোর সম্ভাবনাটা। যাই হোক্ ওর স্বাধীনতা জানান দেবার জন্যে ও দুএকটা ছোট-খাট আপত্তি তোলে যেগুলো মরিস সহজেই উড়িয়ে দেয়।

খানিকক্ষণের মধ্যেই ও হার স্বীকার করে। বেশ আমরা শিকারীই হব। কিন্তু শুধু যদি আমরা সব সময় একসংগে থাকিআর কাউকে কাছে আসতে না দি। আমাদের কখনো আলাদা হওয়া চলবে না।

কখনো না! প্রতিধ্বনি করে মরিস।

কি করে এসম্বন্ধে নিশ্চয় হওয়া যায়?

একটা দীর্ঘ চিন্তামগ্ন স্তব্ধতা।

একটা রাস্তাই আছে, মরিস শেষে বলে। আমাদের রক্ত-ভাই হতে হবে। তাহলেই আমরা জীবনে আর মৃত্যুতে পরস্পরের সংগে একই বন্ধনে আবদ্ধ থাকব। এ কথাটা সে কোন বইয়ে যেন পড়েছিল। কথাটা তার ভারী পছন্দ হয়েছিল। তুমি কি বল? তুমি কি আমার রক্ত-ভাই হতে চাও?

অঁরি সাগ্রহে মাথা নাড়ে। আর তুমি?

আমিও। কিন্তু মনে থাকে যেন, এটা হচ্ছে সারা জীবনের জন্যে। এর পর আর এ থেকে ফেরা চলবেনা। আর রক্ত-ভাই একজনই থাকতে পারে। তার মানে হচ্ছে যখনই আমাদের মধ্যে একজন কোন বিপদে পড়বে, আর একজনকে তাকে উদ্ধার করতে আসতে হবে।

সেদিন বিকেলে যখন মার্চ মাসের বৃষ্টিতে শার্সী দিয়ে গড়িয়ে জল পডছে, ওরা একটা আলপিন্ দিয়ে ওদের কব্জি চিরে একফোঁটা রক্ত বদল করল। গম্ভীর ভাবে ওরা তুজনে তুজনের হাত ধরল।

এখন আমাদের শপথ গ্রহণ করতে হবে, বলে মরিস। —জীবনে এবং মৃত্যুতে!

জীবনে এবং মৃত্যুতে! অঁরি পুনরাবৃত্তি করে, ওর বুকের ভেতরটা ধক্-ধক্ করে। এস আমরা আগুনে থুথু ফেলি তাহলে এটা আরো পবিত্র হবে। ওরা থুথু ফেলে।

এইবার আমরা জীবনে আর মৃত্যুতে এক হলাম—আনন্দে হাসতে হাসতে অঁরি বলে, ঠিক যেন আমরা ভাই—সত্যিকারের ভাই।

এইরকম ভাবে পারীর প্রথম শীত কাটতে থাকে। ঘুলভার্

মালশার্বের চেষ্টনাট্ গাছে কুঁড়ি ধরে। একদিন অঁরি দেখে ওদের বাড়ী ট্রাঙ্কে ভর্ত্তি, কার্পেট সব গোটানো হয়ে গেছে, ছবিগুলো সব ঢাকা দেওয়া আর ফার্ণিচারের ওপর কাপড়ের ঢাকনা।

ও জানতে না জানতেই, স্কুল শেষ হয়ে যায়।

দুই

ছুটি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কিছু দিনের মধ্যেই স্কুলে ফিরে যেতে হবে। দুর্গে আবার ফিরে আসা, সকলের নতুন ছবি আঁকা, আঁকাবাঁকা করিডরগুলোর ভেতর আবার লুকোচুরি খেলা, আস্তাবলে বেড়ানো, সকাল বেলায় টাট্টু তাঁবুরের পিঠে চড়া আর তাছাড়া রক্ত-ভাই মরিসকে ওদের ক্যানাডিয়ান প্ল্যান সম্বন্ধে লম্বা, কাটাকুটিতে ভর্ত্তি চিঠি লেখা—দিনগুলো বেশ আনন্দেই কেটেছে। সব মিলিয়ে গ্রীষ্মকালটা কেটেছে খুব ব্যস্ততায় আর আনন্দে।

সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে মা, আনেত্ আর ও সেলের্াঁ গিয়েছিল মার বাড়ীতে। ওটাকে বলা হত সেলের্াঁর দুর্গ, যদিও ওটা ছিল কেবল একটা পপ্লার-বীথির শেষে একটা বড় চৌকো সবুজ খড়খড়ি দেওয়া বাড়ী—দু'শ বছরের পুরোনো হবে কি না হবে।

প্রত্যেক বারের মত এবারেও দাদামশায় তাঁর সাদা লিনেনের পোষাক আর পানামা হ্যাটটা পরে বসে ছিলেন—তাঁর রোমশ গালপাট্টা দাড়ির ফাঁকে দেখা যাচ্ছিল তরমুজের ফালির মত এক টুকরো হাসি। ফটকের মধ্যে ব্রুহামটা ঢুকতেই তিনি রুমাল নাড়তে নাড়তে সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এলেন। ভুঁড়ির ওপর তাঁর সোনার চেনটা দুলতে লাগল। প্রত্যেকবারের মত এবারেও পৌছোনোর গণ্ডগোল আর উত্তেজনা, সহিস ঘর্মাক্তকলেবর ঘোড়াগুলোকে ধরে আছে, জোসেফ ফুটবোর্ডটা নীচু করবার জন্যে ছুটছে—চুমু আর গাল চাপড়ে আদর।

পরের দিন ভোরে, দাদামশায় পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকলেন।

উঠে পড়্ ছোকরা! আরে, পাখীরা ঘণ্টাকয়েক হল উঠেছে।

তিনি বিছানার কিনারে বসেন।

দেখি, তোকে একবার দেখি। হুঁ, বেশ ভালই। বোধহয় একটু ফ্যাকাশে। এ শীতে অসুখে পড়িস্‌নি তো, পড়েছিলি?

না, দাদামশায়।

বুড়োর চোখে একটা মিনতির ভাব আসে। তুই বেশ বড় আর জোয়ান হয়ে উঠবি, তাই না, অঁরি? তোর বাবার মত?

এ আবার কি ধরনের প্রশ্ন? নিশ্চয়, ও নিশ্চয় বড় আর জোয়ান হবে। সময়ে সকলেই হয়। বাবার মত হয়তো নয়, তবে বেঁটে আর মোটা দাদামশায়েব মত তো নিশ্চয়।

সেদিন ওরা একসংগে ঘোড়ায় চড়ে মদ তৈরী দেখতে গেল। মাঝে মাঝে লেয়ঁস্ দ্য সেলেরঁা ঘোড়া থামিয়ে তাঁর জোতদার, ক্ষেতমজুর আর আঙ্গুর বাগান থেকে আঙ্গুর তোলে যে সব মেয়ে তাদের সংগে ওদেশী ভাষায় কথা বলছিলেন। এই হচ্ছে আমার নাতি, অঁরিকে দেখিয়ে তিনি গর্বের হাসি হাসেন, ছোক্‌রা গুণ্ডার মত দেখতে, তাই না?

মদ তৈরীর জায়গায় খালি-পায় পুরুষ-মেয়েরা বিরাট সব কাঠের পাত্রে লাফাচ্ছে যেন ইণ্ডিয়ানরা যুদ্ধের নাচ নাচছে। অঁরি তাদের একটা স্কেচ্ আঁকে। পরের দিন ওরা শস্য রাখবার জায়গায় যায়। তার পরদিন হাঁস-মুরগীর খোঁয়াড়ে। তার পরের দিন গোশালায় আর আস্তাবলে। সব দিকেই স্কেচের বিষয়। বুড়ো গাধা তোয়ানঁ এক গাড়ী সার টানছে,* মোরগরা লম্বা লম্বা পা ফেলে চলেছে যেন রণ-পা পরা, হাঁস, ভেড়া, গরু.........

সন্ধেতে সমস্ত বাড়ীটা গানে আর হাসিতে ভরে উঠত। বিরাট সব ভোজ হত, দাদামশায বসতেন টেবিলের মাথায়, জরীর কাজ করা পোষাকে তাঁকে খুব সুন্দর দেখাত।

---

* তোঁয়ানঁর এই জলরঙা ছবিটা, তাছাড়া খামারের লোকদের আর জন্তুদের আরও অনেক ষ্টাডি, এখন আল্‌বি মিউজিয়ামে আছে।

সবায়ের প্লেটে জোর করে খাবার চাপাতেন, কথা বলতেন, হাসতেন, মাংস কাটতেন, অতিথিদের তাঁর মদ চেখে দেখতে বলতেন,—তাঁর চমৎকার সেলেরাঁ মদ—ভোজের শেষ সময়ে, মুখ লাল করে, একটু মত্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে উঠতেন, একটু জড়ানো গলায় সকলের স্বাস্থ্যপান করার জন্যে।

সেলেরাঁর সেই সব আনন্দেব দিনগুলোর কথা ভেবে আঁরি যখন হাসছিল, তখন ও মার পায়ের শব্দ পেল। তিনি ভেতরে এলেন, হাতে একটা চিঠি।

তোমার বাবা চান যে তুমি লুরিতে শিকারে যাও—তিনি বলেন মৃদু বিষণ্ণ গলায়।

তুমিও কি যাচ্ছ?

তিনি সংগে সংগে উত্তর দেন না। এরই মধ্যে তাঁর চোখে সেলেরাঁতে যে চক্‌চকে ভাবটা এসেছিল তা আর নেই।

যাচ্ছ কি?

তিনি ঝুঁকে পড়ে ওর গালে চুমু খান। না, খোকা। তবে জোসেফ·········

তাহলে আমিও যাবনা। না আমি যাব না, আমি কিছুতেই যাবনা। তোমাকে ছাড়া যেতে আমি চাই না। তুমি যাবেনা কেন? কেন···

ঠোঁটের ওপর তাঁর আঙ্গুলের ছোঁয়াতে ও চুপ করে যায়।

—শ্-শ্-শ্। ভাল ছেলেরা কখনো 'আমি চাই না' বলে না। তোমার বাবা চান যে তুমি তাঁর মত একজন ভাল ঘোড়সওয়ার হও। তোমাকে একটা সুন্দর শিকারের পোষাক তৈরী করিয়ে দিতে হবে, আর একটা সুন্দর গোলাপী কোট। আর মনে থাকে যেন, কখনো ওটাকে লাল বলবে না, বলবে গোলাপী। তুমি শিকারের পেছন পেছন যাবে, চমৎকার সব লোকেদের সংগে তোমার আলাপ হবে। সত্যি কথা বলতে কি, তুমি খুবই মজায় থাকবে। যখন কোন ভদ্রলোকের সংগে তোমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে, ভুলে যেও না, তোমাকে ঝুঁকে নমস্কার করতে হবে আর বলতে হবে, 'মঁসিও, আপনার সংগে পরিচিত

হয়ে সম্মানিত হলাম।' আর যদি কোনো মহিলা তোমাকে চুমু খেতে চান তো তুমি যেমন সবসময় কর সেরকম ভাবে কখনো তোমার মুখ ফিরিয়ে নিও না। আর চুল আঁচড়াতে, দাঁত মাজতে, আর প্রার্থনা করতে যেন কখনো ভুল না হয়।

তাঁর মৃদু গলার তলায় ওর প্রতিবাদ চাপা পড়ে যায়। ক্রমশঃ ও নিজেকে বাবাকে আবার দেখতে পাবার উত্তেজনার হাতে ছেড়ে দিল। দেখতে পাবে, সুন্দর একটা লাল—না গোলাপী কোট পরে তিনি বনের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া ছোটাচ্ছেন।

এই যে, তুমি এসেছ, অঁরি। দেখি তোমাকে কেমন দেখাচ্ছে।

দশ মিনিট ধরে—অঁরি ওর ছোট্ট শিকারীর পোষাকে বিরাট ওক-কাঠের বরগা দেওয়া ঘরটার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। ঘর ভর্ত্তি ছিল বুট আর গোলাপী কোট পরা ভদ্রলোকে আর চক্‌চকে টপ্‌ হ্যাট্‌ আর লম্বা রাইডিং স্কার্ট পরা মহিলাতে। তাঁরা হাসছিলেন, কথা বলছিলেন আর রূপোর পেয়ালা থেকে পান করছিলেন। এখন ও তার বাবার সামনে দাঁড়িয়ে। শিকারের পোযাকে তাঁকে আরও লম্বা আর রাশভারী দেখাচ্ছে, দাড়িব ফাঁকে দেখা যাচ্ছে তাঁর হাসি, হাতের ছড়িটা দিয়ে তিনি পায়ের বুটে সশব্দে বাড়ি মারছেন।

ওদিকে ফেব। না মন্দ নয়। নিখুঁত ফিট্‌ করেছে। আমি তোমার মার কাছ থেকে তোমার একটা পুরোনো স্যুট আনিয়ে নিয়েছিলুম। কিন্তু তোমার চুলগুলো বড় লম্বা হয়েছে। যখন পারীতে ফিরবে তখন মাকে বোলো ওগুলো কাটাবার বন্দোবস্ত করতে। ওই কোঁকড়ানো চুল থাকাতে তোমাকে মেয়ের মত দেখায়। তুমি নিশ্চয় চাও না যে তোমাকে মেয়ের মত দেখাক, চাও কি?

হাসতে হাসতে, তিনি অঁরির হাত ধরে ওকে একদল অতিথির কাছে নিয়ে যান। তাঁরা আগুনের ধারে দাঁড়িয়ে জটলা করছিলেন।

ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ, এই হচ্ছে আমার ছেলে অঁরি, হাসিখুশী অথচ অমায়িক ভাবে তিনি ঘোষণা করেন। আমার মনে

হয় যে শিকারের সংগে গিয়ে কি করে কি করা হয় না-হয় সে সব দেখা ওর পক্ষে ভাল হবে। শেখবার পক্ষে কেউই কখনো খুব ছোট নয়, কি বলেন?

তিনি ঝুঁকে পড়ে, এক এক করে প্রত্যেকটি অতিথিকে দেখিয়ে দেখিয়ে বলে চলেন, অঁরি, ইনি হচ্ছেন মাদাম লা ভিকঁতেস দ্য লা তুর জাক্‌লেন্‌……ইনি হচ্ছেন মাদাম লা ব্যারন্‌ দ্য ভোর্ব্যা……ইনি হচ্ছেন মঁসিও ল্য কঁত্‌ দ্য স্ত্যাঁতিভ্‌স্‌…… আর ইনি হচ্ছেন আমার পুরোনো বন্ধু মঁসিও ল্য দ্যুক্‌ দ্য দুদোভিয়। এঁর ঘোড়া গত বছরে গ্রঁ প্রি জিতেছে। তাছাড়া ইনি হচ্ছেন জকি ক্লাবের প্রেসিডেন্ট, কাজেই তুমি যদি এঁর সংগে ভাল ব্যবহার না কর, ইনি কোনদিন তোমাকে মেম্বার হতে দেবেন না।

পাগলের মত অঁরি মার উপদেশ সমস্ত মনে করার চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুই তার মনে আসে না। ও বুঝতে পারে যে ও যখন আড়ষ্ট ভাবে একটা নমস্কার করে নিজের বুটের আঙুলের উপর চোখ রেখে আমতা আমতা করে কিছু বলছে তখন সমস্ত রক্ত ওর মুখে এসে জড়ো হচ্ছে।

একটু লাজুক, তাই না? ডিউক হাসেন। কিন্তু আমি বাজী রাখতে পারি ও এটা কাটিয়ে উঠবে। আজকাল ছেলেরা এসব কাটিয়ে ওঠে।

পরিচিতির পালা চল্ল। খোকা, এই হচ্ছেন মাদাম্‌ লা ডাচেস দ্য রোহাঁ…… ইনি হচ্ছেন মঁসিও ল্য মার্কুইস্‌ দ্য ভিয়েনোভ্‌…… ইনি হচ্ছেন মঁসিও ল্য কঁত্‌ দ্য……

নাম, নাম আর নাম। লম্বা সব নাম—মনে রাখা শক্ত— হাসি, নমস্কার, হ্যাণ্ডশেক্‌, গালে আদরের চাপড়…… পুরুষরা ততটা খারাপ নয়। তারা দু একটা কথা বলছিল, হাতটা বাড়িয়ে দিচ্ছিল আবার নিজেদের পানীয়ে মন দিচ্ছিল। কিন্তু মেয়েরা! তারা তোমার চারদিকে ঘুরবে, হাঁটুগেড়ে বসবে, মুখের ভেং তুলে তোমাকে চুমু খাবে। ছোট্ট, গোলাপী কোটটা পরে ওকে কি মিষ্টি দেখাচ্ছে,

না? শেরি, তোমার বয়স কত? কি সুন্দর কোঁকড়ানো চুল··· এই শীতে তুমি নিশ্চয় পারীতে আমার সংগে দেখা করবে। না থেমে তারা কলর-কলর, বকর-বকর আর উতুর-পুতুর করবে, তাদের লম্বা নখওয়ালা আঙ্গুলগুলো তোমার চুলের ভেতর দিয়ে চালাবে। বিনয়ের সংগে তুমি উত্তর দেবে, উই, মাদাম—নো, মাদাম··· আমার বয়স সাড়ে আট, মাদাম, প্রায় নয়। আর যখন তারা জড়িয়ে ধরে তাদের চটচটে ঠোঁট তোমার গালে চেপে ধরবে তখন মুখ ঘুরিয়ে না নেবার কথা মনে রাখবে······

লুরিতে এক সপ্তাহ আঁরির খুব ব্যস্তভাবে কাটল। যখনই পারত ও লুকিয়ে আস্তাবলে পালিয়ে আসত, ঘোড়াদের চিনির ডেলা খাওয়াত আর সহিসদের তোষামোদ করে তাদের ছবির জন্যে পোজ্ দিতে রাজী করাত। তা ছাড়াও ও কুকুর, ঘোড়া আর পাশের দিকে পা ঝুলিয়ে বসে আছেন, হাওয়ায় মুখের ভেল উড়ছে একরকম ঘোড়ায়-চড়া মহিলাদের স্কেচ করত। *

এছাড়া শিকারের দলের অনুসরণ করা তো ছিলই। ও দেখত, কুকুরদের যারা দেখাশোনা করে তারা, যে সব হাউণ্ডগুলো চীৎকার করছে তাদের মুখের বাঁধন ধরে টানছে। পা দিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছে যে সব চকচকে লোমশদেহ ঘোড়া তাদের লাগাম ধরে সহিসরা দাঁড়িয়ে আছে আর এদিকে ভদ্রলোকেরা ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন মহিলাদের ঘোড়ার পিঠে উঠতে সাহায্য করবার জন্যে। হরিণ শিকারের কিছু কিছু কথাবার্তা তাছাড়া এর বাঁধাধরা নিয়ম ও রপ্ত করে। জোসেফের সদা সতর্ক দৃষ্টির প্রহরায় ও যতটা পারে শিকারী দলের অনুসরণ করে, ছোট ছোট ঝোপের বেড়া লাফায় আর অগভীর সব নদী পার হয়। ও শোনে, 'হার্বারার'রা সংকেত করছে কোথায় একটা শিকারের যোগ্য হরিণ আছে। দেখে, 'টাফ্টার'রা তাকে তাড়িয়ে খোলা জায়গায় নিয়ে আসছে।

---

* লুরির বেণীর ভাগ ড্রয়িং এখন আলবি মিউজিয়ামে আছে। অনেক জায়গায় ছাপা হওয়াতে এগুলো খুব পপুলার হয়েছে।

ও শেখে কখন ঘোড়াকে একদম দাঁড় করাতে হবে আর কখন লাগাম গুটিয়ে ছড়ির এক বাড়িতে, একেবারে শিকারের পেছন পেছন দৌড়োতে হবে। অবশেষে যখন হরিণটা মারা হয়, শিকারী শিঙ্গার বিষণ্ণ স্বর ওর কাণে আসে, মারার বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ ও দেখে। কিন্তু যখন ও দেখে যে জন্তুটা হাঁপাতে হাঁপাতে হাঁটুগেড়ে বসে পড়েছে আর তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে—তখন ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। মনে মনে ও স্থির করে যে হরিণ শিকারও পছন্দ করে না। যখন বিদায় নিয়ে পারীতে ফেরবার সময় আসে, তখন ও খুশীই হয়।

নতুন টিচার, ফাদার জামে ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। সব কিছু অন্ধি-সন্ধি তাঁর জানা ছিল। আর ফিস্ ফিস্ করে বলে দেওয়া নয়, আগেকার বছরের ছেলের খাতা দেখে টোকা নয়, বেঞ্চের তলা দিয়ে আড়ালে নোট্ চালান দেওয়া নয়। চশমার ওপর দিয়ে উনি একদৃষ্টে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন—চক্‌চকে গোল মুখটার ভেতর ছাই রংএর চোখ দুটো ছিল তীক্ষ্ণ আর সর্বদর্শী।

আবার সেই প্রাণান্তকর রুটিন আরম্ভ হল। সকালে দরজায় জোসেফের টোকা। সাতটা বাজে, মঁসিও অঁরি। ওঠবার সময় হয়েছে। তাড়াতাড়ি চান, ধোঁয়া উঠতে থাক! চকোলেটের বাটি, তাড়াতাড়ি তাক থেকে টুপি-বেল্ট টানা। লাল কার্পেটমোড়া সিঁড়ি দিয়ে নীচে ছোটা।

এখন সন্ধেবেলায়, বসবার ঘরের আলোয় বসে বসে হোমওয়ার্ক করতে হয়। আগুনের ধারে তাঁর উইংচেয়ারে বসে পড়তে পড়তে কিংবা সেলাই করতে করতে, মা মাঝে মাঝে কোন শক্ত অঙ্ক কষতে একটু-আধটু সাহায্য করেন। তাকের ওপরের ছোট আলাবাস্তার ঘড়িটায় নটা বাজলে বলেন, আজকের মত যথেষ্ট হয়েছে, খোকা। ঘুমোতে যাবার সময় হল। জড়িয়ে ধরে একটা আদরের চুমু—তারপর ঘুম ঘুম চোখে, এরিথ্‌মেটিক আর ল্যাটিন ক্রিয়াপদ ভর্ত্তি মাথায়—বিছানাতে।

অবশ্য জীবনটা শুধু কাজেই ভর্ত্তি ছিলনা। টিফিনের সময় মার্বেল আর লীপফ্রগ্ খেলার সময় পাওয়া যেত। তাছাড়া রবিবার দিন মঁসো

পার্কে ইণ্ডিয়ান যুদ্ধ করা হত। মরিস আর ফঁতানে স্কুলের অন্যসব সংগীদের নিয়ে ও কর্ম্যুর 'ল্যাবাঁদনে' মূর্ত্তিসমষ্টির তলায় ঝালুমে খেত, ঝোপের মধ্যে ওর তাঁবু ফেলত আর কাল্পনিক আগুনের চারধারে লাফিয়ে বেড়াত। শান্ত, ফিতে-বাঁধা মেয়েরা আর খবরের কাগজপড়িয়ে বয়স্ক ভদ্রলোকরা ছোট প্যাণ্ট আর ইটন কলার পরা বিকট মুখভংগী করে চীৎকারে রত 'ইরোকি' দের দেখে চমকে যেতেন।

এইভাবে, প্রথম বারের মত, পারীর দ্বিতীয় শীতও আনন্দ আর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল।

অঁরির বয়স এখন নয়। ও এখন একজন খাঁটি পারীর ছেলে। রাস্তার গণ্ডগোল, ট্রলির ঢং ঢং শব্দ, গাড়ী ঘোড়ার অবিরাম যাতায়াত, কোচম্যানদের সংগে পুলিশের ঝগড়া, এ সবই ওর দেখে দেখে অভ্যাস হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে ও বাবার সংগে তাঁর হোটেল স্যুইটে দেখা করতে যেত।

একদিন ও ওর মাকে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা মা, তুমি আর বাবা একসংগে থাক না কেন? কারণ তোমার বাবা খুব ব্যস্ত লোক—ওর মা তাড়াতাড়ি উত্তর দেন—এখন, বলতো, তুমি আজ স্কুলে কি করলে…

ক্রমশঃ বুলভার মালশার্বের ভাড়াটে বাসাটাই বাড়ী হয়ে উঠল। লা মাদ্‌লিনের ফ্যাশনেবল্ গির্জা, তার টুপিতে পালক পরানো পাদ্রী আর তার টাকা নেবার সোনার থালা, প্রতি রবিবার ভগবানকে ডাকতে যাওয়ার জায়গা হিসেবে, আল্‌বির পুরোনো ক্যাথিড্রালের স্থান অধিকার করল। আশে-পাশের মহিলাদের কয়েকজনের সংগে ওর মার নতুন বন্ধুত্ব হল। মাঝে মাঝে, স্কুল থেকে ফিরে, ও দেখত ড্রয়িং রুমে তিনি তাঁদের আদর-আপ্যায়ন করছেন। সেই বিখ্যাত ডাক্তারের স্ত্রী, মাদাম প্রুস্ত্, কয়েকটা বাড়ী পরেই থাকতেন। তিনি প্রায়ই তাঁর দুই ছেলে মার্সেল্ আর রবার্টকে নিয়ে আসতেন। মাঝে মাঝে ডাক্তার নিজেও এক একবার দেখা করে যেতেন। অঁরি তাঁকে অসাধারণ বুদ্ধিমান বলে মনে করত, কারণ দেখা হলেই তিনি ওর 'সম্মানের ক্রশ'টার প্রশংসা করতেন।

সেই বছরই ওর প্রথম 'কমিউনিয়ন' হল। এই গুরুত্বপূর্ণ

ঘটনার প্রস্তুতি হিসেবে ও:কে ধর্ম সম্বন্ধে অজস্র উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। শুতে যাবার আগে ও সব কটা কম্যাণ্ডমেণ্ট আর বিশ্বাস, আশা, দয়া আর অনুতাপের নানারকম কাজের বিবরণী গড়্গড় করে বলে যেত। 'পবিত্র প্রেম', 'ত্রয়ী' আর 'কুমারী মেরী'র সংগে ওর একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। তাছাড়া দেবদূত আর দলে দলে সাধু, সন্ত, শহীদ, কুমারী, সন্ন্যাসী ও ভগবৎপ্রেমিক যে সব লোকেরা পৃথিবীতে দুঃখের জীবন যাপন করে এখন স্বর্গে গৌরবময় অবসর যাপন করছেন তাদেরও ও চিনে গিয়েছিল।

শুধু ভগবানের সম্পর্কে, মনে মনে অঁরির কতকগুলো গোপন—খুবই গোপন ধারণা ছিল। অবশ্যই, তিনি খুব শক্তিশালী। বাইবেলে তাঁর নানারকম কাজ আর ক্ষমতা সম্বন্ধে রোমাঞ্চকর সব বিবরণ দেওয়া আছে। অথচ, যখন হাতেনাতে পরীক্ষা করা যায়, ভগবানের কাজ তাঁর সম্ভাব্য ক্ষমতার কাছাকাছিও পৌছতে পারেনা। বেশ কয়েকবার ও তাঁকে কয়েকটা ছোটখাট আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটাবার জন্যে সশ্রদ্ধ অনুরোধ জানিয়েছে আর প্রত্যেক বারেই হয় ভগবান শুনতে পাননি, নাহয় তো এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, ওর অনুরোধ পালন করা দরকার বোধ করেন নি।

অবশেষে ও এই সিদ্ধান্তে পৌছেছিল যে ভগবান যদিও খুবই দয়ালু আর ক্ষমতাশালী, তিনি তাঁর ক্ষমতা এবং দান সম্বন্ধে অত্যন্ত কৃপণ। তিনি হচ্ছেন অনেকটা ওর ওদোন খুড়োর মত—সবাই জানে তিনি অসম্ভব বড়লোক অথচ কিরকম করে জানিনা একটা পোষ্টকার্ড ছাড়া বড়দিনের সময় তিনি কখনও আর কিছু পাঠান না।

আবার বসন্তকাল। বুলভার মালশার্বেতে চেষ্টনাট গাছের কুঁড়িগুলো খুলছে ছোট ছোট লোভী হাতের মত। কাউণ্টের একদিন ইচ্ছে হল যে তাঁর ছেলেকে নিয়ে 'কঁকুর ইপিক্'এ যাবেন। এটা হচ্ছে পারীর ফ্যাশনেবল্ ঘোড়ার প্রদর্শনী। কাজেই পরের রবিবার প্রার্থনার পর, কাউণ্টেস্ গাড়ী করে অঁরিকে তাঁর হোটেলে নিয়ে গেলেন। পথে তিনি ওকে ওর ব্যবহার সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে বল্লেন। তাছাড়া অযথা প্রশ্ন করতে আর আগ-

বাড়িয়ে কথা বলতেও বারণ করে দিলেন।

এক কথায় আমি চাই যে তুমি ভাল ছেলে হয়ে থাকবে, ওর সেলর স্যুটটার কোঁচকানো জায়গাগুলো হাত দিয়ে মসৃণ করতে করতে বলেন তিনি।

দরজার সামনে গাড়ী থামে। তাঁর নরম সাদা হাত দিয়ে তিনি ওর চওড়া-কাণা বেতের টুপি আর শার্টে লাগানো সম্মানের ক্রুশটা সোজা করে দেন।

ও তাঁকে তাড়াতাড়ি চুমু খেয়ে গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে। দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছে ও একবার তাঁকে আর জোসেফকে বিদায় জানাবার জন্যে পেছন ফেরে। তারপর হোটেলের লবিতে ঢুকে যায়। আর ওকে দেখা যায় না।

যখন ওকে ওর বাবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল, কাউন্ট তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর টাই ঠিক করছিলেন।

আজ দিনটা চমৎকার, না? আয়নার ভেতর দিয়ে তিনি অঁরির দিকে চেয়ে হাসেন। দেখছি শেষ পর্য্যন্ত তোমার মা তোমার চুল কাটিয়েছেন। বেশ! তিনি কোটের ভাঁজে একটা সাদা কার্ণেশান ফুল লাগিয়ে নেন, ভ্যালে-টের হাত থেকে সোণা-বাঁধানো ছড়িটা নেন, টপ-হ্যাটে একটা টোকা মেরে দরজার দিকে এগোন।

পরের বছর, আমরা এরকম অথর্ব স্ত্রীলোকদের মত গাড়ীতে না চড়ে, ঘোড়ায় চড়ে 'বোয়া'তে যাব, তিনি বলেন। তাদের গাড়ী তখন শাঁজেলিজের ওপর দিয়ে দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে। ভদ্রলোকদের জায়গা ঘোড়ার পিঠে, পেছনে নয়।

উৎসুক দৃষ্টিতে অঁরি চারদিকে তাকায়। দুদিক দিয়ে অবিরাম ধারায় বয়ে চলেছে—ব্রুহাম, ভিক্টোরিয়া, ল্যাণ্ডো আর ফ্যাশনেবল্ কেল্‌নার গাড়ী। চক্‌চকে রেশমী চামড়ার ঘোড়াগুলোর ঝলসে ওঠা ক্ষুরগুলো কাঠের ইট-বাঁধানো রাস্তায় পড়ছে বৃষ্টিধারার মত। তাদের সাজ এপ্রিলের সূর্য্যালোকে ঝলমল করছে। মহিলাদের রঙীন ছাতা আর ফুল-দেওয়া টুপি, সহিসদের কালো উর্দ্দির পটভূমিকায় ছোট ছোট রঙীন দ্বীপ রচনা করেছে।

দেখছি তুমি 'সম্মানের ক্রশ' পরেছ, কাউন্ট মন্তব্য করেন। খুব ভালো, অঁরি খুবই ভাল। তোমার মা আমাকে জানিয়েছেন যে তুমি নাকি তোমার ক্লাশের মধ্যে প্রথমস্থান অধিকার করেছ। তিনি প্রশ্রয়ের হাসি হাসেন। 'কিন্তু আশাকরি তাবলে তুমি শুধু একটা বইয়ের পোকা হয়ে উঠবে না। বই-পড়া ভালই, তবে কি জান, গানবাজনা, ছবি আঁকা এ সবের মত ওটা হচ্ছে মেয়েদের কাজ। জীবনে ওর চেয়ে অনেক দরকারী জিনিষ আছে।

কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে তিনি তাঁর টুপি তুলে কোন পরিচিত ভদ্রলোক কি ভদ্রমহিলাকে সম্ভাষণ জানাচ্ছিলেন। প্রত্যেক সম্ভাষণের পেছনে ছিল তাঁর সারা জীবনের সামাজিক আদব-কায়দা সম্বন্ধে অর্জিত অভিজ্ঞতা। ডিউক্ আর ডাচেস্ দ্য রোহাঁকে অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সঙ্গে নমস্কার, যা দেখে মনে পড়ে যায় পুরোণো রাজকীয় আমলের কথা। ব্যাঙ্কারের যে মেয়েটা কিছুদিন হোলো অভিজাত সমাজে বিয়ে করেছে—তাকে নিখুঁত অথচ একটু তাচ্ছিল্যপূর্ণ নমস্কার। নতুন গাড়ীটা দেখাতে বেরিয়েছে অভি-নেত্রী সোফি ক্রোয়াসেত্, তার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে মাথা ঝাঁকুনি আর অর্থপূর্ণভাবে ভুরু দুটো ওপরে তোলা।

হ্যাঁ, ভাল কথা, তুমি তরোয়াল খেলা শিখতে আরম্ভ করেছ? না? দেখ, অঁরি, তরোয়াল চালাতে জানা হচ্ছে অ্যালজেব্রা কিংবা সিসেরোর বক্তৃতার চেয়ে অনেক দরকারী। এতে তুমি লোকেদের সম্বন্ধে যা ভাব তা তাদের মুখের ওপর শুনিয়ে দিতে পারবে। আর নাচ শেখার কি হবে? এ সম্বন্ধেও একটা কিছু করতে হবে। শুধু ভাল নাচতে পারার ওপর কত লোকের জীবন গড়ে উঠেছে।

তাদের ভিক্টোরিয়াটা যখন 'আর্ক দ্য ত্রিয়ক্'এর পাশ দিয়ে ঘুরছে, তিনি ঝুঁকে পড়ে কোচম্যানের পিঠে তাঁর ছড়ির মাথা দিয়ে টোকা মারেন।

প্রে কাতালাঁতে চল, ফ্রাঁসোয়া! নিজের সিটে বসে, তিনি আবার হাসতে হাসতে অঁরির দিকে ফেরেন। আমার মনে হয় না যে তুমি কোনদিন 'প্রে কাতালাঁ'তে গেছ?

তাঁর হাসি আরও বাড়ে। রোদে তাঁর সাদা দাঁতগুলো ঝক্‌ঝক্ করতে থাকে।

না। আমার যতদূর মনে হয় তুমি যাওনি। তোমার মা এটা পছন্দ করতেন না। তাঁর রুচির পক্ষে খুবই হাল্কা ধরণের জায়গা, বোধ হয়।

অঁরি আর ওর বাবা রেঁস্তোরার কাঁচে-ঢাকা বারান্দাটায় ঢোকেন। বসন্তকালের বাহারে পোষাক-পরা মহিলা আর গালপাট্টা, দাড়ি আর টপ-হ্যাট পরা ভদ্রলোকেরা দলে দলে লেকের এদিক ওদিক দাঁড়িয়ে আছেন। কেউ কেউ ডোরাকাটা ছাতার নীচে সাদা লোহার টেবিলে বসে অ্যাপার্তিফে চুমুক দিচ্ছেন কিংবা লাঞ্চের অর্ডার দিচ্ছেন।

একটা শেরী, আর এই বাচ্চা ভদ্রলোকটির জন্যে একটা গোলাপী গ্রিনাডাইন—দস্তানা খুলতে খুলতে কাউন্ট ওয়েটারকে বলেন।

উত্তেজিত ভাবে অঁরি ঘরের ভীড়ের মধ্যে চারদিকে তাকায়।

এক সারি টবে-বসানো পামগাছের আড়াল থেকে মৃদু ওয়ালৎসের একটা অলস রেশ ভেসে আসছে। খিলান দেওয়া জানলাগুলোর ভেতর দিয়ে সোণালী বাষ্পের ঢেউএর মত রোদ এসে পড়ছে। ঝিকিয়ে উঠছে গেলাসের কাণা আর জ্বলে উঠছে মহিলাদের অলংকারের পাথরে রঙীন আগুন।

বিরাট আয়তনসত্ত্বেও মনে হচ্ছিল রেটোণ্ডাটাতে যেন একটা অভিজাত সালোঁর ঘনিষ্ঠ পরিবেশ। পুরুষরা একে অন্যকে দেখে হাত নাড়ছে কিংবা কিছুক্ষণ একজন আর একজনের টেবিলে ঘুরে আসছে। মহিলারা তাঁদের হাত বাড়িয়ে ধরছেন, সুন্দর ভাবে হাসছেন আর পরিচিতদের দেখে মাথা নাড়ছেন।

জানলার কাছে ওই সাদা দাড়িওয়ালা ভদ্রলোকটিকে দেখছ? কাউন্ট টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে ফিস্-ফিস্ করে বলেন। উনি হচ্ছেন ভিক্তর য়ুগো। সিনেটের সদস্য। অবশ্য, রিপাব্লিকান্! তা, আজকাল সবাই রিপাব্লিকান্। আমি যতদূর জানি, উনি লেখেনও। রাজনীতি আর সাহিত্য! বেচারা ফ্রান্স এ থেকেই মরতে বসেছে!

তিনি উঠে কাছের এক টেবিলে যান। অঁরি দেখে তিনি ঝুঁকে পড়ে এক মহিলার আঙ্গুলের আগায় চুমু খেলেন, হাসতে হাসতে

তাঁর সংগী ভদ্রলোকটির সংগে কি সব কথাবার্তা বল্লেন। তারপর যে রকম হঠাৎ চলে গিয়েছিলেন সেইরকম হঠাৎ আবার ফিরে এলেন।

দেখতে পাচ্ছ—ওই যে ভদ্রলোকটির চৌকো দড়ি আর মনোকল্ পরা—শেরীর গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে তিনি আবার আরম্ভ করেন—ওই যে, যিনি খুব সুন্দরী ভদ্রমহিলাটির সংগে কথা বলছেন। উনি হচ্ছেন বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড।

রাজা! অঁরি ঢোক গেলে। মুখ ঘুরিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখে সেই বয়স্ক ভদ্রলোকটিকে।

ওরকম ভাবে তাকিয়ে থেক না। তাছাড়া, উনি এখানে অজ্ঞাত পরিচয়ে আছেন।

একটা হাত তাঁর কাঁধে ঠেকতেই কাউণ্ট তাড়াতাড়ি ঘোরেন।

এইযে বঁজুব, দুদোভিয! আমাব ছেলে অঁরিকে মনে আছে? লুবিতে তোমার সংগে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলুম! আজ বিকেলে 'কঁকু ইপিক্'এ নিয়ে যাবার আগে ওকে পাবীর জীবনের একটু স্বাদ দিচ্ছি।

অঁবি তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে খুব ঝুঁকে একটা নমস্কার করে।

ডিউক ওর দিকে তাকিয়ে হাসেন, ওর গাল চাপড়ে আদর করেন, কাউণ্টের সংগে দু'একটা কথা বলেন, তারপর ঘুবতে ঘুরতে অন্যদিকে চলে যান।

একটু পরেই আর এক ভদ্রলোক ওদের টেবিলে এসে থামেন। তাড়াতাড়ি! লাফানো! নমস্কার কবা! 'মঁসিও আপনার পরিচয় লাভ করে সম্মানিত হলাম।' তারপরে আবার বাবাব ওঠবার পালা। এবার তিনি ঘরের শেষপ্রান্তে বসা কয়েকজন লোকের সংগে দেখা করতে গেলেন। কয়েক মিনিট পরে তিনি আবার ফিরে এলেন। দেখতে পাচ্ছ, ওই যে মহিলাটি লম্বা সাদা দস্তানা পরে দাঁড়িয়ে আছেন। উনি হচ্ছেন সারা বার্ণহার্ট। ওর সংগে আছে ওর সর্বাধুনিক···হ্যাঁ, কি যেন বলছিলাম ···ওর মাসতুতো ভাই।···

তাহলে যতদূর দেখা যাচ্ছে, এই হল নিয়ম। তুমি তোমার শেরীর গ্লাসে চুমুক দেবে। বন্ধুরা আসবে তোমার সংগে দেখা করতে। তুমি

যাবে অন্য কারো টেবিলে, কোনো মহিলার আঙুলের আগায় চুমু খাবে, দু-একটা হাসি-মস্করা করবে। নিজের জায়গায় ফিরে আসবে। আর এক চুমুক শেরী খাবে। আরও বন্ধু আসবে, তোমার কাঁধে টোকা মারবে…

এবার চল ক্লাবে গিয়ে লাঞ্চ খাওয়া যাক। ঘড়ি দেখতে দেখতে কাউন্ট বলেন, তোমার নিশ্চয় খুব ক্ষিদে পেয়েছে।

জকি ক্লাবের ডাইনিং রুমে মোম, পুরোণো কাঠ আর হাভানা তামাকের একটা মৃদু গন্ধ। প্রাচীন আর ফিস্‌ফিসে স্বরের সব ষ্টুয়ার্ড, অনেক বছর ধরে ঝুঁকে নমস্কার করে করে তাদের কোমর বেঁকে গেছে; টেবিলগুলোর ভেতর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে উর্দিপরা প্রেতের মত। লাঞ্চের শেষ পদ খাওয়া হলে কাউন্ট তাঁর চিরাচরিত অভ্যাস মত নেপোলিয়ঁ ব্রাণ্ডির অর্ডার দেন।

সেই বিরাট টিউলিপ আকৃতির গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে দরাজ মেজাজে তিনি বলেন, এবার খোকা, শ্রেফ্ আমার পোষাকটুকু বদলে নিতে যা সময় লাগবে, তার পরেই আমরা কঁকুরের দিকে রওনা হব।

শাঁজেলিজের ওপর শিল্প-প্রাসাদটা ছিল ১৮৫৫ সালে পারীতে যে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হয়েছিল তারি এক বিরাট এবং জমকালো অবশেষ। এই বিশাল মূর্ত্তি, প্লাষ্টার কর্ণিশ আর স্তম্ভপথের পাঁচমিশেলী অস্তিত্বকে সমর্থন করবার জন্যে কর্ত্তৃপক্ষ একে নানারকম কাজে লাগাতেন। এখানেই সেই বিখ্যাত 'ফ্রান্সের আর্টিষ্টদের চিত্র কলা ও স্থাপত্যের সালোঁ' হত। 'সালোঁ' বলতে এটাকেই বোঝাত। এটা ছিল একটা বিরাট ব্যাপার, হাজার হাজার আর্টিষ্টের স্বপ্ন। তাছাড়া এখানে হত যত গরুভেড়ার প্রদর্শনী, আনন্দ মেলা, দেশাত্ম-বোধক সভা-সমিতি এবং খুবই ফ্যাশনেবল্ এবং গণ্ডীবদ্ধ দর্শক মণ্ডলী নিয়ে 'কঁকুর ইপিক্'।

বিশেষ করে লাফিয়েদের লক্ষ্য কোরো, কাউন্ট আঁরিকে উপদেশ দেন। ওরা কাঁচের গম্বুজওয়ালা প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে ঢোকে। এই উপলক্ষ্যে এটাকে একটা এরিনায় পরিণত করা হয়েছে। ওরা জকিক্লাবের সভ্যদের জন্য সংরক্ষিত অংশের দিকে পা বাড়ায়।

ঘোড়া-চড়িয়েদের তৈরী করা যায় কিন্তু লাফিয়েরা জন্মায়। দেখ, তারা যখন বেড়া পার হয় তখন কিরকম সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

ওরা বক্সে ওদের জায়গায় গিয়ে বসে। কাউণ্ট তাঁর দূরবীণ ঠিক করেন।

ওইটেই হচ্ছে আসল কথা। তোমাকে তোমার ঘোড়াকে সাহায্য করতে হবে, বলতে গেলে লাফাবার সময় তাকে তুলে ধরতে হবে। একবার আমি বাজি ফেলেছিলাম যে আমার জুনোকে নিয়ে আমি একটা ঘোড়াব গাড়ীর ওপর দিয়ে লাফিয়ে যাব। সেণ্ট জোসেফের দাড়ির দিব্যি, আমি সত্যি সত্যি লাফিয়ে ছিলাম।

তাঁর লেন্সের ফোকাসে রিংএর উল্টোদিকের বক্সে একলা বসে আছেন এরকম এক মহিলাকে দেখতে পেয়ে তিনি হঠাৎ থেমে যান।

এখানেই থাক, তিনি উঠতে উঠতে বলেন, আমি কয়েকজন বন্ধুব সংগে দেখা করে আসি।

তিনি ঝুঁকে পড়ে গ্যালারির সামনে-বসা এক বেঁটে ভুঁড়িওয়ালা লোককে ডাকেন। লোকটা ব্যস্তভাবে একটা প্যাডে স্কেচ্ করছিল।

মঁসিও প্রাঁস্তো। এদিকে একটু নজর…

লোকটা মুখ না ফেরানোতে, কাউণ্টের স্বর আরও চড়ে।

এই যে, মঁসিও প্রাঁস্তো। আপনি কি ..তিনি বিরক্ত-ভাবে ঘাড় ঝাঁকানি দেন। কি লাভ! ও তো কাঠের মত কালা। অঁরি, যাও ওর কাছে গিযে বস। কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলতে যেও না। ও কালা, বোবা, তুই-ই। তুমি ওর স্কেচ্ করা দেখতে পার। ও খুব সুন্দর ঘোড়ার ছবি আঁকে। সেইজন্যেই ওকে আমরা ক্লাবের বক্সে বসতে দিই। শোয়ের পর আমি ফের আসব।

সাদর হাসি হেসে মঁসিও প্র্যাস্তো অঁরিকে তাঁর পাশে অভ্যর্থনা জানান। দেখে বোঝা যায় যে, তিনি সেইসব লোকেদের একজন যারা নিঃসংগ থাকতেই অভ্যস্ত। নিজের স্কেচ্ বইএর পাতা উল্টে উল্টে অঁরিকে তিনি তাঁর ঘোড়ার পেন্সিল ষ্টাডি সব দেখান। কিছুক্ষণের মধ্যেই তুজনে পুরোণো বন্ধুর মত, হাসি, মাথা নাড়া আর ইসারার

কথাবার্ত্তার মধ্যে মগ্ন হয়ে যায়।

অঁরির পক্ষে বিকেলটা ছিল নানা দিক দিয়ে স্মরণীয়। ব্যাণ্ডে মিলিটারী বাজনা বাজছে, সুন্দর সুন্দর ঘোড়া লাফাচ্ছে, ঘুরছে-ফিরছে—দৌড়োচ্ছে আর বিচারকরা যখন রূপোর কাপ আর ফিতে দিচ্ছেন তখন সবাই হাততালি দিচ্ছে। ওর পাশে বসে সেই বুড়ো আর্টিষ্টটী স্কেচ্ করে যাচ্ছেন। চারদিকের এত গোলমালের প্রতি তাঁর ভ্রূক্ষেপও নেই।

কিছুক্ষণ পরে তিনি পকেট থেকে একটা ছোট প্যাড বার করেন।

তুমি কি আঁকতে চাও—লেখেন তিনি। অঁরি প্রশ্নটা পড়ে জোরে ঘাড় নেড়ে জানায়, হ্যাঁ।

তখন প্র্যাস্তো হাসতে হাসতে তাঁর স্কেচবইটা বাড়িয়ে ধরেন। অঁরি সেই বোবাকালা আর্টিষ্টটির চোখের সামনে একজোড়া ছুটন্ত ঘোড়া আঁকতে সুরু করে। প্রথম তিনি হাসতে হাসতে অঁরির ছবি দেখছিলেন। সে ভাব কিছুক্ষণের মধ্যেই বিস্ময়ে পরিণত হয় তারপরেই তিনি প্রায় হতবুদ্ধির মত অঁরির আঁকা দেখতে থাকেন। কয়েক সেকেণ্ড তিনি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে অঁরির দিকে তাকিযে থাকেন।

উত্তেজনাকম্পিত হাতে তিনি তাঁর পকেট থেকে প্যাড বার করে তাড়াতাড়ি লেখেন - তুমি খুব ভাল আঁক। 'খুব' কথাটা তিনি আণ্ডারলাইন করে দেন।

সেদিন সন্ধ্যায় সিঁড়ি দিযে দৌড়ে উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে মার বসবার ঘরে ঢুকে অঁরি এই কথাটাই মাকে প্রথম বলে। সারাদিনের উত্তেজনায় ওর চোখ তখনও বড় হয়ে রয়েছে।

মা, মা! ও হাঁপাতে হাঁপাতে বলে। এমনকি মাকে চুমু খেতেও ভুলে যায়। জান, একজন বুড়ো লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল—সত্যিকারের একজন আর্টিষ্ট! তিনি বল্লেন, আমি খুব ভাল আঁকি। মানে, তিনি অবশ্য একথা বলেন নি, কেননা তিনি কথাই বলতে পারেন না। তবে তিনি তাঁর প্যাডে এ কথাগুলো লিখেছিলেন। তিনি আবার কালাও···

বাবারে, কি হৈ চৈ, তিনি হেসে ওকে তাঁর কাছে টেনে নেন। আস্তে আস্তে তিনি ওর চুলে হাত বোলান, ওর সাদা সেলর শার্টের তলায়

ওর ছোট্ট হৃদয়ের দ্রুত ধুক্‌পুকানি শোনেন।

আগে একটু হাঁপ ছেড়ে নাও, খোকা, আর আমাকে একটা চুমু দাও। সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উঠেছো, না?—এইবার বল তোমার সেই বোবা বুড়োর কথা। গোড়ার থেকে সুরু কর—সেই যখন আজ সকালে তোমাকে তোমার বাবার হোটেলে রেখে এলাম।

একনিঃশ্বেসে ও তাঁকে সেদিনের বিচিত্র ঘটনাবলীর কথা জানায়।

তারপর আমরা কাতালাঁ-এ গেলাম। সেখানে একজন অজ্ঞাত-পরিচয় রাজা ছিলেন—ও গম্ভীর ভাবে বলে যায়। তাঁর সংগে এক মহিলা ছিলেন···

অজ্ঞাত-পরিচয় মানে কি জান?

মার এই স্বভাব! এ ধরণের প্রশ্ন করা মানেই অপ্রস্তুত করা! দমে গিয়ে ও ঘাড় নাড়ে।

ওর মানে হচ্ছে যে কেউ তাঁর নাম কিংবা উপাধি ব্যবহার করছে না, কারণ যে কাজ সে করছে বা যার সংগে সে মিশছে, তার জন্যে সে লজ্জিত।

কিন্তু মহিলাটি সুন্দরী ছিলেন!

যাকগে ওসব কথা! তিনি বিপদজনক প্রসংগ এড়িয়ে যেতে চান। আর কি করলে বল?

ও তাঁকে জকি ক্লাবে লাঞ্চের কথা, কুকুরের নানারকম অভিজ্ঞতার কথা, সেই বোবাকালা আর্টিষ্টের সংগে দেখা হওয়ার কথা সব বলে।

তারপর তিনি তাঁর জামার পকেট থেকে তাঁর ছোট্ট প্যাড বার করে লিখলেন,—তুমি খুব ভাল আঁক! মাকে খুব অভিভূত হতে না দেখে, ও আবার বলে, সত্যি কথা মা, একেবারে সত্যি। এমন কি 'খুব' কথাটা তিনি আণ্ডারলাইন করে দিয়েছিলেন।

খুব ভাল লোক তো! তিনি শান্তভাবে বলেন। তারপর তোমরা কি করলে?

শোয়ের পর ওরা 'রাঁপেলমেয়ে'তে গিয়েছিল। সেখানে ও দুটো বড় আইসক্রীম আর একটা চকোলেট খেয়েছে। তারপর হোটেলে ফিরে এসে বাবা আবার পোষাক বদলেছিলেন। এই নিয়ে তিনবার। এবার ড্রেস্ স্যুট। তাঁকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। ওরা 'লাক্স'তে

ডিনার খেয়েছিল।

বাবা বন-মুরগীর মাংস আর এক বোতল শাতু-লাফিত্‌ অর্ডার দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন যে আমাকে ঠিকমত মদ অর্ডার করা শিখতে হবে। এটা খুবই দরকারী। হ্যাঁ, আর একটা কথা, মা! আমাকে তরোয়াল খেলা আর নাচ শিখতে হবে। বাবা বলেছেন যে সিসেরোর বক্তৃতার চেয়ে এ'সব অনেক বেশী দরকারী। আর বই শুধু মেয়েদের জন্যে।

ঠিক আলফঁসের মত কথা। কেন যে অপণ্ডিত লোকেরা এত কষ্ট করে জ্ঞানের নিন্দে আর মূর্খতার প্রশংসা করে? যেন কিছু না জানাটা খুব একটা শক্ত কাজ!

মুখে তিনি বলেন—নিশ্চয়, তরোয়াল খেলা আর নাচতে শেখা খুব দরকারী, কিন্তু সত্যিকারের যারা ভদ্রলোক—তারা তরোয়াল খেলা আর নাচ ছাড়াও অনেক কিছু জানে! তারা সিসেরোর বক্তৃতা পড়ে, গ্রামার আর এরিথ্‌মেটিক্‌ শেখে, খুব বড় পণ্ডিত হয়। এখন, আমাকে একটা বড় চুমু দিয়ে শুয়ে পড়গে যাও।

এক মুহূর্ত্তের জন্যে তিনি ওকে জড়িয়ে ধরে থাকেন—তাঁর গালে ওর গাল লাগানো। তাঁর খোকা, তাঁর রিরি!...কেউ ওকে নষ্ট করতে পারবে না, ওকে একটা বাজে ফোতো কাপ্তান তৈরী করতে পারবে না। কেউ না—এমন কি ওর বাবাও না!

ব্যস্‌ এবার যাও! উনি হেসে ওর পিঠে একটা চাপড় মারেন। একদিনের পক্ষে তোমার যথেষ্ট উত্তেজনার খোরাক জুটেছে। আর ভাল কথা, প্রার্থনা করতে ভুলোনা যেন।

পরের শরৎকালে, কি রকম করে যেন, তরোয়াল খেলা আর নাচ শেখার সময় পাওয়া যায়।

প্রত্যেক শনিবার বিকেলে অঁরি মেতর্‌ বুসিকোর জিমন্যাসিয়ামে যেত। আঁটসাট কালোরং-এর সিল্কের প্যান্ট আর আঁটসাট একটা জামা পরে সে সত্যিকারের ফরাসী ভদ্রলোকদের একটা গুণ অর্জন করত।

যদিও তাঁর রং ছিল কাঁচা মাংসের মত, মেতর্ বুসিকো ছিলেন একজন সংযমী লোক। নিজের গোঁফজোড়া ছাড়া সব বিষয়েই তিনি ছিলেন বিনয়ী এবং শান্তস্বভাব। এই গোঁফজোড়া সম্বন্ধে কিন্তু তিনি অত্যন্ত অহঙ্কারী ছিলেন। অবশ্য এ অহঙ্কারের সঙ্গত কারণও ছিল। এই গোঁফজোড়াটি ছিল মোমপাকানো, একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত অবধি পাকা তেরো ইঞ্চি লম্বা। তাঁর অতি সাধারণ মুখখানার দুদিকে এটা পাকিয়ে থাকত ঠিক দ্বিতীয় ব্র্যাকেটের মত। এর জন্যে তাঁকে মনে হত অসাধারণ শক্তিশালী আর একটা হিংস্র অথচ আকর্ষণীয় পৌরুষ ফুটে উঠত তাঁর চেহারায়।

মেতর্ বুসিকোর কথা ভাবতে গেলেই লোকে তাঁর গোঁফজোড়া ছাড়া আর কিছুর কথা ভাবতে পারত না। যখন তিনি তাঁর নমনীয় তরবারি তুলে নমস্কার জানাতেন, ফোঁস-ফোঁস করে নিঃশ্বাস নিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতেন আর সা-া-া-া-ব-ধা-া-া-া-ন! বলে চীৎকার করতেন তখন মেতর্ বুসিকো সত্যিই একটা দেখবার জিনিষ হয়ে উঠতেন।

এদিকে 'তরুণ ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণের নৃত্যশিক্ষার আকাদেমি'র পরিচালিকা মাদামোয়াজেল আলুয়েত্ ছিলেন পুরোপুরি ভঙ্গুরতা আর নারীজনোচিত লাবণ্যে ভরা। ভগবান তাঁকে সাদামাটা করেই গড়েছিলেন, বাকীটুকু করেছিল গুটি-বসন্ত। কিন্তু তাঁর স্বর ছিল খাঁটি মধুবর্ষী; তাছাড়া পোকায়-খাওয়া-দাঁত না বার করে তাঁর হাসবার একটা ধরণ ছিল যেটা কৃষ্টির চরম বলে মনে করা হত।

সপ্তাহে দুদিন সন্ধ্যাবেলা, অঁরি মাদামোয়াজেল আলুয়েতের ওখানে যেত। সাধারণতঃ ওর মা ওর সংগে যেতেন। আড়ষ্টভাবে ও সামনে পেছনে পা ফেলত, ঝুঁকত, আর চুলে ফিতে বাঁধা মাড়-দেওয়া পোষাক পরা ছোট ছোট মেয়েদের দিকে চেয়ে কাষ্ঠ-হাসি হাসত। পেছনে একটা পিয়ানো ঝন্-ঝন্ করত আর মভ্-রংএর সাটিন-এর পোষাক পরে মাদামোয়াজেল আলুয়েত্ হাতে তালি দিতেন আর চেঁচিয়ে পা-ফেলা শেখাতেন।

বড়দিনের আগেই অঁরি পোল্কা, শোতিশ্, আর ল্যাঁসের্স্এ

কোন রকমে পা ফেলতে পারত। ওর মা ঠিক করলেন যে ছুটির সময়টাই হচ্ছে নানারকম সামাজিক দায়মুক্ত হবার উপযুক্ত সময়। সেই উপলক্ষ্যে আয়োজন করা হল একটা ছোট্ট নাচের আসরের। অতিথিদের তালিকা তৈরী হল, কমানো-বাড়ানো হল। আশ্চর্য্য, এত লোকের সংগেও লোকের পরিচয় থাকে! ছাপানো নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠানো হল। চারজন বাজনদারের এক অর্কেস্ট্রা পার্টি ভাড়া করা হল। দরাজ মেজাজে কাউণ্ট আসবেন বল্লেন আর কাজের জন্যে তাঁর দুজন লোক আর রাঁধুনীকে দিতে প্রতিশ্রুত হলেন।

তিনটের মধ্যেই ড্রয়িংরুমে ভীড় হতে আরম্ভ করল। চারটে যখন বাজে, তখনও অতিথিরা আসছে, ড্রয়িংরুম থেকে বসবার ঘরে ভীড় উপচে পড়ছে, সেটা সেদিনকার মত 'বুফে' হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

হন্তদন্ত হয়ে মাদাম প্রুস্ত্ এসে হাজির হলেন। তাঁর স্বামীর অনুপস্থিতির জন্যে তিনি বার বার ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। এই ডাক্তারদের ওপর একেবারে ভরসা করা যায় না! সব সময়ে লোককে অসুবিধেয় ফেলবার জন্যেই যেন তাদের 'কল' আসবে!

আঁরির স্কুলের বন্ধু আর তাদের মা-বাবারা আসতে লাগলেন। আঁরি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর বন্ধুদের অভ্যর্থনা করতে লাগল। তারা দু'একটা ভদ্রতাসূচক কথা বল্ল, আত্ম-সচেতনভাবে একে অন্যের দিকে তাকাল। একে বাবা-মা থাকার অস্বস্তি, তার ওপর রবিবারের ধোপদোরস্ত জামাকাপড় পরার আড়ষ্টতা।

অবশেষে অর্কেষ্ট্রায় 'ল্যাঁসেরস্' এর বাজনা স্বরু হল। চোখমুখ লাল করে, গম্ভীর মুখে ছেলেরা তাদের আগের থেকে ঠিক করে রাখা পার্টনার-দের দিকে ছোটে, আড়ষ্ট ভঙ্গীতে ঝুঁকে নমস্কার করে, হাতে সাদা কাপড়ের দস্তানা লাগায়। মা-বাবার উৎসাহী দৃষ্টির সামনে মাদামোয়াজেল আলুয়েতের কাছে শেখা নাচ গম্ভীরভাবে নাচে। খুব জোরে হাততালির আওয়াজে বোঝা যায় যে এযন্ত্রণার শেষ হয়েছে। একঝাঁক পাখীর মত ছেলেরা ভাঁড়ারের দিকে ছোটে যেখানে তাদের জন্যে আইসক্রীম, কেক্ আর গোলাপী গ্রিনাডাইন্ অপেক্ষা করছে।

পাচটা বাজার আগেই করিডরে ইণ্ডিয়ানদের লড়াই স্থরু হয়ে যায়। ছোট ছোট মেয়েগুলো দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখতে থাকে তাদের ভাই-বন্ধুরা তাদের কথা ভুলে গিয়ে একে অন্যের খুলি ছাড়াতে ব্যস্ত। সাড়ে ছটার মধ্যে সব শেষ।

সেদিন সন্ধ্যায়, সব কিছু চুকে যাবার পরে, ওর মা অঁরিকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার ভাল লেগেছে তো, অঁরি ?

ওঃ, মা, খুব চমৎকার লেগেছে। প্রত্যেক বড়দিনেই এরকম একটা কোরো না।

এ কথাটা মন্দ নয়। তিনি হাসেন। পরের দিন সকালে ও বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না।

তিন

মাথাব্যথা, অ্যাঁ ? বিচ্ছিরি, খারাপ, মাথাব্যথা ?

তাঁর চৌকো কাঁচা-পাকা দাড়ির মধ্যে দিয়ে ডাক্তারটির ঘোঁৎ-ঘোঁতে স্বর বেরোয়। আচ্ছা, তাঁরা ও মাথাব্যথার বন্দোবস্ত করবেন। স্রেফ ফুঁ দিয়ে ওটাকে তাড়িয়ে দেবেন। জ্বরটাকেও তাড়িয়ে দেবেন—ফুঁ, —স্রেফ্ ফুঁ দিয়ে।

কাউণ্টেসের চোখের সামনে তিনি রুটিন-মাফিক কাজ করে যান, পারিশ্রমিক উপার্জন করেন, ধনী শিশুদের রোগশয্যার পাশে তাঁর যেরকম ব্যবহার করা দস্তুর সেরকম ব্যবহার করেন। কথা বলতে বলতে তিনি অঁরির নাড়ী দেখেন, ওর গলার ভেতর দেখেন, হাতেপায়ে টোকা মারেন, নিজের ঠাণ্ডা কাণটা ওর বুকে লাগান।

ঠিক যেন এক 'কোমাঞ্চে' সর্দার মাটিতে কাণ লাগিয়ে দূরে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনছে—অঁরি স্তিমিতভাবে চিন্তা করে।

অবশেষে চিকিৎসকটি তাঁর কালো চামড়ার ব্যাগটা সশব্দে বন্ধ করে কাউণ্টেসের দিকে ফেরেন। না, তেমন গুরুতর কিছু না।

অথচ কয়েকটা ছোটখাট লক্ষণ তাঁকে বিচলিত করেছে। আচ্ছা, আজ বিকেলে যদি তিনি তাঁর সহকর্মী আর একজন ডাক্তারকে পরামর্শের জন্যে সংগে নিয়ে আসেন তো কিরকম হয়?

ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই, মাদাম লা কঁতেস্, তবে সাবধানেরও মার নেই। কি বলেন? বিশেষ করে ছোট ছেলেমেয়েদের দেহযন্ত্র এত ক্ষীণ আর জটিল।

সহকর্মীটিরও একটি চৌকো কাঁচাপাকা দাড়ি ছিল। তিনিও, অঁরির নাড়ী দেখতে দেখতে ঠাট্টা-তামাসা করলেন, ওর গলার ভেতরটা দেখলেন, ওর জিভ পরীক্ষা করলেন, ওর বুকে তাঁর কাণ লাগালেন। তাঁর পরীক্ষা হয়ে গেলে সহকর্মীটিকেও বিভ্রান্ত বলে মনে হল।

কিছুক্ষণ ফিস্‌ফাস্ করে পরামর্শ করার পর দুই সহকর্মী, কাউন্টেসকে জানালেন:

মাদাম, আপনার ছেলে হচ্ছে রক্তহীন। রক্তহীনতা, বিশেষ করে দ্রুত বাড়ের মুখে, অনেক সময় কতকগুলো ঘটনা ঘটায় যার কারণ ব্যাখ্যা করা যায় না। যাই হোক্, চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমেলি-লে-বাঁার জল রক্তহীনতার পক্ষে একেবারে অব্যর্থ। তারা ঝুঁকে নমস্কার করে একসংগে ঘোরেন, দরজায় অনেকবার 'আপনি আগে যান', 'আপনি আগে যান করেন এবং শেষ পর্য্যন্ত বিদায় হন।

সত্যি কথা বলতে কি অসুখটা যে কি, তা আমি বুঝতে পারছি না। ডাক্তার প্রুস্ত্ সেদিন সন্ধ্যায় স্বীকার করেন—আর কেউও যে পারবে না এ আমি বাজী রেখে বলতে পারি।

তিনি বিছানার কিনারে বসে দাড়িতে হাত বোলান; তাঁর ভুরুদুটোর মাঝখানটা চিন্তায় কুঁচকে ওঠে। এইমাত্র অঁরির অসুখের খবর পেয়ে বাড়ী যাবার মুখে তিনি একবার দেখে যেতে এসেছিলেন। খুব বিখ্যাত ডাক্তার হওয়াতে, তাঁর পক্ষে সত্যি কথা বলা সম্ভব ছিল।

আমি এ জ্বরটা পছন্দ করছি না, তিনি নিজে নিজেই বলেন। আমি এটা বুঝতে পারছি না। খুব সন্তর্পণে তিনি অঁরির হাতটা লেপের তলায় ঢুকিয়ে রাখেন। ঘুমোবার চেষ্টা কর, খোকা। এখনও ঘুমই হচ্ছে

সবচেয়ে বড় ওষুধ।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে একটু হেসে তিনি দাঁড়িয়ে উঠে কাউণ্টেসের দিকে ফেরেন।

'ওকে আমেলি-লে-ব্যাতে নিয়ে যান, তিনি কাঁধে একটু ঝাঁকুনি দেন। নিয়ে যান—নিশ্চয় নিয়ে যাবেন। হয়তো ওরাই ঠিক, হয়তো এটা রক্তহীনতা। জলেতে কাজ হতে পারে। আর যাই হোক্, তাতে কোনো অপকার হবে না।

তার পরে সারা সপ্তাহ ষণ্ডা ষণ্ডা নীল কোর্ত্তা পরা লোকেরা সারা বাড়ীটা ঘুরল আর পা টিপে টিপে অঁরির ঘর দিয়ে গেল। তারা কার্পেটগুলো গুটোল, আসবাবপত্র ঢেকে রাখল, ছবি আর পর্দা নামাল, গাড়ী করে বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে গেল। বাবা এলেন, ঠিক জায়গা মাফিক সাদা কার্ণেশানটি লাগানো, অ্যাস্কটে একটা মুক্তো। তাড়াতাড়ি করে ভাল হয়ে ওঠ, খোকা। মনে থাকে যেন, শরৎকালে তুমি লুরিতে আসছ। আড়ষ্ট ভংগীতে তিনি একটা পাতলা চামড়া-বাঁধাই বই বাড়িয়ে ধরেন। আমি তোমার জন্যে এই পাখী ধরার ম্যানুয়েলটা এনেছি। আমি নিশ্চয় জানি এটা তোমার ভাল লাগবে। সেরে ওঠার সময় তুমি এটা পড়তে পারবে। ফাদার সুপিরিয়র দেখা করতে এলেন, অঁরির দিকে চেয়ে হাসলেন, ওকে আশীর্ব্বাণী-সম্বলিত একটা মেডেল দিলেন আর সঁতানের পক্ষ থেকে ওর আশু আরোগ্য কামনা করলেন।

আর, হ্যাঁ, রক্ত-ভাই মরিস এল তার মায়ের সংগে।

ক্যানাডার কথা ভুলে যাবে না তো—ঘরেতে ওরা দুজনে একা হতেই মরিস ফোঁপাতে ফোঁপাতে জিজ্ঞাসা করে।

দুর্বলভাবে বালিশ থেকে অঁরি মাথা নাড়ে। কোনো রকমে চোখের জল চেপে রেখে ওরা হাত ধরে ওদের পবিত্র শপথ আবার উচ্চারণ করে। অতি কষ্টে কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে অঁরি মেঝেতে থুথু ফেলে কেননা থুথু ফেলার পর আর শপথ ভাঙ্গা চলে না। মরিস কথা দেয় যে প্রত্যেক সপ্তাহে চিঠি লিখবে। তার মা যখন তাকে নিতে আসেন, সে জোর করে কেঁদে উঠে খাটের খুঁটি আঁকড়ে ধরে। ওকে তাঁর টানতে

টানতে ঘর থেকে বার করে নিয়ে যেতে হয়।

ওরা যখন গিয়ে পৌছোলো তখন আমেলি-লে-বাঁার গ্র্যাণ্ড হোটেল প্রায় খালি। বিছানা থেকে অঁরি দেখতে পেত, পিরানিজের সাদা মাথাটা যেন এক চিরন্তন ঝড়ে স্তম্ভিত হয়ে রয়েছে। সমস্ত জায়গাটার ওপর একটা অবর্ণনীয় বিষাদের ভাব ছড়িয়ে ছিল। যত রোগী এখানে আসত তারা যেন তাদের দুঃখ-বেদনার কিছু অংশ এখানে রেখে যেত। একবার ও একটু জোর পেয়ে মার সংগে সোণালী-কার্পেটমোড়া ডাইনিং রুমে খেতে গিয়েছিল। সেখানে যে কজন অতিথি উপস্থিত ছিলেন তাঁরা জোর করে ফুর্ত্তি করবার চেষ্টা করছিলেন। এমন কি ডিনারের পর কয়েকজন নাচবারও চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁরা ছিলেন অসুস্থ, ভীষণ অসুস্থ, নাহলে এই দারুণ শীতের মাঝখানে তাঁরা এখানে থাকতেন না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা যে যার টেবিলে ফিরে এলেন, অদৃশ্য নাচিয়েদের উদ্দেশ্যে অর্কেষ্ট্রা বেজেই চল্ল।

নতুন নতুন ডাক্তারেরা অঁরিকে পরীক্ষা করলেন। তাঁদের পারীর সহকর্মীদের মত তাঁরাও হাসতে হাসতে নানারকম মন্তব্য করলেন, ওর গাল চাপড়ে আদর করলেন, টেম্পারেচার নিলেন। তাঁদেরও দেখে মনে হল না যে তাঁরা কিছু বুঝতে পারছেন। দরজা বন্ধ করে তাঁরা ওর মার সংগে অনেকক্ষণ ধরে পরামর্শ করলেন। যখন ঘর থেকে বেরোলেন তখন মার মুখ শুকনো, ঠোঁট-দুটো সাদা হয়ে গেছে।

তারপরেই হঠাৎ ও ভাল হয়ে গেল। একেবারে ভাল। স্বাভাবিক। জ্বর চলে গেছে—ফুঃ। মাথার ঝনঝনানি—ফুঃ। অসুখ হওয়ার মত সেরে ওঠাটাও রহস্যময়। ডাক্তারেরা আবার এলেন, একগাল হাসি হেসে। তাঁরা গোড়া থেকেই জানতেন যে আমেলির জলেতেই ও ভাল হবে। অলৌকিক, মাদাম! এ জলের যা ক্ষমতা, অলৌকিক!

কাউন্টেস্ ঠিক করলেন যে রিভিয়েরার উত্তপ্ত সূর্য্যালোকে ও তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে। এরই ভেতর ওরা ইষ্টারের ছুটির পর পারীতে ফেরবার কথা বলতে সুরু করেছিল।

দ্বিতীয় বার গীয়ঁতে—বারেজেতে দ্বিতীয় বার, মামেলিতে তৃতীয় বার। আশা যতই কমতে লাগল, ওরা সারবার আশায় নাম-না-জানা পাণ্ডব বর্জিত সব জায়গায় যেতে লাগল। সব জায়গাতেই এ অদ্ভুত অসুখ সেই একই প্যাটার্ণে চল্ল। কিছুদিনের জন্যে সেরে ওঠা, তারপরেই ক্রমশঃ বেশী-দিনের জন্যে আবার বিছানায় পড়ে থাকা।

কিছুদিনের মধ্যেই,অঁরিকে বেশীর ভাগ সময় বিছানায় শুয়েই কাটাতে হোতো।

জীবন হয়ে উঠল স্বাস্থ্যের সন্ধানে একটা উদ্দেশ্যহীন, আশাহীন ঘুরে বেড়ানো। পরপর একই ধরণের হোটেলের ঘর। বিনয়ী হোটেল-ম্যানেজার আর হতবুদ্ধি ডাক্তারদের সারি।

মাসে মাসে বছব কেটে গেল। তারপর আর এক বছর।

দিগন্তে মিলিয়ে-যাওয়া জাহাজের মত ফঁতানে ক্রমশঃ অতীতে মিলিয়ে গেল। বুলভার্ মালশার্বে, লাল-কার্পেট-মোড়া সিঁড়ি, পার্ক মঁসো, ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিয়ান লড়াই, নাচের পার্টি, সবই কেবল স্মৃতির ছায়া হয়ে দাঁড়াল; সত্যি হয়ে রইলো শুধু বিছানাটা আর ঘরটা, থার্মোমিটার, ডাক্তারেরা, ওষুধের শিশিতে বোঝাই বিছানার পাশের টেবিলটা আর কাণের মধ্যে সেই সারাক্ষণ ভনভনানি। আর, মা! মা—তাঁর মুখ সাদা হয়ে গেছে, চোখ ক্লান্ত, সবসময় ওর বিছানার ধারে, হাসছেন, দেখছেন, প্রার্থনা করছেন······

একবছরেরও বেশী মরিস প্রত্যেক সপ্তাহে একটা করে চিঠি লিখে-ছিল। ওর সেই ক্যানাডিয়ান প্ল্যান ও দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ছিল। চিঠিতে সই করত, "তোমার সাথী শিকারী ও জীবনে-মরণে তোমার রক্ত-ভাই।" ক্রমশঃ তার চিঠি কমে এল। শেষে আসা বন্ধ হয়ে গেল। আর লেখবার কি-ই বা ছিল?

অবশেষে একটা দিন এল, যখন আর যাবার মত কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গা নেই, পরীক্ষা করবার মত আর কোনো অলৌকিক জল নেই, পরামর্শ করবার মত আর কোনো ডাক্তার নেই। পারী থেকে বেরুবার দু' বছর পরে ওরা বাড়ী ফিরল—তুর্গেতে

সবই ঠিক সেই আগেকার মত রয়েছে—সেই খাঁজকাটা জানলা, কোণে কোণে গম্বুজ, সেই পুরোণো-পুরোণো গন্ধ, বিরাট ফায়ারপ্লেস, সেই লাইব্রেরীতে সোণার ফ্রেমের মধ্যে দিয়ে গম্ভীর মুখো বর্মপরা তুলুস্-লোত্রেকদের ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকা। সবাইকে আগের মতই দেখাচ্ছে শুধু আমাদিন 'পিসি' ছাড়া। তিনি একটা নতুন রাসেট রংএর পরচুলা কিনেছেন যাতে তাঁর বয়স অন্ততঃ দশ বছর কম দেখাচ্ছে। বাগানে প্রজাপতি রয়েছে, আঁকাবাঁকা করিডরগুলো যেন খেলার জন্যে ডাকছে, আর তাঁবুর তার আস্তাবলে তখনও অপেক্ষা করছে।

কিন্তু তখন ও ঘোড়ায় চড়া, লুকোচুরি খেলা বা প্রজাপতি ধরতে ছোটার পক্ষে অত্যন্ত দুর্বল। এমন কি স্কেচ করারও ওর শক্তি নেই। পেন্সিলটা যেন এক টন ভারী মনে হয়। যখন ও ঘর থেকে বারান্দায় বেরোয় জোসেফ কিংবা মা ওকে বগলের নীচে ধরে নিয়ে যায়।

যাই হোক, জুন মাসে ও এতটা ভাল বোধ করল যে ওরা খুব হৈ-চৈ করতে করতে সেলেরাঁ গেল। যাবার সময় গাড়ীতে ও আনেতের সংগে গল্প করতে লাগল আর তাকে দিয়ে তার সেই পুরোণো প্রভঁসাল গান-গুলো গাওয়ান। সামনের সিটে বসে জোসেফ আনন্দে চাবুক ফট্‌ফটাতে লাগল। তখন পুরোপুরি বসন্তকাল। গাড়ীর জানলা দিয়ে আশেপাশের জমিগুলো দেখাচ্ছিল যেন এইমাত্র তাদের কে সবুজ রং করে দিয়ে গেছে।

অন্য অন্য বারের মত দাদু গাড়ীবারান্দার ছাদে অপেক্ষা করছিলেন। যেই ব্রুহামটা ফটক দিয়ে ঢুকল, তিনি আগেকার মত রুমাল নেড়ে তাড়া-তাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নাবতে লাগলেন। কিন্তু বেচারা দাদু; কি বদলেই না গেছেন! বুড়ো, রোগা, গালদুটো তোবড়ানো, তাঁর জরি দেওয়া জামাটায় অনায়াসে আর একজন ঢুকে যেতে পারে। তিনি হেসে স্বাগত জানাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু কথা বলতে গিয়ে তাঁর ঠোঁট কেঁপে ওঠে। তাঁর স্বর ভেঙ্গে যায়। কয়েক সেকেণ্ড এরকমও মনে হয় যে বোধ হয় তিনি এবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়বেন।

পরের দিন ভোরে অন্যবারের মত তিনি অঁরির ঘরে এসে বিছানার ধারে বসেন। আজ সকালে কি রকম আছিস্, খোকা? তিনি ভাঙ্গা গলায় ফিস্ ফিস্ করে বলেন। ভাল ঘুম হয়েছে তো? শরীর কিরকম লাগছে?

আবার তিনি আর তাঁর প্রশ্ন! আমি বেশ ভাল আছি দাদু। আজ কি আমরা মদ-তৈরীর জায়গায় গাড়ী করে বেড়াতে যেতে পারি?

নিশ্চয় পারি। আমরা যা খুশী তাই করতে পারি। এমনকি তুই তোর স্কেচ বই সংগে নিয়ে আসতে পারিস।

আগেকার কিছুটা ডোন্ট-কেয়ার ভাব আবার তাঁর স্বরে ফিরে এল। কয়েক মিনিট তিনি ফুর্ত্তিবাজের মত জোরে জোরে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলতে লাগলেন।

হঠাৎ তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে অঁরির হাত চেপে ধরেন।

তুই ভাল হয়ে উঠবি, তাই না খোকা? তুই ভাল হয়ে উঠবি, তাই না?

কথাগুলো এল থেমে থেমে, অতি কষ্টে। বড় বড় জলের ফোঁটা তাঁর লালচে চোখের থেকে বেরিয়ে তাঁর নাকের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

ভাল হয়ে ওঠ্, খোকা, ভালো হয়ে ওঠ্! তাঁর স্বর ভেঙ্গে যায়। শেষ 'ভাল হয়ে ওঠ্'টা আসে একটা কান্নার ভেতর দিয়ে।

অমানুষিক চেষ্টায় তিনি মুখ বন্ধ করে চুপ করে থাকেন। চোখের জলের ভেতর দিযে ঝাপ্সা দৃষ্টিতে তিনি অঁরির দিকে চেয়ে দেখেন। তাঁর চওড়া বুকটা চাপা দুঃখে ওঠা-নামা করতে থাকে।

না, ও আর কোনো দিন ভালো হবে না।···দেখ না, ওর ওই নরুণের মত মুখটা, ওর ওই সরু সরু কব্জি আর জ্বরে জ্বলছে ওর ওই বড় বড় চোখ দুটো। এই সুন্দর ছেলেটার জন্মানোই উচিত ছিল না। ও অবশ্য খুব উঁচু বংশের, খুব বেশী আপনা-আপনির মধ্যে ওর জন্ম। বাড়ীর ডাক্তার তো খোলাখুলিই বলেছিলেন: লেয়ঁস্, আমি তোমায় অনুরোধ করছি আদেল্কে কাউন্ট আলফঁসকে বিয়ে করতে দিও না। দুপুরুষ আগেও

ওদের পূর্বপুরুষ এক ছিলেন। কিন্তু তুলুসের একজন কাউণ্টকে নিজের নাতি হিসেবে পাওয়ার প্রলোভন, রাজাদের মত যে নিজের খ্রীশ্চান নামের আগে একটা নম্বর বসাতে পারবে; প্রলোভন ছিল বড় বেশী……

দাদু, তুমি কেঁদ না। আমি বেশ ভাল আছি। সত্যি, আমি বেশ ভাল আছি।

দুর্বল গলার স্বরে বৃদ্ধ তাঁর চিন্তারাজ্য থেকে ফিরে আসেন।

নিশ্চয় তুমি ভাল আছ, তিনি জোর করে হাসেন। তুমি একেবারে ভালো হয়ে যাবে। দেখতে দেখতে তুমি আবার তোমার সেই টাট্টু ঘোড়ায় চড়বে, আবার আমরা এক সংগে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যাব। তাড়াতাড়ি তিনি ঝুঁকে পড়ে তাঁর নাতিকে চুমু খেয়ে ঘর থেকে পালিয়ে যান।

সেলেরাঁ বেড়ানো তাড়াতাড়ি শেষ করে দেওয়া হয়। অঁরির কোনো উন্নতি হয় নি। বরং ওর অবস্থা খারাপের দিকেই গেছে। দুর্গে ফেরবার পথে ও মার গায়ে হেলান দিয়ে আধো-জাগা আধো-ঘুমন্ত অবস্থায় শুয়ে থাকে। মাঝে মাঝে ও চোখ খুলে তাকায়, তার দিকে চেয়ে আবছা হাসি হেসে পথের ধারের ফুলন্ত চেরী গাছগুলোর দিকে দেখায়। উল্টো দিকের সিটে আনেত ঘুমিয়ে পড়েছে। গাড়ীর ঝাকুনির সংগে সংগে তার টুপিপরা মাথাটা উঠছে নাবছে।

দিনের শেষ দিকে আকাশটা ফিকে সবুজ হয়ে উঠল। দূরে আল্‌বির গাঢ় ছাই রংএর পাহাড়গুলো হাঁটু-গেড়ে-বসা হাতীদের মত দেখাতে লাগল।

তিনদিন পরে বাজ পড়ল।

দুর্গের লাইব্রেরী…… কাউণ্টেস তাক থেকে একটা বই বাছছেন… একমুহূর্ত্ত নজরের আড়াল হওয়াতে অঁরি চেয়ার ছেড়ে উঠে কোনো সাহায্য না নিয়ে তাঁর দিকে কয়েক পা এগিয়েছে…একটা হোঁচট— মোম দিয়ে চক্‌চকে পালিশ করা মেঝেতে ছোট্ট একটা হোঁচট… সরু ডাল ভাঙ্গার একটা শুকনো মট্ করে শব্দ…অঁরি আশ্চর্য্য হয়ে দেখে ও আর উঠে দাঁড়াতে পারছে না।

মাদাম লা কঁতেস্, ওর পাটা ভেঙ্গে গেছে, কিছুক্ষণ পরে স্পিন্‌টের ওপর ব্যাণ্ডেজ জড়াতে জড়াতে ডাক্তার বলেন, একমাসের মধ্যে আবার

নতুনের মত হয়ে যাবে।

একমাস পরেও ফ্র্যাক্চারটা জোড়া লাগল না। দেখুন, মাদাম লা কঁতেস, এটা হচ্ছে এক ধরনের কম্পাউণ্ড ফ্র্যাক্চার যার জন্যে স্পেশালিষ্টদের দরকার। 'বারেজ্জে'তে অনেক স্পেশালিষ্ট আছেন। তাছাড়া ওখানকার গরম গন্ধক জলও খুব উপকারী। শরীরের রোগ-প্রতিরোধ-ক্ষমতা বৃদ্ধির পক্ষে ওর মত জিনিষ আর নেই, আর তাই ছেলেটির প্রয়োজন। মাদাম, ও দুর্বল, খুবই দুর্বল। সেই জন্যেই পাটা সারে নি।

আবার ওরা 'বারেজ্জে'তে গেল আর অদ্ভুত ভাবে ডাক্তারের কথাই সত্যি হল। ফ্র্যাক্চারটা জোড়া লাগল। পৌঁছোনোর দুমাস পরেই অঁরি বিছানা থেকে উঠতে পারত, ক্রাচে ভর দিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারত। কিছুদিনের মধ্যেই ও কাছাকাছি বেড়াতে যেতে পারত।

তারপর—

রবিবার বিকেল···পার্কে সুন্দর সাজানো বেগোনিয়া ফুলের বাগান··· পার্কের মাঝখানের ঘরে মিউনিসিপাল ব্যাণ্ডে বাজছে "সাঁবর্-এ-ম্যুজ্"···গুণ গুণ করে গান গাইতে গাইতে পুলিশেরা বেল্টে বুড়ো আঙ্গুল ঢুকিয়ে ভীড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পরিষ্কার-করা রাস্তার বালিতে অঁরির ক্রাচের তলার রবারের গোল গোল দাগ পড়ছে।··· একটা নুড়ি, ছোট্ট একটা নুড়ি, একটা কড়াইশুঁটির দানার চেয়ে বড় নয়···হঠাৎ ক্রাচগুলো আর বশে আনা যায় না···অসম্ভব টলতে থাকে···

মা ..

মুখ থুবড়ে পড়া······

এবার দুটো পাই ভাঙ্গল।

এখন থেকে ওর যন্ত্রণার আর বিরাম রইল না। দিনরাত ওটা দপ-দপ করতে থাকে, কমে বাড়ে—ওর ভেতরে ওটা যেন একটা ঝড়ের বাতাসের মত গোঙ্গাতে থাকে আর মাঝে মাঝে বেড়ে উঠে একটা যন্ত্রণার ঝড়ে ওর সমস্ত মুখটা বিকৃত করে দেয়। এ সব সময়ের ও একটা নাম দিয়েছিল। ও ওগুলোকো বলতো 'আক্রমণ'।

ওগুলো মিনিটখানেক থাকত। আরম্ভ হত হাত কাঁপুনি আর দাঁত

ঠকঠকানির মধ্যে। ক্রমশঃ যন্ত্রণা বাড়ত, পায়ের আর ঊরুতের সমস্ত শিরা-উপশিরা ছিঁড়ে যাবার মত হত, শিরদাঁড়া বেঁকে যেত, মাথাতে ধাক্কা লাগত, খুলিটা ফুলতে ফুলতে ফেটে যাবার মত হত। ক্রমশঃ ওটা ঘুরতে ঘুরতে অসহ্য যন্ত্রণার শিখরে উঠত যেখানে ওর সমস্ত দেহটা হয়ে উঠত একটা খাঁটি নির্ভেজাল যন্ত্রণা—চীৎকারের বদলে ওর গলা দিয়ে একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরোত, চোখের মণিদুটো কোটরে ঢুকে যেত। কয়েক সেকেণ্ড ও অচেতন হয়ে পড়ে থাকত। মুখ বিকৃত, হাতের নখ মার হাতের তালুতে গভীর ভাবে বসানো। তারপরে আস্তে আস্তে, বৈদ্যুতিক ছোট ছোট কাঁপুনি দিয়ে যন্ত্রণা সরতে আরম্ভ করত। চোখে আবার চেতনা ফিরে আসত। ফুস্‌ফুসে বাতাস এসে ঢুকত, আঙুলগুলো আলগা হত। ঠোঁটের কোণের লালা মুছতে মা যখন ওর ওপর ঝুঁকে পড়তেন, ও তাঁর দিকে চেয়ে ঝাপ্‌সা ভাবে হাসত। 'আক্রমণ' শেষ হয়ে যেত।

এবার একটা দপ্‌দপানি যন্ত্রণা সুরু হত, যেটা আগের তুলনায় অত্যন্ত তুচ্ছ মনে হত। এই ক্ষণিক বিরতির সময় ও দেখত ওর মা অসহায় কাতর দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। মাঝে মাঝে ওরা কয়েকটা কথা বলত, মাঝে মাঝে তিনি ওকে চুমু খেতেন, কপালে হাত বুলিয়ে দিতেন।

তারপর আবার কাঁপুনি সুরু, আবার জোরে নিঃশ্বাস পড়তে আরম্ভ করত···

আবার ডাক্তারেরা আসে, কিন্তু এবার আর তাদের মুখে হাসি নেই। তাঁদের সংগে আসে ক্লোরোফর্মের গন্ধ, আর তাঁদের হাতে থাকে চক্‌চকে ছুরি। আর তারা কষ্ট দেয়—অসম্ভব কষ্ট দেয়, যতক্ষণ না ওর চুল খাড়া হয়ে ওঠে—নীচে হোটেলের বাগানে লোকেরা বেড়াতে বেড়াতে ওর চীৎকার শুনে থেমে যায়। শেষকালে ওর আর চীৎকার করবার মত জোর থাকে না—আচ্ছন্নের মত পড়ে থাকে। শুধু ওর ঠোঁটদুটো একটা একঘেয়ে গোঙানিতে নড়তে থাকে—

মা !··· মা··· মা ! ..

চারটে অপারেশনের পর স্পেশালিষ্টরা কাউন্টেসকে জানালেন আঁরির হাড়ে ক্যালসিয়াম ও অন্যান্য ধাতুর অভাব থাকাতে তাঁদের চেষ্টা সফল

হল না। ওর হাড়ে জোর হওয়া দরকার... এরণের কেসে, মাদাম, রোয়াঁর জল খুব উপকারী।

আবার সেই ক্লান্তিকর ঘোরা আরম্ভ হল। রোয়াঁ...শাতেগীয়ঁ...মঁদোর্—আবার প্লঁবিয়েরে...আবার বারেজ্জে .. আবার এভিয়াঁ...

কিন্তু এখন অঁরির পাদুটো প্লাষ্টারের ছাঁচে বন্দী। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাওয়া হয়ে উঠেছে একটা পরিশ্রমের কাজ—শুধু এক ষ্ট্রেচার থেকে আর এক ষ্ট্রেচারে বদলানো। এটা আরম্ভ হত যখন সাদা পোষাক পরা পুরুষ নার্সেরা ওকে বিছানা থেকে তুলত, হোটেলের পেছনের সিঁড়ি দিয়ে ওকে প্রতীক্ষমান অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যেত, তারপর ষ্টেশনে, সেখানে ট্রেণের একটা কম্পার্টমেণ্টে তোলা, তারপর, অনেক ঘণ্টা পরে, সেই একই ধরণের আরেকটা ষ্টেশনে, আরেকটা অ্যাম্বুলেন্সে তোলা, তাতে করে আরেকটা হোটেলে, আর একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া, আর একটা বিছানায় তোলা—ও শুধু দেখত যন্ত্রণা,— সেই পুরোণো যন্ত্রণা ওর জন্যে অপেক্ষা করে আছে। ডাক্তারো এই উপদেশ দিল; ডাক্তারেরা ওই উপদেশ দিল। একজন বিখ্যাত সার্জন বল্লেন, যে আগেকার সমস্ত অপারেশন ভুল করা হয়েছে; তিনি জোর করে নতুন করে হাড় ভেঙ্গে নতুন একটা অপারেশন করলেন যাতে অঁরি আবার নতুন করে যন্ত্রণা পেল কিন্তু আগেকার মতই ফল কিছুই হল না। তিন মাস ধরে এক নামকরা স্পেশালিষ্ট ইলেক্‌ট্রোথেরাপি বলে নতুন একরকম চিকিৎসা চালালেন; আরেকজন বল্লেন, মাসাজ করলে নিশ্চয় ফল পাওয়া যাবে। গরম গন্ধক-জলের প্রস্রবণে অঁরিকে নিয়ে যাওয়া হল—পেশাদার মাসাজ-করিয়েরা ওর পা আর উরুত মালিশ করতে লাগল। যদিও তাদের মন শক্ত হয়ে গিয়েছিল, অঁরির চোখে যন্ত্রণা দেখে তারাও মুখ ফিরিয়ে নিত। একজন স্পেশালিষ্ট একটা জিনিষের বন্দোবস্ত দিলেন, আর একজন আর একটা...সব কিছুই চেষ্টা করা হল। কিছুতেই কিছু হল না।

ক্রমশঃ ডাক্তারদের আসা কমতে লাগল। যখন তারা আসত তখন তারা কতকগুলো অবোধ্য কথা বলত আর খুব গম্ভীর আর সবজান্তা ভাবে

বসে থাকত। বোঝা যেত যে, তারা হার স্বীকার করেছে।

ক্রমশঃ যন্ত্রণাও যেন নিজের আধিক্যে ক্লান্ত হয়ে পড়ে একটা টাটানো দপ্‌দপানিতে রূপ নিল। অঁরির কাছে সেটা হয়ে উঠল জীবনেরই একটা অংশ। যন্ত্রণার সাহচর্য্যে ও অভ্যস্ত হয়ে উঠল যেমন যারা সমুদ্রের কাছে বাস করে তারা ঢেউয়ের গর্জন শুনতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। কোনদিন রাগে গর্জাচ্ছে, পরের দিন শান্ত, কিন্তু সব সময়েই শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে 'আক্রমণ' হত, কিন্তু ক্রমশঃ মাসের পর মাস সেগুলো কমে আসতে লাগল।

এইরকম ভাবে একবছর কাটল।

শেষে অঁরি আর ওর মা বুঝতে পারলেন যে এ অসুখ সারবার নয়। কালো ওড়নায় মুখঢাকা মূর্ত্তির মত নিরাশা ঘরে এসে ওদের সংগে বাস করতে লাগল। ওরা তার উপস্থিতি বুঝতে পারত, বিছানার উপর তার ছায়া দেখতে পেত। ওরা একে অন্যের চোখের দিকে তাকাত না পাছে ওদের ভাবনা বোঝা যায়। ও নিজেকে নিজেই বল্ল, ও আর কোনদিন বিছানা ছেড়ে উঠে বেড়াতে পারবে না। এখনকার তুলনায় ভাবলে 'বারেজে'তে ক্রাচে ভর করে বেড়ানোটা মনে হত একটা মাদকতাময়, দুর্লভ স্বাধীনতা। ওর পা চিরকাল প্লাষ্টারের ছাঁচে আটকানো থাকবে। ওর জীবন কাটবে বিছানায়, মনে মনে ও ছাদের নীচে নানারকম ছবি আঁকবে, জানালা দিয়ে যে একফালি আকাশ দেখা যায় তার রং বদলানো দিয়ে কটা বেজেছে আন্দাজ করতে শিখবে। এখন যদি ও কখনও ফঁতানে স্কুলের প্রথম দিন, মরিস কিংবা ইণ্ডিয়ান যুদ্ধের কথা ভাবত, সেগুলো মনে হত নকল ছায়ার স্মৃতি, স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাইরের পৃথিবী মিলিয়ে গেছে। শুধু মা আছেন। মা! তাঁর মুখ ও ঘুম আসা আগে দেখতে পায়, জেগে উঠে প্রথম দেখে। দূরে, নীরব, হতাশ, প্রার্থনারত।

ওর বয়স এখন চোদ্দ। যন্ত্রণায় ওর গালে মোমের মত একটা চক্‌চকে ভাব এসেছে। প্রায় পাঁচ বছর আগে পারী ছাড়বার পর থেকে ওর সব বাড় বন্ধ হয়ে গেছে। ওকে এখনও দেখলে সেই তখনকার মত ফঁতানের স্কুলে পড়া ছেলে বলে মনে হয়। মাঝে মাঝে ওর মা ওর রোগা বুক, দুর্বল কব্‌জি

আর সরু সরু হাতের দিকে তাকান আর ভাবেন ও কি চিরকালই শিশু থেকে যাবে ?

'নিস্'এতেই সেই অলৌকিক ঘটনাটা ঘটল। আবার ওরা সেই সিমিয়ের গ্র্যাণ্ড হোটেলে উঠল যেখানে ও প্রথমবার সারবার সময় ছিল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ও নীচের বাগান থেকে ভেসে আসা মিমোসার পরিচিত গন্ধ পেত।

মা! মা! কাল রাত্তিরে আমার পায়ে মোটে যন্ত্রণা হয়নি!

একদিন তিনি ঘরে ঢোকবার সংগে সংগে ও চীৎকার করে ওঠে, এখন ও মোটে যন্ত্রণা নেই, আর—ও থেমে যায়, কথাটার গুরুত্ব বিবেচনা করে বলতে ইতস্ততঃ করে, আর আজ সকালে আমার একেবারে জ্বর নেই।

জ্বর নেই! তিনি জানতেন যে ও ওর টেম্পারেচার আন্দাজ করতে পারদর্শী হয়ে উঠেছে, কিন্তু তাঁর আর আশা করবার মত সাহস ছিলনা। তুমি কি করে জানলে? তুমি তো আর ডাক্তার নও।

দেখতেই পাবে, ও হাসে।

থার্মোমিটার পড়বার সময় তিনি নিজের উত্তেজনা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করেন। ও ঠিকই বলেছে, ওর জ্বর নেই। দু বছরেরও বেশী সময়ের ভেতর প্রথম জ্বর নেই এরকম সকাল। কঠোর হাতে তিনি তার উত্তেজিত হৃদয়ের রাশ টেনে ধরেন।

আজ রাত্তির অবধি অপেক্ষা করে দেখতে হবে, শান্ত থাকবার জন্যে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে তিনি বলেন, ব্রেকফাষ্টে কি খাবে খোকা?

সেদিন সন্ধ্যাতে ওর জ্বর এল না, পরের দিন সকালে তিনি যখন ঘরে ঢুকলেন, তখন ওর চোখ পরিষ্কার, মুখ ঠাণ্ডা, তাঁর দিকে চেয়ে ও হাসছিল।

উন্নতির চিহ্ন পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে, কয়েকদিন পরে ডাক্তার সতর্ক ভাবে জানান। তিনি যে কিছুই বুঝতে পারেন নি সেটা ঢাকবার জন্যে তাঁর সোনার প্যাশনে চশমাটা হাতে ঠুকতে থাকেন।

পরের সপ্তাহে আরোগ্যলাভের গতি ছিল খুব আশাপ্রদ, সত্যিই খুব

আশাপ্রদ! এই প্রথম মনে হল ভাঙ্গা হাড়গুলো জোড়া লাগছে। মাসের শেষাশেষি তিনি ছাঁচগুলো খুলে ফেলবার কথা বলতে সুরু করলেন।

তখনও ওরা বিশ্বাস করতে সাহস করছিল না, ওদের আশা প্রকাশ করবার সাহস পাচ্ছিল না। ওরা কেবল একে অন্যের দিকে চেয়ে হাসত আর নিজেদের মনের ভেতর এই আশ্চর্য্য কথাটা লুকিয়ে রাখত।

দিন এল, যখন ডাক্তার প্লাষ্টারের ছাঁচগুলো খুলে দিয়ে বল্লেন যে, ও সম্পূর্ণ সেরে গেছে। অবশ্য, অত জায়গা ভেঙ্গে যাবার পর পাগুলো আর কখনও জোরালো হয়ে উঠবে না, তবে অঁরি হাঁটতে পারবে। প্রথমে ক্রাচে ভর করে। তারপর কে বলতে পারে? বলা যায় না, অন্য পাঁচ-জনের মত ও স্বাভাবিক ভাবেও হাঁটতে পারে, খুব খারাপ হলে বড় জোর ওকে ছড়ি ব্যবহার করতে হবে।

হ্যাঁ, মাদাম লা কঁতেস, এ একটা অদ্ভুত সেরে ওঠা। তাঁর ব্যাগটা তুলে বিদায় নেবার পথে আবার বলেন চিকিৎসকটি। এখন ছেলেটির যতদূর সম্ভব খাওয়া আর ঘুমোনো ছাড়া কিছু করবার নেই। ভেতরে ভেতরে অল্প বয়সের রহস্যময় যাদুশক্তি ওর ওপর কাজ করবে, ওর ক্ষয়ে যাওয়া শরীরে আবার স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরিয়ে আনবে।

ডাক্তার চলে যাওয়ার পর অঁরি আর ওর মা দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন। দুজনে বিড় বিড় করে অনেক অসংলগ্ন কথা বলেন, দুজনে শোনেন উত্তেজনায় দুজনের হৃদয় কি দ্রুত চলতে শুরু করেছে!

এইবার দিন কাটতে থাকে খুব তাড়াতাড়ি। ওর মা ওকে বই পড়ে শোনান। বিছানায় ছক পেতে বসে ওরা দাবা খেলে, প্রত্যেক চাল নিয়ে ভুরু কুঁচকে চিন্তা করে, শিশুর মত হাসে। তিনি ওকে বালিসে ঠেস দিয়ে বসিয়ে দেন, স্কেচিংএর সাজসরঞ্জাম এনে দেন আর বসে বসে অজস্র পোর্ট্রেটের জন্যে পোজ দেন। সস্নেহে তিনি ওকে আর একটু মুরগীর মাংস, আর এক শ্লাইস্ পাঁউরুটি, আর এক চামচে কাষ্টার্ড খেতে রাজী করান।

কখনও কখনও বিকেলবেলায় সময় কাটাবার জন্যে তিনি তাঁর ছেলে-বেলাকার গল্প বলতেন। সেই সব সময়ের কথা—যখন তিনি নাবুবোনের

সেক্রেড হার্ট কনভেণ্টে ছিলেন। একদিন তিনি ওঁকে [illegible]জেলিকের সংগে তাঁর বন্ধুত্বের কথা বলেন। আমাদের দুজনকে আলাদা করে ভাবা যেতনা। কিন্তু কনভেণ্ট ছাড়ার কিছুদিন পরেই ওর একজন নেভী অফিসারের সংগে বিয়ে হয়ে গেল। অনেক বছর আর ওর কোনো চিঠি পাইনি .

এদিকে অঁরি যেন স্বপ্নরাজ্যে বাস করছিল। ওর পা আবার সুস্থ সবল হয়ে উঠেছে। ও স্বেচ্ করতে পারে, নড়তে পারে, ও এইবার হাঁটবে! এর মানে যে কি তা কেউ বুঝতে পারবে না, এ বর্ণনা করা যায় না, নীরবে চেখে চেখে উপভোগ করতে হয়। কেউ বুঝতে পারবে না, পায়ের বুড়ো আঙুল নাড়ানোর কি আনন্দ, কি আনন্দ পা ভাঁজ করে তার ভেতর দিয়ে রক্তচলাচল অনুভব করাতে।··· ঘোড়ারা যেমন ঘাসে গড়াগড়ি দেয় ও তেমনি শ্রেফ মনের খুশীতে বিছানার উপর গড়াগড়ি দিত। কিন্তু সব চেয়ে ভাল লাগত মাকে আবাব হাসিখুশী দেখতে। তাঁর এত আনন্দ হয়েছিল যে তিনি মাঝে মাঝে তাঁর চোখের পাতা নামিয়ে ফেলতেন, যেন এত আনন্দ পাওয়া উচিত নয়।

ডাক্তারের কথামত ও আবার বাড়তে আরম্ভ করল। কিন্তু ওর বাড় শ্রেফ ওর শরীরের ওপরের অংশেই থেমে রইল। ওর বুক ফুলে উঠল, ওর কাঁধ চওড়া হল, কিন্তু ওর পা সেই এক রয়ে গেল—শিশুর মত ক্ষীণ, অপরিপুষ্ট, নিরোম, আর লাল ক্ষতচিহ্নে ভর্তি।

কোন অদৃশ্য হাতে সরিয়ে নেওয়া মুখোসের মত শৈশব ওর মুখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওর গলার সেই সরু মিষ্টি স্বর চলে গেল। ওর সুন্দর টিকোলো নাক ফুলে ফেঁপে একটা মাংসপিণ্ড হয়ে উঠল যার দুপারে রইল কোটরের মত দুটো নাসারন্ধ্র। ওর ঠোঁট ফুলে লাল হয়ে উঠল যেন শরীরের ভেতরের কোন্ তন্তুর দগ্‌দগে ঘা। ওর চোখের জোর নষ্ট হয়ে গেল। জোরালো লেন্সের ব্যবস্থা করা হল ওর জন্যে। সিল্কের সুতো দিয়ে বাঁধা প্যাঁশনে চশমাটা ওর একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়াল। সেটা ছিল রাত্তিরে শেষ জিনিষ যা ও খুলে রাখত, আর সকালে উঠে প্রথম যার জন্যে হাতড়াত। ওর মুখে, হাতে, বুকে, কালো কালো লোম গজিয়ে উঠল। বছর খানেক

আগেও ওকে ছোট ছেলের মত দেখাত, এখন ওকে একজন পূর্ণবয়স্ক যুবকের মত দেখায়। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে প্রকৃতি কৈশোরটা বাদ দিয়েছিল। অবিশ্বাস্য এক ভীতির সংগে ওর মা দেখেন ও হয়ে উঠেছে প্রকৃতির একটা খামখেয়ালী সৃষ্টি, অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক শিশু। তাঁর পাগলের মত অনুনয়ের উত্তরে ডাক্তাররা জানালেন যে অজানা কোন গ্ল্যাণ্ডের রোগ থেকে এই অসম এক দেশীয় বাড় হয়েছে। শেষে তাঁরা মাথা নেড়ে বিড় বিড় করে তাঁদের দুঃখ জানান। জানান যে, বিজ্ঞান এসব ক্ষেত্রে অক্ষম।

এই প্রথম তাঁর সাহস তাঁকে ছেড়ে গেল। তিনি অহেতুক ভীতি-গ্রস্ত হয়ে উঠলেন। শয্যাশায়ী এক রোগী এমনকি পঙ্গু এক শিশুর সম্ভাবনাও তিনি মেনে নিয়েছিলেন কিন্তু এই অদ্ভুতদর্শন প্রায়ান্ধ এক বামন যে যুগপৎ হাসি আর করুণার উদ্রেক করে, না, এ তিনি কখনও মেনে নেন নি।

রাত্তিরে ও ঘুমিয়ে পড়ার পর, তিনি ঠোঁট কামড়ে কোনোরকমে কান্না চেপে ওর ওপর ঝুঁকে পড়তেন। তন্ন তন্ন করে দেখতেন ওই অপরি-চিত লোমশ মুখে ও যে সুন্দর শিশু ছিল তার কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা। এই কি তাঁর ছেলে, তাঁর রিরি, যে তাঁর সংগে দুর্গের লনে ছোটাছুটি করে বেড়াত, স্কুলের পর যে ছুটে এসে তাঁর কোলে ঝাপিয়ে পড়ত! ও কি করেছে যে ওর এইরকম অবস্থা হল?

তিনি কাউণ্টকে লিখলেন। কাউণ্ট সংগে সংগে এলেন। রিরির ঘরে যখন ঢুকলেন তখন তাঁর মুখ পাণ্ডাসে হয়ে গেছে। এক মুহূর্ত তিনি কোন কথা বলতে না পেরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বাবা! রিরি বিছানা থেকে চেঁচিয়ে ওঠে। আমি এবার হাঁটব। ডাক্তার বলেছে আমি হাঁটতে পারব। দেখ, একটাও ছাঁচ নেই।

ও চাদর খুলে ফেলে।

কাউণ্টের কাণে কোন কথা যায় না। কে এই অপরিচিত, দাড়িওয়ালা ঘৃণ্য বামন; তার অদ্ভুত প্যাশনে চশমার আড়াল থেকে তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসছে? নিশ্চয় তার ছেলে নয়! তার ছেলে, একমাত্র ছেলে, তাদের বংশের শেষ সন্তান!

আমার আর কোনো যন্ত্রণা নেই, আর ডাক্তার বলেছেন···তখনও হতবুদ্ধিভাবে কাউন্ট বিছানার দিকে কয়েক পা এগোন। এক মুহূর্ত্ত ওঁ র দিকে বড় বড় অবুঝ চোখ মেলে তাকিয়ে থাকেন।

বেচারা, আমার খোকা! তাঁর মুখ দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত এই ক'টা কথা বেরোয়।

তারপরেই তিনি ঘুরে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। কয়েক সেকেণ্ড পর সদর দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ আসে। মা ছুটে ঘরে আসতেই ও জিজ্ঞাসা করে, বাবা কেন ছুটে চলে গেলেন, মা?

জান তো তোমার বাবা সব সময়ে কি রকম ব্যস্ত, তিনি ওর বালিশটা নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, এক্ষুনি ফিরে আসবেন।

ও বুঝতে পারে যে তিনি কিছু লুকোবার চেষ্টা করছেন, তাই কয়েক দিন পরে, তিনি যখন বলেন যে জরুরী কাজে কাউন্টকে হঠাৎ পারী চলে যেতে হয়েছে, ও শুধু বলে, বাবা খুব ব্যস্ত লোক, তাই না?

একদিন সকালে ও সোজাসুজি তাঁকে জিজ্ঞাসা করে মা, তোমার কি মনে হয়, আমার পা শীগগির বাড়তে সুরু করবে?

তোমার—তোমার পা? নিশ্চয় করবে···তবে সময় লাগবে। এত দিন ওগুলো ছাঁচে আটকানো ছিল যে পেশীগুলো ঠিক হতে অনেক মাস সময় লাগবে। বোধ হয় দু' এক বছরে···

ও দেখল যে তিনি অস্বস্তি বোধ করছেন তাই ও তারপর থেকে আর প্রশ্ন করত না।

কিছুদিনের মধ্যেই ও উঠে ঘেরা ছাদে বসে রোদ পোয়াবার অনুমতি পেয়েছিল। দূরে ছ'বছর আগের মতই তালবনের মধ্যে দিয়ে দেবদূত উপসাগর চক্‌চক্ করত। আবার ও পাখীদের কিচকিচানি আর ঝাউ-গাছের মরমরানি শুনতে পেত। নীচে বাগানে একটা খুব সোরগোল চলত কারণ রাণী ভিক্টোরিয়া তখন হোটেলে ছিলেন। মাঝে মাঝে ও তাঁর মোটাসোটা চেহারা দেখতে পেত—শোকের পোষাক পরা, রোজকার মত বেড়াতে যাবার জন্য গাড়ীতে উঠছেন।

ডাক্তার বলেছেন আর দু'তিন সপ্তাহের মধ্যে তোমার হাঁটবার মত

জোর হবে। তখন আমরা গাড়ী করে বেড়াতে যেতে পারব, ওর মা একদিন বলেন। তোমার কিছু নতুন জামা কাপড়ের দরকার।

একজন দর্জিকে ডেকে, সযত্নে কি কি করতে হবে সমস্ত বলা হয়। যখন সে ঘরের মধ্যে ঢোকে, তার সামান্য ভ্রূ-কুঞ্চনেও বোঝা যায় না যে সে আশ্চর্য্য হয়েছে। হাসিভরা মুখে সে নিজের কাজ করতে থাকে। অঁরির মাপ নেয় যেন প্রতি দিনই ও চওড়া কাঁধওয়ালা দাড়িভর্ত্তি মুখ সরু সরু পা ছেলেদের মাপ নিয়ে থাকে।

কিছুদিনের মধ্যেই অঁরি আর ওর মা নিসের আশেপাশে পাহাড়ী জায়গা দিয়ে গাড়ী করে বেড়াতে বেরোয়। ওরা গ্রাণ্ড কর্ণিশ দিয়ে ঢিমে-চালে চলত, আর ফেরা অন্তরীপের সুগন্ধময়, আলোতে ছায়াতে ভরা পথগুলো দিয়ে ঘুরে বেড়াত।

অঁরির কাছে এটা ছিল যেন পুনর্জন্ম। উত্তেজনায় প্যাশনের আড়ালে ওর চোখের পাতা ঘনঘন পড়ত।

দেখ, মা দেখ। প্রত্যেক নতুন দৃশ্যে ও চেঁচিয়ে উঠত। কখনও কখনও আনন্দে ওর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যেত। চোখ জলে ভরে উঠত। ও তাঁর হাতটা হাত দিয়ে ধরে রাখত কিংবা গালে চেপে ধরত।

একবার ওরা মঁতঁ পর্য্যন্ত গেল। সেখান থেকে ওরা ইতালীয়ান রিভিয়েরার তীরভূমিতে পড়ন্ত রোদের আলোয় স্যাঁ রেমো কাথিড্রালের গম্বুজ দেখতে পাচ্ছিল।

চল, আমরা একদিন ওখানে যাই, তুমি আর আমি, ও বলে। চল, আমরা ইতালি যাই।

ফেরবার পথে ওরা কথা বলে না, পা ঢাকা দেবার চাদরটার তলায় আঙ্গুলে আঙ্গুল জড়িয়ে রাখে। বোলোর পাশ দিয়ে আসবার সময় ওরা সান্ধ্য প্রার্থনার ঘণ্টা শুনতে পান গোধূলির আলোয় নীল সমুদ্রের পটভূমিকায় কালো সাইপ্রেস গাছগুলোকে দেখায় মাথামুড়ি দেওয়া প্রার্থনারত মূর্ত্তিদের মত।

ওরা বাড়ী ফেরার কথা বলতে সুরু করে। কেউই আর দুর্গে ফিরতে চায় না। সেখানে অনেক স্মৃতি ওদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

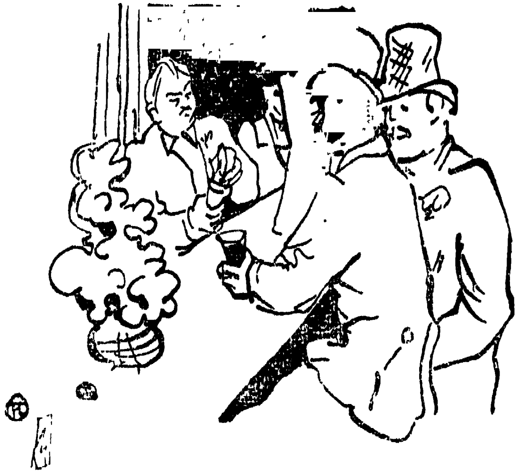
একদিন সকালে তিনি ওর ঘরে ঢুকে ওর বিছানার ধারে বসেন।

এক মুহূর্ত্ত ওর দিকে তাকিয়ে থাকেন, হাত থাকে কোলের ওপর মোড়া। ওর মনে হয় ও কোনদিন—এমনকি ওর 'আক্রমণের' সময়েও তাঁকে এত অবসন্ন পাণ্ডুর আর বিষণ্ণ দেখেনি। তাঁর চক্‌চকে বাদামী রংএর চুল ম্যাটমেটে ছাই রংএর হয়ে গেছে। তাঁর চোখের তলায় রাত্রিজাগরণের চিহ্ন, ঠোঁটের দু'পাশে বিষাদের রেখা।

রিরি, অবশেষে তাঁর মৃদু গলার আওয়াজ শোনা যায়, ডাক্তারেরা বলেন তুমি ভাল হয়ে গেছ। তাঁদের যা সাধ্য তা তাঁরা করেছেন। যদি তুমি চাও আমরা পারীতে ফিরতে পারি…

তাঁর গলার স্বর আটকে যায়। বৃন্তচ্যুত ফুলের মত তিনি বিছানায় লুটিয়ে পড়ে চাদরে মুখ ঢাকেন। ও শুধু দেখে দুধের মত সাদা তাঁর ঘাড়ের পেছনটা আর চাপা ফোঁপানিতে তাঁর পিঠের ওঠানামা।





আমি তোমার জন্যে গর্বিত ঋরি।

সত্যি বলছ, মা?

হ্যাঁ, রিরি, খুবই গর্বিত। ফায়ারপ্লেসের ওধার থেকে স্নেহভরা দৃষ্টিতে তিনি ওর দিকে তাকান। ও একটুও বদলায় নি। চিরকাল ওর মনে এই প্রশংসার আকাঙ্খা থাকবে—চিরকাল ও সেই ছোট ছেলেটা থেকে যাবে যে ইস্কুলের পর দৌড়োতে দৌড়োতে তাঁকে ওর 'সম্মানের ক্রশ' দেখাতে আসতো। সত্যি কথা বলতে কি, আমি ভাবতেও পারি নি যে তুমি এতখানি নষ্ট সময় পুষিয়ে নিতে পারবে।

সে আমি জানি। সেই জন্যেই তো আমি এত খেটেছিলুম, ও দুষ্টুমির হাসি হাসে। তুমি নিশ্চয় জানো, তোমার জন্যেই আমি এই বাজে ডিগ্রিটা নিলুম। ব্যাচেলর ডিগ্রি পেলুম কি না পেলুম তাতে আমার

ষোল মাস আগে পারীতে আঁরির কিছু পরেই ও এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা সুরু করেছিল। মঁসিও তেতার্ বলে সর্বোনের একগাদা ডিপ্লোমায় ঠাসা, বাদামী চুলওয়ালা অল্পবয়স্ক এক পণ্ডিতকে ওর টিউটর রাখা হয়েছিল। বসবার ঘরের টেবিলের ওপর বই পাঁজা হয়ে উঠেছিল। বিরাট ল্যাটিন অভিধানটার জন্যে হুইল-চেয়ারের হাতলের সংগে একটা কব্জা দেওয়া তাক লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কয়েক মাস ধরে হেক্সামিটার, ইতিহাসের তারিখ আর অ্যালজেব্রার ফাংশানে ফাংশানে বাতাস পর্য্যন্ত গিজ্‌গিজ্ করছিল। এখন সে সব শেষ হয়ে গেছে। সেদিনই আঁরি ওর ব্যাচেলর ডিগ্রী পেয়েছে।

এস, এখানে বোসো, ওর মা হেসে ওকে তাঁর পা রাখবার টুলটা দেখান—যেমন ছোট বেলায় তুমি বসতে।

আর্মচেয়ার থেকে নিজেকে তুলে ওর ছোট রবার-লাগানো লাঠির সাহায্যে ওকে টলতে টলতে কয়েক পা তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে তাঁর মুখে গভীর বেদনার ছায়া পড়ে।

মঁসিও তেতার্ আমাকে ভরসা দিয়েছেন যে তুমি এবার একটা মাষ্টার ডিগ্রির জন্যে চেষ্টা করতে পারো। ও তাঁর পায়ের কাছে এসে বসলে পর ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে তিনি বলতে থাকেন। কি মনে হয় তোমার, করবে? জানো তো, বই একটা খুব বড় সান্ত্বনা। বোধহয় সবচেয়ে বড়।

হ্যাঁ, বইগুলো সান্ত্বনা আর আশীর্বাদ দুয়েরই কাজ করেছে। ওরা ওকে ওর নিঃসংগতা ভুলতে সাহায্য করেছে, ভুলিয়ে দিয়েছে রক্ত-ভাই মরিসের পরিবারশুদ্ধ পারী ছেড়ে চলে যাওয়ার খবরে আর ডাক্তারেরা ওর পা সম্বন্ধে ভুল আশা দেওয়াতে তীব্র হতাশা। ঠিক বটে, হুইল চেয়ার বর্জন করা হয়েছে। ও উঠে দাঁড়াতে পারে, ছড়ি নিয়ে টলতে টলতে কয়েক পা হাঁটতে পারে। কিন্তু ওই পর্য্যন্তই। এতদিনে ও বুঝতে পেরেছে যে এর চেয়ে বেশী ভাল ও আর হবে না। ও বুঝতে পেরেছে যে ওর পা আর কোনদিন বাড়বে না, কখনও স্বাভাবিক ভাবে চলবার মত

সেরে উঠবে না, তার যন্ত্রনা কোনদিন থামবে না। ও কখনও এ সম্বন্ধে কিছু বলতো না কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন যে ও বুঝতে পেরেছে। তিনি ওর চোখে এসবের ছায়া দেখতে পেতেন। বইয়েতে ওকে ভুলে থাকতে সাহায্য করেছে; বোধহয় বই ওকে বাঁচতেও সাহায্য করবে।

বই হচ্ছে বিশ্বস্ত বন্ধু আর চিরস্থায়ী আনন্দের উৎস। তিনি বলে চলেন। একটু ইতস্তত: করে তিনি এই শেষ কমাস ধরে যে প্ল্যান মনে মনে এঁচে রেখেছেন তা ওকে জানান। বইয়ের মহৎ পরিবেশে বেশ একটা বিদগ্ধ, শান্তিময় জীবন। ওকে ঘাড় নাড়তে দেখে তিনি হঠাৎ থেমে যান।

না, মা, না, ও বলে। আমি মাষ্টার ডিগ্রীর জন্যে চেষ্টা করতে চাই না। বই খুবই ভাল জিনিষ, কিন্তু জীবনটা যদি শুধু পড়ে কাটাতে হয় তো একঘেয়েমির চোটে আমি মারা যাব।

হয়তো তুমি লিখতে পারবে?

কি সম্বন্ধে? লেখার আগে বাঁচা প্রয়োজন। ও তাঁর মুখে হতাশার ছাপ লক্ষ্য করে। আমি দুঃখিত, মা, ও মৃদু স্বরে জানায়।

তাহলে তুমি কি করবে, খোকা? এক লহমা থেমে তিনি জিজ্ঞাসা করেন। কি করে তুমি সময় কাটাবে?

আমি জানি না। ও ঘাড় ফিরিয়ে আগুনের দিকে তাকায়। আমাকে এ বিষয়ে ভাবতে হবে।

অন্যমনস্ক ভাবে তিনি ওর চুলে হাত বোলাতে থাকেন। ভালবাসার জন্যে যেমন জীবনের জন্যেও ও তেমনি ক্ষুধার্ত। ও বাঁচতে চায়, কিন্তু বুঝতে পারছে না যে জীবন ওর প্রতি কতটা নিষ্ঠুর হতে পারে।

অঁরি, হঠাৎ গম্ভীর স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি এখনও শোবার আগে প্রার্থনা কর?

ওর মুখের ভাব কঠিন হয়ে ওঠে। না, মা। ও তাঁর ভর্ৎসনার জন্যে অপেক্ষা করে কিন্তু তিনি কিছু না বলাতে নিজেই বলে চলে। নীসে যেদিন তুমি কেঁদেছিলে, মনে আছে, সেদিন থেকে আমি আর প্রার্থনা করি নি। সেদিনই আমি ঠিক করেছিলাম যে, যে ভগবান যাদের ভালবাসেন তাদের কষ্ট দেন আর যাদের ভালবাসেন না তাদের শাস্তি দেন।

যিনি নির্দোষীকে দোষীর জন্যে শাস্তি দেন আর যিনি তোমাকে কাঁদান, তেমন এক ভগবানের কাজের মানে খুঁজতে যাওয়ার চাইতে ভগবান নেই এ কথা স্বীকার করে নেওয়া অনেক ভাল।

আস্তে আস্তে ও মাথা তুলে তাঁর দিকে তাকায়। লক্ষ্মীটি, মা, বুঝতে চেষ্টা কর। যে ভগবানকে আমি বুঝতে পারি না, শ্রদ্ধা করতে পারি না, ভালবাসতে পারি না, তাঁর কাছে আমি কি করে দিনের পর দিন প্রার্থনা করে যাব?

ব্যথিত চোখে তিনি ওর দিকে তাকান। বেচারা রিরি! পঙ্গু কুৎসিত, সব সময় যন্ত্রণা পাচ্ছে, কোন বন্ধু নেই, একমাত্র যা তার ভাগ্যকে মেনে নেওয়াতে পারতো সেই প্রার্থনার সান্ত্বনাকেও সে হারিয়েছে। বোধ হয় তরুণ বয়সে, ক্ষমারও একটা সীমা থাকে···

আমি বুঝেছি, নীরস স্বরে তিনি বলতে থাকেন, কখনও কখনও ভগবানের দয়ায় বিশ্বাস রাখা শক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু দেখো, ভগবান ছাড়া বাঁচা আরও শক্ত হবে।

সে বছর তারা গ্রীষ্মকালটা মালরোমের দুর্গে কাটালো। এটা তিনি নতুন কিনেছিলেন। আল্‌বি কেল্লার বিরাট আয়তন চিরকালই তাঁর মনের ওপর একটা বিরাট ভারস্বরূপ ছিল। অঁরির দুর্ঘটনার পর থেকে সে ভার অসহ্য হয়ে উঠেছিল। মালরোমেতে তাঁদের কোন পূর্বস্মৃতি ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দীর পুরোনো গাছে-ঘেরা প্রাসাদ—এটা ছিল জিঁরদ প্রদেশে—বোর্দো থেকে বেশী দূরে নয়। চারপাশে ছিল আঙ্গুরক্ষেত আর উঁচুনীচু পাহাড় যা তাঁকে তাঁর জন্মভূমি সেলেঁার কথা মনে করিয়ে দিত।

অঁরি মালরোমে ভালবাসত। ভালবাসত তার শান্ত দেয়ালঘেরা বাগান আর উঁচু লোহার ফটক, নুড়ি-বেছানো গাড়ী চলবার রাস্তা আর রঙ্গীন ডালিয়ার বাগান। ও বেড়াতে বেড়াতে আস্তাবলে যেত, ঘোড়াগুলোকে মুলো খাওয়াত আর সহিসের সংগে গল্প করত। ও লিলি পুলের ধারে বসে মনোযোগের সংগে গাঢ় সবুজ জলে সোনালী মাছগুলোর নবাবী চালের চলাফেরা দেখত। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর বাড়ীর পেছনের ছোট

বারান্দাটায় বেতের ইজিচেয়ারে বসে ঝিমোত। এখানেই তারা বেশীর ভাগ সময় খেত। মাঝে মাঝে ও আমাঁদিন 'পিসি'র পেছনে লাগত। এ ভদ্রমহিলা আল্‌বি থেকে তাঁদের সংগে কয়েকদিন কাটাবার জন্যে এসে সারা গ্রীষ্মকালটাই থেকে গিয়েছিলেন। স্থানীয় ডাক্তার মুরে মাঝে মাঝে ওদের ওখানে ডিনার খেতেন। ও তাঁর সংগে তর্ক করত। কাছের গাঁ, সঁ্যাত আঁদ্রে দ্যু বোয়ার ধর্মযাজক আবে সুলাক্‌এর রেক্‌টরীতে ও মাঝে মাঝে দাবা খেলতে যেত। এই সরল দয়াশীল পল্লীযাজককে ও ক্রমশঃ ভালবাসতে সুরু করেছিল। বিকেলে ও মার সংগে নীল ভিক্টোরিয়া গাড়ীটা চড়ে শান্ত ধূলিধূসর রাস্তাগুলো দিয়ে বেড়াত। কোচম্যানের পোষাকে সেজে জোসেফ আবার সামনের সিটে জাঁকিয়ে বসত।

ওদের পারীতে ফেরবার আগের দিন সন্ধ্যায় ও বারান্দায় মার কাছে বসে ঝাউ গাছের অবিশ্রান্ত মরমরানি শুনছিল আর রাত্তির বেলার ঠাণ্ডা বাতাস উপভোগ করছিল।

হঠাং ও তাঁর দিকে ফিরল। মা, ও লজ্জিত ভাবে বলে, আমি আর্টিষ্ট হব।

তিনি চমকে ওঠেন। আর্টিষ্ট!

কথাটার সংগে সংগে তাঁর মনে কতকগুলো খারাপ ধারণা জড়িয়ে আসে। কয়েকজন শ্রদ্ধেয় আকাদেমির সদস্য ছাড়া, আর্টিষ্টরা হচ্ছে উস্কোখুস্কো চুল, চরিত্রহীন ভবঘুরে—যারা মোঁমার্ত্রের চিলেকোঠার ঘরে নোংরা আপত্তিজনক জীবন যাপন করে, আবসাঁত খায় আর নগ্ন স্ত্রীলোকদের ছবি আঁকে। অভিনেতা, লেখক আর গাইয়ে বাজিয়েদের মত তারা সমাজের প্রান্ত মহলে ঘোরাফেরা করে। কোনো দোকানদারের প্রতিভাবান পুত্র হয়তো আর্টিষ্ট হওয়ার কথা ভাবতে পারে কিন্তু ঐশ্বর্য্যশালী এবং পদমর্য্যাদা বিশিষ্ট একজন যুবক? একজন তুলুস্ লোত্রেক্? নিশ্চয় নয়!

আর্টিষ্ট। তিনি আবার বলেন। কিন্তু আঁরি……

আমি জানি তুমি কি বলবে, ও বাধা দেয়। তাঁর আপত্তি ও আন্দাজ করতে পারে। কিন্তু আমার কি তাছাড়া আর বিশেষ কিছু করবার আছে? সত্যি কথা বলতো মা, আর কি আমি করতে পারি?

তাছাড়া ড্রয়িং আমি চিরকাল পছন্দ করতুম। মনে আছে দুর্গেতে আমি যে সব ছবি আঁকতুম? মঁসিনোর আর্কবিশপকে যে ষাঁড়টা এঁকে দিতে চেয়েছিলুম? অবশ্য, ও তাড়াতাড়ি বলতে থাকে, প্রথমেই আমাকে দেখতে হবে আমার কোনো ক্ষমতা আছে কিনা। আমি ভেবেছিলাম মঁসিও প্র্যাঁসতো—মনে আছে সেই বুড়ো আর্টিষ্ট যার সংগে আমার কঁকুর ইপিক্এ দেখা হয়েছিল—হয়তো আমাকে কিছুদিন ড্রয়িং শেখাতে রাজী হবেন……

বাইরের হেমন্তরাত্রির দিকে চেয়ে তিনি চিন্তা করতে থাকেন। কিছু দিন ড্রইং শিখলে কোন ক্ষতি নেই। তাতে ও নিঃসংগতা ভুলে থাকবে আর ব্যস্ত থাকবে। আর সেইটেই হচ্ছে আসল জিনিস—ওকে ব্যস্ত রাখা, ওকে ব্যস্ত রাখা……

প্রথম থেকেই সেই বয়স্ক বোবাকালা আর্টিষ্ট আর সতের বছর বয়সের পঙ্গু তরুণের মধ্যে একটা গভীর আর মধুর সম্বন্ধ গড়ে উঠল। ঘাড় নেড়ে, ভুরু কুঁচকে হেসে, আর খুব জরুরী দরকার হলে ছোট প্যাডটায় দুলাইন লিখে তারা একে অন্যকে মনের কথা বোঝাত আর বুঝত।

যদিও নিজে খুব বড় আর্টিষ্ট ছিলেন না—প্র্যাঁসতো শীগ্গিরই তাঁর ছাত্রের আশ্চর্য্য ক্ষমতা চিনতে পারলেন আর সত্যি সত্যি হতাশ হলেন। ছেলেটা ইম্প্রেশনিজমে ভর্ত্তি! শুধু রং, সোজাসুজি আঁকা আর মৌলিকত্ব! এটা খারাপ। লোকে উজ্জ্বল মৌলিক ছবি চায় না, তারা চায় তাঁর মত কাল্চে রংএর, চক্চকে, বিশদ্ভাবে আঁকা ছবি। ওর নিজের ভালর জন্যেই ছেলেটাকে সংযত করা উচিত, ঠিক ভাবে, সাফল্যের সংগে আঁকানো উচিত। গোড়ায়, আর রং নয়। কালো, কালো ছাড়া কিছু নয়……

একদিন সকালে আঁরি দেখল ওর টেবিলে, লাফাচ্ছে এরকম একটা ঘোড়ার প্লাষ্টারের ছাঁচ, ওর ড্রয়িং বোর্ডে একটা পরিষ্কার ইন্গ্রে কাগজ আঁটা আর সরু করে কাটা কতকগুলো কাঠকয়লার ষ্টিক্। সানন্দে ও ইজেলের সামনে বসে একটা স্কেচ্ এঁকে ফেলল। ওর শিক্ষককে সেটা দেখাতে, তিনি প্রশংসাসূচকভাবে মাথা নেড়ে, ছাঁচটাকে আর কয়েক ডিগ্রী

ঘুরিয়ে দিয়ে, একটুও না হেসে নিজের কাজে ফিরে গেলেন।

বিকেল শেষ হবার আগেই লাফিয়ে ঘোড়ার কাঠকয়লা দিয়ে আঁকা স্কেচে মেঝেটা ভর্তি হয়ে গেল। গোমড়া-মুখে উজ্জ্বল চোখে অঁরি তখন তার আটাশ নম্বর ড্রয়িং করছে।

তার পর থেকে প্রত্যেকদিন সে নতুন করে একটা প্লাষ্টারের ছাঁচ আর নতুন ড্রয়িং কাগজ আর কাঠকয়লার সরবরাহ পেত।

মঁসিও প্রঁ্যাসতো, ও মাঝে মাঝে হাত পা নেড়ে করুণ ভাবে জানাতো, আপনি কি আমাকে কখনও রঙীন ছবি আঁকতে দেবেন না?

প্রঁ্যাসতো ঘাড় নাড়তেন। অঁরি ড্রয়িং বোর্ডে ফিরে যেত। সেখান থেকে মাঝে মাঝে ও ওর শিক্ষকের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানতো কিন্তু তিনি ভাণ করতেন যে এ সব তিনি দেখতে পাচ্ছেন না।

ঘোড়া! ঘোড়া! আর ঘোড়া! ডিনারের সময় ও চীৎকার করে উঠতো। জানো মা, একটা জঘন্য ঘোড়া আমাকে দিয়ে উনি আজ কতবার আঁকিয়েছেন? সাঁইত্রিশবার! আমি এখন ঘুমোতে ঘুমোতে ঘোড়া আঁকতে পারি! আমি, যে কিনা পোর্ট্রেট আঁকিয়ে হব ভেবেছিলুম।

তিনি সহানুভূতি দেখান, গোপনে আশা করেন যে ক্লান্ত হয়ে ও হাল ছেড়ে দেবে।

কিন্তু না; ও প্রত্যেকদিন ষ্টুডিয়োয় ফিরে যায়। সেখানে একদিন সকালে ও দেখে ওর ইজেলের ওপর একটা সাদা ক্যানভাস। কাছের একটা ছোট টেবিলে একটা একেবারে নতুন রংএর বাক্স। তার ঢাকনিতে একটা চিরকুট লাগানো। তার প্রিয় প্রতিভাবান ছাত্রকে—রেনে প্রঁ্যাস্তো।

ওঃ ধন্যবাদ, মঁসিও প্রঁ্যাস্তো! ওর চাউনি আর হাতনাড়ার মধ্যে দিয়ে ওর কৃতজ্ঞতা উছলে পড়ে। আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ জানাবো, বুঝতে পারছিনা। এর ভেতরেই ও টিউবগুলো খুলতে আরম্ভ করেছে, একেবারে আনকোরা প্যালেট্টার ওপর চক্চকে সরু ফিতের মত রংগুলো টিপে বার করছে। আশ্চর্য্য তো! ভূরু কুঁচকে ঝুঁকে পড়ে সযত্নে সাজানো টিউবের সারিটা দেখতে দেখতে ও বলে ওঠে। মনে হচ্ছে কোনরকম হল্‌দে

রং নেই···আর সবুজও নেই! নীলও নেই! সেকি! লালও নেই!

প্রত্যেকটা কথা বলবার সংগে সংগে ওর গলা চড়তে থাকে। চোখ দিয়ে আগুন ছুটছে, ও ওর এক মুহূর্ত্ত আগের উপকারী বন্ধুর সামনে এসে দাঁড়ায়।

মঁসিও প্রঁ্যাসতো!

ছড়িতে ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে ও লেবেলগুলো পড়তে থাকে। শুনুন! টোব্যাকো ব্রাউন! মামি ব্রাউন! চেষ্টনাট ব্রাউন! ভ্যানডাইক ব্রাউন! মেহগনি রেড। বার্ণ্ট আম্বার! সায়েনা! ওকর্! ত্যার্ ভারত্! আর হ্যাঁ! আর কালো! আইভরি ব্ল্যাক, ল্যাম্পব্ল্যাক! একটা রেলওয়ে ইঞ্জিন রং করার পক্ষে যথেষ্ট কালো রং!

জুরীর প্রতি উকিলের মত ও ওর শিক্ষকের দিকে তাকিয়ে করুণ ভাবে বলে, মামি ব্রাউন আর ল্যাম্পব্ল্যাক দিয়ে আমি ছবি আঁকব, এ আপনি কি করে ভাবলেন? মঁসিও প্রঁ্যাসতো, কি করে আপনি এরকম করতে পারলেন?

ছোট প্যাডটা বেরিয়ে এল।

উজ্জ্বল রং বিপজ্জনক, বৃদ্ধ আর্টিষ্ট লিখে চলেন। সেগুলো খুব কম ব্যবহার করা উচিত। রেমব্রাণ্ট ছায়াকে খুব উজ্জ্বল দেখাতে পারতেন। সেরকম করবার চেষ্টা কর। কিন্তু আমি তো রেমব্রাণ্ট নই! লেখাটার দিকে এক নজর দেখে অঁরি প্রতিবাদ জানায়। আমি রেমব্রাণ্টের মত ছবি আঁকতে চাই না। রেমব্রাণ্ট হচ্ছে একটা বুড়ো ....।

এর ভেতরেই প্রঁ্যাসতো তাঁর ইজেলের দিকে যেতে সুরু করেছেন। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অঁরি তার প্যালেটের ওপর খানিকটা ভ্যানডাইক টিপে বার করে আঁকতে সুরু করে।

কয়েক সপ্তাহ বেশ আনন্দে কাটে।

বাইরে শীতের বৃষ্টি এসে জানলায় সজোরে আছড়ে পড়ে আর ভেতরে গরম আর শান্ত ষ্টুডিয়োটায় সময় যেন পাখা মেলে উড়ে চলে। মামি ব্রাউন, ভ্যানডাইক আর ত্যার্ ভারত্ হয়তো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উত্তেজক রং নয় তবু তাদের থেকে কিছুটা আনন্দ পাওয়া যায়। শুধু খাদে পিয়ানো

বাজানোর মত, তবু একেবারে না বাজানোর চেয়ে ভাল……

মাঝে মাঝে ও খোঁড়াতে খোঁড়াতে গুর মাষ্টারের ইজেলের কাছে যেতো আর নাটকীয়ভাবে হাত পা ছুঁড়ে আর কাকুতিভরা চাউনিতে একফোঁটা উজ্জ্বল রং চাইত। প্লিজ, মঁসিও প্র্যাসতো, আমাকে একটু হলদে রং দিন। আমার ভীষণ দরকার। এসে দেখুন। অবিশ্বাসের ভংগীতে, তিনি উঠতেন, ক্যানভাসটা খুঁটিয়ে দেখতেন। নিজের পেণ্টবক্স থেকে একটা টিউব বেছে নিয়ে সাবধানে ক্রোম ইয়েলোর একটা ছোট্ট ফোঁটা টিপে বার করে অঁরির প্যালেটে দিতেন। আবার ছোট প্যাডটা বেরোতো।

হল্‌দে হচ্ছে সবচেয়ে বিপদ্‌জনক রং। খুব সাবধানতার সংগে এটা ব্যবহার করতে হয়, বাজনার ভেতর ঝাঁঝের মত।

অঁরি যখন চিরকুটটা পড়ে, বৃদ্ধের গোল দাঁড়িগোঁফ কামানো মুখটার ওপর একটা স্নেহের হাসি ছড়িয়ে পড়ে। দু'এক সেকেণ্ডের জন্যে তার চোখের কোণের কোঁচকানো দাগগুলো মিলিয়ে যায়। তারপর একবার মাথা নেড়ে আবার তিনি নিজের ইজেলে ফিরে যান।

বড়দিনের কিছুদিন আগে প্র্যাসতো সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রোগশয্যা থেকে তিনি কাউণ্টেসকে চিঠি লিখলেন যে তিনি পারী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। অঁরি পোর্ট্রেট্‌-আঁকিয়ে হিসেবে স্কুলে ভর্তি হবার যোগ্য হয়েছে, কোন নামকরা 'আত্‌লিয়ে'তে যেমন প্রফেসার বোনাটের'টায়, তার ভর্তি হওয়া উচিত।

বাড়ীতে শিখলেই ভাল হত নাকি? অঁরিকে চিঠিটা পড়বার সময় দিয়ে তিনি বলেন। আমরা একটা ঘরকে ষ্টুডিয়ো বানিয়ে নিতে পারি।

কিন্তু মা, ও উত্তেজিত ভাবে প্রতিবাদ জানায়। সে তো এক জিনিষ হবে না। ভেবে দেখ বোনাতের মত একজন লোকের কাছে শেখার কত সুবিধে! পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পোর্ট্রেট আঁকিয়েদের মধ্যে একজন!

হ্যাঁ, তা বটে! তবে এটা কি ভেবেছ যে আত্‌লিয়েতে তোমার নিজেকে বেমানান মনে হতে পারে, বিশেষ করে এরকম ভাবে টার্মের মাঝখানে গিয়ে ভর্তি হলে?

যদি আত্‌লিয়েতে না ঢুকি তবে কি করে আমি কোনদিন পোর্ট্রেট

আঁকিয়ে হব? সারা জীবন আমি কি কেবল প্লাষ্টারের ছাঁচ এঁকে যাব? আর তাছাড়া, ও নীচু গলায় যোগ করে, হয়তো আত্‌লিয়েতে আমার কয়েকজন বন্ধু হবে।

ওর স্বরের মধ্যে যে ব্যাকুল ইচ্ছেটা ফুটে উঠেছিল তাতে তাঁর চোখে প্রায় জল এসে পড়েছিল, তবু নিজেকে শক্ত করে তিনি বলে চলেন। হয়তো হবে। কিন্তু এটা হচ্ছে খুব বড় একটা ঝুঁকি। সাধারণতঃ তরুণ বয়সী ছেলেরা দল বেঁধে থাকে, বাইরের লোকদের উপস্থিতি তারা ভাল চোখে দেখে না। তা ছাড়া তুমি অপরিচিতদের কাছে অত্যন্ত লাজুক। লোকে তোমার এই লজ্জাকে অনেক সময় উন্নাসিকতা বলে ভুল করে। আর একটা কথা। এসব ছেলেদের বয়স প্রায় একুশ-বাইশ বছর হবে আর তোমার এখনও আঠারও হয় নি। তুমি হয়তো তাদের বুঝতে পারবে না, আর তারা হয়তো তোমাকে বুঝতে চাইবেও না। একটা অনুনয়ের সুরে তাঁর স্বর শেষ হয়।

আমি জানি তুমি কি ভাবছ, ওর বড় বড় বাদামী চোখ দুটো তাঁর চোখের ওপর এসে পড়ে, গভীর বিষাদে ভরা সে দৃষ্টি—যে দৃষ্টি প্রায়ই ওর চোখে দেখা যেত। আমিও ভয় পাচ্ছি। কিন্তু আমি তো চিরকাল বাড়ীর ভেতর লুকিয়ে থাকতে পারি না। পারি কি?

তাঁর হাত পেছনে মুঠি-করা, প্রফেসর লেয়ঁ বোনাত্‌ তাঁর সাপ্তাহিক পরিদর্শন করছেন, ইজেলগুলোর মধ্যে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, মাঝে মাঝে থেমে কোন ছাত্রের ক্যানভাসের দিকে তাকাচ্ছেন।

পোর্ট্রেট আঁকা, ঘুরতে ঘুরতে সমস্ত ক্লাশকে উদ্দেশ করে তিনি বলতে থাকেন, শুধু যে শিল্পের সবচেয়ে উঁচুদরের প্রকাশ তাই নয়। টাকাকড়ির দিক দিয়ে দেখতে গেলে এটা সবচেয়ে লাভজনকও। পোর্ট্রেট আঁকিয়ে হিসেবে সফলতা অর্জন করতে হলে তোমাদের এ'কটা মূল নিয়ম মনে রাখতে হবে। যাঁর ছবি আঁকছ তিনি যদি কাজের লোক হন—যেমন কোন সেনাপতি বা শিল্পপতি কিংবা রাজনীতিক—তাহলে তোমরা তাঁকে আঁকবে নেপোলিয়ানের মত—ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে আছেন, দুটো আঙুল

ওয়েস্টকোটে ঢোকানো। যদি তিনি চিন্তাশীল ব্যক্তি হন—যেমন কোন বৈজ্ঞানিক বা লেখক বা ধর্মজগতের একজন দিক্‌পাল, তাহলে তাঁকে বসা অবস্থায় আঁকবে—চিবুকে হাত দিয়ে বসে আছেন, মুখে একটা চিন্তার ছাপ। এ সম্বন্ধে আমি তোমাদের আমার আঁকা কার্ডিনাল লাভিজ্‌রির ছবি দেখতে বলি।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে অঁরি তার নীচু ভাঁজকরা টুলে কুঁজো হয়ে বসে থাকে, ভয়ে ভয়ে তুলির আঁচড় দেয়, চোখ পিট্‌পিট্‌ করে ষ্ট্যাণ্ডে দাঁড়ানো মডেলের দিকে তাকায়, বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে মাপ নেয়। এবার বোনাত্‌ কি বলবে? প্রত্যেকবারের মত এবারেও কি সারা ক্লাশের সামনে তাকে উপহাস, বিদ্রূপ আর গালাগালি করবে?

কিন্তু সব ক্ষেত্রেই, ঘরের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে আকাদেমির সদস্য লেয়ঁ বোনাত্‌ বলতে থাকেন, অঙ্কন-রীতি একই। প্রথমে তোমার ফিগারটা চারভাগে ভাগ করে নেবে, তারপর খুব সাবধানে একটা প্রাথমিক খসড়া করবে, তারপরে তোমার প্রধান ছায়াগুলো র আম্বার দিয়ে ভর্তি করবে। র আম্বার, বুঝেছ? হঠাৎ তিনি চীৎকার করে বলে উঠেন। আর কিছু না। ইম্‌প্রেশনিষ্ট আর ইন্‌ডিপেণ্ডেন্ট বলে যারা লাফায় তারা তাদের প্রধান ছায়াতে নীল, লাল যা খুশী দিক্‌, তোমরা র আম্বার ব্যবহার করবে!

অবশেষে তিনি অঁরির ইজেলে এসে পৌছোন। বক্তৃতা থামিয়ে তিনি চোখ ছোট করে ওর ক্যানভাসের দিকে তাকান, আর নার্ভাসভাবে নিজের ছাগল-দাড়িতে হাত বোলাতে থাকেন। সমস্ত আত্‌লিয়েতে একটা অপেক্ষমান নীরবতা নেমে আসে। সপ্তাহশেষের মজা এবার সুরু হবে।

তোমার কি মনে হয় এটা ছবি আঁকা হয়েছে? বেশ মোলায়েম বিদ্রূপের সংগে তিনি আরম্ভ করেন। যদি তোমার তা মনে হয়ে থাকে তো আমি তোমাকে জানিয়ে দিতে বাধ্য হব যে তুমি ভুল করেছ। তারপরেই রাগের মাথায়, আমি এটাকে কি বলি জান? গাড়োয়ানি!

চারদিকে ছাত্রদের চাপা হাসির মধ্যে তিনি চীৎকার করে অঁরিকে বলেন। হাসির বেগ একটু কমলে আবার বলতে থাকেন, কেন যে তুমি রোজ রোজ এখানে আস? তুমি কি সত্যি সত্যি বিশ্বাস কর যে কোনদিন তুমি

আর্টিষ্ট হতে পারবে? কতবার আমি তোমাকে বলেছি যে ছবির সম্বন্ধে তোমার সমস্ত ধারণা ভুল। তোমার একদম আঁকার ক্ষমতা নেই, একটুও না। তোমার সৌন্দর্য্য দেখবার চোখ নেই, শুধু কুৎসিত জিনিষ তুমি দেখতে পাও। তুমি কোন দিন ছবি আঁকতে পারবে না—তুমি বাড়ীতে থেকে তোমার ওই কুৎসিত রঙের ধ্যাবড়ানিগুলো দেখবার হাত থেকে আমাদের রেহাই দিলে আমরা খুব বাধিত হব।

তিনি চিবুক চুলকোতে থাকেন যেন আরো কিছু বলবেন। তারপরে একবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে সেখান থেকে চলে যান। একটু পরেই র‍্যাক থেকে তাঁর টপহ্যাটটা নিয়ে আর ওভার কোটটা জড়িয়ে তিনি বিদায় নেন।

পাঁচ মিনিটের বিরাম, ষ্টুডিয়োর পরিচালক হাততালি দিয়ে জানায়।

ষ্ট্যাণ্ডের ওপর মডেলটা জীবন্ত হয়ে ওঠে, কাঁধেতে একটা ময়লা স্কার্ফ জড়ায়। কোত্থেকে একটা খবরের কাগজ বার করে পড়তে আরম্ভ করে আর একটা দেশলায়ের কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁটতে থাকে। ছেলেরা পেণ্টবক্সের ওপর প্যালেটগুলো রেখে ইজেলের চারদিকে ছোট ছোট দলে জড় হয়ে ফিস্‌ফাস্ করতে থাকে।

চোখ ফেটে জল আসে, অঁরি আঁকতে থাকে। এরকম ভাবে চলার কোন মানে হয় না—প্রত্যেক সপ্তাহে উপহাস সহ্য করা, হাসির খোরাক হয়ে থাকা। মা ওকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে ওরা ওকে বুঝতেও চাইবে না। তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন। ওর ভীরু মেশবার প্রচেষ্টাকে ওরা প্রত্যাখ্যান করেছে; পরিষ্কার আঘাত দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে যে ওরা ওকে চায় না। কেন—কেন ওরা ওকে এত অপছন্দ করে? ও পঙ্গু বলে? না, সেজন্য না। ওদের অসহ্য লাগে ওর তারুণ্য, ওর দামী জামা-কাপড়, প্রত্যেক সকালে ওকে যে একজন উর্দিপরা কোচোয়ান গাড়ীতে করে আত্-লিয়েতে পৌঁছে দেয়, এই ঘটনাটা। ওদের কাছে ও হচ্ছে একজন সখের আঁকিয়ে, সেইসব ধনী মায়ের দুলালদের একজন—যারা সময় কাটাবার জন্যে ছবি আঁকা নিয়ে খেলা করে। শুধু যদি ওরা জানতো! যাই হোক, ওরা জানে না, আর এরকম ভাবে চলা অনর্থক। তার চেয়ে ছেড়ে দেওয়া ভাল। বোধহয় মা যে রকম আশা করেছিলেন সেইভাবে এম, এ, ডিগ্রীটা নেওয়াই

তার উচিত……

দেখ, ওই বুড়ো বেজন্মাটার কথায় দমে যেও না!

পেছনে একটা গম্‌গমে গলার আওয়াজে ও ওর ভাবনা থেকে চমকে ওঠে। ও টুলের ওপর ঘুরে বসে। বিশাল চেহারার এক যুবক একটা ময়লা ফ্রককোট, চেক্‌কাটা প্যাণ্ট আর লম্বা টাই পরে ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। অঁরি ওকে আগেই অন্য ছাত্রদের মধ্যে লক্ষ্য করেছিল ওর বিরাট লম্বা চেহারা, ওর কথায় মিডি-প্রদেশীয় টান আর ওর মুখভর্ত্তি কালো ফেনার মত কোঁকড়া দাড়ির জন্যে।

ওকে চীৎকার করতে দাও, বকতে দাও, গালাগাল দিতে দাও, ভরাট গলায় যুবকটি বলতে থাকে। তুমিতো মাইনে দিয়েছ, তাই না? তাহলে, আর কি ভাববার আছে? ও তোমাকে লাথি মেরে তাড়াতে পারে না, বরং তুমি ইচ্ছে করলে···থাক্‌গে, আমার নাম রাশু—অঁরি রাশু। আগোস্তিনাতে আজ একসংগে লাঞ্চ খেলে কি রকম হয়। পরে যদি তোমার ইচ্ছে হয়, তোমাকে আমার ষ্টুডিয়োটা দেখাব। এমন কিছু নয় কিন্তু ওখান থেকে মোঁমার্ত্রের গোরস্থানটা খুব ভাল ভাবে দেখা যায়। কখনো মোঁমার্ত্রে গিয়েছ?

অঁরি আর তার সংগী যখন পথ কাটিয়ে কোণের একটা ছোট টেবিলে গিয়ে উপস্থিত হোলো তখন আগোস্তিনার রেস্তঁরায় গোলমাল সবচেয়ে বেশী। মোঁমার্ত্রের আর্টিষ্টরা কালো কর্ডরয়ের স্যুট আর বিরাট ফেল্ট টুপি পরে রিসোতো খেতে খেতে সেই দমবন্ধ-হয়ে-আসা রসুনের গন্ধ ভর্ত্তি বাতাসের মধ্যে নিজেদের কোঁচকানো ন্যাপকিনগুলো নাড়তে নাড়তে একে অন্যের দিকে চেয়ে চীৎকার করছে। সর্বসিদ্ধিদাত্রী জুনোর মত, একজন সুন্দরী—তার বড় বড় কালো চোখ আর চুল—টেবিলগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার পেছনে পেছনে নেকড়ে ধরা কুকুরের মত ঘুরছে তার দুই অনুচর। চারদিকের এই হৈ-হট্টগোলে তার কাণ নেই, সে প্লেটভর্ত্তি ধোঁয়া ওঠা খাবার নিয়ে যাচ্ছে—এর সংগে ঠাট্টা করছে, ওর সংগে তর্ক করছে, আর তার রসালো হাসি হাসছে।

ওই হচ্ছে আগোস্তিনা—পাইপের আগা দিয়ে রাশু তার দিকে দেখায়।

আগে ও একজন মডেল ছিল। উনচাল্লিশ বছর বয়সে আগোস্তিনা সেগার্তোরি মোঁমার্ত্রের এক উপকথা হয়ে উঠেছিল। ষোল বছর বয়সে সে খালি পায়, কপর্দকশূন্য অবস্থায় আর অপূর্ব সুন্দর রূপ নিয়ে তার জন্মভূমি সিসিলি থেকে পারীতে এসে পৌঁচেছিল। ছ'মাসের ভেতরে রাজধানীর আর্টিষ্টের মডেলদের মধ্যে তার চাহিদা হয়ে ওঠে সবচেয়ে বেশী। পাকাচুল আকাদেমির সদস্যরা তার কাজ এবং অনুগ্রহ পাওয়ার জন্যে মারামারি করত। ভাস্কররা তার নিখুঁত তলপেট দেখে ঢোক গিলতো আর দ্বিগুণ উৎসাহে ছেনি চালাত। দু'যুগ ধরে তার উৎসাহদায়ক বক্ষোদেশ আর ক্লাসিক প্রোফাইল, সালোঁর বাৎসরিক প্রদর্শনীর একটা অংগ হয়ে উঠেছিল আর তার লোভনীয় দেহভংগিমা ডায়না, সাধারণতন্ত্র অথবা মার্সাইয়ের আত্মা রূপে এখনও অসংখ্য পাবলিক স্কোয়ারের শোভাবর্ধন করছে। নিজে রোমান্টিক প্রকৃতির হওয়াতে যে সব ষ্টুডিয়োতে সে পোজ্ দিত সেখানে তার অনেকখানিই সে রেখে আসতো। বহু আর্টিষ্টকে তাদের জীবনের নৈরাশ্যজনক মুহূর্তে সে তার আদর দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছিল। তিন বছর আগে সে যখন তার রেস্তরাঁ খোলে তখন তাদের ক্ষণস্থায়ী রোমান্সের স্মৃতিতে এক ঝাঁক আর্টিষ্ট সেটা সাজিয়ে দিতে চায়। যেহেতু সবাইকে সুযোগ দেওয়া সম্ভব নয়, সে প্রত্যেককে দেয়ালে সাজানো সারিতে টাঙ্গানো তাঁবুরিনগুলোর একটা করে রং করতে দিয়েছিল। তার থেকেই জায়গাটার নাম। এই চিহ্নগুলোর সংখ্যা থেকেই আগোস্তিনার উদার স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

অঁরি দেখতে লাগল সে তার একজন খদ্দের—লাল দাড়িওয়ালা এক ভাস্করের দিকে ঝুঁকে পড়ে জোরে ফিস্‌ফিস্ করে অনুযোগ জানাচ্ছে, আমি তোমার কাছে হাতজোড় করছি রবার্তো, ও রিসোতোটা খেওনা। ওতে আমি রসুন দিয়েছি আর তুমি জান রসুন খেলে রাতে তুমি কিরকম দুঃস্বপ্ন দেখ! তার চেয়ে কিছু পেপেরোলি খাও। ওতে রক্ত গরম হয়ে ওঠে। আজ রাতে তুমি তোমার বৌকে আশ্চর্য্য করে দেবে, সে খুশী হবে, হ্যাঁ ?

কথার সংগে সংগে সে ওকে আদর করে একটু ঠেলে দেয়। তারপরে হাসতে হাসতেই ছাত্র দু'জনের দিকে ফেরে।

এই যে ছেলেরা—, সব ছাত্র, তাদের আয়তন আর বয়স যাই হোক্

না কেন, আগোস্তিনা তাদের, 'ছেলেরা' বলতো—তোমাদের ক্ষিদে পেয়েছে, না? ভীষণ ক্ষিদে? আচ্ছা প্রথমে আমি তোমাদের মিনস্ত্রোন্ দোব। তারপরে একটা অপূর্ব রিসোতো। এরকম রিসোতো তোমরা কোনদিন দেখ নি। গানের মত। পেটে সুড়সুড়ি দিয়ে আদর করার মত।

আগোস্তিনার খদ্দেররা তার এই কবিত্বে অভ্যস্ত ছিল। তার নীলচে কালো চুলে ঢেউ-খেলানোর মত এটাও তার কাছ থেকে খুব স্বাভাবিক মনে হত। তারপর তোমাদের আমি দোব……,

যা ইচ্ছে, যা তুমি চাও রাশু বলে ওঠে, ওর পেটে আগুন জ্বলছিল। আর তা তুমি দাওই সব সময়।

লাঞ্চের সময় ও তেমন কথা বলে না, বড় বড় গরাসে খাবার মুখে ঢোকায় আর চিবোয়। কিন্তু অঁরি এত উত্তেজিত হয়ে ওঠে যে তার খাবার কথা মনেই থাকে না। এ জায়গাটা অপূর্ব। এমন সরগরম রেস্তঁরাতে ও আগে কখনো আসে নি। অদ্ভুত সব গন্ধ আর এমন গণ্ডগোল আর চারদিকে আর্টিষ্টরা হাত নাড়ছে, ঘরের এধার থেকে ওধারে চেঁচিয়ে কথা বলছে, আর তর্ক করছে।

খানিকক্ষণ ও একজন মোটা-সোটা করুণ চোখের বুড়ো লোককে লক্ষ্য করে সে একটা পোড়া বেঁকানো পাইপ খাচ্ছিল আর সোণালী দাড়ি আর টানাটানা নাক-চোখওয়ালা এক যুবকের সংগে কথা বলছিল।

ওই সাদা দাড়িওয়ালা বুড়ো লোকটা—ওই হচ্ছে পিসারো, একগাল খাবার মুখে নিয়ে রাশু বলে। ও হচ্ছে একজন ইম্প্রেশনিষ্ট। আর অন্য লোকটা হচ্ছে তেও ভ্যান গখ্। মোঁমার্ত্র বুলভারে ও একটা ছবির দোকান চালায়। অঁরির প্রায় না ছোঁওয়া প্লেটে লক্ষ্য পড়াতে ও গর্জে ওঠে, আরে মোলো যা, তোমার রিসোতো খাও; নইলে আগোস্তিনা তোমার ওপর ক্ষেপে যাবে। লাঞ্চ শেষ হলে ওরা দুজন একটু দূরে রু গানেরোঁ অবধি হেঁটে যায়। এখানেই ছিল রাশুর ষ্টুডিয়ো।

কিরকম একটা দৃশ্য দেখেছো। দরজাটা ঠেলে খুলে সামনের স্তম্ভ, মর্মরমূর্ত্তি আর ক্রন্দনরত দেবদূত ভর্ত্তি কবরখানাটার ওপর হাত নেড়ে রাশু বলে ওঠে। যেন ল্যুভরের যে অংশটায় মূর্তি থাকে সেই অংশটায় বাস করছি।

আর তুমি ভাবতেও পারবে না মেয়েদের ওপর এর কি প্রতিক্রিয়া হয়। বিশেষ করে ক্রিমেটোরিয়ামটায়। ভয়ে প্রায় মরে যায় আর প্যাশনেট্ হয়ে ওঠে। ও নকশা ওরিয়েন্টাল চাদরে ঢাকা একটা ভাঙা সোফা দেখায়। সেইজন্যেই আমি বিছানাটা ওখানে রেখেছি, যেখান থেকে ওরা ওটা দেখতে পায়।

তার লম্বা পেশল বাহুর এক অন্যমনস্ক সঞ্চালনে সে দেয়ালের একটা পেরেক থেকে ম্যাণ্ডোলিনটা খুলে আনে আর মোঁমার্ত্রের একটা পপুলার গানের সুর বাজাতে থাকে…

আহা, তুমি কি ভালবাসতেই না পার!

ক্রমশঃ রাস্তুর সংগে লাঞ্চ আর বিকেলটা তার ষ্টুডিয়োতে কাটানো অঁরির অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। ওখানেই ও ছবি আঁকতো, আত্‌লিয়েতে প্রচলিত গানগুলোর ধুয়ো ধরতো, সারাক্ষণ জানলাটার তলা দিয়ে যে সব শবযাত্রা যেত সেগুলো দেখতো আর শববাহক গাড়ীর গাড়োয়ান, কবর যারা খোঁড়ে আর যারা মড়া পোড়ায়, তারা যখন তাদের ছবির জন্যে ষ্টুডিয়োতে পোজ্‌ দিতে আসতো তাদের সংগে গেলাসে গেলাস ঠেকিয়ে এক বোতল 'সাধারণ মদ' খেত আর তাদের হাসিঠাট্টায় যোগ দিত।

দেখ, রাস্তু একদিন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অঁরির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বলে ওঠে, তোমার মধ্যে সত্যিকারের কোন গণ্ডগোল নেই। অবশ্য বলতে গেলে তুমি প্রায় শিশু, তার বাইশ বছরের উচ্চতার থেকে করুণার দৃষ্টিতে তার সংগীর দিকে তাকিয়ে সে যোগ করে, কিন্তু তুমি সত্যি সত্যি বোকা নও। আর তুমি আঁকতে পারো! যদিও ওই বেজন্মা বোনাত্‌টা বলে যে তুমি পারো না।

অঁরির কাছে এসব প্রশংসাগুলো ছিল জ্বালাহারী মলমের মত। এই বিরাট দৈত্যাকৃতি বন্ধুর ওপর তার কৃতজ্ঞতা উছলে পড়তো। ওঃ রাস্তু, যদি তোমাকে জানাতে পারতুম…

চুপ করো!

বজ্রকণ্ঠে এই ধমকানির মানে হচ্ছে অঁরিকে জানিয়ে দেওয়া যে এসব

ভালবাসাবাসির কাঁদুনি ছাত্রেরা পছন্দ করে না। বন্ধুত্ব রুক্ষতার আবরণে ঢাকা থাকবে আর গালাগালিই হবে তার একমাত্র বাহন।

তোমার দোষ হচ্ছে যে, অঁরির হতাশ ভাব উপেক্ষা করেই ও বলতে থাকে, তুমি অত্যন্ত লাজুক, অত্যন্ত ভদ্র আর বিচ্ছিরি রকম পরিষ্কার। দেখ না, তোমার নখের দিকে দেখ! আরে মোলো যা, একটু ময়লাতে কারুর কিছু এসে যায় না। আর একটা কথা। মাঝে মাঝে সবাইয়ের মত তোমাকেও 'মোলো যা', 'মাইরি বলছি', 'তোর মুখে থুথু ফেলছি', এসব বলতে হবে। তাহলে আর লোকে ভাববে না যে তুমি একটা অদ্ভুত কিছু।

পরের সপ্তাহে রাশু অঁরিকে সত্যিকারের আর্টের ছাত্রদের ভাষা, ব্যবহার এবং চালচলন সম্বন্ধে জ্ঞান দিল।

মনে কর তুমি আর আমি একটা তর্ক করছি, একটা শান্ত মেঘলা মার্চমাসের বিকেলে ও হঠাৎ বলে বসে। মনে কর তর্কটা হচ্ছে রুবেনস্ সম্বন্ধে। আমি বল্লুম, রুবেনস্ হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় চিত্রকর। তুমি কি বলবে?

আমি বলব যে আমি ঠিক জানি না।

অঁরির জবাবে রাশু চিন্তিত হয়ে উঠে। কয়েক সেকেণ্ড সে তার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়তে থাকে। না, না, না, শেষকালে সে বলে, যেন কোনো অবুঝ শিশুকে বোঝাবার চেষ্টা করছে। তোমার বলা উচিত, রুবেনস্? মোলো যা, তোমার রুবেন্সের মুখে আমি থুথু ফেলি। ও তো একটা গর্ভস্রাব! তোমার রুবেন্সে আমি পেচ্ছাপ করে দি! বুঝলে? তখনই সবাই বুঝতে পারবে যে তুমি কি বলতে চাইছ। ওর শূয়োরের মত কুৎকুতে চোখদুটো দিয়ে ও শান্তভাবে অঁরির দিকে তাকায়।

অঁরি বোঝে যে তার ঘোরালো উপায়ে ওর গুরু ওকে ওর ছাত্রদের সমাজে প্রথম পরিচয়ের জন্যে প্রস্তুত করছে। ও ঠিকই বুঝেছিল। এক দিন শেষ বিকেলে রাশু কথায় কথায় বল্ল, চল, লা হুভেলে যাই। আমার কয়েকজন বন্ধুর সংগে তোমার আলাপ করিয়ে দোবো।

দেখা গেল লা হুভেল হচ্ছে কাফে দ্য লা হুভেল আথেনে—প্লাস

পিগালের ওপর একটা ধোঁয়াভর্ত্তি আর্টিষ্টদের আড্ডাখানা। বন্ধুরা হচ্ছে তিনজন—বোনাতেরই ছাত্র—ফ্রাঁসোয়া গোজী, লুই অ্যাকৃত্যা আর রেনে গ্রোনিয়ে। রাশুর মত এরাও মোঁমাত্রে্‌ই থাকে। বোঝা গেল যে শুধু রাশুকে খুশী করবার জন্যেই ওরা এই ধনী সখের আর্টিষ্টের সংগে পরিচিত হতে রাজী হয়েছে। ওরা খুব ঠাণ্ডাভাবেই অঁরিকে অভ্যর্থনা করে। কোন-রকমে একবার মাথা ঝুঁকিয়েই ওরা একেবারে তাকে অবহেলা করে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চালাতে থাকে। অঁরি নিজের বিয়ারে চুমুক দেয় আর ওদের কথাবার্ত্তার মধ্যে নাক না গলিয়ে চুপচাপ বসে থাকে।

অদ্ভুতভাবে তার এই চুপচাপ থাকাটাই শেষ পর্য্যন্ত তার বিরুদ্ধে ওদের যে সব সংস্কার ছিল সেগুলো ভেঙ্গে দেয়। ওরা ছিল পাঁড় বলিয়ে—সব সময় শ্রোতা খুঁজতো—যে কোন রকম শ্রোতা। অঁরিকে পেয়ে ওদের একজন সহানুভূতিশীল শ্রোতা মিলল যে ওদের প্রেমের কাহিনী আর ওদের অর্থ-ঘটিত দুঃখ কষ্টের কথা, সমান আগ্রহে শুনতো।

গোজীই প্রথম অঁরির সাহায্যের সুযোগ নিয়েছিল। ওদের লা নুভেলে দেখা হওয়ার দিন থেকে একমাসও পেরোয় নি, ও একদিন আত্‌লিয়েতে পাঁচমিনিটের বিরামের সময় অঁরির কাছে এল।

কাল রাত্তিরে কি হয়েছিল জান, ও আরম্ভ করে যেন জীবনে ও একটা বিশেষ অভিজ্ঞতার স্বাদ পেয়েছে।

লম্বা, চোয়াল বেরকরা, সরল, নিজের চেহারার জন্যে ও ছিল গর্বিত, যেটা মোটেই সুন্দর ছিল না, অথচ নিজের প্রতিভা সম্বন্ধে ছিল বিনয়ী, যেটা ওর যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। উজ্জ্বল রংএর ওয়েষ্টকোট সম্বন্ধে ছিল ওর একটা মোহ ছিল যার জন্যে ও ওর এমনিতেই অকুলান মাসোহারার টাকা তাতে খরচ করতো। ওর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মেয়েরা কখনো সম্মোহক ভংগীতে আদেশ আর সুগন্ধ দাড়ি প্রতিরোধ করতে পারে না! এই জন্যে ও সব-সময় আয়নায় চৌম্বকী দৃষ্টি অভ্যাস করতো আর লিলাকের জলে ওর খোঁচা-খোঁচা দাড়িগুলো চুবিয়ে রাখতো।

অঁরির চোখের দৃষ্টিতে উৎসাহ হত বোধ করে ও বলে চলে, সেদিন বাড়ী যেতে যেতে, কোণের কফিখানাটায় কি মনে করে থামলুম। সেখানে কি দেখলুম

বলতো ? অপূর্ব সুন্দরী এক তরুণী একা বসে কাঁদছে। ও তার পাশে গিয়ে বসে তার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে বল্ল যে ভাড়া না দেওয়াতে ল্যাণ্ডলেডী তাকে ঘরে ঢুকতে দেয়নি। গোজী যথা-নিয়মে সহানুভূতি দেখিয়েছে। ওর সম্মোহক দৃষ্টি আর দাড়ির সুগন্ধ বোঁটা ও বারবার তার মুখের কাছে নিয়ে গেছিল, ওদের দু'জনের মধ্যে একটা আকর্ষণ গড়ে তোলে। ওরা একসংগে কফিখানা থেকে বেরিয়ে কিরকম করে জানিনা গোজীর ঘরে গিয়ে হাজির হয় যেখানে ওদের বন্ধুত্বের কুঁড়ি প্রায় সংগে সংগেই দারুণ ভালবাসায় পরিণত হয়। অবিস্মরণীয় এক রাত্রির প্রেমে বাবেত্—ওই হচ্ছে তার নাম—নিজেকে প্রকাশ করেছে এক নিখুঁত রমণী হিসেবে—যার বুদ্ধি অপরিসীম, প্রেম বন্যাধারার মত আর ছলনায় যে অতুলনীয়া।

জিনিষটা নিখুঁত হোতো কেবল একটা জিনিষ না হলে। গোজীর জীবনে বাবেত্ এসেছে অত্যন্ত অসময়ে।

বুঝলে না, ঠিক দুদিন আগেই আমি এই ওয়েষ্টকোটটা কিনেছি, সুন্দর লেমন রংএর যে ওয়েষ্টকোটটা পরেছিল, ও সেটার দিকে দেখায়। কাজেই······

অঁরি বোঝে। অতি সন্তর্পণে ও একটা বিশফ্রাঁর স্বর্ণমুদ্রা বার করে দেয়, অনিচ্ছার ভাব দেখালেও গোজী সেটা নিতে দেরী করে না।

এক সপ্তাহ পরে অঁরির কাছে দুঃখ জানাতে আসার পালা এল, আঁকৃত্যাঁর।

আমি তাকে হারিয়েছি। হতাশভাবে সে তার দুঃখ জানায়। এমন একটা মেয়ে! আঁ্যাকৃত্যাঁ ছিল গোজীর উল্টো। প্রেমপাত্রী হাতছাড়া হয়ে গেলে গোজী হয়ে উঠতো তিক্ত আর যে মুহূর্ত্তে সে তাদের হারাতো, সে মুহূর্ত্তে আঁ্যাকত্যাঁর কাছে তারা আদর্শ রমণী হয়ে উঠতো।

আলুথালু ভংগীতে আঁ্যাকৃত্যাঁকে ভালই দেখাতো। হলদে দাড়িওয়ালা আর তোবড়ানো টপহ্যাট পরা যুবকটি যখন হাত পা নেড়ে কথা বলতো তখন কাপড়ের দোকানের মডেলরা ঘাড় ফিরিয়ে দেখতো। মেয়েদের কাছে সে ব্যর্থ হত তাদের সম্বন্ধে তার ভ্রান্ত ধারণার জন্যে। তাদের অজ্ঞতা

আর বোকামিতে সে অবাক হয়ে যেত। সে তার প্রেমপাত্রীদের মনকে উন্নত করে তোলার চেষ্টা করতো যেমন কেউ কেউ তাদের নীতিবোধকে উন্নত করার চেষ্টা করে—ফল হত একই। যখন নীরব কর্মী হওয়া দরকার তখন ও তাদের সংগে বড় বড় কথা বলতো। কিংবা যখন তারা বাড়ীতে বসে সোজা সোজা খেলা খেলতে চাইতো তখন ও তাদের ল্যুভরে নিয়ে গিয়ে তাদের ওপর মহৎ শিল্পের উন্নয়নকারী প্রভাব দেখতো।

হ্যাঁ, ফ্লেমিশ চিত্রকরদের ঘরটায় তাকে আমি হারিয়েছি, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অ্যাঁকৃত্যাঁ বলে। ও শালার মিউজিয়মে আমি আর যাব না।

অঁরির কাছে নিজেকে খোলসা করতে পেরে ও অনেকটা ভাল বোধ করে। এক সপ্তাহ পরেই ও আবার এক নাচঘরে দেখা-হওয়া লণ্ড্রেসের বুদ্ধি বাড়াবার জন্যে উঠেপড়ে লাগে।

অঁরির বিরুদ্ধে তার সংস্কার কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারে রেনে গ্রোনিয়ে ছিল এদের মধ্যে শেষ লোক। অথচ তার ছাড়ছাড় ভাব ক্রমশঃ একটা সাবধানী আলাপে এবং শীগ্‌গিরই একটা গভীর অন্তরংগতায় পরিণত হল। সে অঁরিকে রু ফঁতেনের ওপর তার দু-ঘরওয়ালা ফ্ল্যাটে নিয়ে গেল।

দেখছ ঐ জানলাটা? উঠোনটার ওপারে একটা জানালার দিকে সে হাত দেখায়। ওটা হচ্ছে দেগার ষ্টুডিয়ো। কখনও কখনও ওখানে তাঁকে কাগজ পড়তে কিংবা সিগারেট খেতে দেখা যায়।

অঁরি অনুভব করে যে ওকে সবাই দলের একজন বলে মেনে নিয়েছে। ওরও বন্ধুবান্ধব হয়েছে। ওর মনটা খুশী হয়।

জুনের এক সকালে, প্রফেসার বোনাত্‌ আতেলিয়েতে এসে হাজির হন, তাঁর তেকোণা মুখটা হাসিতে ভর্ত্তি। নিজের কাজের চাপে পড়ে তাঁকে বাধ্য হয়ে ক্লাশটা ভেঙে দিতে হচ্ছে, জানান তিনি।

ঘাবড়ে যেওনা, আনন্দিত ছাত্রদের তিনি ভরসা দেন। আকাদেমির বিখ্যাত সদস্য আমার সহকর্মী প্রফেসার ফার্ণাঁদ্‌ কর্মোঁকে আমি রাজি করিয়েছি। তোমাদের মধ্যে যারা শিখতে ইচ্ছুক অদের পরের অক্টোবর থেকে তিনি তাঁর আতেলিয়েতে নেবেন।

ক্লাশ শেষ হল, ছেলেরা আনন্দে ফেটে পড়ল। গ্রাস ক্লিশির কোণায়

ফ্রাঁসোয়া গোজী একটা ল্যাম্পপোষ্টে চড়ে পথচলতি সব মেয়ের দিকে চুমু-খাওয়ার ভংগী করতে লাগল। আর রাশু হাতদুটো মাথার পেছনে জোড়া করে কোমর দুলিয়ে নাচতে সুরু করল, তার সংগে লুই অ্যাঁকত্যঁা তার হার্মনিকায় ওরিয়েণ্টাল গৎ বাজাতে লাগল। রেনে গ্রোনিয়ে ভীড়ের মধ্যে থেকে টুপিতে পয়সা সংগ্রহ করার চেষ্টা করছে এমন সময় বিরাট গোঁফ-ওয়ালা দুই পুলিশ এসে তাদের এই অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল। বল্ল, এটা হচ্ছে অশ্লীল এবং জনসাধারণের নীতিবোধের পক্ষে ক্ষতি-কারক।

যাই হোক অনেক বোঝাবুঝি, দেশের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ, অনেক হাত নাড়ানাড়ি এবং এক সংগে মদ খাওয়ার জন্যে নেমন্তন্নের পর শেষ পর্য্যন্ত সব ভালভাবে মিটমাট হয়ে যায়।

আগোস্তিনাতে খুব হৈ চৈ করে লাঞ্চ খাওয়ার পর ছেলেরা লা মুভেলে যায়। তখনও সন্ধ্যা হয় নি, লা নুভেল প্রায় খালি। মুখচোখ লাল হয়ে গেছে, চেঁচিয়ে গলা ভেঙে গেছে, খুব বেশী শিঁয়াতি খেয়ে বেশ একটু মত্ত অবস্থা। ওরা ওখানকার ট্যাঁরা ক্যাশিয়ার থেরেস্‌কে চুমু খেল, (বাচ্চা বয়সের পর থেকে কেউ তাকে কখনো চুমু খায় নি) তারপর নিজেদের টেবিলে গিয়ে চুপচাপ বসে রইল। এর পরে কি করবে তারা বুঝতে পারছিল না।

রাশুই প্রথম প্রস্তাব করল, চল কোনো গণিকালয়ে যাওয়া যাক।

মাইরি বলছি, আমাদের কিছু একটা করতে হবে, মার্বেলমোড়া টেবিলটার ওপর ঘুসি মেরে ও বলে। শোন, আমি একটা জায়গা জানি, বেশী দূরে নয়, যেখানে অনেক সুন্দর সুন্দর মেয়ে আছে। ছবির মত সুন্দর, আর কিছু পরে না। কি বল, চল না একটু ফূর্তি করে আসা যাক। অবশ্য তাদের সংগে যে শুতেই হবে এমন কোন কথা নেই সাধুর মত সে যোগ করে। শুধু একটু গল্পগুজব করে আসা যাবে।

খু-উ-ব ভাল প্রস্তাব। অঁরির হেঁচকি ওঠে। চল যাওয়া যাক্!

ব্যাপারটা খুব খারাপ মনে হচ্ছে না। গ্রোনিয়ে বলে। তবে কত খরচা পড়বে?

হ্যাঁ, কত খরচ? একসংগে গোজী আর অ্যাঁকর্তা চেঁচিয়ে ওঠে।

যদিও ওরা সব সময় মেয়েদের কথা বলতো আর নিজেদের সম্বন্ধে গর্ব করত, গণিকালয়ের মেয়েদের এবং যে সমস্ত মখমলে মোড়া সালোঁতে তারা তাদের ব্যবসা চালাতো, সে সব জায়গা সম্বন্ধে ওদের মনে কিরকম যেন একটা অনির্দেশ্য ঘৃণার ভাব ছিল।

এমন দিনে টাকার কে পরোয়া করে? মদের খরচা আমি দোবো; রাশু বলে ওঠে। পেটে দু ফোঁটা পড়লেই ওর খরচের হাত খুলে যেত। হৈ চৈ করতে করতে করতে ওরা কাফে থেকে বেরিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ীতে ওঠে।

কোচোয়ান, রাশু চেঁচায়, ল্য পেরোকে গ্রিতে চল, রু স্তঁ্যাকার্ক।

পাঁচ

পরের অক্টোবরে অঁরি প্রফেসর কর্মোঁর ক্লাসে ভর্ত্তি হয়ে আর্টের ছাত্র হিসেবে তার দ্বিতীয় বছর সুরু করল।

প্রত্যেক দিন সকালে ও ওর মার অ্যাপার্টমেণ্ট থেকে ঘোড়ার গাড়ী চড়ে আত্‌লিয়েতে যেত। আত্‌লিয়ে পর্য্যন্ত না গিয়ে ও রাস্তার মোড়েই নেমে পড়ত যাতে ওর সহপাঠিরা ওকে ল্যাণ্ডো থেকে নামতে না দেখে। দেখলে নিশ্চয় ওরা জোসেফের অদ্ভুত আকৃতির টুপি আর নীল উর্দি নিয়ে ঠাট্টা করত। ওর ছোট রবারের ডগাওয়ালা ছড়িতে ভর দিয়ে ও খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছেলেদের মাঝখানে এসে হাজির হোতো। তারা তখন ফুটপাতে দাঁড়িয়ে গুলতানী, তর্ক আর ধূমপানে মশগুল।

ও রাশু কিংবা আর কোনো বন্ধুর সংগে কিছুক্ষণ গল্প করে। তারপরে ঠিক নটা বাজবার সংগে সংগে, কষ্ট করে চারপ্রস্থ সিঁড়ি ভেঙে ষ্টুডিয়োতে। হাঁপাতে হাঁপাতে ও সেই বড় সাদাসিধে ঘরটায় ঢোকে। চারদিকে ইজেল ছড়ানো রয়েছে। একটা লোহার ষ্টোভের থেকে শোঁ শোঁ আওয়াজ হচ্ছে। ঘরটা তখনি গরম হতে আরম্ভ করেছে। ও ওর টুপিটা আর কোটটা র‍্যাকে ঝুলিয়ে, ইজেলগুলোর মধ্যে দিয়ে খোঁড়াতে

খোঁড়াতে মডেলের প্ল্যাটফর্মের পাশে ভাঁজ করে রাখা ক্যাম্বিসের টুলটার দিকে যায়। তারপর ছড়িটা পায়ের কাছে রেখে, ও প্যালেটে রং চড়াতে আরম্ভ করে আর ভেনাস কিংবা জায়না কিংবা লেডা কিংবা অন্য যে দেবী সে সপ্তাহের সাবজেক্ট, ক্যানভাসের ওপর তার মূর্তিটা খুঁটিয়ে দেখে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গোলমাল কমে আসে। সিন্ধুঘোটকের মত গোঁফ-ওয়ালা একজন ভূতপূর্ব সার্জেন্ট, ষ্টুডিয়ো-পরিচারক শ্রুমবার্জার, ইংগিতে মডেলকে পোষাক ছেড়ে পোজ্ দিতে বলে। পরের তিন ঘণ্টা জঁরি আরো গোটা তিরিশেক ছেলের সংগে ছোট ছোট চোখ করে মডেলের দিকে তাকায়, নিজেদের দাড়ি ধরে টানে, ঘাড় হেলায়, বুড়ো আঙুল দিয়ে মাপ নেয়, তুলি চালায়। এইরকম করে তারা তাদের শৈল্পিক সৃষ্টির সব রকম গতিভংগিমা আর মুখভংগিমা করতে থাকে।

সপ্তাহে একদিন প্রফেসর ফার্ণাদ কর্মোঁ আতলিয়েতে এসে তাঁর ছাত্রদের কাজ দেখতেন। ইনি ছিলেন আকাদেমি দে বোজার্তস্‌এর সদস্য, সালোঁর বিচারকদের একজন, জাতীয় মিউজিয়ামসমূহের কাউন্সিলের সদস্য, বহু বিদেশী আকাদেমির সদস্য, লিজিয়ন অফ অনারের একজন অফিসার, বহু ব্যাঙ্ক ও মিউনিসিপালিটির দেয়ালে বিরাট সব মুরালের অঙ্কনকর্তা, বৃদ্ধা ধনসম্পত্তিশালিনী স্ত্রীলোকদের পোর্ট্রেট আঁকিয়ে, অসংখ্য নাম করা নগ্ন চিত্র, হারেমের দৃশ্য এবং আরো সব বিখ্যাত ছবির স্রষ্টা। দরজার গোড়ায় তিনি তাঁর সিল্কহ্যাট, রূপোবাঁধানো ছড়ি আর হলদে দস্তানাজোড়া শ্রুমবার্জারের হাতে দেন। সে তাঁকে তাঁর বিশাল ফারদেওয়া ওভারকোট খুলতে সাহায্য করে। ওভারকোটের খোলস থেকে যে রোগা খাটো মানুষটি বেরিয়ে আসেন তিনি হচ্ছেন হলদেটে চোখ, হাড়-বেরকরা মধ্য বয়সী একজন লোক। ফ্যাশনেবল একটি হ্যাট আর অ্যাসকট টাই পরা।

সাবধানী সারসের মত পা ফেলে ফেলে তিনি ইজেলগুলোর মধ্যে দিয়ে ঘুরে বেড়ান। তাঁর গলার স্বর সহজে ভদ্রলোকের মত পরিষ্কার উঁচুনীচু গ্রামে ওঠা নামা করে। কথা বলতে বলতে তিনি তাঁর হাত নাড়ান। সে হাতে মাংস নেই তবে নখগুলো সুন্দর ভাবে কাটা। মাঝে মাঝে থেমে

গিয়ে তিনি কোন ছাত্রের ক্যানভাসে কয়েকটা দক্ষ তুলির আঁচড় দেন কিংবা তাচ্ছিল্যপূর্ণ অন্তরংগতার সুরে কোনো টেকনিকাল বিষয় সম্বন্ধে মন্তব্য করেন।

এই সব সাপ্তাহিক বক্তৃতার মাধ্যমে ভঁরি শিখল যে সুন্দর দেখানোই হচ্ছে শিল্পের সব কিছু। আর্টিষ্টের জীবনের লক্ষ্যই হচ্ছে সুন্দর দেখতে ছবি আঁকা। ও শিখল যে ক্যানভাসে খুব সন্তর্পণে রং দিতে হয় আর সযত্নে তুলি দিয়ে রংএর দাগটা মিলিয়ে দিতে হয়। ও আরো শিখল ছবির ব্যাকগ্রাউণ্ড সব সময় কালো কিংবা গাঢ় বাদামী হবে আর ছবির কম্পোজিশন সব সময় ত্রিভুজাকৃতি হবে।

কিন্তু সবচেয়ে বেশী ও যা শিখল তা হচ্ছে মেয়েদের ছবি আঁকা সম্বন্ধে। একজন মেয়ের পোর্ট্রেট! কর্মোঁ তাঁর মাকড়শার মত হাত নেড়ে বলতে থাকেন, আঃ, বন্ধুরা, একজন মেয়ের পোর্ট্রেট আঁকতে কি পরিমাণ বুদ্ধি, দক্ষতা, আর মানুষের মনের ভেতরে ঢোকবার ক্ষমতা থাকা দরকার তা যদি জানতে! যেহেতু সাধারণতঃ বয়স্কা মহিলা ছাড়া আর কারো নিজেদের ছবি আঁকাবার সামর্থ্য থাকে না, আর্টিষ্টদের যথেষ্ট শিভাল্‌রি এমন কি কখনো কখনো স্রেফ্ দয়া থাকা দরকার। সৌভাগ্যবশতঃ বেশীর ভাগ মেয়েই জানে না যে তারা কিরকম দেখতে। নিজেদের চেহারা সম্বন্ধে তারা খুব উঁচু ধারণা পোষণ করে। যদিও নিজেদের প্রিয় বন্ধুদের বয়স বা বার্দ্ধক্যের আগমন সম্বন্ধে তারা খুবই সচেতন থাকে তারা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে যে কোনো বিশেষ ভাগ্যের জোরে তাদের নিজেদের, সত্যি-কারের বয়সের চেয়ে দশ—বেশীর ভাগ সময় পনের বছর ছোট দেখায়।

কাজেই, চতুর হাসি হেসে কর্মোঁ উপদেশ দেন, তোমাদের প্রথমে খুঁজে বার করতে হবে যে যার ছবি আঁকছ তার নিজের সম্বন্ধে ধারণা কি। তারপরে সেটা ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলতে হবে।

এটা করতে হলে তোমাকে তার নাকটা সোজা করতে হবে, ঠোঁটটা গোলাপের কুঁড়ির মত করতে হবে, চোখদুটো টানা টানা করতে হবে, চামড়া চকচকে করতে হবে, হাত দুটোর মাংস কমাতে হবে, বুকটা উঁচু করতে হবে, কোমরটা সরু করতে হবে, আর মুখে যত ভাঁজ, আঁচিল বা

অন্য রকম কাটা কিংবা কালো দাগ আছে সে সব বাদ দিতে হবে। ব্রুচ কিংবা আংটি কিংবা হীরের ব্রেসলেট পরা থাকলে সেগুলো খুব খুঁটিয়ে আঁকতে হবে। সমস্ত ছবিটার মধ্যে একটা সংস্কৃতি, সমৃদ্ধি আর রুচির পরিচয় থাকবে। তাহলেই তুমি যার ছবি আঁকছ সে আনন্দের সংগে বলবে ওঃ কি ছবি এঁকেছেন! একেবারে হুবহু আমাকে যেন ক্যানভাসের ওপর বসানো হয়েছে। তাহলেই তুমি শিল্পী হিসেবে এবং আর্থিক সাফল্যের পথে অনেকটা এগিয়ে যাবে। কখনো ভেবনা যে কোনো মেয়েকে প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলছ। কর্মোঁ তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন। কোনো প্রশংসাই ওরা বাড়াবাড়ি মনে করে না।

ওপরে ওপরে ওঁর এই লোক দেখানো অন্তরংগতা, ওর বন্ধু বলে ডাকা আর হাত নাড়া সত্বেও প্রফেসর কর্মোঁ মাঝে মাঝে হঠাৎ রাগে ফেটে পড়তেন। কোন রকম মৌলিক অঙ্কন প্রচেষ্টা, আকাদেমির ছবি আঁকার নিয়মের কোন ছোট্ট ব্যতিক্রম—ব্যস্। সদালাপী, কঙ্কালসার চেহারার ভদ্র-লোকটি রেগে সরু গলায় চীৎকার করতে সুরু করতেন। তুমি হয়তো ভুলে গেছ যে সালোঁতে ছবি নির্বাচন করবার কমিটিতে আমি একজন জুরী, কিন্তু আমি তোমাকে ভুলতে দোবো না। আমি দেখব যে, তোমার পাঠানো ছবি যাতে সালোঁতে কোনদিন না ঢুকতে পারে। তাহলে তোমার শিল্প সম্বন্ধে প্রকৃত শ্রদ্ধা আসবে। সাধারণতঃ দোষী ছাত্রটি আত্‌লিয়ে ছেড়ে দিত আর সালোঁর দরজা তার কাছে বন্ধ হওয়াতে তার শিল্পীজীবন সেখানেই শেষ হয়ে যেত।

অঁরি জানতো যে ছবি আঁকা সম্বন্ধে তার ধারণা সব ভুল; তাই সে খুব সতর্ক হয়ে থাকতো। ধৈর্য্যের সংগে সে তার প্রাইমারী শ্যাডোগুলো 'র আম্বার' নিয়ে ভরাতো, প্রত্যেকটি তুলির আঁচড় মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করত। তার অধ্যবসায় এমনই ছিল যে সেটা এমনকি কর্মোঁরও চোখে পড়ত। মাঝে মাঝে তিনি ওকে পিঠ চাপড়ে উৎসাহ জানাতেন। ভয় পেওনা, লোত্রেক, তিনি বলতেন। তোমার কোনো স্বাভাবিক প্রতিভা নেই বটে, তবে সদিচ্ছা আছে। তুমি আমার কথামত খেটে যাও। সাহস রাখ। হয়তো বা একদিন তুমি বেশ ভাল আঁকবে। কে জানে? হয়তো

তোমার ছবি সত্যি সত্যি সালোঁতে প্রদর্শিত হবে। এই ধরণের রোমাঞ্চকর সব কথা বলে তিনি পরের ছাত্রটির দিকে এগিয়ে যেতেন। অঁরি ওর ছোট টুলটায় বসে থাকতো, আনন্দে ওর দম বন্ধ হয়ে আসতো।

ক্লশের শেষে ও বন্ধুদের সংগে আগোস্তিনাতে যেত। সেখানে চারধারের হৈ-হট্টগোল, সহপাঠিদের কচ্‌কচি আর আশেপাশের টেবিলের গরম তর্কের আবহাওয়ার মধ্যে লাঞ্চ খেত আর নতুন প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন আর্টিষ্টদের সোসাইটির বাক্য-বাগীশ সদস্যদের মুখে ছবির বিক্রেতা, সমালোচক আর আকাদেমির সদস্যদের বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ শুনতো।

ওখানেই ও প্রথম বিন্দু-অঙ্কন-বিশারদ জর্জে সোরাত্‌কে দেখে—শান্ত একজন যুবক, মুখটা দাড়িওয়ালা দেবদূতের মত আর শরীরটা গোলন্দাজ বাহিনীর সৈন্যের মত, স্বপ্নালুভাবে পাইপ ধরিয়ে ধূমপান করছেন।

রেণোয়ার সংগেও ওখানেই তার প্রথম চাক্ষুষ পরিচয়—সাধুসন্ন্যাসী মত দেখতে লোকটা মোটা-সোটা নগ্ন স্ত্রীলোকদের ছবি আঁকতেন। ক্লদ্ মনে—চৌকো-মাথা, চৌকো-আঙ্গুল, দেখলেই মনে হয় নর্মাণ্ডির একজন সম্পত্তিশালী জমিদার। আসলে তিনি ছিলেনও তাই। একবার ও সেজান্‌কেও দেখে—আয়জঁ প্রভঁস্ থেকে এসে একা একা লাঞ্চ খাচ্ছিলেন, খিটখিটে মেজাজের, সন্দিগ্ধ স্বভাব।

ওখানেই এক স্মরণীয় দিনে ওকে আর ওর বন্ধুদের ক্যামিয়ে পিসারো নেমন্তন্ন করেন। এ ইম্‌প্রেশনিষ্ট ভদ্রলোকটির দাড়ি দুধের মত সাদা তিনি ওদের তাঁর আর দেগার সংগে কফি খাওয়ার নেমন্তন্ন করলেন। দেগার সংগে সেদিন তাঁর লাঞ্চ খাওয়ার কথা।

ও, তোমরা তাহলে আর্টের ছাত্র, অ্যাঁ? ব্যালের মেয়েদের ছবি আঁকিয়ে ভদ্রলোক খিলখিল করে হেসে ওঠেন। সবাই ভবিষ্যতে বড় বড় আর্টিষ্ট হবে, তাই না? তোমাদের প্রতিভার পরিচয় পৃথিবীকে দেবার জন্যে তর্ সইছে না, কি বল?

অঁরি এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে মন্তব্যগুলোর ভেতরের শ্লেষটা ও বুঝতেও পারে নি। খুব অল্পদিন হলো সে দেগার কাজের সংগে পরিচিত

হয়েছে। তাতেই ও আর্টিস্টটির সম্বন্ধে একটা দেবদুর্লভ ধারণা করে বসেছে। প্রশংসমান দৃষ্টিতে সে টেবিলের ওপার থেকে পাণ্ডুর কাঁচাপাকা দাড়িওয়ালা, বয়সে আর জীবনের তিক্ততায় বলিরেখাসম্পন্ন মুখটার দিকে চেয়ে থাকে—দেগা! ও দেগার সংগে কফি খাচ্ছে!

এক মুহূর্ত্ত দেগা তাঁর সিগারেটটা নিয়ে ইতস্ততঃ করেন। তারপর কাটা কাটা স্বরে বলতে থাকেন—তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না যে তোমাদের কোন চান্স্ নেই? আর্ট তোমাদের কি দিতে পারে? যশ? আর্টের সমস্ত ইতিহাসে প্রায় ষাটজন লোক যশস্বী হয়েছেন। যেহেতু আমাদের দেশে এর ভেতরেই জেরিকো, দোমিয়ে, মানে, ইন্‌গ্রে আর দেলাক্রোয়া জন্মেছেন, তোমাদের অমর হওয়ার চান্স্ প্রায় নেই বললেই চলে। অর্থ? আর্ট হচ্ছে সবচেয়ে নিষ্ঠুর······

প্লিজ্, এড্‌গার, পিসারো বাধা দেন। এরকম ভাবে বোলো না। তুমি এই যুবকদের দমিয়ে দিচ্ছ।

আঃ, তাই যদি পারতুম! বাকী জীবনটা ওরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতো। আবার তিনি ছাত্রদের দিকে ফেরেন। আর্ট হচ্ছে সবচেয়ে নিষ্ঠুর জীবিকা। আমি প্রায় পঞ্চাশজন আর্টিষ্টের কথা জানি যারা সাধারণতঃ গরুঘোড়ার ডাক্তাররা যত আয় করে তত আয় করে থাকে। আর অন্যরা······, শির বারকরা একটা আঙ্গুল দিয়ে তিনি ওদের দিকে দেখান; অন্যরা উপোস করে। তারাও এককালে ভবিষ্যতের আশা করেছিল। এখন যারা পারীর সব বাড়ীর রং করে তারাও একসময়ে ভবিষ্যতে বড় আর্টিষ্ট হবার কল্পনা করেছিল······

উনি ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন, আগোস্তিনা এসে তাঁকে বাধা দিল। সিনর দেগা, মধুর হেসে সে বলে।

তুমি আবার কি চাও? কর্কশগলায় তিনি জিজ্ঞাসা করেন। আপনার কি একজন নতুন মডেলের প্রয়োজন আছে? আমার মাসতুতো বোন সম্প্রতি পালার্মো থেকে এসে পৌচেছে। খুব সুন্দর দেখতে।

সুন্দর কি না তাতে আমার কিছু এসে যায় না। সে কি প্রোটেষ্টাণ্ট?

প্রোটেষ্টাণ্ট। আগোস্তিনা ঘাবড়ে যায়।

মাদোনা মিয়া, পালার্মোতে কোনো প্রোটেষ্টান্ট নেই।

আর একটা কথা, তোমার মাসতুতো বোনের পশ্চাদ্দেশ কি রকম? আপেলের মত না ন্যাসপাতির মত?

পশ্চাদ্দেশ! প্রশ্নের রকম শুনে আগোস্তিনা আবার ঘাবড়ায়। সবাইয়ের মত আমার মাসতুতো বোনের পশ্চাদ্দেশও বেশ ভালই।

ওইখানেই তো ভুল কর তোমরা। পশ্চাদ্দেশের ওপর মানুষ চেনা যায়। যদি তোমার মাসতুতো বোনের পশ্চাদ্দেশ আপেলের মত হয়, আমি তাকে দেখতে চাই না। তবে যদি তার ন্যাসপাতির মত পশ্চাদ্দেশ থাকে, সকালবেলায় তাকে আমার ষ্টুডিয়োতে পাঠিয়ে দিও। এখন যাও, আমাদের একটু একা থাকতে দাও। আমি এই ছোকরাদের সংগে কথা বলতে চাই।

আবার তিনি অঁরি আর তার সংগীদের দিকে ঘুরে বসেন। তোমরা উপোস করবে? খুব পরিতৃপ্তির সংগে তিনি হাসেন। জুতোয় গর্ত্ত নিয়ে তোমরা রাস্তায় রাস্তায় হাঁটবে, শীতকালে ষ্টুডিয়োতে ঠাণ্ডায় জমে যাবে, বাড়ীয়ালাকে দেখলে কাঁপবে; অথচ চেষ্টা করলে তোমরা সুখী, সম্মানিত, ব্যাঙ্কের কেরাণী, পুলিশ কিংবা ডাকপিয়ন হতে পারতে।

প্লিজ্ এডগার, পিসারো আর্ত্তনাদ করে ওঠেন। তুমি ওদের বিশ্বাস ভেঙ্গে দিচ্ছ। ওদের জীবনের ওপর বিশ্বাস।

কোনো ভয় নেই, দেগা জবাব দেন। দেখ না ওদের মুখের দিকে। দেখবে, সেখানে আত্মবিশ্বাস উপচে উঠছে। ওরা সবাই ভাবছে যে ওরা এক একটা মাইকেল এঞ্জেলো। নাঃ, আমি ওদের দমিয়ে দেবো না। কিন্তু জীবন দেবে।

তিনি ওঠেন। র‍্যাক থেকে তাঁর ডার্বি টুপিটা নেন। তোমাদের সকলকে আমি শুভদিন জানাই। মাথাটা একটু হেলিয়ে তিনি বেরিয়ে যান। পেছনে হাত পা নেড়ে তাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করতে করতে পিসারোও সংগে যান। কিছু মনে করো না···এটা ওর হজমের গণ্ডগোল···লাঞ্চের পর ও এইরকমই কথাবার্ত্তা বলে···

বেটা বুড়ো দেগা, খুব ফূর্তিবাজ, না? রাস্ত বলে। সেই ওদের মধ্যে প্রথম সম্বিত ফিরে পায়।

দেগার সংগে দেখা হওয়াতে তাদের মনের ভাব এই কথার মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পায়। খানিকটা সবকিছু তুচ্ছ করার ভাব নিয়ে ওরা রেস্তরাঁ থেকে বেরোয়।

গত বছরের মত এবারও অঁরি বিকেলটা রাশুর ষ্টুডিয়োতেই কাটায়। ছবি আঁকে, গান গায়, আরো নানা রকম ভাবে মোঁমার্ত্রের একজন সত্যিকারের আর্টষ্টুডেণ্টের চালচলন রপ্ত করে। সন্ধ্যের দিকে ও রাশুর সংগে লা মুভেলে যায়, সেখানে ওদের আর আর বন্ধুরা ওদের সংগে এসে যোগ দেয়।

ও এখন প্রায় ওদেরই একজন। ও ওদের সব গোপন কথা শুনেছে, ওদের টাকা ধার দিয়েছে, বহু রাউণ্ড বিয়ারের দাম মিটিয়েছে। ও ওদের সংগে তাস খেলতো, ভয়ে ভয়ে ওদের আর্ট সম্বন্ধে তর্কে যোগ দিত সিগারেট খাওয়া অভ্যেস করতো, 'মাইরি' ইত্যাদি বলতে শিখতো, আর ভালবাসা আর মেয়েদের—বিশেষ করে মেয়েদের সম্বন্ধে ওদের চিরস্থায়ী তর্ক শুনতো।

এই শেষ বিষয় সম্বন্ধে ওদের বক্-বকানি কমানো যেত না। প্রথম প্রথম ও অবাক হয়ে ভাবতো যে মেয়েদের সম্বন্ধে কথা বলতে বলতে ওরা কি কোনদিন ক্লান্ত হয়ে পড়বে না। এখন ও জানে যে তা ওরা কোনদিন হবে না বিষয়টার মনে হয় হাজারো রকম দিক আছে, অসীম এর সম্ভাবনা।

যে সব মেয়েদের তারা পেয়েছিল। যে সব মেয়ে তারা প্রায় পেয়েছিল। যে সব মেয়েদের তারা পেতে পারতো। যে সব গুণ তারা মেয়েদের কাছ থেকে চায়। মেয়েরা তাদের যা শিখিয়েছে আর তারা মেয়েদের যা শিখিয়েছে। মেয়েদের দেহগঠন আর ভালবাসার ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ। কি করে মেয়েদের লজ্জার বাঁধ ভেঙ্গে তাদের ভেতরের লুকোনো কামনা-বাসনাকে টেনে বার করতে হয়। কুমারীদের সংগে কিরকম ব্যবহার করতে হয়। কি করে মেয়েদের এমন করতে হয় যে তারা তোমার দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকাবে, কুমারীসুলভ লজ্জাসংকোচ ভুলে গিয়ে আনন্দে চীৎকার করে

উঠবে মেয়েদের জন্যে খরচ। মেয়েদের থেকে বিপদ। আর সবচেয়ে বেশী, কি করে মেয়ে পাওয়া যায়······

ব্যাপারটা বেশ একঘেয়ে হয়ে উঠতে পারে, অঁরি মনে মনে ভাবে। ও ওদের সেই সব মেয়েদের দেখেছে। ও ভেবে পায় না যে ওই সব মেয়েদের মধ্যে ওর বন্ধুরা কি দেখতে পেয়েছে। অস্থিচর্মসার, কুৎকুতে চোখ, কোনো নাচঘরের আলাপী লণ্ড্রেস্, আর্টিষ্টের মডেল—যারা মোঁমাত্রের সব ষ্টুডিয়োতেই রাত কাটিয়েছে, কাপড়ের দোকানের মডেল যারা প্রায় পথে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের বেশীর ভাগই সুন্দর দেখতে নয়; অনেকে এমন কি পরিষ্কারও নয়। তারা বাড়ীতে তৈরী পোষাক আর খরগোসের চামড়ার গলাবন্ধ পরে। তারা শব্দ করে স্যুপ্ খায় আর সস্তা আর চড়া গন্ধের সেণ্ট ব্যবহার করে। অথচ ওর বন্ধুদের কথামত, তারা নাকি অপূর্ব! তারা নাকি গোপন সব-মাধুর্য্য আর অবর্ণনীয় সব সৌন্দর্য্যের খনি। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা যেন কিরকম গোলমেলে। ও নিজে এ সব মেয়েদের ভেতর কিছুই দেখতে পেত না। সত্যি কথা বলতে কি, কোন মেয়ের ভেতরেই ও তেমন কিছু দেখত না।

ও নিজের চিন্তা নিজের মগজেই রাখতো। কাফের হৈ-হট্টগোল, কাপ-প্লেটের টুংটাং শব্দ, সাদা অ্যাপ্রন পরা ওয়েটারদের ব্যস্ত কণ্ঠ—এ সব শুনেই ও ছিল খুশী। ভেবে দেখ একবার! মাত্র কয়েক বছর আগেই ও বিছানায় শুয়ে ছিল—পা দুটো ছাঁচের মধ্যে অনড়, জীবনে আর কোনো-দিন হাঁটবার আশাও ছিল না। আর আজ ওর দিকে তাকিয়ে দেখ। উনিশ বছর বয়স, একজন পপুলার আর্ট ষ্টুডেণ্ট, বিয়ারে চুমুক দিচ্ছে। মাইকেল এঞ্জেলো কিংবা ইতালিয়ান প্রিমিটিভদের সম্বন্ধে আলোচনা করছে আর মেয়েদের সম্বন্ধে অশ্লীল কথাবার্ত্তা শুনছে।

এই জমাট আড্ডা ছেড়ে ছটার সময় মার বসবার ঘরের বিমর্ষ নির্জনতার মধ্যে ফিরে যাওয়া ছিল সত্যিই কষ্টকর। শুধু যদি তাঁকে কোনোরকমে রাজী করে ও মোঁমাত্রেতে একটা ঘর নিতে পারতো······

দুঃখিত। আমার আবার দেরী হয়ে গেছে, একদিন খোঁড়াতে খোঁড়াতে ডাইনিং রুমে ঢুকতে ঢুকতে ও বলে। মোঁমাত্র থেকে গাড়ী করে আসতে

আমার ঠিক চল্লিশ মিনিট লেগেছে। ভয়ানক গাড়ী-ঘোড়ায় ভিড়।

যদি আরও আগে বেরোতে তাহলেই ডিনারের সময়মত এসে হাজির হতে পারতে। তোমার ক্লাশ তো দুপুর বেলাতেই শেষ হয়ে যায়, তাই না?

ওয়েট্রেস ঢোকাতে ও একটা অস্বস্তিকর অবস্থার হাত থেকে অব্যাহতি পায়। খুব মনোযোগের সংগে ও চামচে করে নিজের প্লেটে স্যুপ তোলে।

আর এই জুড়ীগাড়ীগুলো এত ঠাণ্ডা, ওয়েট্রেস চলে গেলে ও আবার বলতে থাকে। একদিন ঠিক আমার নিউমোনিয়া হবে।

তিনি টেবিলের ওপাশ থেকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকেন। নিউমো-নিয়া, তাই! ওঃ, এইসব অল্পবয়সী ছেলেরা! একটুও চিন্তা না করে নিষ্ঠুর-তম আঘাত দিতে এদের এতটুকু বাধে না। নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে ওরা অন্যের দুর্বলতার অন্যায়রকম সুযোগ নেয়। ও মোঁমার্ত্রেতে একটা ঘর চায়। অনেকদিন ধরে চাইছে। ও নিজেই যতদূর পারে ইচ্ছেটা দমন করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু না! অল্পবয়সীরা অল্পবয়সীদের সংগই পছন্দ করে। ও ওর বন্ধুদের সংগে থাকতে চায়, তারা যেখানে যায় সেখানে যেতে চায়, স্বাধীন সাবালকের মত ঘুরে বেড়াতে চায়। ওর বয়সে সব ছেলেই এসব চায়। এতে ওকে স্বার্থপর কিংবা মায়ামমতাহীন বলা চলে না—এটা শুধু ওর অল্প বয়সের স্বভাব।

তুমি মোঁমার্ত্রেতে থাকতে চাও, তাই না? তিনি শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করেন।

তাঁর এই সোজাসুজি প্রশ্নে ও ঘাবড়ে যায়। ও নানারকমভাবে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথাটা পাড়বে ভেবে রেখেছিল আর এখন তিনি খোলাখুলি ভাবে ওকে চেপে ধরেছেন।

মোঁমার্ত্র? ও আশ্চর্য্য হবার ভাণ করে। আমি অবশ্য সে কথা ভাবি নি, তবে তুমি যখন কথাটা তুল্লে, তখন···হ্যাঁ, মোঁমার্ত্রেতে থাকলেই আমার সুবিধে হয়। কাজের জন্যে, বুঝতেই পারছো। আতলিয়ের কাছাকাছি থাকব, আর······, আর বন্ধুদের সংগে কাফেতে বসে অনেকটা সময় কাটাতে পারবে, ম্লান হাসি হেসে তিনি জোগান দেন। ভগবানকে ধন্যবাদ যে ও কখনও ভাল করে মিথ্যেকথা বলতে শেখে নি! আর তুমি

তাদের সংগে সন্ধেবেলায় বেড়াতে বেরোতে পারবে।

মার সংগে চালাকি করবার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। তাঁর ওই শান্ত চোখ দুটো দিয়ে তিনি ওর ভেতরের সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পান। হ্যাঁ, মা, আমি মোঁমার্ত্রেতে থাকতে চাই, আর গোপন না করে ও খোলা-খুলিই বলে ফেলে। তোমাকে ওখানে থাকতে দিতে আমার কোন আপত্তি নেই, তবে তোমাকে আমি একা থাকতে দিতে চাই না। তুমি হয়তো পড়ে যাবে, পায়ে চোট্ লাগবে আর কাউকে ডাকতেও পারবে না।

ও আগে থেকেই তাঁর আপত্তির জবাব ভেবে রেখেছিল। সেদিক দিয়ে সুবিধেই হয়েছে। গ্রোনিয়ের একটা দু'কামরায়ালা ফ্ল্যাট আছে। আমি তো তোমাকে গ্রোনিয়ের কথা বলেছি, না? ওর বয়স হচ্ছে তেইশ। ছেলেটা খুব সীরিয়াস্ ধরণের। সেদিনই ও আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল যে এমন কাউকে চিনি কিনা যে ওর সংগে ভাড়াটা ভাগাভাগি করে নেবে।

তোমাকে জিজ্ঞাসা করছিল, বললে না? ওর কাণদুটো লাল হয়ে ওঠে। ঠিক তা নয়, ও স্বীকার করে। আমিই ওকে জিজ্ঞাসা করছিলুম। তাঁর মুখে একটা বিষণ্ণ হাসি দেখা দেয়। তোমার মিথ্যে বলবার চেষ্টা করা উচিত নয়, অঁরি। ওটা তুমি পার না। তুমি তোমার বন্ধুকে বলতে পারো যে, ঠিক আছে তুমি তার সংগে থাকবে।

এত অনায়াসে জয়লাভ করে ও হতবুদ্ধি হয়ে যায়। হয়তো তার নিজের একটা ষ্টুডিয়োর কথাও এই ফাঁকে বলে নেওয়া উচিত ছিল। নাঃ, এ বিষয়ে তিনি চট্ করে মত দেবেন না। তিনি চান না যে ও একা থাকে। ওকে আরও এক বছর অপেক্ষা করতে হবে, যতদিন না ও ওর সালোঁর ছবিটা সুরু করছে। তারপরে তাঁকে মত দিতেই হবে। তার মানে, আমি একটা ঘর নিয়ে মোঁমার্ত্রেতে গিয়ে থাকতে পারি। ও জিজ্ঞাসা করে। নিজের সৌভাগ্যকে ও তখনও পুরোপুরি বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না।

তিনি ঘাড় নেড়ে সায় দেন। হ্যাঁ, অঁরি। তুমি মোঁমার্ত্রেতে থাকতে পার।

ধন্যবাদ, মা! কথাগুলো ওর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। ঝোঁকের

মাথায় ও চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে চুমু খায়। ধন্যবাদ। আমি জানতুম তুমি বুঝবে। ফ্ল্যাটের একটা জানালা ঠিক উঠোনের ওপরে। ঠিক তার ওপাশেই হোলো মঁসিও দেগার ষ্টুডিও। ভাবো একবার, আমি মঁসিও দেগার ষ্টুডিও দেখতে পাব!

এই মঁসিও দেগাটি কে? একটুও বিচলিত না হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করেন।

দেগা! কি বলছ মা, তিনি হচ্ছেন জীবিত চিত্রকরদের মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ। তোমার তাঁর ব্যালে-নাচিয়ে মেয়েদের ছবি, তাঁর ন্যুড ছবিগুলো আর তাঁর আঁকা লণ্ড্রেসদের ছবি দেখা উচিত। গত সপ্তাহে রাশু আর আমি দুর্‌াঁ-রুয়েতে তাঁর এক্‌জিবিশনে গিয়েছিলুম······

তাঁর কাণে এসব কথা ঢুকছিল না। ও চলে যাচ্ছে · জীবন তার বিচিত্র নিয়মে ওকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নিজের ওপর বিশ্বাসে আর নানারকম ভ্রান্ত ধারণায় ভর্ত্তি হয়ে ও ওর যাত্রা স্থুরু করছে। তিনি যে আশা করেছিলেন যে ওকে তাঁর কাছাকাছি রাখবেন—পৃথিবীর নানা আঘাত থেকে ওকে রক্ষা করবেন, সে আশা সফল হোলো না। ওকে ছাড়া এই বিরাট ফ্ল্যাটে কী একাই নাগবে···

সেদিন সন্ধ্যায় ও শুতে যাবার পর তিনি পা টিপে টিপে ওর ঘরে ঢোকেন। আলোটা উঁচুতে তুলে ধরে তিনি ভাল করে ওর মুখটা দেখেন। আস্তে আস্তে তাঁর চোখ পড়ে লেপের নীচে ওর শরীরের দিকে। কি ছোট ওর শরীর! সেই যে স্কুলের ছেলেটা দৌড়োতো আর লাফাতো তার চেয়ে বেশী বড় নয়। কি শান্তভাবে ও ঘুমোচ্ছে! এমনকি বেদনার যে দু'একটা রেখা মাঝে মাঝে ওর মুখে পড়ছে তাতেও ওর ঘুমের শান্তি নষ্ট হচ্ছে না। না, ঝড় এখনো আসে নি। মোঁমার্ত্রের কাফের কথাবার্ত্তার নোংরামি আর নগ্ন মডেলদের দেখে ও এখনও ওর পবিত্রতা হারায়নি। কিন্তু সময় অল্প। এইবার কিছুদিনের মধ্যেই ওর হৃদয় জেগে উঠবে, ওর ইন্দ্রিয়রা তাদের দাবী জানাবে। ও মেয়েদের সংগ খুঁজবে, ভালবাসা চাইবে। তখনই ওর নিজের সম্বন্ধে সত্য কঠোরভাবে ওকে আঘাত দেবে। তখন, ভগবান, তখন ও কি করবে?

উঠে পড় গ্রোনিয়ে ! ওঠবার সময় হয়েছে !

পাশের ঘর থেকে একটা ঘুমে-জড়ানো গলার আওয়াজ ভেসে আসে। আরে থেলো যা, ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছে দেখ না। কটা বেজেছে ?

ওঠবার সময় হয়েছে ! প্রায় আটটা। টিনের পাত্রের জলে ছপ্ছপ্ আওয়াজের সংগে সংগে পরিতৃপ্তিসূচক কতকগুলো আওয়াজ শোনা যায়। কর্মোঁর ক্লাশে পৌঁছোতে লেট হয়ে যাব। উঠে পড়।

গোল্লায় যাও, আর সিন্ধু ঘোটকের মত জলের মধ্যে দাপাদাপি থামাও ! কেন যে মরতে তোমাকে ঘরটা ভাড়া দিয়েছিলুম ?

এইরকমই চলত প্রত্যেক সকালে, মোঁমার্ত্রের নানা আনন্দের এ-ও ছিল একটা অংশ—রোজ সকালে এই ছোট্ট ঘরটায় জেগে ওঠা ; এর সরু পেতলের বিছানা, এর সাদা পাইন কাঠের তৈরী কাপড় রাখার আলমারী, এর নড়বড়ে ওয়াশ-বেসিন, এই স্বাধীন আর সাবালক ভাব। এতদিন পরে অ্যানেতের প্যানপ্যানানি, জোসেফের সদাসতর্ক দৃষ্টি আর মার সবজান্তা চোখের হাত থেকে ও অব্যাহতি পেয়েছে।

রাশু আর অন্য অন্য সকলের মত ও-ও এখন মোঁমার্ত্রের একটা পুরোনো ভাঙ্গাচোরা বাড়ীতে থাকে। আর ও 'মায়ের আদুরে ছেলে', 'একজন সখের শিল্পী' নয়। এবার ও সত্যি সত্যিই ওদের দলের লোক হয়ে উঠেছে। সকালে গ্রোনিয়ের সংগে মোড়ের মাথায় একটা কফির দোকানে ও ব্রেকফাষ্ট খায় আর তার সংগেই হাঁটতে হাঁটতে আত্লিয়েতে যায়। আর ওকে ছেলেদের ঠাট্টা এড়াবার জন্যে মোড়ের মাথায় গাড়ী রেখে হাঁটতে হয় না। আর কাফের জমাট আড্ডা বন্ধ রেখে বুলভার মালশার্বের ফ্ল্যাটের শ্বাসরোধকারী নীরবতার মধ্যে ফিরে যেতে হয় না। সন্ধেটা ও ওর বন্ধু-বান্ধবদের সংগে কাটাতে পারে, তাদের সংগে রোমাঞ্চকর আর দুর্গন্ধময় সব কাফেতে কিংবা ফার্ণাদোঁ সার্কাসে যেতে পারে। সেখানে গিয়ে স্পেন থেকে আমদানী কমলালেবু খেতে খেতে ট্র্যাপিজের খেলা, উল্কিপরা ঘোড়সওয়ার, কুকুর আর ক্লাউনের খেলা দেখে। তাছাড়া ল্য মিরলিতঁ তো ছিলই—মাটির নীচের একটা ঘর, স্যাঁতসেতে, পাইপের ধোঁয়া আর বাসি বিয়ারের গন্ধে

ভর্তি—যেখানে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করলেও কেউ মানা করে না—ইচ্ছা করলে দেশাত্মবোধক গানের কোরাসেও গলা দেওয়া যায় কিংবা আরিস্তিদ ব্রুয়াঁতের গানও শোনা যায়।

কিন্তু সবচেয়ে ওর ভাল লাগছিল যে ও এখন 'লেলি'তে যেতে পারে।

লেলিজে মোঁমার্ত্র্, সবাই যাকে 'লেলি' বলে, যে হল একটা পুরোণো নোংরা নাচঘর, সস্তায় ফূর্তি করার জায়গা। প্লাস পিগালের ঝর্ণা, যেখানে আর্টিষ্টদের মডেলরা জড় হত, আর ভাঙ্গাচোরা উইণ্ডমিলের অনড় পাখাগুলোর মত ওটাও চিরকাল ওখানেই ছিল—আগেকার দিনের চিহ্ন হিসেবে। তখন মোঁমার্ত্র্ ছিল সহরের থেকে দূরের একটা গাঁ, রাজধানীর খুনে, গাঁটকাটা, বদ্‌মাস্ আর বেশ্যাদের আড্ডা। তারা এখানকার নির্জনতা আর পুলিশের অভাব পছন্দ করতো।

একশ' বছরেরও বেশী লেলি ছিল স্রেফ্ একটা মহল্লার প্রতিষ্ঠান। ওখানে যারা যেত সবাই ছিল ওই মহল্লার বাসিন্দে; বাইরের জগতের সংগে ওর কোনো সম্পর্কই ছিল না। বংশানুক্রমে মোঁমার্ত্রের মেয়েরা সেখানে এসে নেচেছে, ফূর্তি করেছে আর চিনিমেশানো গরম মদ খেয়েছে। তাদের হাসির আওয়াজ আর স্কার্টের খশ্‌খশ্ শব্দের মৃদু প্রতিধ্বনি আজও পুরোণো কাঠের ছাদটা থেকে ভেসে আসে। একসংগে জড়িয়ে লেখা নামের প্রথম অক্ষর আর ছোরাবেঁধানো হৃদযের ছবি টেবিলের ওকের ওপর সময়ের সংগে সংগে ক্রমশঃ কালো আর মসৃণ হয়ে গেছে। পুরোণো অনেক প্রেমোপাখ্যানের স্মারকচিহ্ন ওগুলো। জায়গাটা বহু পুরোণো দিনের প্রেতে ভর্তি, তবে সেগুলো বন্ধুভাবাপন্ন ক্ষমাশীল প্রেত।

যে সব অল্প বয়সী লণ্ড্রেস, মডেল, কাপড়ের দোকানের মডেল প্রভৃতি লেলিতে আসতো, তাদের কাছে লেলি ফূর্তির জায়গা ছাড়াও আরো অনেক কিছু ছিল। ওটা ছিল তাদের কাছে রোমান্স আর গানের এক পরীরাজ্য—যেখানে কয়েক আনা পয়সার বদলে তারা তাদের জীবনের তুচ্ছতা ভুলতে পারতো, তাদের মনের ব্যর্থ আর জটিল আশা সব নেচে উড়িয়ে

দিতে পারতো। ওটাকে তারা নিজেদের সম্পত্তি বলে মনে করতো আর বিশ্বাস করতো যে ওখানে তারা যা খুশী শয়তানি করতে পারে, কেননা ওখানে ওরা যা করে সেটা হচ্ছে ওদের ঘরোয়া ব্যাপার, আর কারো তাতে কিছু বলবার নেই।

লেলিতে অঁরি গরম মদ খেত, লুকিয়ে ছোট ছোট স্কেচ্‌ আঁকতো আর তার বন্ধুদের নাচতে দেখতো; চোখে চোখ পড়লেই হাত নেড়ে জানাতো যে ও-ও বেশ আনন্দেই সময় কাটাচ্ছে।

এখানেই অঁরির সংগে লা গুলুর দেখা হয়। রাত্তু অনেক সময় তার সংগে নাচতো। লা গুলু ছিল সোণালী চোখ আর চুলয়ালা, আঠারো বছর বয়সী এক লণ্ড্রেস। চওড়া মুখ আর দোহারা চেহারা, ও একটা উঁচু খোঁপা করে চুল বাঁধতো, যেটা একটা বিরাট বুড়ো আঙ্গুলের মত ওর মাথার ওপরে উঁচু হয়ে থাকতো। ওর কথাবার্ত্তা ছিল, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দমকে দমকে হাসি, অশ্লীল ভাবভংগী আর ঠাট্টাতামাসা মেশানো। এগুলো সে বলতো চেঁচিয়ে আর পরিষ্কার নির্ভেজাল মোঁমার্ত্রের বস্তির ভাষায়। কিন্তু কাঁকা নাচিয়ে হিসেবে ওর জুড়ি ছিল না। ছন্দ সম্বন্ধে একটা জন্মগত জ্ঞান ওকে অন্য সমস্ত কাঁকা নাচিয়েদের থেকে আলাদা করে তুলেছিল। অঁরির কাছে ও ছিল অপূর্ব—মোঁমার্ত্রের সেই সব লণ্ড্রেসদের প্রতিমূর্ত্তি, যারা দিনে দশ ঘণ্টা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে কাপড় কাচার পর তাদের গায়ের রক্ত জলকরা পয়সা খরচ করে লেলিতে এসে আরও কয়েক ঘণ্টা লাফায় ঝাঁপায়। যাদের সন্ধে শেষে হয় কাঁকাঁতে—যেটা হচ্ছে আজ পর্য্যন্ত যেসব নাচ আবিষ্কার হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে পরিশ্রমসাধ্য।

দুটো নাচের মাঝে অঁরির বন্ধুরা টেবিলে ফিরে আসে। মুখের ঘাম মুছে ওরা বসে পাইপ ধরায়, গরম মদ গেলে, কথা বলে, প্রেম করে, ওদের নাচের সংগীদের চুমু খায়; তারা খিলখিল করে হাসতে হাসতে মৃদু আপত্তি জানায়। হাঁটুতে হাঁটুতে ঠেকাঠেকি হয়ে যায়, টেবিলের তলায় এর হাত ওর হাত খুঁজে বেড়ায়। অর্ধস্ফুট প্রতিবাদ শোনা যায়, 'ওরকম কোরো না, শেরি, এখানে ন'য়······, পরের নাচের বাজনার সংগে সংগেই ওরা আবার ভীড় করে নাচের চত্বরে, হারিয়ে যায় ঘূর্ণায়মান জনস্রোতের মধ্যে।

একা, অঁরি বসে বসে ওর পাশ দিয়ে যে সব নাচিয়ে যায় তাদের দেখেই সময় কাটায়। গ্যাসের আলোর আবছা আলো-আঁধারিতে পুরোণো নাচঘরটা স্বপ্নময় হয়ে ওঠে। ছায়ামূর্ত্তির মত আলিঙ্গনাবদ্ধ যুগল মূর্ত্তিরা ঘুরতে ঘুরতে পাশে আসে আবার মিলিয়ে যায়। পুরুষেরা বেশীর ভাগই ছিঁচকে চোর কিংবা ছোকরা অ্যাপ্রেন্টিস—খুব মন দিয়ে নাচে। গম্ভীর মুখ, পাতলা ঠোঁট থেকে সিগারেটটা হেলানো রয়েছে, নিজেদের জামা, কোঁকড়ানো চুল আর চুলের ওপর বেঁকা করে বসানো টুপি, সব কিছুর জন্যেই একটা গর্বের ভাব মাখানো রয়েছে মুখে। মেয়েরা কিন্তু জোর করে তাদের সংগীদের চেপে ধরে, আঁকড়ে থাকে, চোখ বন্ধ, মুখ আধ-খোলা, সঞ্চরণশীল আলিঙ্গনের কাছে যেন তারা নিজেদের নিঃশেষে সমর্পণ করে।

লেলিতেই অঁরির সংগে প্রথম পরিচয় হয় এক অদ্ভুত রোগা মধ্যবয়সী লোকের সংগে। তার পেটেণ্ট লেদারের জুতোর তলা থেকে টপহ্যাটের মাথা পর্য্যন্ত সে প্রায় আটফুট লম্বা হবে। নাম তার জঁ রেনোদ্যাঁ কিন্তু মোঁমার্ত্রের লোকেরা সবাই তাকে বোন্‌লেস ভালঁত্যাঁ বলে ডাকতো। বিয়ে থা করে নি, পয়সা কড়ি ছিল, কথা বলতো আস্তে আস্তে, এমনিতে লোকটা ভালই ছিল, কিন্তু তার দুর্ভাগ্য যে তাকে ঠিক একটা চলন্ত শবদেহের মত দেখাতো। তার জীবনের একমাত্র আকর্ষণ ছিল নাচা। ঠিক দুপুর রাতের একটু আগে সে তার বাড়ী থেকে বেরুতো, অন্ধকার জনশূন্য রাস্তাগুলো দিয়ে হন্‌হন্ করে হাঁটতে হাঁটতে লেলিতে এসে পৌঁছে কাঁকাঁ নাচতো—সাধারণতঃ লা গুলুর সংগে—তারপরেই যেন হাওয়ায় মিলিয়ে যেতো।

অঁরির ঘণ্টাগুলো কাটতো স্বপ্নের মত। শুধু ওখানে ওই নাচঘরের কলরবের মধ্যে বসে থাকা, নাচিয়েদের দেখা, স্কেচ্ করা, মদের গেলাসে চুমুক দেওয়া আর বন্ধুদের হাসিঠাট্টাতে হাসাতেই ছিল ওর আনন্দ। ঘড়িতে ঠিক বারটা বাজার সংগে সংগে কতকগুলো ঝাঁঝ্ একসংগে ঝন্‌ঝন্ করে উঠতো। তারপরেই কতকগুলো ড্রামের গুরু-গুরু আওয়াজ। কাঁ-কাঁ!

সংগে সংগে প্রত্যেক টেবিল থেকে দর্শকেরা উঠে নাচের মেঝেটা ঘিরে দাঁড়ায়। প্রতি জোড়া নাচিয়ে গম্ভীর ভাবে মুখোমুখি দাঁড়ায়, মেয়েরা স্কার্ট আঁকড়ে ধরে—ছেলেরা হাত ওপর দিকে তুলে হাত-

তালি দেয়ার জন্যে প্রস্তুত। অর্কেস্ট্রা হঠাৎ দারুণ দ্রুতলয়ে বাজতে আরম্ভ করে, সংগে সংগে দম-দেওয়া পুতুলের মত নাচিয়েরা নাচতে সুরু করে। মেয়েরা ঘোরে, লাফায়, মাথার ওপরে পা ছোঁড়ে আর ছেলেরা তালে তালে এগোয়, পেছোয়, হাততালি দেয়, উরুতে চাপড়ায় আর নানারকম ভাবে বেঁকেচুরে আর চেঁচিয়ে উঠে সংগিনীদের উৎসাহ দিতো। চোখ দিয়ে আগুন ছুটছে, চুল খুলে গেছে, লা গুলুকে একটা ঘূর্ণিঝড়ের মত মনে হয়। সারা দেহ ঘামে ভিজে গেছে, সাদা উরুর পেশীগুলো ফুলে উঠেছে, মুখ দিয়ে ঘাম গড়াচ্ছে, ও তার কালো মোজা পরা পা ছোঁড়ে আর শরীরটা এমনভাবে দুমড়োয় যেন জামাটা ওর ভার বলে মনে হচ্ছে। কাগজের শিকলি দিয়ে সাজানো প্ল্যাটফর্মের ওপর থেকে অর্কেস্ট্রালীডার দুফু তার বাজিয়েদের ক্রমশঃ জোরে, আরও জোরে বাজাবার জন্যে উত্তেজিত করে। নাচিয়ে, দর্শক আর বাজিয়ে সবাই যেন পাগল হয়ে ওঠে, তাদের সমবেত মত্ততায় পুরোণো নাচঘরটার ভিত পর্য্যন্ত কেঁপে ওঠে। হাততালির আওয়াজে, গোড়ালির খট্‌খট্‌ শব্দে, ছেলেদের চীৎকারে, দর্শকদের অশ্লীল মন্তব্যে আর ক্রমশঃ চড়তে-থাকা বাজনার আওয়াজে বাতাস ফেটে যাওয়ার মত হয়।

ক্রমশঃ জোরে, আরো জোরে, নাচিয়েরা ঘুরতে ফিরতে আর লাফাতে থাকে শেষ পর্য্যন্ত মনে হয় যে তারা মানুষ নয়, গতি আর কামনার মূর্ত্ত প্রতীক। ছেলেরা পাঁজরে কনুই দিয়ে আঘাত করে আর হাঁটুতে হাঁটুতে ঠোকে আর মেয়েরা বিকারগ্রস্তের মত, আলুথালু চুল, বিকৃত মুখ, চোখ বন্ধ কিংবা তাতে কোনো দৃষ্টি নেই, এক পায়ে লাফায় আর একটা পা হাত দিয়ে মাথার ওপর তুলে ধরে। শেষকালে ঝাঁঝের শেষ ঝনঝনানির সংগে ওরা দড়িকাটা পুতুলের মত পা ফাঁক করে মাটিতে বসে পড়ে, ঘাড় ভাঙ্গা পুতুলের মত ওদের মাথা ওদের বুকের পর লোটায়।

আত্‌লিয়েতে অঁরি মন দিয়ে তুলির দাগ মেলায়, তার ছবি সম্বন্ধে ভুল ধারণাগুলোকে সংযত রাখে, কর্মোঁর ঠাট্টায় ওজনমাফিক হাসি হাসে। প্রায়ই বুলভার মালশার্বেতে গিয়ে মাকে ও আর্টিষ্ট হিসেবে ওর উন্নতির কথা জানায়—ওর জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা, কেমন করে গতবার তাঁর

সাপ্তাহিক পরিভ্রমণের সময় কর্মো ওর একটা ছবিতে রং ব্যবহারের প্রশংসা করেছিলেন। ও রাস্তর সংগে গ্যালারিতে যাওয়ার কথা বলে, থুসো অ্যাণ্ড ভালাদঁর দোকানে কেমন ওর সংগে দোকানের ম্যানেজার তেও ভ্যান গখের আলাপ হয়েছে। বেশ ভাল একজন ডাচম্যান, তাঁর দাড়ি ছুঁচোলো লাল রং-এর। ও তাঁকে ওর দেগা সম্বন্ধে উৎসাহের আর মোঁমার্ত্রের প্রতি ওর ক্রমবর্দ্ধমান ভালবাসার অংশীদার করতে চায়। ও সেই আঁকাবাঁকা গলি-গুলোর সৌন্দর্য্য বর্ণনা করে—সকালবেলায় রু ফঁতেন দিয়ে ও আর গ্রোনিয়ে মোড়ের কফির দোকানে ব্রেকফাষ্ট খেতে যায়—সেই ঝুলেপড়া পুরোণো বাড়ীগুলো, কনুই পর্য্যন্ত সাবানের ফেনালাগা লণ্ড্রেস্—রাস্তার ফেরিঅলা, ময়লা গোলাপী আঁট পাজামা পরা বাজীকর যারা ফুটপাতে কার্পেট পেতে খেলা দেখায়···কিন্তু এসব জিনিষ বলে বোঝানো শক্ত। মোঁমার্ত্র হচ্ছে একটা অবস্থা, জীবনযাপনের একটা বিশেষ ধারা। মা বুঝতে পারেন না। কয়েক মিনিটের পথ হলেও, ওরা তুজনে তু'জগতে বাস করছে।

ও ক্রমশঃ ওর বন্ধুদের গোপন কথার আরও বেশী অংশীদার হয়ে ওঠে। গোপনে ও তাদের সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় সাহায্যও করে। গোজী আরেকজন 'নিখুঁত রমণী'র খোঁজ পায়। তিন হপ্তা বাদে সে তাকে ছেড়ে চলে যায়। পড়ে থাকে শুধু তাদের মিলন-শয্যার বালিশে পিন দিয়ে আটকানো একটা বিদায়ের চিঠি। একমাস ধরে গোজী তিক্তস্বরে ভালবাসার নিন্দে করে, সমস্ত মেয়েজাতটাকেই বিশ্বাসঘাতিনী বলে আর মেয়েদের সংগে কোনো সম্পর্ক রাখবে না বলে দিব্যি-দিলেসা করে। অ্যাক্‌ত্যার আর একজন প্রণয়িনী ল্যুভর্-এ খোয়া যায়—এবার ইতালিয়ান প্রিমিটিভ্‌স্-এর ঘরে। আর গ্রোনিয়ে প্রতিবেশিনী এক দেহোপজিবিনীর সংগে স্বল্পস্থায়ী আর তীব্র এক প্রণয়-কাহিনীর নায়ক হয়ে ওঠে। পাশের ঘর থেকে খাটের ক্যাঁচকোচানি আর অস্পষ্ট সব আওয়াজ এলেও অঁরি নির্বিবাদে ঘুমোয়।

রাস্ত তার ষ্টুডিয়োতে অসন্দিগ্ধমনা মডেলদের ভুলিয়ে নিয়ে আসতো। ফল পেত ভালই। প্রেমের অন্তহীন অনুসরণে ও একটা ঝটিকা-আক্রমণের

পদ্ধতি বার করেছিল, ওর অস্ত্র ছিল হঠাৎ আশ্চর্য্য করে দেওয়া, ওর টোপ ছিল সহানুভূতি, ওর শিকারের ক্ষেত্র ছিল রাস্তা। টুপি হাতে, দাড়িভর্তি মুখে সরলতার হাসি, ও ওর শিকারের কাছে এগোতো। কিছু মনে করবেন না, মাদামোয়াজেল। সাধারণতঃ রাস্তায় আমি তরুণী মেয়েদের সংগে কথা বলি না। তবে এক্ষেত্রে আমি নিজেকে সংযত করতে পারলুম না। আমি হচ্ছি একজন আর্টিষ্ট—সালোঁতে আমার প্রথম ছবি পাঠাবার জন্যে আঁকতে সুরু করব—ছবিটা হবে ম্যাডোনার—পাশের দিক থেকে আপনার অপূর্ব মুখশ্রী, আপনার মুখের লালিত্য দেখে… ‥। দশ বারের মধ্যে ন' বারই এতে কাজ দিত। মেয়েটি ওর কল্পিত ম্যাডোনার জন্যে পোজ্ দিতে রাজি হোতো। রাশুর সংগে যেত ওর ষ্টুডিয়োতে। সেখানে পাশের কবরভূমির ভয়ভীষণ দৃশ্যপট, রাশুর হাতের ম্যাণ্ডোলিন আর বিছানার তলায় রাখা কালভাদোর বোতল থাকতো অপেক্ষা করে। এইসব ক্ষণস্থায়ী রোমান্সেই রাশুর প্রয়োজন মিটতো। ও তাই সব সময় ফূর্তিতে থাকতো।

টার্মের মাঝামাঝি সময় নতুন এক ছাত্র এসে ভর্তি হোলো কর্মোঁর ক্লাসে। অঁরির বন্ধুদের ছোট দলটায় আর একজন বাড়লো। পল লুকা ছিল সুন্দর দেখতে, কুঁড়ে আর ঠাণ্ডা মাথার লোক। মাঝে মাঝে অবশ্য তার মাথায় অকারণ সব খেয়াল চাপতো। এই রকম এক খেয়ালের বশে ও ঠিক করল যে ও আর্টিষ্ট হবে। চলে এল ওর জন্মভূমি নর্মাঁদি থেকে পারীতে। পড়ে রইল ওর ধনী বাড়ীর লোকেরা মর্মাহত হয়ে। ট্রেনেতেই ওর আর্টিষ্ট হবার ইচ্ছে উবে গিয়েছিল। আত্‌লিয়েতে ভর্তি হয়েছিল শুধু বাবার কাছে ওর মোঁমার্ত্রে থাকার যুক্তিযুক্ততা প্রমাণ করবার জন্যে। সে ভদ্রলোক প্রত্যেক মাসে ওকে গালাগালি করতেন আর কোন রকমে পেটে কিল মেরে থাকার মত একটা চেক পাঠাতেন। মেয়েদের ওপর লুকার টানও ছিল ওইরকম খেয়ালী। কিন্তু, হলে কি হবে, ওর সেসব খেয়াল খুব তাড়াতাড়ি মিটতো। কিছুদিনের মধ্যেই রু দে অ্যাবেসে ওর নোংরা ছোট্ট ঘরটা বহু মডেল, দেহোপজিবিনী আর লণ্ড্রেসের ব্যবহৃত সুগন্ধে ভরে ওঠে। এসব জয় এত সহজে হত যে ওর ভালো লাগতো না। মেয়েদের ওপর ওর মনোভাব ছিল বিশুদ্ধ খেলোয়াড়ী, যতক্ষণ

তাদের পাওয়ার মধ্যে বাধা থাকতো ততক্ষণই তাদের প্রতি থাকতো তার আকর্ষণ। যখন তার ভালবাসার পাত্রী থাকতো তার নাগালের বাইরে তখনই সে হত সবচেয়ে খুশী। জয় ওকে ক্লান্ত করে তুলতো। ওর খেয়ালের তাপে তার মালা যেত শুকিয়ে।

এইরকম ভাবে শীত কাটল। ফেব্রুয়ারীর হিমেল বাতাসের পরে আরম্ভ হল মার্চের মুষলধার বৃষ্টি। সীন্ নদীর বুকে বইতে লাগলো একটা ঘোলাটে স্রোত। রাস্তায় আর বাড়ীর ছাদে জমা শেষ বরফ গলতে সুরু করলো। জলচর সাপের মত মন্থর গতিতে সেগুলো নাবতে লাগল ড্রেন দিয়ে। এপ্রিল এল—সংগে নিয়ে এল বাতাসে একটা নরম ভাব, বুলভার ক্লিশির পাশের চেষ্টনাট গাছগুলোয় একটা আবছা সবুজ ফোলা ফোলা ভাব, সাদা পাল তোলা মেঘ আর হঠাৎ ঝিরঝির বৃষ্টি, যাতে পথচারীরা হন্তদন্ত হয়ে কাফের সামনে রঙ্গীন চাঁদোয়ার তলায় গিয়ে আশ্রয় নেয়।

তারপর বসন্তকাল। মোঁমার্ত্রের পাথরবাঁধাই রাস্তার ফাটলে ছোট ছোট ঘাসের চারা উঁকি মারে। লণ্ড্রেসরা কাপড় কাচতে কাচতে গান গায়। রাস্তা দিয়ে পুলিশ যায়, বুড়ো আঙ্গুল দুটো বেল্টে ঢোকানো, হাতলের মত গোঁফের তলায় প্রসন্ন হাসি। আঁরির কাছে, বসন্তকালে মোঁমার্ত্র সবচেয়ে সুন্দর লাগে। ও পুলকিত হয়ে ওঠে। নিজের মনে গুণগুণ করে গান গায় আর ওর ছোট ঘরের জানলা দিয়ে দেগাকে দেখে। বিলম্বিত গোধূলির আলোতে বন্ধুদের সংগে লা নুভেলের চত্বরে বেড়ায়, বিয়ারে চুমুক দেয়, আর্ট সম্বন্ধে বক্‌বক্ করে, টেবিলে ঘুষি মারে আর পাকা আর্ট ষ্টুডেণ্টের মত দিব্যিদিলেসা করে।

এভাবে চারদিকে অবিচ্ছিন্ন আনন্দের মধ্যে ওর আত্‌লিয়ের দ্বিতীয় বছর শেষ হয়।

মোঁমার্ত্রের এত উত্তেজনার পর মালরোমে খুব চুপচাপ মনে হয়। অবশ্য আবার মার সংগে থাকতে ভাল লাগে। ভাল লাগে আবার আর্মাঁদিন পিসিকে ক্ষেপানো, নীল ভিক্টোরিয়া গাড়ীটায় চড়ে বিকেলে বেড়াতে যাওয়া আর অ্যাবে সুলাকের সংগে দাবা খেলা। কিন্তু আগোস্তিনার লাঞ্চ, লা নুভেলের তর্কাতর্কি আর লেলির গরম মদের পেয়ালার কাছে, এগুলো

তেমন কিছুই নয়।

সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে একদিন সন্ধ্যেয় ও মাকে বলে, মা পরের বছরই কর্মাঁরির কাছে আমার শেষ বছর। এবার আমাকে সালোঁতে পাঠাবার জন্যে ছবি আঁকতে সুরু করতে হবে। তার জন্যে আমার নিজস্ব একটা ষ্টুডিয়ো চাই।

তিনি আপত্তি করেন না। চোখ দুটো হাতের বোনাটার ওপর রেখে বলেন, বুঝেছি। আমরা পারীতে ফিরলে পর তুমি একটা ষ্টুডিয়োর খোঁজ কোরো।

ছয়

একুশ নম্বর রু কোলাঁকুর্ হচ্ছে সবুজ খড়খড়ি আর সুন্দর সুন্দর লোহার ব্যালকনিওলা চারতলা একটা বাড়ী। বাড়ীটার চারপাশে একটা বিষাদের আবহাওয়া ছিল, যেন সেখানে অনেক পরীক্ষা করা হয়েছে যেগুলো শুধু যে ব্যর্থ হয়েছে তাই নয়, যেগুলো করতে যাওয়াই উচিত হয়নি।

ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের পর মঁসিও ল্যভালিয়ে বলে পারীর এক ধনী এটা তৈরী করান। তাঁর ইচ্ছে ছিল যে এরকম আরো অনেক বাড়ী করে তিনি উন্নাসিক এবং স্বচ্ছল অবস্থার লোকদের সুন্দর এবং আরামপ্রদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করবেন। প্রথমে ভাড়াটেরা মোঁমার্ত্রের খোলামেলা হাওয়া, বাড়ীর অপূর্ব ব্যবস্থা—সিঁড়ির প্রত্যেক চাতালে গ্যাসের আলো, প্রত্যেক তলায় বাথরুম আর বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণকারিণী মাদাম মিশলিন্ লুবের সুন্দর ব্যবহারে অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

কিছুদিন যেতে না যেতেই অবশ্য তারা মোঁমার্ত্রের নৈতিক আবহাওয়ার বিষময় ফল আবিষ্কার করে। প্রতি রাত্তিরেই তাদের দেহপশারিনীদের ভীড় ঠেলে আসতে হোতো। তারা অবলীলাক্রমে তাদের হাতজড়িয়ে টানতো আর নানারকম তীব্র আনন্দের প্রলোভন দেখাতো। এ'সব ভদ্রলোকদের মধ্যে কেউ কেউ বাড়ী পৌছোতেন; কেউ কেউ পৌছোতেন না। তিক্ত পারিবারিক বিবাদের সূত্রপাত হোতো। অ্যাপ্রনের খুঁট দিয়ে চোখ

পুঁছতে পুঁছতে মাদাম লুবে তাদের কখনো একে একে, কখনো বা দলে দলে বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে দেখতেন।

অনেক মাস বাড়ীটা খালি পড়েছিল। মঁসিও ল্যভালিয়ের উত্তরাধিকারীদের ভাড়াটেদের সম্বন্ধে বাছ-বিচার কিছুই ছিল না—ভাড়া দিতে পারলেই হোলো। কাজেই কিছুদিন পরে যখন মোঁমার্ত্রের এক মেয়ে-নাচিয়ে তার পালক বসানো টুপি আর জালের মোজা পরে কোমর দোলাতে দোলাতে এসে দোতালার পেছন দিকটা ভাড়া চাইল, মাদাম লুবেকে তার নোংরা টাকা নিতেই হোলো।

তারপরে লালচুলো দৈত্যের মত এক আর্টিষ্ট চারতলাটায় এসে উঠেছিল। সংগে সংগে সে কাজ স্থুরু করে দিয়েছিল। প্রথমে সে সামনের ছুটো ঘরের মাঝের দেয়ালটা ভেঙ্গে ছুটো মিলিয়ে একটা বিরাট ষ্টুডিয়ো বানাল। তারপর দেয়ালে একটা বিরাট জানলা ফোটাল। রাস্তার লোকদের গায়ে ওপর থেকে ভাঙ্গা ইটের টুকরো এসে পড়তে লাগল। তারা যত ওপর দিকে তাকিয়ে ঘুষি দেখায়, ও তত ওপর থেকে তাদের টিপ করে থুথু ফেলে। শেষে মাদাম লুবেকে এসে তাকে থামাতে হোলো। অনেকবার দরজায় টোকা মারার পর যখন দরজা খুলল, তখন তিনি দেখেন যে ঘর্মাক্ত কলেবরে, একেবারে উলংগ হয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে হাতুড়ি আর দাড়িভর্ত্তি চূণবালি। অপূর্ব দেখাচ্ছেনা? সে চেঁচিয়ে ওঠে। এবার আমি ছবি আঁকব! অ্যাদ্দিনে আমার একটা ষ্টুডিয়ো হয়েছে। যখন পুলিশ এসে তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল, তখন ও দরজা চিরে বড় বড় গর্ত্ত করতে স্থুরু করছিল, যাতে ঘরটায় আর একটু হাওয়া খেলে।

তারপর থেকে মঁসিও ল্যভালিয়ের বাড়ীতে মোঁমার্ত্রের নানারকম সন্দেহভাজন সব বাসিন্দা থাকতে স্থুরু করল। দেয়াল থেকে রং গেল উঠে। সিলিং থেকে পলস্তারা খসে খসে পড়তে লাগল। বারান্দা গুলোয় আরশুলা চরে বেড়াতে লাগলো। একটা নিঃশ্বাস ফেলে মাদাম লুবে তার ছিমছাম আলপাকার পোষাক আর হোয়েলবোন কর্সেট পরা ছেড়ে দিলেন। চোখ বুঁজে তিনি যেরকম ভাড়াটে আসতো সবাইকেই ভাড়া দিতেন—সব সময় তাদের সম্বন্ধে সবচেয়ে খারাপ ধারণা করতেন আর বেশীর ভাগ সময়েই সে

ধারণা সত্যি হোতো। সারাদিন তিনি কাটাতেন তাঁর ঘরে। খবরের কাগজ পড়তেন, বসন্তকালের স্বরুতে টবে যে জেরানিয়ামের চারাটা লাগিয়ে জানালার চৌকাঠে বসিয়েছিলেন, তার পরিচর্য্যা করতেন আর তাঁর হলদে রংএর পোষা বেড়াল মিমির সংগে সুখদুঃখের কথা বলতেন। সেই ছিল তাঁর একমাত্র বন্ধু আর পরামর্শদাতা। এভাবে থাকতে থাকতে তিনি মোটা হয়েছিলেন, তাঁর চিবুকটা ঝুলে পড়েছিল। চারদিকে মোঁমার্ত্রের বহুবিধ পঙ্কিলতার মধ্যে এভাবে তিনি তাঁর নির্দোষ আর নিঃসংগ জীবন যাপন করতেন।

১৮৮৫ সালের অক্টোবরের এই সকালে, তিনি জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর কফির পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছিলেন আর দেখছিলেন মুমূর্ষু রাত্রির গর্ভ থেকে আর একটা বিষন্ন, বর্ষণকাতর দিনের জন্ম। এমনই কুৎসিত আর অসুস্থ দর্শন শিশু সেটা, যে তাঁর মনে হচ্ছিল বোধহয় না জন্মানোই এর পক্ষে ছিল ভাল।

কি জায়গা এই মোঁমার্ত্র! মাথা নেড়ে বলেন তিনি। কি একটা জায়গা!

খানিকক্ষণ কাপটা হাতে ধরে তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ধোওয়া শার্সীগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর মুখ গোল, চাঁদের মত, তাঁর পরণে একটা বিশাল বাদামী রংএর স্কার্ট আর একটা মেরুন রংএর শাল, কাঁচাপাকা চুল মাথার ওপর তুলে একটা ডিমের মত খোঁপা করা। বাধ্য-হয়ে শহরে বাস করছে যে সব গ্রাম্য লোক, তাদের মত একটা উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি তাঁর চোখে।

বাইরে একঘেয়ে বৃষ্টির শব্দ। বৃষ্টি পড়ছে। শ্লেটের ছাদের ওপর, ভাঙ্গা বাড়ীর সামনে, রাস্তার চক্‌চকে পাথরের মাঝে মাঝে, নোংরা কান্নার মত গড়াচ্ছে বৃষ্টি। মোঁমার্ত্রতে বৃষ্টির একটা নিজস্ব ভয়াবহতা আছে, পারীর অন্য যে কোন জায়গার থেকে যেটা বেশী ভয়ানক। ওটা যেন তরল নিঃসংগতা।

কফির পেয়ালাটায় একটা শেষ চুমুক দিয়ে তিনি মন্থর গতিতে জানলার ধারে তাঁর চেয়ারের দিকে এগোন। বেশীর ভাগ সময় তিনি এখানেই বসে থাকতেন। এখান থেকে তিনি রাস্তায় কি হচ্ছে-না-হচ্ছে দেখতে

পুঁছতে পুঁছতে মাদাম লুবে তাদের কখনো একে একে, কখনো বা দলে দলে বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে দেখতেন।

অনেক মাস বাড়ীটা খালি পড়েছিল। মঁসিও ল্যভালিয়ের উত্তরাধিকারীদের ভাড়াটেদের সম্বন্ধে বাছ-বিচার কিছুই ছিল না—ভাড়া দিতে পারলেই হোলো। কাজেই কিছুদিন পরে যখন মোঁমার্ত্রের এক মেয়ে-নাচিয়ে তার পালক বসানো টুপি আর জালের মোজা পরে কোমর দোলাতে দোলাতে এসে দোতালার পেছন দিকটা ভাড়া চাইল, মাদাম লুবেকে তার নোংরা টাকা নিতেই হোলো।

তারপরে লালচুলো দৈত্যের মত এক আর্টিষ্ট চারতলাটায় এসে উঠেছিল। সংগে সংগে সে কাজ সুরু করে দিয়েছিল। প্রথমে সে সামনের দুটো ঘরের মাঝের দেয়ালটা ভেঙ্গে দুটো মিলিয়ে একটা বিরাট ষ্টুডিয়ো বানাল। তারপর দেয়ালে একটা বিরাট জানলা ফোটাল। রাস্তার লোকদের গায়ে ওপর থেকে ভাঙ্গা ইটের টুকরো এসে পড়তে লাগল। তারা যত ওপর দিকে তাকিয়ে ঘুষি দেখায়, ও তত ওপর থেকে তাদের টিপ করে থুথু ফেলে। শেষে মাদাম লুবেকে এসে তাকে থামাতে হোলো। অনেকবার দরজায় টোকা মারার পর যখন দরজা খুলল, তখন তিনি দেখেন যে ঘর্মাক্ত কলেবরে, একেবারে উলংগ হয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে হাতুড়ি আর দাড়িভর্ত্তি চূণবালি। অপূর্ব দেখাচ্ছেনা? সে চেঁচিয়ে ওঠে। এবার আমি ছবি আঁকব! অ্যাদ্দিনে আমার একটা ষ্টুডিয়ো হয়েছে। যখন পুলিশ এসে তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল, তখন ও দরজা চিরে বড় বড় গর্ত্ত করতে সুরু করছিল, যাতে ঘরটায় আর একটু হাওয়া খেলে।

তাবপর থেকে মঁসিও ল্যভালিয়ের বাড়ীতে মোঁমার্ত্রের নানারকম সন্দেহভাজন সব বাসিন্দা থাকতে সুরু করল। দেয়াল থেকে রং গেল উঠে। সিলিং থেকে পলস্তারা খসে খসে পড়তে লাগল। বারান্দা গুলোয় আরশুলা চরে বেড়াতে লাগলো। একটা নিঃশ্বাস ফেলে মাদাম লুবে তার ছিমছাম আলপাকার পোষাক আর হোয়েলবোন কর্সেট পরা ছেড়ে দিলেন। চোখ বুঁজে তিনি যেরকম ভাড়াটে আসতো সবাইকেই ভাড়া দিতেন—সব সময় তাদের সম্বন্ধে সবচেয়ে খারাপ ধারণা করতেন আর বেশীর ভাগ সময়েই সে

ধারণা সত্যি হোতো। সারাদিন তিনি কাটাতেন তাঁর ঘরে। খবরের কাগজ পড়তেন, বসন্তকালের সুরুতে টবে যে জেরানিয়ামের চারাটা লাগিয়ে জানালার চৌকাঠে বসিয়েছিলেন, তার পরিচর্য্যা করতেন আর তাঁর হলদে রংএর পোষা বেড়াল মিমির সংগে সুখদুঃখের কথা বলতেন। সেই ছিল তাঁর একমাত্র বন্ধু আর পরামর্শদাতা। এভাবে থাকতে থাকতে তিনি মোটা হয়েছিলেন, তাঁর চিবুকটা ঝুলে পড়েছিল। চারদিকে মোঁমার্ত্রের বহুবিধ পঙ্কিলতার মধ্যে এভাবে তিনি তাঁর নির্দোষ আর নিঃসংগ জীবন যাপন করতেন।

১৮৮৫ সালের অক্টোবরের এই সকালে, তিনি জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর কফির পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছিলেন আর দেখছিলেন মুমূর্ষু রাত্রির গর্ভ থেকে আর একটা বিষণ্ণ, বর্ষণকাতর দিনের জন্ম। এমনই কুৎসিত আর অসুস্থ দর্শন শিশু সেটা, যে তাঁর মনে হচ্ছিল বোধহয় না জন্মানোই এর পক্ষে ছিল ভাল।

কি জায়গা এই মোঁমার্ত্র! মাথা নেড়ে বলেন তিনি। কি একটা জায়গা!

খানিকক্ষণ কাপটা হাতে ধরে তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ধোওয়া শার্সীগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর মুখ গোল, চাঁদের মত, তাঁর পরণে একটা বিশাল বাদামী রংএর স্কার্ট আর একটা মেরুন রংএর শাল, কাঁচাপাকা চুল মাথার ওপর তুলে একটা ডিমের মত খোঁপা করা। বাধ্য-হয়ে শহরে বাস করছে যে সব গ্রাম্য লোক, তাদের মত একটা উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি তাঁর চোখে।

বাইরে একঘেয়ে বৃষ্টির শব্দ। বৃষ্টি পড়ছে। শ্লেটের ছাদের ওপর, ভাঙ্গা বাড়ীর সামনে, রাস্তার চক্‌চকে পাথরের মাঝে মাঝে, নোংরা কান্নার মত গড়াচ্ছে বৃষ্টি। মোঁমার্ত্রতে বৃষ্টির একটা নিজস্ব ভয়াবহতা আছে, প্যারীর অন্য যে কোন জায়গার থেকে যেটা বেশী ভয়ানক। ওটা যেন তরল নিঃসংগতা।

কফির পেয়ালাটায় একটা শেষ চুমুক দিয়ে তিনি মন্থর গতিতে জানলার ধারে তাঁর চেয়ারের দিকে এগোন। বেশীর ভাগ সময় তিনি এখানেই বসে থাকতেন। এখান থেকে তিনি রাস্তায় কি হচ্ছে-না-হচ্ছে দেখতে

পেতেন। একটা শব্দ করে তিনি ধপাস্ করে বসে পড়েন, স্কার্টটা হাঁটুর চারপাশে গুঁজে, ঠেসান-দেয়ার কুশনটা ঠিক করে নিয়ে পাশের টেবিল থেকে তাঁর লোহার ডাঁটিওলা চশমাটা তুলে খবরের কাগজটা খোলেন।

পারীর আর সব বাড়ীর রক্ষয়িত্রীদের মত, তিনিও একজন লোভী খবরের কাগজের-পাঠিকা ছিলেন। খবর বেছে বেছে পড়তেন। আজ সকালে তিনি তাড়াতাড়ি জাপানে একটা ভূমিকম্প, ভারতবর্ষে নৃশংস হত্যালীলা, পেরুতে বিদ্রোহ আর আবার একটা বল্কান যুদ্ধ পেরিয়ে আরও রোমাঞ্চকর খবর খুঁজতে থাকেন। '৮৯ সালে অর্থাৎ চারবছর পরে পারীতে যে বিরাট প্রদর্শনী হবে সে সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধের প্রথম প্যারাগ্রাফটা পড়েন। এর জন্যে নাকি ঠিক পারী শহরের মাঝখানে একটা বিরাট লোহার টাওয়ার তৈরী করা হবে।

লোহার টাওয়ার! কালে কালে হোলো কি! একটা অধৈর্য্যের ভংগী করে তিনি পাতা উল্টে সোসাইটির খবরে মনোনিবেশ করেন। সাধারণতঃ এসব পড়লেই তাঁর মনে ভেসে উঠতো বিরাট বিরাট ড্রইংরুমের ছবি যেখানে সান্ধ্যপোষাক পরা অ্যারিষ্টোক্রাট আর কনুই অবধি দস্তানা আর লুটোনো টাফেটা গাউনপরা মহিলারা ওয়ালৎস্ নাচছেন কিংবা অপূর্ব আলস্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

কিন্তু আজ সকালে সোসাইটির খবরেও তিনি কোন রস পেলেন না। হাঁটুর ওপর কাগজটা ভাঁজ করে অ্যাপ্রনের পকেট থেকে তিনি তাঁর জপের মালা বার করলেন। সেই মুখ দিয়ে বিড় বিড় করে প্রার্থনা করতে সুরু করলেন, চিন্তা তাঁর এদিক সেদিক চলে যেতে আরম্ভ করল, তারপর শেষ হয়ে গেল। তাঁর মাথা ঝুকে পড়ল; মেরুন উলের শালের ওপর তাঁর থুৎনিটা এসে ঠেকল—তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

যখন জাগলেন তখন বৃষ্টি থেমেছে। কার্নিশ থেকে যদিও তখনো ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে, আকাশে অনেকটা জায়গা নীল হয়ে উঠেছে। আবার কাগজ পড়তে সুরু করবেন ভাবছেন, এমন সময় তিনি একটা গাড়ী আসার শব্দ শুনতে পেলেন। পর্দা ফাঁক করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে কালোদাড়ি এক ভদ্রলোক ডার্বি হ্যাট আর ওভারকোট পরে একটা রবার

দেওয়া লাঠির সাহায্যে একটা ঘোড়ার গাড়ী থেকে নামছেন।

দেখ, দেখ মিমি, একটা বামন, তিনি আশ্চর্য্য হয়ে বলেন। ভদ্রলোকটি বাড়ীর দিকে এগিয়ে আসেন। তিনি উঠে দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, মঁসিওর কি দরকার।

আগন্তুক ভদ্রভাবে মাথার টুপি খোলে। তিনি দেখেন যে তাঁর চুল ছোট করে ছাঁটা আর পরিষ্কার ভাবে একপাশে আঁচড়ানো।

—বাইরে যে ষ্টুডিয়োঘরটা ভাড়া দেওয়া হবে বলে সাইনবোর্ড টাঙ্গানো রয়েছে, সেটা আমাকে দেখানোর সুবিধা হবে কি?

—নিশ্চয় মঁসিও। চারফুট লম্বা, ভদ্রতার প্রতিমূর্ত্তি, প্যাঁসনে চশমার আড়াল থেকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছেন। কিন্তু সেটা চারতলায়, তিনি দুঃখিত ভাবে ওর পায়ের দিকে তাকান। আর ধাপগুলো বেশ খাড়া।

হ্যাঁ, বেশ খাড়াই দেখাচ্ছে, তাই না? হলের শেষ প্রান্তে সিঁড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে ও বলে। যাই হোক, ওটা দেখতে পারি কি?

তিনি ওর দিকে একবার সংশয়ী দৃষ্টিতে তাকান, তার পর দুহাতে স্কার্ট ধরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে সুরু করেন। ও তাঁর পেছন পেছন যায়, এক হাতে রেলিং আঁকড়ে ধরে, অন্য হাতে ছড়ির ওপর ভর দিয়ে পা দুটোকে শরীরের উর্ধাংশের অসম ভার বইতে বাধ্য করে।

ওরা যখন চারতলায় পৌছলো তখন ও হাঁপাচ্ছে। ওর গালের ওপর ফোঁটা ফোঁটা ঘাম চকচক করছে।

ঠিক বলেছিলেন! ও হাঁপাতে হাঁপাতে হাসবার চেষ্টা করে। এগুলো খাড়াই বটে! পকেট থেকে একটা রুমাল বার করে ও মুখ পোঁছে। আল্পস্‌এ ওঠার মত, তাই না? ও হাসে।

তিনি দেখেন ওর দাঁতগুলো খুব সুন্দর আর চোখদুটো অসাধারণ বড় আর বাদামী রংএর আর তাতে অদ্ভুত একটা ছেলেমানুষির ছাপ। এই প্রথম ওকে দাড়ি থাকা সত্বেও খুব ছেলেমানুষ দেখাচ্ছে।

মঁসিও কি একজন আর্টিষ্ট? সন্দিগ্ধভাবে তিনি প্রশ্ন করেন। না, এখনও নয়। কেবল একজন আর্টের ছাত্র। ওর পুরু লাল ঠোঁটদুটো

হাসিতে ফাঁক হয়ে থাকে। প্রফেসর কর্মোঁর আত্লিয়েতে আমি সবে তৃতীয় বর্ষ সুরু করেছি আর এবার আমি সাঁলোতে পাঠাবার ছবি আঁকতে সুরু করব। সেইজন্যেই আমার একটা ষ্টুডিয়ো দরকার।

তিনি কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে ওর দিকে তাকান। আবার বাড়ীতে একজন আর্টিষ্ট। অবশ্য এ অন্যরকম হতে পারে। একে এত ছেলে-মানুষ আর ছোট দেখাচ্ছে আর এত ভদ্র। আর এর চোখদুটো এত সুন্দর। বোধহয় এ কোনো গণ্ডগোল করবে না।

তিনি চাবি ঘোরান। দরজাটা ঠেলে খুলে দেন।

ও-ও-ও-ও-ও হ্! একটা লম্বা আনন্দের চীৎকার আসে ওর কাছ থেকে। একটা সত্যিকারের ষ্টুডিয়ো!

কয়েক সেকেণ্ড ও হাঁ করে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে থাকে—প্রশংসাসূচক দৃষ্টিতে দেখে বিরাট খালি ঘরটা—তার ছাই রংএর দেয়াল, তার মাঝখানে জালার মত ষ্টোভটা আর বিরাট ছাদ পর্য্যন্ত উঁচু জানলা।

অধীর আগ্রহে ও খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘরের ওধারে গিয়ে ছাদ আর চিমনিবহুল একটা দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কি সুন্দর দৃশ্য! পরিষ্কার দিনে নিশ্চয় নোতর্দাম্ দেখা যায়।

ও ফিরে একটা সরু লোহার সিঁড়ির দিকে তাকায়। সিঁড়িটা গিয়ে একটা লোহার রেলিং দেয়া ব্যালকনিতে শেষ হয়েছে। ওপরটা দেখতে পারি?

শোবার ঘরটা বাঁদিকে। তিনি বলেন। ও ভর দিয়ে দিয়ে সিঁড়িতে ওঠে।

নীচের থেকে তিনি দেখেন ছোট ঘরটার চারদিকে ঘুরে ও দেখছে, শোনেন ও বলে ওঠে, চমৎকার ঘর!

আর একটা দরজা ঠেলে খুলে ও আশ্চর্য্য হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, আরে একটা বাথরুম!

হ্যাঁ, মঁসিও। বাড়ীটা ভাল ধনী লোকদের জন্যে তৈরী হয়েছিল। এসব মোঁমার্ত্রের হেঁজিপেঁজিদের জন্যে নয়। কিন্তু আগে থাকতে বলে রাখা ভাল, সিস্টার্ণটা খারাপ হয়ে গেছে। আর্টিষ্ট ভদ্রলোক ওটার মধ্যে

প্লাষ্টার ফেলতেন। ভাবুন একবার কাণ্ডখানা! তবে করিডরের শেষে আর একটা ভাল বাথরুম আছে। যতদিন না আমি এটা মেরামত করাচ্ছি সেটা আপনি ব্যবহার করতে পারেন। বাথটবটাও খারাপ হয়ে গেছে, তবে মঁসিও যদি স্নান করতে পছন্দ করেন, (তাঁর স্বর থেকে বোঝা যায় যে ভাল লোকেরা স্নান করতে পছন্দ করে না) তবে আমি ওটাও ঠিক করিয়ে দিতে পারি।

তাড়াহুড়ো নেই কিছু, লোহার সিঁড়িটা দিয়ে নাবতে নাবতে ও জানায়। আমি তো আর এখানে থাকবো না। আমি শুধু এখানে কাজ করতে আসবো। রু ফঁতেনে এক বন্ধুর সংগে একটা ফ্ল্যাট ভাগাভাগি করে আমি থাকি। সংগে সংগে আবার তাঁর সমস্ত সন্দেহ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। দু জায়গায় দুটো ফ্ল্যাট! দুটো ফ্ল্যাট তাদেরই থাকে…

চুপচাপ দুজনে নীচে নাবে। সভয়ে তিনি দেখেন ও ওর ছোট ছড়িটার সাহায্যে প্রত্যেক সিঁড়ি কি ভাবে নাবছে। নিশ্চয় একদিন ও হোঁচট খেয়ে পড়ে ঘাড় ভাঙ্গবে…

আমি তাহলে এটা নেবো, তাঁর ঘরে পৌঁছেই ও বলে ওঠে।

ভেবে দেখুন, সত্যি সত্যি আপনি এটা চান কি? তাঁর গলায় সংশয় আর লুকোনো থাকে না। সিঁড়িগুলো সত্যিই খুব খাড়া।

ও, ঠিক আছে। সিঁড়ি ভাঙ্গাতে আমার অভ্যেস আছে। আত্‌লিয়েও চারতলায় আর তার সিঁড়িগুলো প্রায় একরকমই খাড়া। ভাল এক্‌সারসাইজ হবে। ভাড়া কত?

এক বছরের?

হ্যাঁ।

চারশো কুড়ি ফ্রাঁ, জানান তিনি। এর পরেই যে দরকষাকষি সুরু হবে তার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করেন।

ঠিক আছে। কবে আসবো?

ওর এই সংগে সংগে সম্মতিতে তিনি এতই অবাক হয়ে যান, যে মিমিকে চেয়ার থেকে উঠিয়ে ওকে বসতে বলেন।

যে কোন দিন। কিন্তু গোড়ায় আমার খাতায় আপনার নাম ঠিকানা লেখাতে হবে। তিনি তাঁর লেজার খুঁজতে সুরু করেন। সেটা খুঁজে পাবার পর, তিনি টেবিলের সামনে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে, চশমাটা ঠিক করে নিয়ে ওর দিকে তাকান।

প্রথমে, আপনার নাম, পাতার ওপর কলম খাড়া করে তিনি বলতে সুরু করেন। এটা হচ্ছে পুলিশের জন্যে। জানেনই তো, ওরা সব জানতে চায়···

নিশ্চয়। তুলুস। অঁরি দ্য তুলুস···

আপনি কোথায় জন্মেছেন তা জানতে চাই নি। আমি শুধু আপনার নামটা জানতে চাই।

বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমার নাম তুলুস।

তিনি কলম রেখে দেন। তুলুস কারো নাম হয় না, মঁসিও। তুলুস হচ্ছে একটা শহর। তিনি ধীর ভাবে বলেন বটে কিন্তু বোঝা যায় ভেতরে ভেতরে তিনি চটে উঠেছেন।

লোকে নিজেদের পারী কিংবা মার্সেই বলে ডাকে না, ডাকে কি? বেশ, তাহলে এবার আপনার নাম বলুন। আবার তিনি কলম তুলে অপেক্ষা করেন।

বলেছি তো—তুলুস। ও প্রতিবাদ জানায়। আমার নাম তো আর আমি বদলাতে পারি না।

দেখছি মঁসিও মজা করতে চান। ঠোঁট চেপে তিনি বলেন। অবশ্য মঁসিও নিজেকে নেপোলিয়ঁ কিংবা জীন দার্কও বলতে পারেন, আমার তাতে কিছু আসে যায় না, তবে পুলিশ এসব পছন্দ করবে না, এ আমি আগেই বলে রাখলুম। এবার বলুন আপনার নাম, কোথায় জন্মেছেন, কোন বছর—সবকিছু।

আস্তে আস্তে ও ডিক্টেট করে, অঁরি মারি রেমঁ দ্য তুলুস-লোত্রেক-মঁফা। আল্‌বিতে জন্ম। নভেম্বর ২৪, ১৮৬৪ ··

অন্য দিনের মত সেদিনও মাদাম লুবে একা একা নিজের লাঞ্চ তৈরী করে খেলেন, মিমির সংগে গল্পগাছা করলেন; সিঁড়িটা ঝাড়-পোঁছ করে, কয়েকজন ভাড়াটেকে ভাড়ার তাগাদা দিয়ে, কয়েকটা আরশোলা মাড়িয়ে, বিকেলের শেষাশেষি আবার নিজের চেয়ারে এসে খবরের কাগজটা পড়তে বসলেন।

ঠিক তখনই তিনি দ্বিতীয়বার গাড়ী আসার শব্দ পেলেন। আবার তিনি জানলা খুলে প্রায়ান্ধকার রাস্তার মধ্যে চোখ চালিয়ে দেখবার চেষ্টা করেন। তাঁর চোখ বিস্ময়ে বড়ো বড়ো হয়ে ওঠে। এ তো সাধারণ ঘোড়ার গাড়ী নয়। ঘোড়ার গাড়ীর কোচোয়ানরা এরকম ঢেউ খেলানো টুপি কিংবা সাদা ব্রিচেস্ আর স্যুট পরে না। এ তো কোন লোকের নিজস্ব জুড়ীগাড়ী! কে এমন লোক হতে পারে···

উত্তেজিত ভাবে তিনি দেখেন যে বন্ধ গাড়ীটা বাড়ীর সামনে এসে থামলো; উর্দিপরা কোচোয়ানটা তার বসবার জায়গা থেকে দরজা খোলবার জন্যে নাবলো।

একজন ছিপছিপে কাঁচাপাকা চুল ভদ্রমহিলা গাড়ী থেকে নাবলেন, কোচোয়ানকে কয়েকটা কথা বলে কৌতূহলী দৃষ্টিতে বাড়ীটার দিকে তাকাতে তাকাতে হলের ভেতর ঢুকলেন।

মাদাম লুবে নত হয়ে ভদ্রমহিলাকে অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন ইনি নিশ্চয় কোন বড় ঘরের ঘরণী।

আপনার সংগে দু একটা কথা বলতে পারি কি? ভদ্রমহিলা নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করেন।

এক নজরে মাদাম লুবে ভদ্রমহিলার কালো কাজকরা ভেলের আড়ালে পাণ্ডুর অথচ বিশিষ্ট মুখ, সাদাসিধে কালো পোষাক, কালো ফারের মাফলার—ইত্যাদি দেখে নেন। তারপরেই তাঁকে নিজের ইজিচেয়ারটায় বসতে দিয়ে নিজে তাঁর সামনে বসে অপেক্ষা করতে থাকেন।

আমার ছেলে বলছিল যে আজ সকালেও একটা ফ্ল্যাট ভাড়া

নিয়েছে…

আপনার ছেলে! মাদাম লুবে অবাক হন। তার মানে, সেই বামনটা…মুখে হাত চাপা দেওয়ার আগেই কথাগুলো তাঁর মুখ দিয়ে বার হয়ে যায়। ক্ষমা করবেন, মাদাম, তিনি বিড়বিড় করে বলেন, আমি কিছু মনে করে বলি নি…

মহিলাটির ঠোঁট ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। এক মুহূর্ত্ত গভীর দুঃখের একটা ছায়া পড়ে তাঁর মুখে। হ্যাঁ, শেষ পর্য্যন্ত তিনি বলেন, ও-ই আমার ছেলে। ছোটবেলায় ওর পা ভেঙ্গে যায়…

মাদাম লুবের বসবার ঘরের আলোজ্বালা নীরবতার মাঝে বসে তিনি অঁরির কাহিনী বলেন। সেই অদ্ভুত অসুখ, ভাঙ্গা পাদুটো, অনর্থক অপারেশন, সেই আক্রমণ। মাঝে মাঝে মাদাম লুবে সহানুভূতিসূচক শব্দ করেন। ওদের ভেতরের সামাজিক বাধা সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।

সেইজন্যে আমি আপনার কাছে এলাম। আগন্তুক মহিলাটি তাঁর কথা শেষ করেন। দয়া করে ওর ওপর লক্ষ্য রাখবেন। যদি কিছু হয়, যদি ওর পায়ে লাগে, অনুগ্রহ করে আমাকে সংগে সংগে জানাবেন।

আপনি চিন্তা করবেন না, মাদাম; মাদাম লুবে বলেন। এখন তিনি অঝোর ধারে কাঁদছিলেন আর তাঁর বিরাট রুমাল দিয়ে নাক ঝাড়ছিলেন। আমি নিজের ছেলের মত ওর ওপর নজর রাখব। যখন ও আসবে তখন ষ্টুডিয়োটা যাতে পরিষ্কার আর গরম থাকে তা দেখব, বাইরে ঠাণ্ডা থাকলে ও যাতে ওভারকোট পরে যায় সে দিকে নজর রাখব, সব কিছু দেখব। আর আপনি যে এসেছিলেন তা ওকে জানাব না। এ বয়সে ওরা যে কিরকম হয় তা আমার জানা আছে।

অঁরির মার সংগে হলটা পার হতে হতে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আর একটা কথা। যাবার আগে ওর আসল নামটা বলে যাবেন। ও বলেছে তুলুস। আমি জানি ও ঠাট্টা করেছে। এ নিয়ে আমাদের কথা কাটাকাটিও হয়েছে।

তুলুসই ওর নাম। ওর বাবা হচ্ছেন কঁত্ আলফস্ তুলুস-লোত্রেক।

কাউন্ট! ও-ও তাহলে একজন কাউন্ট?

হ্যাঁ। ক্লান্তভাবে মহিলাটি ঘাড় নাড়েন। তবে ও ওর উপাধি ব্যবহার করে না। আর এ সব জিনিষের কি-ই বা মানে হয়।

এক মুহূর্ত্ত ওঁরা দরজার গোড়ায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকেন।

ধন্যবাদ, মাদাম লুবে। কাউণ্টেস তাঁর হাত বাড়িয়ে দেন। মাদাম লুবে দেখেন ল্যাণ্ডোটা ক্রমে রাস্তায় মিলিয়ে যায়।

রাত হয়েছে। এখানে সেখানে কুয়াশাঘেরা অন্ধকারের মধ্যে মধ্যে জানলা থেকে হলদে আলো এসে পড়েছে। দূরে উত্তরের ষ্টেশন থেকে একটা ট্রেন ছাড়ে। আহত জন্তুর মত তার চীৎকার শোনা যায়। বড় বড় শহরের বিষণ্ণতা প্যারীর ওপর ছড়িয়ে পড়ে।

কয়েকদিন পর রু কোল্যাঁকুরের বাসিন্দারা একটা অদ্ভুত শবযাত্রা দেখে চমকে ওঠে।

শববাহী সরকারী গাড়ীটা টানছে একটা রোগা ঘোড়া, পরিশ্রমে সে হাঁপিয়ে উঠেছে। গাড়ীভর্ত্তী ফার্নিচার, তিনটে ইজেল, একটা ড্রয়িং টেবিল, একটা লম্বা মই আর একগাদা পাঁচমিশেলী জিনিষের স্তূপ। একটা প্রমাণ সাইজের ভেনাস দ্য মিলোর প্লাষ্টারের ছাঁচ গাড়ীটার থেকে বেরিয়ে আছে, যেন একটা মৃতদেহ আবার প্রাণ ফিরে পাবার জন্যে আঁকুপাঁকু করছে। কোচোয়ানের আসনে বসে এক দাড়িওয়ালা বিরাট চেহারার ছোকরা চাবুক ফট্‌ফট্‌ করছে আর গান গাইছে। তারই মাঝে মাঝে মুখ থেকে লম্বা নলওয়ালা পাইপটা সরিয়ে সে রাস্তার ধারের লণ্ড্রেস আর জানলার ধারে ফোলাফোলা চোখ লম্পটদের সংগে মৌমাত্রীয় ঠাট্টাতামাসা চালাচ্ছে।

গাড়ীটার পেছন পেছন খুব হাত পা নাড়তে নাড়তে অবিন্যস্তবেশ চার ছোকরা আসছে যাদের মাদাম লুবে তাঁর ঘরের জানলা থেকে দেখামাত্রই ছবিআঁকিয়ে আর্টিষ্ট বলে চিনতে পারলেন। তাঁর নতুন ভাড়াটেকেও তিনি দেখতে পেলেন। সে তাদের পেছন পেছন যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি হাঁপাতে হাঁপাতে আসছে। বাড়ীটায় পৌঁছে ওরা গাড়ীটা ঘিরে দাঁড়িয়ে ফার্নিচারবাঁধা দড়িগুলো খুলতে আরম্ভ করে। ওদিকে অঁরি খোঁড়াতে

খোঁড়াতে মাদাম লুবের ঘরে গিয়ে ঢোকে।

বঁজুর, মাদাম লুবে, টুপি খুলতে খুলতে ও হাঁপায়। পেশাদারী লোক পেলুম না, তাই আমার বন্ধুরাই মালপত্র সরাতে সাহায্য করছে। ভাববেন না। আমরা খুব নিঃশব্দে আর সতর্কভাবে কাজ করব।

এক সেকেণ্ড পরেই বাড়ীটা পায়ের শব্দে, আতলিয়ের গানে আর অশ্লীলতায় গম্ গম্ করতে থাকে। একের পর এক ছোকরারা সিঁড়ি দিয়ে ওঠে—তাদের পিঠে ফার্ণিচার—দেয়াল ভাঙ্গে, রেলিংয়ে ধাক্কা খায়, এ তলা থেকে ও তলা অবধি হাঁক ছাড়ে, মোটমাট একটা অদ্ভুত গোলমাল আর গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়।

ষ্টুডিয়োতে আঁরি একটা শার্ট পরে ঘর্মাক্তকলেবরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে উত্তেজিত ভাবে বিরাট ঘরটার এদিকে ওদিকে ছোটাছুটি করছিল। সবাইকে সাহায্য করবার চেষ্টা সে করছিল বটে কিন্তু তাতে কারো কোন লাভ হচ্ছিল না।

এক বাণ্ডিল ক্যানভাস হাতে নিয়ে লুকা এসে দরজায় দাঁড়ায়। লোত্রেক, এ জঞ্জালগুলো কোথায় রাখব ?

যেখানে হোক……ওই কোণটায়। সাবধান, একটা এখনো শুকোয় নি।

ছবিগুলো গাদা করে রেখে লুকা ঘরটা দেখতে সুরু করে।

হ্যাঁ, একেই বলে ষ্টুডিয়ো। আমার কঞ্জুস বাপটা যদি আমাকে এরকম একটা ষ্টুডিয়ো নিতে দিত !

তুমি ইচ্ছে করলে আমার সংগে এসে কাজ করতে পারো।

কাজের কথাই ছিল লুকার কাছে বিরক্তিকর। ও তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। একটা ভারী ড্রইং টেবিলের ভারে নুয়ে পড়ে রাশু এসে ঢোকে।

মাইরি বলছি ! টেবিলটা মেঝেতে নাবাতে নাবাতে ও নালিশ জানায়। কি জায়গাই না বেছেচো ! চারতলাতে না হলে কি চলতো না। এর চেয়ে মনুমেণ্টের মাথায় করলে না কেন ষ্টুডিয়োটা ? না, সিঁড়ি ভাঙ্গতে তোমার ভালো লাগে ?

হাঁপাতে হাঁপাতে ও জানালার ধারে সদ্যআনা সোফাটার ওপর বসে। কিছুক্ষণ চারদিক দেখে, তারপর বলে, না, জায়গাটা সত্যি চমৎকার। নর্থলাইট রয়েছে আর সবকিছুই ভাল।

সত্যি! তোমার পছন্দ হয়েছে! অঁরি ওর পাশে এসে বসে। ভাবে ওর হাতটা নিজের হাতে চেপে ধরে আনন্দ জানাবে। তার-পরেই আবার ভাবে ওদের ছাত্রদের মধ্যে কোনরকম উচ্ছ্বাস প্রকাশটা ওরা পছন্দ করে না। কাজেই শুধু বলে, শববাহী গাড়ীটা যোগাড়ের জন্যে ধন্যবাদ।

রাস্ত কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে জানায় যে ব্যাপারটা কিছুই না। তারপর ঘর দেখা শেষ করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে ওঠে। ওঠা যাক্, এখনো অনেক জিনিস আনা বাকী।

ও দরজা পেরোতে না পেরোতেই সিঁড়ি থেকে একটা গণ্ডগোল শোনা যায়। অঁরি তাড়াতাড়ি চাতালে গিয়ে দাঁড়ায়। রেলিং থেকে ঝুঁকে পড়ে বলে, এই বড্ড গণ্ডগোল হচ্ছে।

নীচে দোতলা থেকে অ্যাকর্তাার চীৎকার শোনা যায়। ওই অপদার্থ গোজীটা আমার জানা একটা মেয়েকে অপমান করেছে। বলেছে সে একটা কুচ্ছিৎ বুড়ী। গোজী একটা ইজেল বইছিল। তার পেছন থেকে সে জবাব দেয়, আমি তা বলিনি। আমি বলেছিলাম যে ফ্ল্যাটবাড়ীর দেখাশোনা যারা করে তারা সকলেই বুড়ী আর কুচ্ছিৎ হয়। আর ওর মেয়ে-বন্ধুটিও ফ্ল্যাটবাড়ী দেখাশোনা করে।

হ্যাঁ, তা করে বটে। অ্যাকর্তাা বোঝাবার চেষ্টা করে। তবে তাকে দেখতে সুন্দর। তার স্বামী যখন কয়লা বিক্রী করতে বেরোতো তখন আমি তার বাড়ী যেতুম।

পিঠের মালটা রেলিংয়ে ঠেস্ দিয়ে রেখে ও নীচের তলায় ওর প্রতিপক্ষের দিকে তাকায়। ওপরে উঠে আয় বেগুনমুখো বাঁদর, আমি তোকে দেখাচ্ছি, এমিলি কুচ্ছিৎ বুড়ী কি না। এমন মেয়ের সংগে তুই জন্মে শুসনি। কি প্যাশনেট্‌···

হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি, গোজী টিট্‌কিরি কাটে। সে নখ দিয়ে

তোমার পিঠ আঁচড়ে দিয়েছে, ঘাড়ে দিয়েছে কামড়ে, আর বলেছে যে তুমি তাকে মেরে ফেলছো। বচন, বুঝলে বুড়ো খোকা, স্রেফ্ বচন। মেয়েরা হচ্ছে নিরুত্তাপ। কি করবে বলো। ওদের দোষ নেই। ওদের শারীরিক গঠন হচ্ছে মাছেদের মতন।

আস্তে আস্তে মাল নিয়ে টানাহেঁচড়া শেষ হয়ে আসে। একের পর এক ওরা ষ্টুডিয়োতে এসে মাল নাবিয়ে রেখে কৌচে কিংবা মেঝেতে বসে পড়ে হাঁপাতে থাকে।

এইটেই শেষ, ভেনাস দ্য মিলোর প্লাষ্টারের ছাঁচটা আঁকড়ে ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে রাশু এসে ঢোকে। ও', এ মেয়েটার ওজন পাক্কা এক টন। কিন্তু বন্ধুরা, কি একখানা প্লুটিয়াস্ ম্যাক্সিমাস্! আমি ওপরে আসতে আসতে দেখছিলুম। সত্যি কথা বলতে কি...

আমি তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, অঁরি আরম্ভ করে। আমাকে সাহায্য করার জন্যে আর...

আমার তেষ্টা পেয়েছে, গ্রোনিয়ে বলে ওঠে।

শববাহী গাড়ীটা নীচে আছে। রাশু বলে। গোরস্থান যাবার পথে আমি তোমাদের লা রুভেলে নাবিয়ে দিয়ে যেতে পারি।

এ প্রস্তাব সংগে সংগে গৃহীত হয়। ওরা সব দাঁড়িয়ে ওঠে, টুপিতে মাথা গলায়।

তোমরা এগোও। আমি পরে যাচ্ছি। অঁরি বলে। ওদের পায়ের আওয়াজ শোনা যায় সিঁড়িতে। তারপর ওদের গলার আওয়াজ আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়। এলোমেলো ঘরটা চুপচাপ পড়ে থাকে। অঁরি কৌচটার কিনারে বসে এলোপাথাড়ি টাঙ্গানো ছবিগুলো, একটার ওপর একটা গাদাকরা চেয়ার, ইজেল, সিঁড়ি আর কোণায় ভেনাস দ্য মিলোটার দিকে আনন্দভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

ওর ষ্টুডিয়ো! অবশেষে ওর নিজের একটা ষ্টুডিয়ো হোলো... ও অনুভব করতে পারে এখানে ও আনন্দে কাটাবে। এই হচ্ছে

ওর আঁকিয়ে—জীবনের সূত্রপাত। এমন কি যখন ও একজন বিখ্যাত পোর্ট্রেট—আঁকিয়ে হবে তখনও ও এই বড় ঘরটা, এর জালা-পেটা স্টোভ, এর বিরাট জানলা, ব্যালকনি, শোবার আর স্নানের ঘরের কথা ভুলবে না।

অঁরি যখন দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকে তখন লা রুভেল ভিড়ে আর ধোঁয়ায় ভর্ত্তি। ও ঘরের শেষে ওর বন্ধুদের রোজকার বসবার টেবিলের দিকে এগোয়। ওর আসাতেও গোজী আর অ্যাকতাঁর মধ্যে তর্কে বাধা পড়ে না। ওরা দু'জনে তখনও বিয়ারের গেলাসের ওপর দিয়ে একে অন্যের দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে, ঠুকে ঠুকে কথা বলছে আর লম্বা নলওয়ালা পাইপ থেকে এ ওর মুখে ধোঁয়া ছাড়ছে।

অঁরি রাশুর পাশে গিয়ে বসে। ন্যাপকিনে চশমার কাঁচ পুঁছে একটা বিয়ারের অর্ডার দিয়ে, ঘরটার চারদিকে তাকিয়ে দেখে। গোধূলি লগ্ন, আর্টিষ্টদের মাহেন্দ্রক্ষণ। সাদা অ্যাপ্রন পরা ওয়েটাররা টেবিলগুলোর ভেতরে ছুটোছুটি করেছে, ওদের গোল ট্রেগুলো আঙুলের ওপর বিপজ্জনক ভাবে ব্যালান্স্ করা। বাইরে, প্লাস পিগালে থেকে সান্ধ্য যানবাহনের স্রোতের একটা ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা যাচ্ছে, দরজা খোলা মাত্রই যেটা কাফেটার ভেতর আছড়ে পড়ছে। এক মুহূর্ত্তের জন্যে কথাবার্ত্তা আর মার্বেলমোড়া টেবিলের ওপর সাপপ্লেটের ঠনঠনানি ডুবে যাচ্ছে। এপারে ওপারে অন্য আর্ট স্টুডেন্টরা মাথার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে আর্ট আর মেয়েদের সম্বন্ধে তর্ক করছে। কেউ কেউ গম্ভীরভাবে তাস খেলছে, হাত বুকের কাছে ধরা—সন্ধ্যার পানীয়ের পয়সা তুলতে হবে। মধ্যবয়সী বোহেমিয়ান, তাদের ট্রাউজারে রংএর ছোপ লাগা—সারাদিনের পরিশ্রমের পর আবসাঁতের গ্লাস আর খবরের কাগজ নিয়ে বিশ্রাম করছে কিংবা ছোট ছোট দলে জটলা করে ছবিবিক্রেতাদের নিষ্ঠুরতা, সমালোচক-দের হৃদয়হীনতা আর তাদের সুন্দর সুন্দর ছবি না কেনাতে জনসাধারণের

বোকামির নিন্দে করছে।

ছ'টার মধ্যে অঁরির বন্ধুরা একে অন্যকে চূড়ান্তভাবে অপমান করলো... ভেরোনিক্স, গোইয়া আর দেলাক্রোয়ার ওপর নিজেদের মতামত আর মেয়েদের কি করে নিজেদের ক্রীতদাসী করতে হয় আর তাদের ভেতরের সবচেয়ে খারাপ প্রবৃত্তিগুলোকে কি করে টেনে বার করতে হয় সে সম্বন্ধে নিজেদের জ্ঞান জাহির করলো। ততক্ষণে বহু পালা বিয়ার খাওয়া হয়েছে, অনেক ধোঁয়া পেটে গেছে আর সকলেই একটু ক্লান্ত বোধ করছে।

ঠিক তখন লুকা জানালো যে তার জুলির সংগে দেখা করবার কথা আছে! ও শ্যাপো ফ্লুরিতে কাজ করে। শ্যাপো ফ্লুরি হচ্ছে খানদানি একটা টুপির দোকান—যেখানে একটা টুপির দাম পঞ্চাশ ফ্রাঁ। ওকে দেখতে খুব সুন্দর, তবে ধরা দিতে চায় না। আমি ওকে চুমু খেতে গিয়েছিলুম, ও কি করলো জানো? আমাকে চড় মারলো। লুকার খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি চাড়া দিয়ে উঠেছিল। হারবার সম্ভাবনায় ওর চোখ দুটো চক্‌ চক্‌ করছিল। মেয়েটার প্রতি আমি একটা অসম্ভব আকর্ষণ বোধ করছি, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে ও।

বেচারা মেয়েটা! গ্রোনিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। অন্যদের মত ব্যবহার যদি ওর সংগেও কর তাহ'লে ওর এখনই সীন নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়া ভাল। ধীরেসুস্থে লুকা ওয়েটারের পাওনা মিটিয়ে খুচরোটা পকেটে পোরে। আমি কি করবো, বলতে পারো? প্রেমে পড়বো? মেয়েদের মজা ততক্ষণই যতক্ষণ তাদের সংগে প্রেমে না পড়ছো। পড়েছো কি মরেছো। ওরা খারাপ ব্যবহার করবে আর এমন কাউকে খুঁজবে যে ওদের গালাগাল করবে। এটা ওদের স্বভাব। ওরা প্রেমে ব্যর্থ হতে পছন্দ করে। কোনো প্রেমে ব্যর্থ হলে ওরা সারাজীবন সে সম্বন্ধে ভাবে আর কথা বলে। ওদের সংগে ভাল ব্যবহার কর, দেখবে এক হপ্তার মধ্যে ওরা তোমাকে ভুলে যাবে। হাত নেড়ে ও ওদের বিদায় জানায়। আবার কাল কর্মোঁর ওখানে দেখা হবে।

খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। লুকার চলে যাওয়া যেন সবায়ের চটকা ভেঙ্গে দিয়েছে।

মেয়েরা ওর পেছনে যেভাবে ছিনেজোঁকের মত লেগে থাকে, দেখলে ঘেন্না করে। গোজীর ঈর্ষ্যাসূচক গলা শোনা যায়।

কে একজন আগোস্তিনার ওখানে যাওয়ার প্রস্তাব করে তারপর লেনিতে। প্রস্তাবটা এক মুহূর্ত্ত বিবেচনা করে নাকচ করে দেওয়া হয়।

আজ নয় রাশু বলে। আমি ক্লান্ত। ও শালা ভেনাস দ্য মিলোর ওজন পাক্কা এক টন।

গ্রেনিয়ে চলে গেল। তার একটু পরে একসংগে গোজী আর অ্যাকয়া। তারপরেও ঘণ্টা খানেক অঁরি আর রাশু একা চুপচাপ টেবিলে বসে থাকে।

কোথাও গিয়ে কিছু খেলে কেমন হয়, পাইপটা টেবিলের কিনারে ঠুকতে ঠুকতে হঠাৎ রাশু বলে ওঠে। আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

যখন ওরা রেস্তোরাঁয় পৌছোলো তখন ডিনারের সময় পার হয়ে গিয়েছে। ল্য তাঁবুর্‌া প্রায় জনশূন্য। শুধু এক বুড়ো ছাগলদাড়ি ভদ্রলোক একটা শিয়াঁতির বোতলে ঠেকানদেওয়া খবরের কাগজ পড়তে পড়তে আপেল চিবোচ্ছিলেন আর একটা কটা-চোখে সোনালী চুল দেহপশারিণী তার প্লেট থেকে গোগ্রাসে ঝোল গিলছিল।

রান্নার সুগন্ধের সংগে বেশ একটা গরম আমেজ মিশে ছিল। দরজার পেছন থেকে ডিস্ ধোয়ার মৃদু আওয়াজ আসে আর তারই সংগে মেয়েলী গলায় ইতালীয়ান গানের সুর ভাজা শোনা যায়।

ওরা দুজনে বসতে না বসতেই গান থেমে যায়, আগোস্তিনা ব্যস্তসমস্ত হয়ে ওদের কাছে আসে। মা মেরীর দিব্যি। তোমাদের এত দেরী কেন? আমি মনে মনে ভাবছিলুম বোধ হয় ছেলেরা, আগোস্তিনার চেয়ে ভাল কোন রেস্তোরাঁ খুঁজে পেয়েছে।

বোঝা গেল ও প্রশংসা শুনতে চায়। কাজেই ওরা ওকে আশ্বাস দেয়। বলে, তার রান্না ছেড়ে ওরা কি অন্য কোথাও যেতে পারে! বিনীতভাবে সে স্বীকার করে নেয় যে ল্য তাঁবুর্‌া যদিও পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভাল রেস্তোরাঁ নয় তবু যে সব পারিসিয়ান রেস্তোরাঁ নিয়ে ওরা এত মাতামাতি করে তাদের চেয়ে অনেক ভাল।

জানো, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভাল রান্না কোথায় হয়! পালের্মোতে! ওঃ সেখানে যা খাবার পাওয়া যায় তোমাদের আর কি বলবো! এক লিরা দিয়ে তোমরা শূয়োরের মত আকণ্ঠ পানভোজন করতে পারো। কি মদ! কি স্পাঘেটি! যেন দেবদূতদের জন্যে তৈরী। আহা পালের্মো! ও। সুন্দর চোখে স্মৃতির ছায়া ঘনায়, ওর কথা প্রায় কবিতা হয়ে ওঠে।

পালের্মোতে সব সময় উজ্জ্বল সূর্য্যালোক আর সেখানকার আকাশ নীল—মাদোনার মাথার কাপড়ের মত নীল, আর বাতাস সেখানে সুগন্ধের মত…

পালের্মোর গুণগান সাংগ করে ও রান্নাঘরে যায়। প্রায় সংগে সংগেই দু'প্লেট মিনষ্ট্রোন নিয়ে ফেরে।

ধীরে সুস্থে দু'বন্ধু ডিনার খায়। খানিকক্ষণ পরে বগলে খবরের কাগজ নিয়ে আপেল-চিবোনো ভদ্রলোক বিদায় হন। নিজের টেবিলে বসে পতিতাটি একটা সিগারেট ধরায় আর কাঁচের জানলায় নিজের ছায়ার দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। নিজের চেয়ার থেকে অঁরি দেখে ওর হাতের অলস গতি, ওর ঠোঁটের শ্লথ ভংগীমা, ধোঁয়া বেরোনোর সময় ওর নাসারন্ধ্রের ঈষৎ বিস্ফারণ। গ্যাসের আলো ওর মুখটা অনেক নরম করে তোলে আর চুলেতে সোণালী রংএর ছোপ ধরায়।

সালোঁতে কি পাঠাবে কিছু ঠিক করলে নাকি? রাশু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে।

প্রথমে আমি বাইবেল থেকে কিছু আঁকবো ভেবেছিলাম। জানই তো, 'আব্রাহাম তার ছেলেকে বলি দিচ্ছে' কিংবা 'মোজেস পাহাড়ে ঘা মারছে'। কিন্তু ওগুলো খুবই শক্ত।

ঠিক বলেছো। রাশু সায় দেয়। বহু খুঁটিনাটি জিনিষ আঁকতে হবে

আচ্ছা ইকারাসকে আঁকলে কি রকম হয়? সেই যে লোকটা গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে মোমের ডানা তৈরী করে উড়ে পালাতে

গিয়েছিল। বেশ একটা ত্রিভুজাকৃতি কম্পোজিশন হবে। আমি ওকে একটা পাহাড়ের ওপর দেখাব, ডানা মেলা, লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছে।

কি জানি, অনিশ্চিতভাবে রাশু বলে। ওর নামও কেউ শোনেনি। তারচেয়ে একটা ভেনাস কিংবা ডায়না করোনা কেন? ওগুলো সব সময়ই ভাল হয়। তোমাকে শুধু ল্যুভর্-এ গিয়ে বুশের একটা ছবি কপি করে কয়েকটা খুঁটিনাটি জিনিষ বদলে দিতে হবে, ব্যস্।

খানিকক্ষণ ওরা সালোঁতে যে ধরনের ছবি নেয় তার বিষয়ে আলোচনা করে।

ভালো একটা ক্রুশেবিদ্ধ যীশুর ছবি আঁক না কেন? ভেনাসটা নাকচ হয়ে যাওয়াতে রাশু বলে। ও গুলোও বেশ ভাল আর ল্যুভর্ তো ক্রুশেবিদ্ধ যীশুর ছবিতে ভর্ত্তি।

অনেকক্ষণ ধবে ওরা ধর্মবিষয়ক ছবিব কথা আলোচনা করে। ক্রুশেবিদ্ধ যীশু, কিংবা মেরী মাগদালেন চুল দিয়ে পরিত্রাতার পা মুছে দিচ্ছে কিংবা সেণ্ট সিবাষ্টিয়ান তীরের সামনে বুক পেতে দিচ্ছেন, এ সব ছবি জুরিরা চট্ করে নাকচ করতে চায় না।

পেয়েছি! চীৎকার কবে রাশু টেবিলে এক ঘুষি মারে। একটা ভালো অশ্বারোহী সৈন্যদলের আক্রমণ আঁকো। লুক্সেমবুর্গে যাও, একটা যুদ্ধের ছবি কপি করো, দু'তিনটে ইউনিফর্ম বদলে দাও, ব্যস্! বলা যায় না একটা ব্রোন্‌জ্ মেডেলও পেয়ে যেতে পারো। রাশু লোভ দেখায়।

'দেশাত্মবোধক বিষয়' নিয়ে গভীর আলোচনা চলে। শেষ পর্য্যন্ত খুঁটিনাটি অসুবিধের জন্যে সেটাও নাচক হয়। সত্যিকারের নৈরাশ্যের সংগে রাশু স্বীকার করে যে একটা প্রমাণ সাইজের খড়পোরা ঘোড়া ষ্টুডিয়োতে রাখা একটু অসুবিধাজনক।

অবশ্য, শেষ পর্য্যন্ত 'পারিবারিক বিষয়' তো আছেই।

হ্যাঁ। আমি জানি। 'ছোট্ট মেয়েটা ভাঙ্গা পুতুল নিয়ে কাঁদছে' কিংবা 'ছোট ছেলেটা আচার চুরি করছে। অঁরির স্বরে বিদ্রূপ ঢাকা থাকে না।

ওর এই স্বর রাশুর পছন্দ হয় না। আরে, খেলো যা, 'ছোট

ছেলেটা আচার চুরি করছে'তে দোষের কি আছে?

কিছুই না। কাদার খাবার তৈরী করা কিংবা রাতে বিছানা ভিজোনোতেও দোষের কিছু নেই। তবে কোন সময়ে না কোন সময়ে সেগুলো ছাড়িয়ে ওঠা উচিত নয় কি?

ঠিক আছে। রাশু হল ছেড়ে দেয়। তাই যদি ভাবো, তবে ইকারাসই তোমার পক্ষে সবচেয়ে ভাল। ওটায় একটা ক্লাসিক-ক্লাসিক গন্ধ আছে। কিন্তু তুলির আঁচড়গুলো ভালভাবে মিলিয়ে দিও। জানো তো, কর্মো এ সম্বন্ধে কি রকম খুঁতখুঁতে। ও লক্ষ্য করে অঁরি ওর কথা শুনছে না। কি দেখছো?

অঁরি পতিতাটির দিকে দেখায়। নিজের টেবিলে বসে সে চিন্তামগ্ন। ইন্টারেষ্টিং মুখটা না, ও ফিস্ ফিস্ করে বলে। ঘাড়ের ওপর সবুজ ছায়াগুলো দেখো!

যেন ওর সম্বন্ধে কথা হচ্ছে বুঝতে পেরে, রূপোপজীবিনীটি সিগারেটটা প্লেটে নিবিয়ে, ঘাড়ের মাফলারটা একটু ঝুলিয়ে নিয়ে, টেবিলে খাবারের পয়সা রেখে বেরিয়ে যায়।

তোমার হোলো কি? রাশু ভ্রূকুচকে অঁরির দিকে তাকায়।

কিছু না। শুধু বলছিলুম যে ওর মুখটা ইনটারেস্টিং। শুধু এই। বেশ ভাল একটা সাবজেক্ট হয়। কতগুলো মুখ দেয়ালের মত; আর কতকগুলো জানলার শার্সীর মত। তাদের ভেতর পর্য্যন্ত দেখা যায়। যাকগে, মরুকগে। তুমি ইকারাস সম্বন্ধে কি বলছিলে……

দেখ, বলে রাখছি, একদিন তুমি বিপদে পড়বে। রাশু বলে। ওর গলার স্বর কঠিন হয়ে ওঠে, চোখে হাসি নেই। কিসের জন্যে তুমি ও বেশ্যাটাকে আঁকতে চাও, বলতে পারো? ওর ঘাড়ে সবুজ ছায়া আর মুখটা জানলার শার্সীর মত এই জন্যে?

তা আমি বলি নি, আমি বলছিলুম……

চুপ করো। আমাকে কথা বলতে দাও। বেশ, মনে কর, তুমি ওই মেয়েটার ছবি আঁকলে, তা দিয়ে তুমি করবেটা কি?

বিক্রী করবে? কাকে? দেখাবে? কোথায়? মোঁমাত্রে'র একটা বেশ্যার ছবি কে দেখতে চাইবে?

হয়তো কেউ চাইবে না, কিন্তু তোমার ওই অশ্বারোহী আক্রমণ কিংবা ছোট ছেলেটার আচার চুরি করার ছবি আঁকার চেয়ে ওর ছবি আঁকা অনেক বেশী ইনটারেসটিং। এমন কি ইকারাসের চেয়েও। কখনো কি তুমি স্রেফ্ মনের আনন্দে ছবি আঁকো নি, শুধু তোমার কিছু একটা আঁকতে ইচ্ছে হয়েছে বলে। আমি যখন ছোট ছিলুম তখন আমি সব সময় মার ছবি আঁকতুম, আর সবাইকে পোজ্ দেবার জন্যে জালাতন করতুম।

আর এখন? রাশুর গলায় ঝড়ের আগের স্তব্ধতা! যেন কোনো উকিল সাক্ষীকে আস্তে আস্তে ফাঁদে ফেলছে। এখন তুমি আর ছবি আঁকতে ভালবাস না, না?

না, বাসি না! ঘেন্না হয়। এইসব বোকার মত ভেনাস আর ডায়না, যা আমরা আত্লিয়েতে করি। প্রাইমারী শ্যাডোতে 'র আম্বার' দিতে দিতে আমি পাগল হয়ে গেছি। কম্পোজিশন সব সময় ত্রিভুজাকারই বা হবে কেন? আর ওই তুলির আঁচড়! কে বলেছে যে সব তুলির আঁচড় মেলাতে হবে? কে এসব ঠিক করেছে? শিল্প কি ধর্মের মত, 'গির্জায় যাও নয় তো নরকে যাও' এই রকম একটা ব্যাপার? কেন আমি যা-খুশী তাই আঁকতে পারবো না, সবুজ কিংবা নীল ছায়া দেখলে কেন তাদের সবুজ কিংবা নীল আঁকতে পারবো না? কেন আমি ··

কেননা, পারবে না! রাশুর স্বর বজ্রের মত। যা কর্মো। চান তাই তুমি আঁকবে, নইলে কোনদিন তোমার ছবি সালোঁতে নেবে না। আর সালোঁতে যদি তোমার ছবি না নেয়, তার মানে কি জানো? আর্টিষ্ট হওয়ার আশা তুমি অনায়াসে ছেড়ে দিতে পারো।

ঠিক বলেছো। অঁরি বলে। জানিনা হঠাৎ আমার কি হয়েছিল। ভেবো না। আমি ইকারাসের সমস্ত তুলির আঁচড় মিলিয়ে দেব

আর সালোঁতে আমার ছবি নেওয়াবোই।

দরজায় ঘণ্টা বাজতে দুজনে ঘাড় ফেরায়। দুজন লোক রেস্তোরাঁয় ঢোকে।

অঁরি বুসো আর ভালার্দ গ্যালারির ম্যানেজার তেও ভান গখ্‌কে চিনতে পারে। কিন্তু ও লোকটা কে? ও ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করে।

রাশু ঘাড় নাচায়। কোনো বাউণ্ডুলেকে খাওয়াচ্ছে হয় তো।

তেওব সংগীর কাঁধ চওড়া, পরণে রংএর দাগ লাগা একটা ভেলভেটিনের ময়লা নীল প্যাণ্ট, চওড়া বুকের ওপর জামাটা তার এঁটে আছে। মাথায় টুপি নেই, উস্‌কো খুস্‌কো চুলগুলো কালো কালো থোকায় কাণের ওপর এসে পড়েছে। দরজায় সিগারেটটা ফেলে দিয়ে সে তার বড বড় চোখদুটো সারা ঘরটায় বুলিয়ে নিয়ে, নাবিকদের ধরণে বুক চিতিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তার টেবিলে গিয়ে বসে।

তেও ভান গখ্‌ ওদের চিনতে পারে। সংগীর কাছে ক্ষমা চেয়ে, ওদের কাছে আসে। তোমাদের দুজনেরই আমি খোঁজ করছিলুম। বসতে পারি? একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পেছন ফিরে বলে, তোমার যা দবকার অর্ডার কর পল। আমার ডিনার খাওয়া হয়ে গেছে। ও কে? রাশু জিজ্ঞাসা করে। সেও টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে। গলার স্বর একটু নীচু কবে বলে, পল গোগাঁ। শেয়াব মার্কেটের দালাল ছিল, ছেড়ে দিয়ে আর্টিষ্ট হয়েছে।

কী আহাম্মক! রাশু আন্তরিকতার সংগে বলে।

সেও মাথা নাড়ে। শুধু ও-ই একা নয়। আমার ভাইয়েরও মাথায় ঢুকেছে সে আর্টিষ্ট হবে। সবকিছুই একটু একটু শেখেছে, কোথাও লেগে থাকে নি। কিছুদিন ভেবেছিল, ধর্মযাজক হবে। বেল-জিয়ামের কয়লাখনির মজুরদের মধ্যে গিয়ে ছিল। সেখানেও বেশীদিন টেঁকে নি।

আপনার ভায়ের বয়স কত? অঁরি কিছু না ভেবেই জিজ্ঞাসা করে। সংগে সংগে ও অনুতপ্ত হয়, কেননা সেওর মুখ অস্বস্তিতে লাল হয়ে ওঠে।

তেত্রিশ ! ছবি আঁকা শিখতে স্থরু করবার পক্ষে অনেক বেশী বয়স হয়ে গেছে। আর তা ছাড়া, আমি জানি না ও এটাতেও লেগে থাকতে পারবে কি না। একটু থেমে তেও তার ঢেউ-খেলানো লাল চুলের ওপর হাত বোলায়। যাই হোক্, সে আমার ভাই। আমার পক্ষে যদ্দুর সম্ভব তাকে আমি সাহায্য করতে চাই। ও লিখেছে যে ও বড়দিনের ছুটিতে পারীতে আসছে আর আমি ওকে কর্মোঁর স্কুলে মিড্-টার্মে ভর্ত্তি হবার জন্যে নাম লিখিয়ে এসেছি।

তার গলার স্বর অনুনয়ে ভরে আসে। দেখো, ওর সংগে একটু ভাল ব্যবহার কোরো। আতলিয়েতে নতুন ঢুকলে যে সব ঠাট্টা-তামাসা কর, সেগুলো কোরো না। ও ভীষণ অল্পে আঘাত পায়। ওর কথা, উচ্চারণ কিংবা বয়স নিয়ে ক্ষেপিও না।

ওর নাম কি ?

ভিনসেণ্ট। ভিনসেণ্ট ভান গখ্। ওকে তোমরা সহজেই চিনতে পারবে। ওর দাড়ি লাল। আমার মত। তেও হেসে বলে, আর একবার ওর সংগে মিশলেই বুঝতে পারবে মানুষ হিসেবে ও চমৎকার।

পরের দিন অঁরি গাড়ী করে পেয়ার তাঁগির দোকানে গেল। দোকানটা রু ক্লোজেতে। ও গিয়েছিল কিছু রং কিনতে আর সালোঁতে পাঠাবার ছবিটা আঁকবার জন্যে ক্যানভাসটার অর্ডার দিতে।

ছবি আর রংএর দোকানের পক্ষে রু ক্লোজের চেয়ে খারাপ জায়গা আর কল্পনা করা যায় না। দিনের বেলায় লোকচলাচল কম, মোঁমার্ত্রের এই গলিটা গভীর রাতে জেগে উঠতো। তখন এটা হয়ে উঠতো গুণ্ডা আর বেশ্যাদের আড্ডা। এর নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ওরা পছন্দ করতো। কিন্তু তাঁগি ছিল একজন খাঁটি অ্যানার্কিষ্ট। তার বিশ্বাস ছিল যে শিল্প হচ্ছে সমাজচেতনার একটা রূপ আর সেটা সব সময় প্রোলেটারিয়ান পরিবেশে দেখা উচিত। এই বিশ্বাস নিয়ে সে তার নীল দোকানটার ছোট জানলাটা সেজানের আবাঁধানো ছবিতে ভর্ত্তি করে রেখেছিল। সেগুলো কেউ কখনো দেখতো না।

কাউন্টারের পেছনে বসে সে ঘুম-জড়ানো চোখে পাইপ টানছিল। অঁরি এসে ঢোকে।

আঃ, ম'সিও তুলুস্! আমার কি সৌভাগ্য। ও তাড়াতাড়ি দাঁড়াবার চেষ্টা করতে করতে চেঁচিয়ে উঠে ওর অতি বিরল নগদ খরিদ্দারদের একজনকে অভ্যর্থনা জানায়।

আপনার বহুমূল্য স্বাস্থ্য কিরকম আজকাল? ওর গোল মুখে চিন্তার ছাপ দেখা দেয়। আর ম'সিও রাস্তর? তাঁর বহুমূল্য স্বাস্থ্য কিরকম?

আর মেসিও অ্যাকৃতাঁ, গোজী, গ্রোনিয়ে, তাঁদের বহুমূল্য স্বাস্থ্য কিরকম? আর খুব বিচ্ছিরি একটা আবহাওয়া চলছে, তাই না? ব্যবসা সম্পূর্ণ বন্ধ। আর্টিষ্টরা ছবি আঁকতে পারছে না, কেন না ঠিকমত আলো নেই। কাজেই তারা রং কিংবা ক্যানভাস কিনছে না। কাজেই ব্যবসাও সম্পূর্ণ বন্ধ।

কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। ও গলার স্বর নীচু করে, চট্‌করে দরজাটার দিকে একবার তাকিয়ে নেয়। যখন বিপ্লব আসবে, তখন সব আলাদা হয়ে যাবে। সব ভাল আর্টিষ্ট—অর্থাৎ যাদের সমাজচেতনা আছে—সকলকে ষ্টেট থেকে তোফা আরামে আর বিলাসিতায় রাখা হবে। আর অন্যদের আমরা গুলি করবো।

এর থেকে তার পারী কমিউনের একটা ঘটনা মনে পড়ে। দ্বিতীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর সেই কটা বিক্ষুব্ধ সপ্তাহে সে একটা অতি নগণ্য অংশ অভিনয় করেছিল। গল্পটা অঁরি বহুবার শুনেছে, কয়েক মিনিট লাগলো আবার শুনতে। তারপর তাঁগি ব্যস্ততার সংগে কয়েকবার হাততালি দিল।

হ্যাঁ, এবার ম'সিও তুলুস্, আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি?

আমার ছ টিউব র'আম্বার আর চার টিউব ভ্যানডাইক রং দরকার।

ছ'টা বড় আম্বার আর ছ'টা বড় ভ্যানডাইক। তাঁগি চেঁচিয়ে বলে যেন হাজার হাজার রং তৈরীর লোক ওর আদেশের অপেক্ষায় রয়েছে।

পেছনের ঘর থেকে একটা ক্লান্ত নারীকণ্ঠ শোনা যায়, নগদ না ধার?

তাঁগি একটা বিরক্তির ভংগী চাপতে পারে না। নগদ নিশ্চয়।

শুনছো না, মঁসিও তুলুসের জন্যে।

ভগবানকে ধন্যবাদ!

সেদিন বিকেলে আঁরি একটা বিরাট মিহি দানার ক্যানভাস অর্ডার দিল। ক্যানভাসটা ছিল আট ফুটেরও বেশী উঁচু আর প্রায় অতটাই চওড়া। তিনদিন পরে ও ওর সালোঁর ছবি আঁকতে সুরু করলো, 'ইকারাস তার ডানা পরখ করছে'।

এর পর থেকে ওর দিন এমন কি ওর রাত অবধি দুঃস্বপ্নে ভরে উঠলো। ওর জীবিকা, এমন কি ওর সারা জীবন এর ওপর নির্ভর করছে। আগোস্তিনায় বন্ধুদের সংগে লাঞ্চ খেয়েই ও তাড়াতাড়ি রু কোলঁ্যাকুর দিয়ে এসে, হাঁপাতে হাঁপাতে চারপ্রস্থ সিঁড়ি ভেঙ্গে ওর ষ্টুডি-য়োতে আসতো, পাগলের মত 'র'আস্তার লাগাতো আর তুলির আঁচড় মেলাতো। প্রথম যেদিন মাদাম লুবে ওকে হাতে প্যালেট নিয়ে খোঁড়া পায়ে মই দিয়ে ওঠা নামা করতে দেখলেন, তিনি তো প্রায় মূর্চ্ছা যান আর কি! ভাবলেন, ও বোধহয় পাগলই হয়ে গেছে।

এত বড় ছবি না করলেই চলে না?

আস্তে আস্তে তিনি ওর জীবনে প্রবেশ করছিলেন। ও কাজ সুরু করতে না করতেই, তিনি দরজায় টোকা মারতেন, এক গাল হেসে জানাতেন, ষ্টোভটা ঠিক আছে কিনা একটু দেখে যাব। ভেতরে ঢুকতেন, স্যামন মাছের মত ষ্টোভের পেটটায় লোহার শিক দিয়ে খোঁচাতেন, কয়লাগুলোয় খট্ খট্ করে আওয়াজ করতে করতে সশব্দে ঢাক্নিটা বন্ধ করতেন আর পারীর কয়লা সম্বন্ধে নালিশ জানাতেন। এ' কয়লা কোন কাজের নয়, না হয় গরম না হয় কিছু। ষ্টোভ দেখা হয়ে গেলেও তিনি কোন একটা ছুতোনাতা করে ঘরে রয়ে যেতেন, যতক্ষণ না ও তাঁকে বসতে বলতো।

তিনি ওর কথায় রাজী হতেন। স্রেফ্ এক মিনিটের জন্যে, বেতের ইজিচেয়ারটায় ধপাস্ করে বসে পড়তে পড়তে তিনি বলতেন। কখনো কখনো তিনি ওকে মঁসিও ল্যাভালিয়েরের কথা বলতেন, এ হতভাগা বাড়ীতে আসবার আগে সেই আদর্শবাদী দয়ালু ভদ্রলোকের কাছে তিনি কাজ

করতেন। কখনো কখনো ওকে তিনি খবরের কাগজ পড়ে শোনাতেন।

এরকমভাবে বিকেলগুলো কাটতো। অসীম ধৈর্য্যসহকারে ও মই দিয়ে উঠতো আর নাবতো, প্রাইমারী শ্যাডোগুলো র, আম্বার দিয়ে ভরতো, প্রত্যেকটি তুলির আঁচড় মিলিয়ে দিতো যতক্ষণ না রংটা ক্যানভাসের ওপর সাটিনের ফিতের মত চক্‌চক্ করতো। কখনো কখনো অবশ্য ওর কাজের একঘেয়েমি ওকে অভিভূত করে ফেলতো। আর কতদিন লাগবে ওই বোকা পুতুলের মুখটা শেষ করতে? ওর ওই নিখুঁত টিকলো নাক আর মেয়েলী লাল ঠোঁট? আর ওই অদ্ভুত মোমের ডানাদুটো? আর ফুলে-ওঠা পেশীগুলো? ওই ঢাকের মত বুকটা? কঠোরভাবে ও রাঙুর সাবধানবাণী মনে করে, আর দাঁতে দাঁত চেপে কাজ করতে থাকে—তুলি টানে, প্রতিটি আঁচড়, প্রতিটি তেলতেলে ছায়া আর মাখন-রঙা দেহটার প্রতিটি ইঞ্চিকে ও অভিশাপ দেয়।

কখনো কখনো ও বিদ্রোহ করে ওঠে। সমস্ত সৎ সংকল্প সত্ত্বেও, ও মই থেকে নেবে আসে, ইজেলে একটা ছোট ক্যানভাস লাগিয়ে মোঁমার্ত্রের একটা দৃশ্য আঁকে। রু কোল্যাকুঁর দিয়ে একজন লণ্ড্রেস হাঁটছে, তার হাতে তার বেতের ঝুড়ি। রাস্তায় কিংবা কোন কাফেতে হঠাৎ দেখা কোন রূপোপজীবিনীর মুখ। আগের রাতে লেলিতে বসে স্কেচ করা একটা কাঁকাঁ নাচের দৃশ্য। আশ্চর্য্য, ক্লান্তি কোথায় চলে যায়। আগেকার সহজভাব ফিরে আসে। সংগে সংগে ফেরে সেই সব উজ্জ্বল সবুজ, ছাই-ছাই নীল আর কোমল গোলাপী রং। আঁকবার আনন্দ আবার ফিরে আসে। ওই চক্ষুশূল ইকারাসের ছবিটা কাছে থাকাতে যেন সে আনন্দটা আরও তীব্র হয়ে ওঠে।

একদিন বিকেলে ও যখন এইরকম একটা কাঁকাঁ নাচের ছবি খুব মন দিয়ে আঁকছে, দরজায় একটা টোকা পড়ে, ওর বাবা এসে ঢোকেন। মাদাম লুবে তাঁর দিকে একবার ভীত চোখে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি সরে পড়েন।

তোমার মার কাছে শুনলুম যে তুমি একটা ষ্টুডিয়ো ভাড়া নিয়েছো। তাই দেখতে এলুম কি ধরণের জায়গা তুমি পছন্দ করেছো। হাত পেছনে

মুঠো করা, সোণা বাঁধানো ছড়ি বগলে, তিনি ঘরের চারদিকে দেখেন। মন্দ না, একেবারেই মন্দ বলা চলে না। বাড়ীটা কিছুটা পুরোনো, আর ভাঙ্গাচোরা তবে মোঁমার্ত্রের সববাড়ীই অল্পবিস্তর তাই।

তিনি জানলার কাছে গিয়ে এক মুহূর্ত্ত বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। সুন্দর দৃশ্য। পরিষ্কার দিনে তুমি নিশ্চয় নোতর্ দাম্ দেখতে পাও। তিনি ঘুরে দাঁড়ান। আবার ঘরটার চারদিক দেখেন। হ্যাঁ, এখানে তুমি মনের সুখে ছবি আঁকতে পারবে। ছোটবেলা থেকেই তোমার আঁকার দিকে একটা ঝোঁক ছিল। হয়তো তুমিও একদিন বেশ ভাল ঘোড়ার ছবি আঁকতে পারবে—বেচারা প্র্যাঁস্তোর মত।

তুরু তুরু বুকে অঁরি তাঁকে লক্ষ্য করে। বাবার চেহারা কত বদলে গেছে! সেই সিল্কের টুপি, বাটন হোলে সাদা কার্ণেশান ফুল, সবই ঠিক আছে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে কোথায় যেন তিনি বদলে গেছেন। এ বদলানো যেন শুধু বয়স বাড়ার জন্যেই নয়। তাঁর চোখ দুটোয় কেমন একটা স্থির, অপ্রকৃতিস্থের মত দৃষ্টি। তাঁর সম্পর্কে অদ্ভুত সব গুজব শোনা যায়। বেচারা বাবা, তিনি এত করে চাইতেন একটা ছেলে, যে তাঁর সংগে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবে, লুরিতে হরিণ শিকারে যাবে······

ওপরে একটা শোবার ঘর আর বাথরুম আছে। দেখবে, বাবা?

ওটা কি? ওর কথায় কাণ না দিয়ে কাউন্ট ছড়ি দিয়ে ইকারাসের অসমাপ্ত ছবিটার দিকে দেখান।

আমার ছবি—যেটা সালোঁতে পাঠাব।

ও দুটো ডানা দিয়ে লোকটা কি করছে?

ওর বাবা দেদালাস ওকে সমুদ্রের ওপর দিয়ে ওড়বার জন্যে এক জোড়া মোমের ডানা তৈরী করে দিয়েছিল। কিন্তু ও সূর্য্যের কাছে গিয়ে পড়ায়, মোম গলে যায়। ও ডুবে মারা গিয়েছিল। এটা হচ্ছে একটা পুরোনো গ্রীক গল্প।

দুনিয়াতে একটা আহাম্মক কমেছিল! কাউন্ট তাচ্ছিল্যের ভংগীতে ঘাড় নাচিয়ে অন্য দিকে ফেরেন। আমাকে এখন যেতে হবে। তুমি

আরামে আছ দেখে খুশী হলুম।

দরজার দিকে সবে পা বাড়িয়েছেন, ইজেলের ওপর ছোট কাঁকা নাচের ছবিটার ওপর তাঁর নজর পড়ল। তিনি সেটার দিকে এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে সেই ঘূর্ণায়মান পেটিকোট আর পা-ছোঁড়ার ছবিটা দেখেন। কি ধরনের রাবিস যে তুমি আঁকছ, তা তোমার মা জানলে দুঃখ পেতেন। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি মন্তব্য করেন। বেশ্যাদেরও জায়গা আছে ; সেটা ছবির ক্যানভাসে নয় !

আর একবার ঘাড় নাচিয়ে তিনি দরজার দিকে এগোন। এতে অবশ্য কিছু এসে যায় না। আর কিছুতেই কিছু এসে যায় না।

দরজার সামনে ওরা দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে থাকে যেন ওদের ভেতরের বিরাট ব্যবধানের গর্ত্তটাকে ভরাট করতে চায়।

কাউন্টই প্রথমে মুখ ফেরান। আচ্ছা তবে চলি, বিদায় অঁরি।

বিদায়, বাবা। আমাকে দেখতে আসার জন্যে ধন্যবাদ।

কাউন্ট উত্তর দেন না। ওপরের চাতাল থেকে অঁরি দেখে বাবা সিঁড়ি দিয়ে নাবছেন।

ডিসেম্বরের গোড়ার থেকেই প্যারীতে বড়দিনের আনন্দ সুরু হয়। শীতের গম্ভীর মুখে ক্ষণিক হাসির ছোঁয়াচ লাগে। দোকানের জানলায় খেলনা দেখা দেয়। রাস্তায় কাদা। তার মধ্যে লোকেদের ভীড়। তাদের হাত ভর্ত্তি ছোট বড় প্যাকেট।

একদিন ক্লাসে পাঁচমিনিট বিরামের সময় লুকা অঁরির কাছে আসে।

সেই জুলি মেয়েটা……

কে ? সেই যে টুপির দোকানে কাজ করে ?

হ্যাঁ, মেয়েটা কিছুতেই বশ মানছে না। বলে, আমার কথায় রাজী হলে ভগবান নাকি তাকে শাস্তি দেবেন।

অন্য কারো কাছে যাও না কেন ? তুমি তো আর ওকে ভালবাস না !

সেটা কোন কথা নয়। এটা এখন আমার কাছে একটা মান অপমানের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া ওর প্রতি আমার আকর্ষণও দিন দিন বাড়ছে। শুধু যদি ওকে বড়দিনে যাহোক একটা ছোটখাট জিনিস দিতে পারতুম, তাহলে হয়তো ও আমাকে চুমু খেতে দিত। মেয়েরা চুমু খাওয়ার ব্যাপারে অদ্ভুত। ওটা বোধহয় ওদের ফালোপিয়ান টিউব না কি সব আছে তার ওপর কোন কাজ করে। কিন্তু একবার যদি ওরা তোমাকে চুমু খেতে দেয়, তারপর থেকে ওরা সব জিনিষই অনেক সহজে বোঝে। সেদিন আমি রু প্রভাঁস-এর একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড জামা কাপড়ের দোকানে একটা সুন্দর ফারের নেকলেট দেখেছি……

আহতচিত্তে আঁরি আবিষ্কার করে যে ওর বন্ধুরা সব ওকে বাদ দিয়েই তাদের বড়দিনের প্ল্যান করে ফেলেছে। লুকা তার সমস্ত সময় জুলির পেছনে খরচ করছে, মেয়েটা কিছুতেই বশ মানছে না। গ্রেগিনি এক রহস্যময়ী তরুণীর সংগে দেখা করতে যাবার কথা বলে, যার সম্বন্ধে সে আর কিছু বলতে চায় না। রাশু তার বড়দিনের আগের সন্ধ্যাটা এক বুড়ী পিসীর কাছে বিক্রী করেছে, যিনি তাকে মধ্যরাত্রির প্রার্থনার পর একটা চক্‌চকে কুড়ি ফ্রাঁর স্বর্ণমুদ্রা দেবেন। অ্যাকর্ত্যাঁ জিনেত্ বলে লেলির এক কাঁকা নাচিয়েকে নিয়ে মেতেছে। গোজী আবার এক নিখুঁত রমণীকে খুঁজে বার করেছে—এবার একজন অভিনেত্রী।

ওর বন্ধুদের হঠাৎ এই চারদিকে ছটকে পড়ায় ও যেমন আঘাত পায় তেমনি বুঝতে পারে যে, যে বন্ধুত্বকে ও চিরস্থায়ী ভেবেছিল সেটা কত ভঙ্গুর। কয়েক মাস পরেই ওরা কর্মোঁর স্কুল থেকে বেরোবে। ওদের এই ছোট্ট দলটা ভেঙ্গে যাবে। আর আগোস্তিনাতে হৈ-হৈ করে লাঞ্চ-খাওয়া নয়, লা নুভেলে বসে কথা কাটাকাটি নয়, আর লেলিতে সন্ধেটা কাটানো নয়……

বড়দিনের আগের সন্ধ্যায়, মার বসবার ঘরে বসে আগুনের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে এই সব চিন্তা ওর মাথায় এসে জড় হচ্ছিল। বাতিটা থেকে একটা হলদে আলোর বৃত্ত সিলিংএ গিয়ে পড়েছে; তাকের ওপরের ছোট্ট আলাবাস্তার ঘড়িটা থেকে ফুটো জলের কলের মত ফোঁটা ফোঁটা

সময় চোঁয়াচ্ছে। বাইরে জানালার চৌকাটের ওপর নিঃশব্দে বরফের ওপর বরফ জমছে। মাঝে মাঝে নীচের থেকে যানবাহন আর বড়দিনের হৈ-হল্লার একটা ক্ষীণ আওয়াজ ভেসে আসছে। আবার সব চুপচাপ। ঘরে শুধু বাতির আলো।

ইকারাসের খবর কি? মা তাঁর বোনা থামিয়ে জিজ্ঞাসা করেন। তোমার নিজের ভাল লাগছে তো?

বেশ হচ্ছে। বেচারী মা, ওর শিল্পী জীবন সম্বন্ধে আগ্রহ দেখাবার চেষ্টা করছেন। প্রাইমারী শ্যাডো সব হয়ে গেছে, মুখটাও শেষ করেছি, যদিও এখনো অনেক তুলির দাগ মেলাতে হবে।

ও কথা বলতে বলতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। ওরা ক্রমশঃ একে অন্যের থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। ওদের ভেতর যেন একটা স্বচ্ছ পর্দার ব্যবধান। ভালবাসায় ওর বুকটা ভরে ওঠে। বেচারা মা, কী ভীষণ একা!

সালোঁ খুললেই, আমরা মালরোমেতে যেতে পারব। ও তাঁকে খুশী করার জন্যে বলে। আর আমার কর্মোঁর ক্লাশও শেষ হয়ে যাবে, কাজেই সারা হেমন্তকালটাই ওখানে থাকতে পারব। এমন কি বড়দিন পর্য্যন্তও থাকতে পারি।

স্নেহসজল তাঁর চোখ দুটো ওর ওপর এসে পড়ে। ও পুষিয়ে দিতে চায়—ওর মোঁমার্ত্রের ঘরের দরুণ, সেইসব সন্ধ্যা যখন ও বন্ধুদের সংগে না কাটিয়ে তাঁর কাছে আসতে পারতো। ও তাঁকে ওর ভালবাসা দেখাতে চায়, আর রিরি বলে, সেটা খুব বিরাট ভাবে দেখাতে চায়। ওর সময়ের থেকে সপ্তাহ, মাস তাঁকে দিয়ে দিতে চায়—ঠিক আলফঁসের মত, রেস্তঁরায় একশো ফ্ঁ্রার টিপ্‌স্ রেখে আসা যার স্বভাব।

আমি ভাবছি, মালরোমে বোধহয় হেমন্তকালে খুব ভাল লাগবে না। অক্টোবরের পর থেকে ওখানে খুব বৃষ্টি পড়ে।

ও জোর করে; তাঁকে ওর আত্মত্যাগ দেখাতে চায়। নিশ্চয় পারীর চেয়ে আবহাওয়া খারাপ হবে না। আর মধ্যরাত্রির প্রার্থনার জন্যে গাড়ী করে বনের মধ্যে দিয়ে সেন্ট আঁদ্রের গির্জেয় যেতে ভাল লাগবে।

আমরা আবে স্বলাক্‌কে বড়দিনে ডিনারের নেমন্তন্ন করব। ও বলে

চলে। লক্ষ্মীটি মা মণি, বল, তুমি বড়দিন অবধি থাকবে।

ওর গলায় এই অনুরোধের সুর তাঁর মনে দুর্গের লনে হাঁটু-গেড়ে-বসা সেই ছোট ছেলেটার ছবি ফুটিয়ে তোলে। ছবির পোজ্ দেবার জন্যে অনুরোধ করছে। ও বদলায় নি। ওর একটা অংশ চিরদিনই শিশুর মত থাকবে।

দেখা যাবে, তিনি একটু হেসে বলেন। খানিকক্ষণ ওরা যে ষ্টুডিয়োটা ও পরের বছর ভাড়া নেবে, সেই নিয়ে আলোচনা করে। না, এবার মোঁমাত্রেঁতে নয়, কোনো শান্ত, অভিজাত পল্লীতে। দেখ, তোমার একজন বাড়ী দেখা শোনা করার লোক দরকার হবে। মাদাম লুবের কথা ভেবেছ? তোমার কাছ থেকে যা শুনেছি তাতে তাঁকে আমার বেশ ভাল লোক বলেই মনে হয়।

খুব ভাল কথা। সালোঁতে ওর ইকারালের ছবিটা নিলেই ও মাদাম লুবের কাছে কথাটা পাড়বে।

ওর চোখ আবার আগুনের ওপর গিয়ে পড়ে। অলসভাবে ও ছোট ছোট নীল শিখাগুলো দেখে—ক্ষুদে নাচিয়েদের মত সেগুলো একটা কাঠ থেকে আর একটা কাঠে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। এই মুহূর্তে ওর বন্ধুরা কে কি করছে? লুকা কি শেষ পর্য্যন্ত চুমু খেতে পেরেছে? সেই সেকেণ্ড হ্যাণ্ড নেকলেটটা পেয়ে জুলি কি বশ মেনেছে? একজন সুন্দরী মেয়ে চুমু খেলে নিশ্চয় বেশ ভাল লাগে····

তাঁর বোনার ওপর দিয়ে ওর মা ওকে লক্ষ্য করেন। ও যেন একটু বিব্রত, একটু ভয় পেয়েছে। এতদিন পর্য্যন্ত ও জীবনটাকে নতুনভাবে আবিষ্কার করায় এত উত্তেজিত হয়ে ছিল যে বাঁচবার কথা ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু এখন ক্রমশঃ ওর বিস্ময়ের ঘোর কাটছে। দেরীতে এলেও ওর শরীরে যৌবন আসছে আর সেই সংগে তার কামনা বাসনা। ও এখনও সেটা বুঝতে পারছে না, কিন্তু তিনি পারছেন। ওর চোখের সে স্বচ্ছতা আর নেই। তুলুস্-লোত্রেকদের দেহের উষ্ণ রক্ত ওর শিরায়-উপশিরায় বইতে সুরু করেছে।

না, ঝড় এখনও এসে পৌছোয় নি বটে, কিন্তু দূরে দেখা দিয়েছে।

সাত

বড়দিনের ছুটি শেষ হয়ে গেছে। হিসেব করে দেখতে গেলে, প্রায় তিন হপ্তা হবে। অনেকদিন থেকেই আর দোকানের জানলায় খেলনা-পুতুল দেখা যায় না। বড়দিনের পর কে আর খেলনার খোঁজ রাখে? বড়দিনের রঙীন কাগজ সব ঝাঁট দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে কিংবা গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে নর্দমাজাত হয়েছে। লোকে তাদের বড়দিনের বোকার মত হাসি আর ভাবপ্রবণতা ভুলে আবার কাজে লেগেছে। অঁরি আবার ওর সেই বৈচিত্র্যহীন, শ্রমসাধ্য আর নিশ্চিন্ত ছাত্রজীবনে ফিরে এসেছে।

আজ সকালে ও 'আতেলিয়ে'তে ওর ক্যাম্বিসের টুলটায় কুঁজো হয়ে বসে 'স্নানরতা ডায়না'র একটা ছবি আঁকছিল। খুব খাটতে হচ্ছিল, গায়ের চামড়ার ঠিক রংটা আনতে হবে, অ্যানাটমি ঠিক থাকা চাই, রংএর ব্যালান্স্ নষ্ট না হয়। মাঝে মাঝে ও কিছু দূরে মডেল-প্ল্যাটফর্মে-দাঁড়ানো 'মোটা মারিয়া'র * দিকে তাকাচ্ছিল। সে নগ্নদেহে শক্ত কাঠের মত দাঁড়িয়েছিল।

সবই আগেকার মত। স্টোভটা থেকে শোঁ-শোঁ শব্দ হচ্ছে। ঘরটা গরম, বেশ গরম, তবে তাতে অস্বস্তি হচ্ছে না। ষ্টুডিয়োর দারোয়ান শ্লুমবার্জার এক কোণে বসে খবরের কাগজ পড়ছে। ছাত্রেরা তাদের ইজেলের সামনে দাঁড়িয়ে এগোচ্ছে, পেছোচ্ছে, ঝুঁকে পড়ে নিজেদের বাক্স হাঁটকাচ্ছে আর প্যালেটের ওপর রং টিপে বার করছে। অবশ্য বৃষ্টি ঠিকই পড়ছে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো স্কাইলাইটের ওপর শব্দ করে পড়ছে যেন একপাল ক্ষুদে ভেড়ার ছানা তাদের ছোট ছোট ক্ষুরের আওয়াজ করে ছুটছে। হ্যাঁ, সবই আগেকার মত। কিছুই বদলায়নি। কেবল—কেবল কিছুই যেন আগের মত নেই, আর সব কিছুই যেন বদলে গেছে।

* লোত্রেকের 'আতলিয়ে'তে আঁকা 'মোটা মারিয়া'র একটা ছবি এখন সুইডেনের ষ্টক্হল্ম্ মিউজিয়ামে টাঙ্গানো আছে।

আশ্চার্য্য, তাই না? কেন সব এরকম বদলে গেল?

ওর মন ভড়কে-ভয়-খাওয়া ঘোড়ার মত এ প্রশ্ন এড়াতে চায়। অস্থিরভাবে ও পেছন দিকে ঝুঁকে পড়ে দূর থেকে ওর ছবিটা দেখতে থাকে। প্রাইমারীতে আর একটু আম্বার লাগবে। বাঁ হাতটায় তুলির আঁচড়গুলো আর একটু মিলিয়ে দিতে হবে।...এ মেলানোর কি শেষ হবে না? কেন যে কর্মোঁ এর ওপর এত জোর দেন? আর তাঁর এই ভাল দেখতে হওয়া? যাই হোক তিনি একজন বুদ্ধিমান লোক। মিকেল এঞ্জেলো, গ্রেকো, হালস্, ভেলাস্কে—এদের সবাযের ছবি তিনি কপি করেছেন—নিশ্চয জানেন যে মহৎ শিল্প, মহৎ সৌন্দর্য্য চলতি অর্থে ভাল দেখতে হয় না? অথচ, এই কালকেই তিনি উপদেশ দিচ্ছিলেন ভাল আর্টিষ্টদের কিরকম দেখতে-ভালো নগ্ন মূর্ত্তি আঁকা উচিত। দেখতে ভালো হবে। বুকের গঠন কল্পনাকে সুড়সুড়ি দেবে, তার বেশী কিছু না। পেলভিস কুমারী সুলভ হবে অথচ তাতে থাকবে সুখের প্রত্যাশা। পিউবিস নারোম হবে, সেটা পাতলা কাপড় কিংবা একটা সুন্দর হাত দিয়ে ঢাকা থাকাই শ্রেয়, যেমন আছে টিশিয়ানের ভেনাসে। আচ্ছা উনি নিজে কি এ সব রাবিশ বিশ্বাস করেন? করেন নিশ্চয়, কারণ দিনের পর দিন তিনি বেশী অসহিষ্ণু হয়ে উঠছেন। এক সপ্তাহ আগে একটি ছাত্র তার ছবিতে গায়ের চামড়ার রংএ একটু মভরং মিশিয়ে ফেলেছিল। আর যায় কোথা? যেন পৃথিবী রসাতলে গেছে! ইম্প্রেশনিজম! আমি তোমাদের বলেছি না, যে আমার ক্লাশে আমি ইম্প্রেশনিজম বরদাস্ত করব না। হয়তো তুমি ভুলে গেছ যে আমি সালোঁর জুরীদের মধ্যে একজন? সে ছাত্রটি আর ফিরে আসে নি। কি হবে এসে? সে জানে কর্মোঁ তার ছবি কোনদিন সালোঁতে ঢুকতে দেবেন না। আর সালোঁতে ছবি না গেলে আর্টিষ্ট হিসেবে তার এখানেই ইতি। যাক, যথেষ্ট হয়েছে। এবার কাজে মন দেওয়া যাক। র-আম্বারটা আবার গেল কোথায়?

ও একটা পরিষ্কার তুলি বেছে নেয়, তালুতে বুলিয়ে তার কুঁচিগুলো নরম করে, প্যালেটে বাদামী রংএর তালটায় সেটা ডোবায়; আবার

খানিকক্ষণের জন্যে সাবধানে ক্যানভাসে রং লাগানোর একঘেয়ে কাজে মনোনিবেশ করে।

আবার ওর মনে নানারকম ভাবনা এসে জড় হয়। ভাবে, এবার ইকারাসের ছবিটা শেষ করতে হবে। আবার একটা বিকেল ধরে তুলির আঁচড় মেলাবার কথা ভাবতেই ওর বমি আসে। হতভাগা এথেনিয়ানটার ছবিটা কি কখনো শেষ হবে না?

ওর ঘৃণার তীব্রতা দেখে ও নিজেই চমকে ওঠে। ওর হয়েছে কি? ইকারাস যে খুবই একটা একঘেয়ে ছবি সে তো ও সুরু করবার আগেই জানত আর সংগে সংগে এও জানত যে ওটাই হচ্ছে ওর সালোঁতে ঢোকবার চাবিকাঠি—কাজেই ওটা ওকে শেষ করতেই হবে। তবে হঠাৎ এই বিরক্তি, এই আর্টিষ্টসুলভ মনোবৃত্তির প্রকাশ কেন? সত্যি সত্যি ওর হয়েছে কি? এমনকি ওর বন্ধুরাও ওর পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেছে। কোথাও একটা গণ্ডগোল বেধেছে। ও, যে কিছুদিন আগেও কাঠের মত ঘুমোতো, আজকাল এপাশ-ওপাশ করে, আর ঘুমের ভেতর বিড়বিড় করে বকে। এমন কি গ্রোনিয়ে এ নিয়ে মন্তব্য করেছে। আর এই হঠাৎ হঠাৎ মেজাজ বদলানো? এইমাত্র ও যেন বাতাসে ভর করে চলেছে, হাসছে, বকবক করছে; পর মুহূর্ত্তেই ওর মনে হয় মার কাছে ছুটে যাই, তাঁর কোলে মাথা গুঁজে কাঁদি। হ্যাঁ, ব্যাপারটা খোলসা করে ফেলা ভাল, ওর আসলে হয়েছেটা কি?

জুলি! একটা গোপন অপরাধের মত নামটা ওর মস্তিষ্কের কোন্ কোণায় কে যেন ফিস্‌ফিস্ করে বলে আর ক্রমশঃ ওর চেতনা ছেয়ে ফেলে। হ্যাঁ, এইবার বোঝা গেল ওর কি হয়েছে। ও নিজের কাছ থেকেই এটা লুকোবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু গোড়ার থেকেই এটা ও জানতো। যেদিন সন্ধ্যায় লুকা, তাকে লেলিতে প্রথম নিয়ে আসে, সেদিন থেকে জুলি ওকে এক মুহূর্ত্ত শান্তিতে কাটাতে দেয় নি।

হঠাৎ যেন সে ওর সামনে এসে দাঁড়ায়, তন্বী, সোণালী চুল, নীলচোখ-উর্বশীর মত দেখতে—কুঁচিদেয়া লেসের টুপি, সস্তা পোষাক আর বড়দিনে লুকার দেওয়া সস্তা কাবের নেকলেট-পরা উর্বশী। বোঝা যায় ওর

নিজের যা আপত্তিই থাক্ না কেন, ও তা কাটিয়ে উঠেছে। নিশ্চয় ও আর লুকাকে চড় মারতে যায় না। একেবারেই না। উল্টে ওই মাঝারি, সুন্দর দেখতে নর্মানটার জন্যে ওর ভালবাসা, ওর প্রতি ভংগীতে, প্রতিটি চাউনিতে, টেবিলের তলা দিয়ে হাতধরার প্রতিটি গোপন চেষ্টায় ফুটে ওঠে। দৃশ্যটা যেমন উত্তেজক, তেমনি সবার সামনে এই গোপন ভালবাসা; হৃদয় আর ইন্দ্রিয়ের দ বীর কাছে একটা ভদ্র মেয়ের এরকম সম্পূর্ণ নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ একটু বিসদৃশও লাগে। লুকা ঠিকই বলেছিল, চুমু খেলে মেয়েরা যেন কিরকম হয়ে যায়……

সেদিন সন্ধ্যায় ওর সংগে সে শুধু কয়েকটা ভদ্রতাসূচক আলাপ-আলোচনা করেছিল। দুবার টেবিলের ওধার থেকে ওর দিকে চেয়ে চেয়ে হেসেছিল। নাচের মধ্যে মধ্যে অঁরি ওকে গরম মদএর গ্লাসে চুমুক দিতে দেখেছিল, দেখেছিল ওর সুন্দর মুখের হাসি, আর শুনেছিল ওর একনাগাড়ে বক্‌বকানি—কিরকম ওদের দোকানে খদ্দেরদের ঠকানো হয়, কি ধরণের খদ্দের ওরা পছন্দ করে, একবার ও কিরকম মাদাম সারা বার্ণহার্টকে টুপি বিক্রী করেছিল। ও যখন এইসব কথা বলছিল, অঁরি চকিত গোপন দৃষ্টিতে ওর সৌন্দর্য্যসুধা পান করছিল। গোপনে ও ওর সর্বাংগে দৃষ্টি বোলাচ্ছিল, অনুমান করছিল, বাড়ীতে তৈরী ব্লাউজের তলায় ওর উন্নত তরুণ স্তনযুগল, ওর উরুর তপ্ত বর্ত্তুলত্ব। এটা ছিল একটা নতুন অপূর্ব অভিজ্ঞতা, খুব সুখকর অথচ যন্ত্রণাদায়ক—এই একজন স্ত্রীলোক সম্বন্ধে গোপন চিন্তা—যে এত কাছে, অথচ দূর আকাশের তারার মত ধরাছোঁয়ার বাইরে। তখন থেকেই ওর এই পরিবর্ত্তন সুরু হয়েছে।

সেদিন রাতে, পরে, ও যখন ওর ছোট ঘরটায় ফিরে এল, তখন আবার সে ওর কাছে ফিরে এসেছিল অবশ্য স্বপ্নে কিন্তু সে স্বপ্ন সত্যিকারের জীবনের মত সত্যি। ওরা ওদের ষ্টুডিয়োতে বড় জানলাটার তলায় কৌচে শুয়ে ছিল। ল্যাম্পের আলোয় ওর দেহ ছিল অর্ধেক অ্যাম্বার আর অর্ধেক মধ্যরাত্রির নীলে মেশা। ওর স্তনাগ্রচূড়া দুটো হয়ে উঠেছিল দুটো বুনো ষ্ট্রবেরী ফলের মত, কামনায় কঠিন আর আরক্তিম। খুব আস্তে ও ওকে আদর করছিল, এলোপাথাড়ি সব জায়গায় চুমু খাচ্ছিল, ওর ক্ষীণ

কটিতটের উষ্ণ কোমলতা আর ওর জঙ্ঘার মসৃণতা অনুভব করছিল। হঠাৎ ওদের ঠোঁটে ঠোঁটে ঠেকে যায়, নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাস মেশে। একটা অস্ফুট আনন্দধ্বনির সংগে ওদের আলিঙ্গনাবদ্ধ দেহ এক হয়ে যায়।

ও হাঁপাতে হাঁপাতে জেগে ওঠে, নতুন একটা আনন্দের আস্বাদ পেয়ে অবসন্ন বোধ করে। কিন্তু এত ভালোও ও আর কখনো বোধ করে নি। এমন কি ও ওর পায়ের যন্ত্রণা পর্য্যন্ত ভুলে যায়। ও বুঝতে পারে না, তখনো ও স্বপ্ন দেখছে কিনা—ওর সরু বিছানায় নিশ্চল হয়ে শুয়ে থাকে, নিঃশ্বাস ফেলতে সাহস করে না। ওর মাথায় যত এলোমেলো ভাবনা আসে, আনন্দে ও ঘুমোতে পারে না, অন্ধকারেই হাসতে থাকে।

এই রকমই হয় প্রত্যেক রাতে। সারাদিন সে ওর সংগে সংগে থাকে, অন্য কেউ তাকে দেখতে পায় না, কিন্তু এতই জীবন্ত সে ছায়া, যে যখন সে লেলি কিংবা লা নুভেলে আসে তাকে শুধু তার ছায়ার শরীরী প্রতিচ্ছবি বলে মনে হয়। ইকারাসের চক্‌চকে কালো পটভূমিকার ভেতর থেকে সে ওর দিকে তাকিয়ে হাসে, মাদাম লুবের পড়ার সময় কিংবা ওর বন্ধুদের তর্কের সময় ওকে জ্বালাতন করে। কখনও ছলনাময়ী, কখনও ভালবাসায় কোমল; আবার কখনও নিষ্ঠুর। ও একটা নি[illegible] আহাম্মক ছাড়া কিছু না। সে ওকে ভালবাসে না, ভালবাসবেনা কখনো আরে, সে ওকে কতটুকু চেনে……

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ও নিজেকে চিন্তা থেকে টেনে তোলে, আ[illegible] ছবিতে মন দেয়। বেশ হয়েছে। বাঁ হাতটা ঠিক তুলোভরা কোলবালিশের মত দেখাচ্ছে। কর্মো[illegible] খুশী হবে। আর প্রাইমারী শ্যাডোগুলো চমৎকার হয়েছে। ভরাট্ বাদামী কাদা……

আবার ওর চিন্তা জুলিকে কেন্দ্র করে ফেরে। কিন্তু এবার ও নিজেকে একেবারে বিচ্ছিন্নভাবে দেখে। আসলে, ব্যাপারটা কিছুই না। খুবই সরল আর স্বাভাবিক! ও ভালবাসতে চায়, একটা মেয়ের সংগে শুতে চায়—ব্যাপারটা এই। আশ্চর্য্য এই যে, এ ইচ্ছেটা ওর মনে আগে জাগে নি। বোধহয় অনেকদিন অসুস্থ থাকার জন্যেই এরকম হয়েছে……

আর জুলি, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে সে ওর কল্পনার সৃষ্টি, সেই সব সুন্দরী

তরুণীদের মত কবিরা কবিতা লিখতে বসলে যারা তাদের কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়ে। সে শুধু ওর আবছা, ধোঁয়া-ধোঁয়া, বাসনাগুলোকে রূপ দিয়েছে। আসল দরকার হচ্ছে একটা রক্ত-মাংসের মেয়ে জোগাড় করা আর তাকে ভালবাসা। খুব সহজ। মোঁমার্ত্র মেয়েতে ভর্ত্তি। সস্তা সব মেয়ে, ভালবাসবার আর ভালবাসা পাবার জন্যে অস্থির, দুটো মিষ্টি কথা আর সুন্দর টুপি আর জামাকাপড় আর ভাল রেস্তরাঁয় খাওয়ার জন্যে বুভুক্ষু। আর শেষ পর্য্যন্ত বলতে গেলে, টাকার জন্যেও বটে। কোন সমস্যাই নয়, একেবারেই কোন সমস্যা নয়…

পাঁচ মিনিটের বিরাম।'

'ম্যাসিয়ে'র গলার আওয়াজে অঁরির সুখচিন্তার জাল ছিঁড়ে যায়। তুলিতে একটা শেষ টান দিয়ে প্যালেট্‌টা রেখে ও মেঝে থেকে ছড়িটা তুলে নেয়। খোঁড়াতে খোঁড়াতে যায় যেখানে একটা লম্বা-চওড়া চেহারার লাল দাড়ি-ওয়ালা ছাত্র বিরাম-টিরাম খেয়াল না করে প্রথম শিক্ষার্থীর অবিচ্ছিন্ন মনোযোগে এঁকেই যাচ্ছে।

তুমি ভিনসেণ্ট ভান গখ, তাই না? তোমার ভাই বলছিল যে ছুটির পর তুমি আসবে?

আর তুমি, তুমি হচ্ছ তুলুস্‌-লোত্রেক, তাই না? নতুন ছাত্রটি আঁকা থামিয়ে অঁরির দিকে তার উজ্জ্বল চোখদুটো মেলে তাকায়। তেও আমাকে তোমার কথা বলেছে।

কবে এলে তুমি?

সবে কাল এসেছি, কিন্তু এর মধ্যেই আমার ল্যুভর্‌ দেখা হয়েগেছে।

ও নামটা এমন একটা স্বর্গীয় শ্রদ্ধার সংগে উচ্চারণ করে যে অঁরি হেসে ফেলে। সংগে সংগে নতুন ছাত্রটি যেন পাথর হয়ে যায়। ওর চোখের দৃষ্টি কঠিন হয়ে ওঠে।

হাসছো কেন? কেন আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করছো! আমি কি অন্যায় কিছু বলেছি?

না, না, আমাকে ক্ষমা কোরো। তেও ঠিকই বলেছিল। ওর ভাই

সত্যিই খুব স্পর্শকাতর। আমি তোমার কথায় হাসছি না। আমি কেবল ভাবছিলুম যে ওই পুরোণো কবরখানা দেখতে যেতে তুমি বেশী সময় নষ্ট কর নি দেখছি।

কবরখানা? ভিনসেন্টের অবুঝ চোখে এবার হঠাৎ একটা বোঝবার আভাস দেখা দেয়। লুভর কবরখানা। মজার কথা তো! হা-হা-হা। হো-হো-হো!

ওর সর্বাংগ দিয়ে হাসি ঝরে পড়ে।

সেবছর শীতকালে অঁরির সংগে ভিনসেন্টের প্রায়ই দেখা হয়। ও তার একটা পোর্ট্রেট আঁকে, —সামনে এক গ্লাস আবসাঁত নিয়ে বসে আছে *। ও তার আত্মসমালোচনা আর তার রাজনৈতিক বুকনি শোনে। একটা মনের পরিচয় পায় যেটা মদ, মিষ্টিসিজম্, অসুখ আর জাগরণোন্মুখ প্রতিভার সমাবেশ।

তার করুণ অসহায় ভাব, তার কুণ্ঠিত হাসি আর ঘর-কাঁপানো অট্টহাসি, তার হঠাৎ বন্যাধারার মত উৎসাহ আর তার চিন্তাকুল স্তব্ধতায় ও অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। 'লেলি'তে বসে অঁরি দেখে ওর নাচবার অপচেষ্টা আর তরুনী লণ্ড্রেসদের সংগে ফ্লার্ট করার অপপ্রয়াস। তারা ওর বিদেশী-সুলভ উচ্চারণ আর কমলারংএর দাড়ি দেখে খিলখিল করে হাসে। লা ম্যুভেলে অঁরি দেখে ওকে অ্যাবসাত্ গিলতে আর ছোট পাইপটা নেড়ে শিল্পী-উপনিবেশ সম্বন্ধে ওর ধোঁয়াটে পরিকল্পনা বোঝাবার চেষ্টা করতে। এটা হবে সমবেত একটা প্রচেষ্টা। আমরা আমাদের সব টাকাকড়ি একজায়গায় রাখব। আমাদের মধ্যে কেউ কোন ছবি বিক্রী করলেই টাকাটা দিয়ে দিবে......

ওরা দুজনে একা হলেই অনর্গল তর্ক করত। ওদের ঘনিষ্ঠতা আর গভীর বন্ধুত্ব ওদের এইসব মতভেদের ওপরেই বেঁচে ছিল। ওদের মানসিক গঠন আর বড় হয়ে ওঠার ধরণ এতই আলাদা ছিল যে দারুণ

---

* এই প্যাস্টেলের ছবিটা এখন হল্যাণ্ডের আমষ্টার্ডাম সহরের মিউনিসিপাল মিউজিয়মে আছে।

সংঘর্ষ বাধত, যাতে ওদের গলা যেত ভেঙ্গে, চোখ হয়ে উঠত ধারাল ছুরির মত, কিন্তু বন্ধুত্ব যেত আরও বেড়ে।

তোমার শিল্প-উপনিবেশ হচ্ছে স্রেফ্ পাগলামি। আঁরি বলে। ভিনসেণ্ট, তোমার মাথায় কেড়া আছে। তুমি কি বলতে চাও যে তুমি জান না যে শিল্পীরা কখনো একসংগে থাকতে পারে না? দুজন শিল্পীকে একঘরে বন্ধ করে রেখে দাও, দেখবে এক হপ্তার মধ্যে প্যালেটের ছুরি দিয়ে দুজনে দুজনের টুঁটি কাটবার চেষ্টা করছে।

একদিন বিকেলে ভিনসেণ্ট ঝড়েব মত ঘরে ঢুকে বলে যে ও রাস্তা খুঁজে পেয়েছে। ও পয়েন্টিলিষ্ট হবে।

হা ভগবান্, তুমি হবে পয়েন্টিলিষ্ট! আঁরি ইকারাস আঁকা থামিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে ওর বন্ধুর দিকে তাকিয়ে হাসে। গেল হপ্তায় তুমি ইমপ্রেসনিষ্ট হবে বলেছিলে, মনে আছে? রেনোয়া আর মনের মতন।

এবার ব্যাপারটা হচ্ছে আলাদা, ভিনসেণ্ট বলে। ওর চোখে একটা মুগ্ধ দৃষ্টি। সোরাত কাল রাত্তিরে ডিনারে এসেছিলেন। খাওয়ার পর কফি খেতে খেতে তিনি তাঁর মতবাদটা বোঝালেন। আমি বলছি আঁরি, শিল্পীদের সমস্ত সমস্যার এই হচ্ছে সমাধান। আর কি সহজ! স্রেফ্ একটু অপটিক্স্ শিখতে হবে, আলোকরশ্মির প্রতিসরণের নিয়ম, ডমিনাণ্টের নিয়ম, রেটিনার ওপর আলোকবোধ কতক্ষণ কাজ করে......

আর, এক ক্যানভ্যাসে এক বছর ধরে কাজ করতে হবে, সোরাতের মত! কল্পনা করতে', তুমি, এক ক্যানভাসে এক বছর ধরে বিন্দু বসিয়ে যাচ্ছ? তুমি! এত লোক থাকতে, তুমি!

পারীতে আসার কিছুদিন পরেই ভিনসেণ্টের পুরোনো অস্থিরতা আবার জেগে উঠল। 'আতলিয়ে'র রুটিনমাফিক কাজ ও বরদাস্ত করতে পারত না। তার বদলে ও মোঁমাত্রের কোন ঘিঞ্জি নোংরা গলিতে ইজেল খাটিয়ে বসত, কিংবা বাড়ীতে কিংবা ভায়ের ওখানে থেকে কাদাভরা জুতো কিংবা হলদে-মলাট উপন্যাসের ষ্টিললাইফ আঁকত। কখনো কখনো, কাউকে না জানিয়ে, ও দু'তিনদিনের জন্যে উধাও হয়ে

যেত। ফিরত যখন তখন ওর হাড় অবধি ভিজে, কাপড়চোপড় চট্‌কানো, ওর আগুনরঙা দাড়ি উস্কোখুস্কো। আমি গাছপালা দেখতে গিয়েছিলুম, বলবে এসে ও। শহরের মধ্যে আমি নিঃশ্বেস নিতে পারি না। কোথায় ঘুমিয়েছিলুম? অঁরি, তুমি ভারী মজার লোক! কোথায় ঘুমিয়েছিলুম, তা আমার মনে নেই। সীন্‌ নদীর ধারে কোন ভাঙ্গাচোরা কুঁড়েঘরে হয়তো। বৃষ্টি? সত্যি হাসালে! জান না, আমরা, ডাচেরা, বৃষ্টি নিয়ে ঠাট্টা করি? দেখ অঁরি, দেখ, বাইরে ছিলাম যখন কি সব ছবি এঁকেছি……লজ্জিত, কুন্ঠিতভাবে ও ঝুঁকে পড়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে একটা ক্যানভাস রাখে। তিনঘন্টাতে এঁকেছে এমন একটা ছবি। পিসারো, দেলাক্রোয়া, সোরাত, সবায়ের একটা পাঁচমিশেলী, অথচ একেবারে ওর নিজস্ব। সব ভুল, অথচ অপূর্ব।

কিংবা হঠাৎ ও ষ্টুডিয়োয় এসে ঢুকবে, এতগুলো সিঁড়ি ভেঙ্গে হাঁপাচ্ছে, বগলেতে ওর পোর্টফোলিও ব্যাগ, মাথায় একটা ফারের টুপি যেটা পরাতে ওকে ছিটগ্রস্ত টেনেসিদেশীয় শিকারীর মত দেখাচ্ছে। অঁরি, আমাকে অ্যানাটমি শেখাতে হবে! ভাল আর্টিষ্ট হতে গেলে আমাকে অ্যানাটমি শিখতেই হবে! কিরকম, আমার টুপিটা কিরকম লাগছে? গ্রাণ্ড, তাই না? খুব কাজের। শীতকালে কানাচুটো নাবিয়ে দিলেই কাণ গরম থাকবে। কোমর থেকে ঝুলন্ত একটা ছোট বোতল থেকে বড় এক চুমুক রাম খেয়ে ও একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। এসো, এবার কাজে লাগা যাক। পাঠ সুরু হবে। এইটে ভিনসেণ্ট, এইটে হচ্ছে ষ্টার্নোক্লিদো-ম্যাষ্টয়েড……এইটে হচ্ছ ল্যাটিসিমাস ডরসাই…গ্লুটিয়াস্‌ ম্যাকসিমাস্‌ হচেছ যে পেশীর ওপর তুমি বস…মাথার হাড়ের প্রধান লক্ষণ হচেছ করোনয়েড, ম্যাষ্টয়েড আর জাইগোম্যাটিক……খানিকক্ষণের মধ্যেই ভিনসেণ্ট তার কাঠকয়লার ষ্টিকটা দেয়ালে ছুঁড়ে মারবে। না, কিছু হবে না! ঐসব নাম আমি কোনদিন শিখতে পারব না। আমার বয়স বেশী, বুদ্ধি কম। চল, একটু ষ্টক্‌ভিশ খেয়ে আসা যাক।

রু লাভালে যে ছোট অ্যাপার্টমেণ্টটায় ভানগখেরা দু'ভাই থাকতো ওরা সেখানে যায়। অঁরি ষ্টকভিশের স্বাদ পায় আর তার সংগে পায়

পেঁয়াজভাজা কিংবা ওইরকম আর কোন সুস্বাদু ডাচ রান্নার স্বাদ। ওখানে ও পরিচিত হয় কয়েকজন অপরিচিত এবং অত্যন্ত বহুলভাষী স্বাধীনচেতা আর্টিষ্টদের সংগে, নামী আর্টিষ্টদের মাঝে মাঝে যাদের ছবি তেও তার দোকান থেকে বিক্রী করবার চেষ্টা করছে। এরা এক বেদরদী পৃথিবীর কাছে নিজেদের নিস্ফলা চ্যালেঞ্জ জানায়, ছেঁড়াহাতা জামা নেড়ে তর্ক করে আর বলে ওদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত ঘৃণিত একটা ষড়যন্ত্র করা হয়েছে।

এই ছিল গেল শীতে আর্টষ্টুডেন্ট হিসেবে অঁরির জীবন। কিন্তু এ তো শুধু বাইরে থেকে দেখলে। বাইরে থেকে যা মনে হয় সাধারণতঃ যে তা ঠিক হয় না, অন্য সব জায়গার মত এক্ষেত্রেও সে কথাটা ছিল খাঁটি। অঁরি দ্বৈত জীবন যাপন করছিল। ওর একটা গোপন প্রশ্ন ছিল। কিরকমভাবে একটা মেয়ে যোগাড় করা যায়?

সেদিন সকালে 'আতলিয়ে'তে এটা খুব সোজা বলে মনে হয়েছিল কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে ব্যাপারটা মোটেই সোজা নয়। প্রথমতঃ কোথায় তাকে পাওয়া যাবে? লেলি? সেখানেই ওর বন্ধুরা তাদের বেশীর ভাগ মেয়েদের পেত। কিরকমভাবে জানি না তারা কোনো গোলচোখো সেলাই কারিণী কিংবা অ্যাডভেঞ্চার আর রোমান্সের জন্যে উৎসুক কোনো তরুণী লণ্ড্রেসকে খুঁজে বার করত। তারপর তাদের 'গরম মদ' খাওয়াত, নাচত, আর নাচতে নাচতে জানাত ওরা কত একা আর ইচ্ছে করলে কত না অপূর্ব মধুরাতি তারা একসংগে কাটাতে পারে। দু'একদিনের মধ্যেই, কখনো কখনো প্রথম রাত্তিরেই—ওরা তাদের নিজেদের ঘরে নিয়ে যেত—আর হপ্তাখানেক কি হপ্তাদুয়েক ধরে তাদের সে প্রেম অব্যাহত থাকত। কিন্তু এর জন্যে নাচতে পারা দরকার। কাজেই—এ রকম ভাবে চলবে না।

রাস্তা? হ্যাঁ, রাস্তায় কখনো কখনো আশ্চর্য্য সুযোগ পাওয়া যায়। হঠাৎ আক্রমণের নামকরা ওস্তাদ রাশু বলে, ওরা সবাই এটা চায়। যদি যথেষ্ট বার চেষ্টা কর তুমি সফল হতে বাধ্য। এটা অংকের মত [illegible] মধ্যে যে অল্প রাস্তা তারই ভেতর

ও অনেকবার অনেককে জয় করেছে। কিন্তু তা করতে হলে প্রথমে মেয়েটাকে গিয়ে ধরতে হবে। কিন্তু যখন তুমি নিজেই নিজেকে কোনরকমে টেনে নিয়ে চল, কয়েক পা অন্তর থেমে থেমে তোমার পা-কে জিরেন দিতে হয়, তখন কাউকে ধরবার প্রশ্ন অবান্তর। আর মনে কর তাকে ধরলে, কি বলবে তাকে? সে তোমাকে কি বলবে যখন নীচের দিকে তাকিয়ে দেখবে তোমাকে, তোমার রবারলাগানো ছড়িতে ভর দিয়ে হাঁপাচ্ছ? কাজেই রাস্তাও বাতিল।

তাহলে কি? পতিতালয়? রু স্ত্যাঁকার্কএর ওপর 'পেরোকে গ্রি,' যেখানে ও বন্ধুদের সংগে গিয়েছিল, সেই যেদিন প্রফেসর বোনাত তাঁর 'আতলিয়ে' ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। সরু, নোংরা, কার্পেটমোড়া সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা সালোঁ, যেখানে দেয়ালে একটা ক্লিওপেট্রার ছবি, লাল ভেলভেটের সোফা, সস্তা সেণ্ট আর নিরাবরণ দেহের গন্ধ। ফিন্‌ফিনে শেমিজের তলায় নগ্ন মেয়েগুলো। তাদের ঠাণ্ডা হাত, মুখের ওপর লাল দগ্‌দগে ঘায়ের মত তাদের রংকরা ঠোঁট! ও সব মেয়ের সংগে প্রেম করা দূরে থাক্, ওদের চুমু খাবার কথা ভাবলেই বমি পায়। ওরা পচা, দুর্গন্ধময়; ওদের দেখলে পাবলিক ইউরিনালের কথা মনে পড়ে। না…না…আর যেখানেই হোক…পতিতালয় নয়। আর যাই হোক……

তাহলে? তাহলে আর কি। জুলিকে স্বপ্ন দেখ, মেয়েদের কথা ভাব, পাশ দিয়ে কাপড়ের দোকানের কোন মডেল গেলে শিউরে ওঠ। বিছানায় এপাশ ওপাশ কর, ঘুমের মধ্যে গোঙ্গাও, ক্লান্ত অবসন্ন দেহে জেগে ওঠ। মনে হয় কারুর সংগে মারামারি করলে এ যন্ত্রণা বোধহয় একটু শান্ত হবে। অথচ বাইরে যতটা পার, শান্তভাব বজায় রেখে চল। আতলিয়েতে কোথাকার কোন্ ভেনাসের ছবি আঁক আর কর্মোঁ ভাল দেখা আর সুন্দর-দেখানোর সম্বন্ধে বক্‌বক্ করলে নিজেকে সংযত করে রাখ। ইকারাসের ছবিতে কাজ কর, লা সুভেলে বিয়ার আর লেলিতে গরম মদ খাও। এ রকমভাবে দিনের পর দিন কাটাও, নিজের গোপন চিন্তা লুকিয়ে রাখ, যেন এটা কোন ঘৃণ্য ব্যাধি আর সবকথা যাকে জানাতে পার এমন কোন লোক না থাকায়, মুখ বন্ধ করে রাখ। বোধহয় এই নতুন ধরণের যন্ত্রণা, সারা

দেহের এই আর্ত ক্ষুধা শেষ পর্য্যন্ত চলে যাবে। বোধহয় সব সমস্যার শেষ পর্য্যন্ত সমাধান হবে—যেরকম করেই হোক।

মার্চ মাসে লুকা জানায় যে জুলির প্রতি ওর 'টান' ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে, ওর আর তাকে ভাল লাগছে না। মেয়েটার সবই ভাল। গোড়ায় গোড়ায় যখন ও না বলত আর আমাকে চড় মারত, তখন বেশ মজা লাগত। ও সত্যি আমার সংগে মারামারি করত আর আমি সত্যি সেটা পছন্দ করতুম। কিন্তু এখন মারামারি শেষ হয়ে গেছে, ওর বোঝা উচিত যে বিদায় জানাবার সময় এসেছে। আরে, এটা তো বোঝা উচিত যে, লোকে উত্তর মেরুতে যাবার জন্যে কঠিন পরিশ্রম করতে পারে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে চিরকাল সেখানেই বসে কাটাতে হবে, কি বল?

বন্ধুর সহানুভূতি পেয়ে ও ওর ক্ষোভ জানায়। জুলি কিরকম অবুঝ, ওকে ছাড়তে চায় না, সব সময় তার ভালবাসা আর কামনা দিয়ে ওকে ঘিরে রাখতে চায়, আর মেয়েটা এত বেহায়া আর নির্লজ্জ হয়ে উঠেছে ভাবা যায় না। কে বলবে তিনমাস আগে ও কুমারী ছিল .....

আশ্চর্য্য! জুলির এই অধঃপতনের খবর, তার নির্লজ্জতার সংবাদ, তার প্রতি আঁরির কামনা আরো বাড়িয়ে তুলল। এতদিন সে ছিল একটা মূর্ত্তি, দূরে, তার ধরাছোঁয়ার বাইরে। এখন সে হয়ে উঠল একটা রক্ত মাংসের মানুষ, তারই মত অজ্ঞ, বুভুক্ষু আর ইন্দ্রিয়পরায়ণ।

হাজারোরকম অদ্ভুত উত্তেজনাময় কল্পনা ওর মাথায় ভিড় করতো। ও সেগুলো তাড়াবার চেষ্টা করতো কিন্তু যা দেখা যায়, শোনা যায়, ছোঁয়া যায়, তাকে ও কি করে অস্বীকার করবে? ও দেখতে পেত তার ছোট ছোট গোলাপী রংএর কানের পাতা, ঈষৎ বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র, ও অনুভব করতে পারত ওর আঙ্গুলের তলায় তার বুকের নমনীয়তা, তার কান্নায় ভেজা চোখ, তার সোণালী চুলের রেশমী স্পর্শ। সে হয়ে উঠেছিল ওর কাছে একটা ত্রি-মাত্রিক ছায়া—মাদাম লুবে, কর্মো এমন কি ওর বন্ধুদের চেয়েও ওর কাছে যেটা ছিল অনেক বেশী সত্যি। আশ্চর্য্য এই যে, শুধু একটা অশরীরি ধারণা থেকে এত যন্ত্রণা হতে পারে যেন কেউ ওর দেহে সত্যিকারের ছুঁচ ফুটিয়ে দিচ্ছে। অথচ সত্যিই তাই হত, ঠিক 'আক্রমণ'

এর মত যন্ত্রণা।

উনুনের ধোঁয়ার মত গরম কালো রাগ ওকে ঢেকে ফেলত। ওর ইচ্ছে করতো চীৎকার করতে, দেয়ালে ঘুষি মারতে, লম্বা লম্বা পা ফেলে রাগে সারা ঘরময় পায়চারী করে বেড়াতে। হ্যাঁ, তাতে উপকার হবে, খানিকটা ঘুরলে, ওর এই উত্তেজিত ভাবটা কেটে যাবে। কিন্তু ও ঘুরতে পারে না, এমন কি হাঁটতেও ওর কষ্ট হয়। কাজেই ও ওর ছোট টুলটার ওপর কুঁজো হয়ে বসে থাকে। প্যালেটটা রেখে দেয়, প্যাশনে চশমাটা খুলে ফেলে, চোখের ওপর হাত চাপা দেয়, তার ভেতরেও দেখে শুধু জুলিকে—নগ্ন, বিদ্রূপের ভংগীতে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে, ওর হাতের তালুতে ছোট একটা বাদামী চামড়ার সাপের মত গুটিয়ে শুয়ে রয়েছে।

কখনো কখনো ও ভাবে বোধহয় ও যদি ভোলবার চেষ্টা না করে নিজেকে ছেড়ে দেয়, ভাবনার পাঁকে আকণ্ঠ নিজেকে ডোবায়, হয়তো একসময় না একসময় ও ক্লান্ত হয়ে পড়বে, এই এক চিন্তা, এই আকুতি কিংবা যাই হোক, যা ওকে পাগল করে দিচ্ছে, তার হাত থেকে নিস্তার পাবে।

ও তাই করে। মনে মনে ও তাকে নিরাবরণ করে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যেমন করে তৃষ্ণায় মুমূর্ষু মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে খানিকটা কাদাগোলা জলের ওপর। ও তার ঠোঁটদুটো চেপে ধরে, মুখটা চোষে, ওর জ্বরগ্রস্তের মত উত্তপ্ত হাতে তার দেহটা ময়দা-ঠাসার মত ঠাসে, হিংস্র আক্রোশে তাকে ধর্ষণ করে যতক্ষণ না সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, বিছানার ওপর পড়ে থাকে একটা উত্তপ্ত ক্ষতবিক্ষত শবদেহ, একটা ডানাভাঙ্গা ঈগলের মত।

কখনো কখনো এতে কাজ হয়; বেশীর ভাগ সময়ই হয় না। একদিন সন্ধ্যায় ও আর সহ্য করতে পারে না। প্লাস ক্লিশির ওপর 'ব্রাসারি মঁসে'তে যায়।

যদিও ঠিকমত দেখতে গেলে, প্লাস ক্লিশি মোঁমার্ত্রেরই একটা অংশ, এর আবহাওয়া ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। আর্টিষ্টরা খুব কমই ওখানে যেত। ওটা ছিল একটা ভিড়ে গমগম্ রাস্তা, দুধারে দোকানপাট আর কাফে আর মাঝখানে বিরাট একটা দাবার ঘুঁটির মত জেনারেল মঁসের একটা ষ্ট্যাচু।

'ব্রাসারি ম'সে'তে ঢোকবামাত্রই ও বুঝতে পারে যে ও ঠিক জায়গায় এসেছে। ভিড়ে গিস্‌গিস্‌ করছে কাফেটা—খদ্দের সবই নতুন। একটাও চেনা মুখ চোখে পড়ল না। আর মেয়ে, মেয়ে—চারদিকে মেয়ে। কোন্ জন? সবুজ রংএর স্কার্ফ কাঁধে ওই সোণালী চুল মেয়েটা না ওই মোটাসোটা তামাটে-চুল মেয়েটা যে কর্সেটের চাপে দমবন্ধ হয়ে মারা যাবার যোগাড় হয়েছে? এসে যায় না, কিছুতেই এসে যায় না······

একটা বেনিদিক্‌তিনের অর্ডার দিয়ে সরু গেলাসটা নাড়াচাড়া করতে করতে ও মেয়েগুলোর কাণ্ডকারখানা দেখে। সমস্ত ব্যাপারটা যেন ছকে ফেলা। একজন লোক ঢুকে একটা টেবিলে বসে। একটা ড্রিংকএর অর্ডার দেয়। প্রায় সংগে সংগেই একটি রূপোপজীবিনী তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, কটা বেজেছে। যদি লোকটা তাকে রেগে উঠে দেয়ালে টাঙ্গানো বড় ঘড়িটার দিকে দেখিয়ে দেয়, ব্যস্, সেইখানেই ইতি। কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মেয়েটি নিজের টেবিলে ফিরে আসে। কিন্তু যদি লোকটা তার ঘড়ি টেনে বার করে, কানের কাছে ধরে একটু হেসে জানায যে তখন পৌণে দশটা, তাহলেই মেয়েটি তার পাশে বসে পড়ে ঘড়ি নিয়ে উত্তেজিত ভাবে কথা বলতে স্থরু করে, ঘড়ির ওপর কেন বিশ্বাস করা যায় না, শুধু তার টাইমপিসটা ভুল সময় দেওয়ার জন্যে একবার সে কি রকমভাবে একটা ট্রেণ, কিংবা একটা দরকারী অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট মিস্ করেছিল, তার কাহিনী বলে। এর থেকে একটা হৃদ্যতার পরিবেশ গড়ে ওঠে আর লোকটাও মেয়েটার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা করতে পারে, তার দেহ থেকে মদির সুরভি পায়, নিজের পায়ে মেয়েটির পায়ের চাপ অনুভব করে।

এই সময় দুটো জিনিষের একটা হতে পারে। লোকটি হঠাৎ বলবে যে সে তার স্ত্রী কিংবা বন্ধুর জন্যে অপেক্ষা করছে, মাদামোয়াজেল কি দয়া করে সরে পড়ে তাকে নিষ্কৃতি দেবেন। কিংবা সে তাকে একটা ড্রিংক অফার করবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বোঝা যাবে যে, প্রাথমিক বোঝাপড়া হয়ে গেছে, এবার শুধু দর কষাকষি বাকী।

মেয়েটি তার কাছে ঘনিয়ে বসবে, গায়ে তার লম্বা নখওয়ালা আঙ্গুল

বোলাবে, জানাবে সে কত রতিকুশলা। শেষ প্রলোভন হিসেবে সে জানাবে হোটেল কত কাছে, ঘরগুলো কত পরিষ্কার আর আরামদায়ক, গদীগুলো কি নরম আর সব ব্যাপারটাই কত গোপনভাবে করা হবে। তখনই দর নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি একটা কথাবার্ত্তা হয়ে যাবে। সবাই জানে যে বিশ ফ্রাঁই হচ্ছে তার রেট্—এর কমে সে কোন লোকের দিকে তাকায়ও নি। তবে তার ক্ষেত্রে—বিশেষ করে তাকে যখন এত সুন্দর দেখতে—চোখের দৃষ্টিতে যেন যাদু আছে—তার বেলায় ও পনেরো—হ্যাঁ, পনেরো ফ্রাঁতেই রাজী। এতে লোকটা অভদ্রের মত হেসে উঠবে। সে কি ভেবেছে ওকে ? অ্যামেরিকান, অ্যাঁ ? পাঁচ ফ্রাঁয় ও যে কোন মেয়ে পেতে পারে। হ্যাঁ, তা হয়তো পারে, মেয়েটি প্রতিবাদ জানায়, কিন্তু সে কি ধরণের মেয়ে, বুড়ী, কুচ্ছিৎ, কুঁচকোনো চামড়া, যারা যে কোন লোকের সংগে এই করছে। কিন্তু ও—ওর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই। যাই হোক্ ও যখন তাকে দেখে পাগল হয়েছে, তখন ও দশ ফ্রাঁতেই রাজী হবে। তবে এ কথা ও যেন কাউকে না বলে তাহলে ওর ব্যবসার ক্ষতি হবে।

এই তর্কের সময় ওর হাত তার নিজের কাজ করে যাবে; লোকটি তর্কে আর তেমন জোর পাবে না। আচ্ছা, ও আট ফ্রাঁ অবধি দিতে রাজী আছে। মেয়েটি ওর দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকাবে। সব সুন্দর দেখতে লোকেদের মত ও-ও কৃপণ, যাই হোক ওর যখন মনে ধরেছে, আট ফ্রাঁই সই, আর দু ফ্রাঁ টিপ্…তর্ক শেষ হয়ে যাবে। ওরা গ্লাস খালি করে উঠে এক সংগে কাফে থেকে বেরিয়ে যাবে। কুড়ি মিনিট পরে মেয়েটা ফিরে আসবে, নতুন করে পাউডার আর রুজ্ লাগানো—একা।

আঁরি এতবার এ ব্যাপার দেখেছে যে ও দেখে অবাক হয় যে ঘণ্টা-খানেক হল ও কাফেতে এসে বসেছে, এখনও কোন মেয়ে ওর কাছে সময় জিজ্ঞাসা করতে আসে নি। বিস্ময় আর রাগে ও যেন কেমন হয়ে যায়। কি হয়েছে মেয়েগুলোর ? দেখছে না, যে ও একা রয়েছে ? কি ভাবছে, যে ও একটা বাচ্চা ছেলে, ওর সংগে টাকা নেই ? ওর দৃষ্টি ঘুরতে ঘুরতে একটি বাদামীচুল মেয়ের ওপর গিয়ে পড়ে। কাছের একটা টেবিলে বসে সে, হাতের ওপর চিবুক রেখে, সিগারেট খেতে খেতে কি যেন চিন্তা

করছিল। তার চোখ দুটো ছিল জ্বলজ্বলে, মুখের কাছটা কঠিন, আর ফুলবসানো টুপিটার তলায় তার চুলগুলো চক্‌চক্‌ করছিল। ও তারদিকে এমন একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল যে শেষ পর্য্যন্ত সে ওর দিকে মাথা ঘোরায়। ও লাল হয়ে গিয়ে লজ্জিত ভাবে হাসে, ওর ঠোঁট নড়ে নীরব নিমন্ত্রণে। সে ওঠে না, সিগারেটের ধোঁয়ার আড়াল থেকে ওর দিকে দেখে। ও অনুভব করতে পারে,সার্চ্চলাইটের মত তার দৃষ্টি ওর মুখের ওপর দিয়ে গিয়ে ওর বেঁটে রবারলাগানো বেতের ছড়িটায় গিয়ে পড়ে, এক মুহূর্ত্ত মেঝের কয়েক ইঞ্চি ওপরে দোদুল্যমান ওর পায়ের ওপর গিয়ে স্থির হয়। তার-পরে ঠিক সেইরকম ভাবেই, আস্তে আস্তে সিগারেটে আর একটা টান দিয়ে, সে ঘাড় ফেরায়।

ওর গলা বুঁজে আসে, ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। দু'এক সেকেণ্ডের জন্যে ও অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, ছোট গ্লাসটা ওর আঙ্গুলের ভেতর কাঁপতে থাকে। সে ওকে প্রত্যাখ্যান করলো। সে চায় না যে লোকে তাকে একটা খোঁড়া, হাঁপাচ্ছে, আর পঙ্গু এরকম একটা লোকের সংগে বেড়াতে দেখুক।

দমকে দমকে ওর নিঃশ্বাস ফিরে আসে। বুকের ভেতর ওর হৃদয়টা ধক্‌ধক্‌ করতে থাকে, মাথায় চিন্তা কিলবিল করে। এই মেয়েগুলোর কেউ ওকে চায় না। সেই জন্যেই কেউ ওর কাছে আসে নি, সময় জিজ্ঞেস করে নি। বোধহয় কোন মেয়ে কোনদিন ওকে চাইবে না, বোধহয় সকলেই মুখ ফিরিয়ে নেবে⋯ ⋯

ও ছড়িটা নিয়ে টুলটা থেকে নাবে, ওর পানীয় অস্পৃষ্ট অবস্থায় পড়ে থাকে, ও তাড়াতাড়ি কাফে থেকে বেরিয়ে পড়ে।

পরের কয়েকদিন ও সত্যটাকে এড়িয়ে চলতে চায়, আত্মরক্ষার এক মানসিক তাগিদে নিজেকে ঠকিয়ে কোনরকমে মানসিক শান্তি বজায় রাখে। মেয়েটা ইচ্ছে করে ওকে প্রত্যাখ্যান করে নি⋯দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে ও চিন্তামগ্ন, কারো জন্যে অপেক্ষা করছে⋯অন্যরা? অন্যরা খুব ব্যস্ত ছিল আর যারা ছিল না, তারা ওকে দেখতে পায় নি, এই ব্যাপার। চার-

দিকে মেলা লোক ছিল, ভীষণ গণ্ডগোল হচ্ছিল……

ও ভাণ করে যে ও এটা বিশ্বাস করেছে। ব্রাসারির ঘটনাটা ও মন থেকে তাড়াবার চেষ্টা করে। এমন কি ও মেয়েদের কথাই ভুলে যাবার চেষ্টা করে, কিছুটা সফলও হয়।

দ্বিগুণ উৎসাহে ও কাজ সুরু করে। 'আতলিয়ে'তে ওর ভেনাস আর লেডার সব ছবি এক একটা পরিশ্রমের প্রতিমূর্ত্তি হয়ে ওঠে। এমনকি কর্মোঁও উৎসাহ দেন। বেশ ভাল হচ্ছে, লোত্রেক, চমৎকার হচ্ছে। তোমার শিল্পীসুলভ অনুভূতি বা সহজাত প্রতিভা না থাকতে পারে, তবে তুমি এটা প্রমাণ করছ যে কঠোর পরিশ্রম দিয়ে সবকিছু পুষিয়ে নেওয়া যায়। ষ্টুডিয়োতে ও ইকারাসের ছবিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে, আর মাদাম লুবের সংগে বক্‌বক্ করে, কেননা চুপচাপ থাকলেই ওর মন বিপদ্‌জনক রাস্তায় ছোটে। লা নুভেলে ওব বন্ধুরা ওর বাচালতা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যায়। অনেক পাত্র বিয়ার খাইয়ে আর আর্ট সম্বন্ধে অনেক তর্ক জুড়ে ও তাদের মনের বিষণ্ণতা দূর করে। আলোচনা মেয়েদের দিকে মোড় নিলে ও না শোনবার চেষ্টা করে। রাত্তিরগুলো কাটানোই সবচেয়ে শক্ত হয়ে ওঠে। ঘুমের সময় অরক্ষিত অবস্থায়, স্বপ্নরা এসে ওকে যন্ত্রণা দেয়। ও বিছানায় শুয়ে বই পড়া অভ্যাস করে, যতক্ষণ না ও ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, খোলা বইটা পড়ে থাকে চাদরে, খাটের ওপর বাতিটা জ্বলতেই থাকে।

এরকমভাবে বসন্ত কালটা কাটে। একদিন সকালে চড়ুই পাখীদের চেঁচামেচিতে ওর ঘুম ভেঙ্গে যায়। ও খাট থেকে নেবে, ছড়িটা নিয়ে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে জানলার ধারে আসে। সেখানেই ও দাঁড়িয়ে থাকে, লম্বা উলের রাত্রিবাসে ওকে অদ্ভুত এক দাড়িওয়ালা দেবদূতের মত দেখায়। হাসতে হাসতে ও দেখে পাখীগুলো খেলা করছে, দৌড়োচ্ছে, স্লিপ্ খাচ্ছে; সমস্ত উঠোনটা তাদের কিচিরমিচির চীৎকারে ভরে উঠেছে। কি চমৎকার দিন! পিকনিকে যাবার পক্ষে চমৎকার দিন।

ও কথাগুলো ফিস্‌ফিস্ করে বলে, আর নিজেকে সংযত করবার আগেই একটা নিবিড় নিষ্ঠুর মরীচিকা ওর মনে জেগে ওঠে। একটা

নদীর তীর—সীন্ কিংবা মার্ণ কিংবা কোন নাম-না-জানা অলস নদী···ওর পাশে শুয়ে আছে জুলি, ঘুমোবার ভাণ করছে···বিকেলবেলাকার রোদের আলো গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে তার মুখে ছোট ছোট আলোর বিন্দু রচনা করেছে, ও সেগুলো চুমু খাবার চেষ্টা করছে, ঠোকরাতে ঠোক্‌রাতে গভীর চুম্বন, আদর · তার সোনালী চুল খুলে যায়, মাটির ওপর যেন খানিকটা রোদ জমে রয়েছে ..তার বাহু দুটো ছড়ানো, আনন্দের ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে হাতদুটো ওপর দিকে করা···গাছের তলায় আনন্দের চরম অনুভূতি....পরে, অনেক পরে, জুলি উঠে বসে, তাড়াতাড়ি তার স্কার্ট ঠিক করে, ব্লাউজে বোতাম দেয়, চুল থেকে ঘাসের ডগা তুলে ফেলে দেয়, যেন ওদের এই অসদাচরণের জন্যে সে লজ্জিত। ও হাসে, বসন্ত ঋতুকে দোষ দেয়, বলে এই জন্যেই পিক্‌নিকের সৃষ্টি হয়েছিল, স্রেফ্ খাবারের সংগে পিঁপড়ে খাওয়ার জন্যে নয়।

চেষ্টা করে ও এই নিষ্ঠুর কল্পনা থেকে নিজেকে সরিয়ে আনে, জানলার থেকে সরে এসে খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাতধোবার বেসিনের কাছে যায়।

উঠে পড়, গ্রোনিয়ে! ওঠবার সময় হয়েছে!

সেদিন ও 'পাহাড়ের ওপর অ্যাণ্ড্রোমিডা'র ছবি আঁকছিল, সে সপ্তাহে সেইটেই ছিল আঁকবার সাবজেক্ট। কর্মো ওদের সেই প্রাচীন রূপকথা শুনিয়েছিলেন, সেই যে এক ভয়াল সমুদ্রসর্পের হাত থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্যে রাজা আর রাণী তাদের মেয়েকে তার লালসার হাতে বলি দিয়েছিল। কল্পনা কর, যদি পার, এই সুন্দরী কিশোরীর ভয়। ঝড়ের রাতে, একা, নগ্ন দেহে, পাহাড়ের সংগে শৃংখলিত হয়ে অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, দেখছে সেই সমুদ্র-দানব তার দিকে সাঁতার কেটে এগিয়ে আসছে। এই হচ্ছে, বন্ধুরা, সেই ভংগী, একটা নাটকীয় সৌন্দর্য্যের ক্ষণস্থায়ী মুহূর্ত, যেটা তোমাদের ক্যানভাসের বুকে ধরে রাখবার চেষ্টা করতে হবে। এটা করতে হলে তোমাদের তার ভুরু দুটো ওপরে তুলতে হবে, চোখ দুটো ওপরে তুলতে হবে, ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক করে দিতে হবে, যেন তার ভেতর দিয়ে একটা অস্ফুট চীৎকার

বেরিয়ে আসছে। অথচ, ভুলোনা যে, এই ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যেও অ্যাণ্ড্রোমিডার রূপ মনোহারিণী হওয়া চাই....

একটা নিঃশ্বাস ফেলে ও মডেল প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো মোটা মারিয়ার দিকে তাকায়। ভগবান্, কি করে ওকে মনোহারিণী করে তোলা যায়? ওর ওই ক্লান্ত বোকাটে মুখটা, বগলে কালো চুল আর মাংসল উরুদেশ? ওঃ, আর কয়েকটা সপ্তাহ, তারপরেই আর অ্যাণ্ড্রোমিডা আঁকতে হবে না, আর এই তুলির আঁচড় মেলানোর অমানুষিক পরিশ্রম করতে হবে না।

সেদিন বিকেলে ও ইকারাসের ছবিটা শেষ করে। সজল চোখে মাদাম লুবে দেখেন ও সেই বিরাট ক্যানভাসটার ডানদিকের কোণায় ওর নাম সই করছে।

ওকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, মঁসিও তুলুস। একেবারে যেন ফটোগ্রাফ।

ও বাড়ীতে থাকায় কমাস বেশ কেটেছিল। কিরকম ভদ্র আর বন্ধুত্বপূর্ণ ওর ব্যবহার। এখন সব শেষ হয়ে গেল। পরের শীতে ও আর এখানে থাকবে না। কোন অভিজ্ঞাত পল্লীতে ষ্টুডিয়ো ভাড়া করবে, সমাজের যত জঞ্জালে ভর্ত্তি এই বিরক্তিকর মোঁমার্ত্রেতে আর থাকবে না। ওকে ছাড়া এই বিরাট বাড়ীতে একলা লাগবে। একতলায় তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে যাওযাব সময় ওর পায়ের শব্দ আর শুনতে পাওয়া যাবে না! ছবি আঁকবার সময় ওর দিকে লক্ষ্য রাখা, ওর সংগে গল্প করা যাবে না....

দেখাচ্ছে যেন ও ক্যানভাস থেকে উড়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, চোখের জল চাপতে চাপতে, উনি বিশদ্‌ভাবে বলেন।

ও ওর প্যালেট রেখে, হাসতে হাসতে তাঁর দিকে ফেরে। আপনার যে ছবিটা পছন্দ হয়েছে, তাতে আমার খুব আনন্দ হয়েছে মাদাম লুবে। আমি কি করব, আপনাকে বলছি। সালোঁ শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমি ছবিটা আপনাকে পাঠিয়ে দোবো, আপনি আপনার ঘরে ওটা টাঙ্গিয়ে রেখে দেবেন। হ্যাঁ, নিশ্চয়, আমি অনুরোধ করছি।

ও দেখে যে তিনি প্রায় কেঁদে ফেলেছেন। ও তাঁর হাতটা ওর হাতে নেয়। এটা হচ্ছে আপনি যা করেছেন আর আমরা যে সময়টা আনন্দে

একসংগে কাটিয়েছি তার একটা ছোট্ট স্মৃতিচিহ্ন। আমরা এ শীতকালটা বেশ আনন্দে কাটিয়েছিলুম, তাই না, মাদাম লুবে?

ও ভাবে তাঁকে পরের শীতে ওর সংগে গিয়ে ওর হাউস-কীপার হওয়ার কথা বলে। কিন্তু এতটা তাড়াতাড়ি বলা ঠিক হবে না। আগে সালোঁয় ওর ছবি নিক্....

এবার আমায় ত্যাগির দোকানে যেতে হবে। ও তাড়াতাড়ি বলে ওঠে। আর একটা ফ্রেমের অর্ডার দিতে হবে। আপনি কি বলেন, ওভার কোটটা পরে যাব? বাইরে তো বেশ গরম।

সংগে সংগে তিনি আবার নিজেকে ফিরে পান। নিশ্চয় ওভারকোট পরে যাবেন, মঁসিও তুলুস। জানেনই তো, পারীর আবহাওয়াকে বিশ্বাস নেই। এই দেখছেন গরম, পরের মুহূর্তেই ঠাণ্ডায় মারা যেতে হচ্ছে....

তাঁর সাবধান-বাণী কাণে করে ও বাড়ী ছেড়ে রু কোল্যাকুর দিয়ে হাঁটতে সুরু করে। রোদ বেশ গরম, আকাশ ফিকে নীল, মেঘ নেই। ওর পায়ে যন্ত্রণা হচ্ছে না—আর ইকারাসের ছবিটা শেষ হয়ে গেছে—ভগবানকে ধন্যবাদ! ওর নিজেকে হাল্‌কা মনে হয়, আনন্দ আর ভালবাসা যেন ওর সারা মন থেকে উপ্‌চে পড়ে। এই পুরোণো মোঁমার্ত্র! এই নোংরা পুরোণো রু কোল্যাকুর! সবই ওর ভাল লাগে। এসব ছেড়ে যেতে ওর কষ্ট হবে,—এই পড়-পড় কা লঝুলি মাখা বাড়ীগুলো, রাস্তার ক্ষয়ে-যাওয়া পাথর, এই মিশুকে লোকদের। এমন কি এর গন্ধের অভাবও ও অনুভব করবে···এটা একটা ক্ষীণ, জটিল গন্ধ অনেকগুলো গন্ধ মেশানো, কোনটাই ভাল নয়, চর্বি, পচা আনাজ আর দারিদ্র্যের গন্ধ—সত্যিকারের, রোমান্স-বর্জিত, শত শত বৎসরের পুরাতন দারিদ্র্য।

মাঝে মাঝে ও থেমে পা দুটোকে জিরেন দিচ্ছিল, তারপর আবার চলা সুরু করছিল। রাস্তার পাশে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে প্রতিবেশিনী যে সব লণ্ড্রেস ওকে সুপ্রভাত জানাচ্ছিল, ও তাদের দিকে হাত নাড়ছিল আর মাঝে মাঝে টুপি তুলছিল। ও তাদের কাউকে চেনে না, কিন্তু ওর ভদ্রতায় তারা সবাই সন্তুষ্ট। সত্যিকারের ভদ্রলোক, বামন হলে কি হবে, টবের কাজে ফিরতে ফিরতে তারা নিঃশ্বাস ফেলে বলে।

বাড়ীতে কাপড় কাচা হচ্ছে মোঁমার্ত্রের একমাত্র শ্রমসাধ্য কাজ। ওটাও সহ্য করা হত এইজন্যে যে এতে সেই সব মেয়েরা জীবিকা উপার্জন করতে পারতো, যারা আরো সহজে, আরো সুখে জীবিকা উপার্জন করার পক্ষে খুব বেশী কুৎসিত, বুড়ী কিংবা কম-বয়সী। মোঁমার্ত্রের সব মেয়েকেই জন্মাতে হয় এই কাজের মধ্যে। কেউ কেউ তার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এ কাজ ছাড়তে পারে না। বেশীর ভাগই এই কাজ করতে করতে মারা যায়। সাত বছরের বিনুনি-দোলানো মেয়ে কাছাকাছি পাড়ায় কাচা-কাপড় দিয়ে আসে। এ জীবনের সুরু হয়। চোদ্দ বছর বয়সে টবের কাজে প্রমোশন হবে। দিনে দশ ঘণ্টা—দু-ফ্রাঁ মজুরী। কাপড় ধুতে হবে, নিংড়োতে হবে, কাঠের পাটা দিয়ে মারতে হবে, হাতে মাড় লেগে জ্বালা করবে তা সহ্য করতে হবে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধোঁয়া-উঠতে-থাকা গামলার ওপর ঝুঁকে থাকতে হবে, পা দুটো সাবানগোলা কাদার মধ্যে ডুবোনো। তারপর একদিন সে সব ছেড়ে দিয়ে পালাবে, প্রতিজ্ঞা করবে যে আর কখনো ফিরে আসবে না। এর চেয়ে বেশ্যাবৃত্তি ভাল, টবের কাজের চেয়ে অনেক সোজা। কিন্তু চিরদিন এমন যাবে না। এমন দিন আসবে যখন সব চেয়ে সস্তা বেশ্যালয়েতেও জায়গা হবে না। তখন? কি করে পেট চালাবে? কাপড়-কাচার কাজের পক্ষে কোন চিলেকোঠাই খুব ছোট নয়, কোন মাটির তলার ঘরই খুব নোংরা নয়, কাজেই আবার সেই শ্বাসরোধকারী বাষ্পের মধ্যে ফিরে আসবে, সেই মাড়, সেই পিঠ-টন্‌টনানি, চৌকো কাঠের পাটা, যতদিন না তুমি মারা যাও *।

বুলভার ক্লিশির কোণায় ও একটা চলন্ত ফিটন থামায়। রু ক্লোজে, কোচোয়ানকে বলে।

তার নীল রংএর দোকানের সামনে বসে পেয়ার তাঁগি পাইপ ফুঁকছিল আর রোদ পোয়াচ্ছিল। গাড়ী থামতেই অঁরিকে দেখে সে লাফিয়ে উঠে ওর মূল্যবান স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে।

---

* লোত্রেকের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে একটা লণ্ড্রেসের পোর্ট্রেট—ব্যাকুলভাবে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। ছবিটা দারু সংগ্রহে আছে।

একটা ফ্রেম, আপনার সালোঁতে পাঠাবার ছবির জন্যে একটা ফ্রেম, বেশ কয়েক মিনিট পরে অঁরি যখন ওর আসার কারণ বিশদ্‌ভাবে ব্যাখ্যা করে বলে, তখন ভুরু কুঁচকে সে বলে। বেশ পাবেন ফ্রেম, কিন্তু আমার কথাটাও শুনে রাখুন। এটা হচ্ছে আমার নীতির প্রশ্ন আর নীতির কথা উঠলেই আমি পাথরের মত—এক সেন্টিমিটারও নড়ি না। একজন অ্যানার্কিষ্ট হিসেবে আমি সালোঁ এবং এই ধরণের ক্যাপিটালিষ্টিক বা বুর্জোয়া আর্টের কোনরকম প্রকাশ পছন্দ করিনা। আমার মতে আকাদেমির সব সদস্যকে গুলি করে মারা উচিত। এই বলে ও কাউন্টারের তলায় ডুব মেরে চারটে ধূলি-ধূসর ফ্রেম মোলডিংএর নমুনা বার করে নিয়ে আসে। নিন! পছন্দ করুন!

অঁরি একটা পছন্দ করে আর তাঁগি তার ফ্রেমটার মাপটা এক টুকরো কাগজে লেখে। তারপরেই নাটকীয়ভাবে মুখে একটা আঙ্গুল চাপা দিয়ে, পা টিপে টিপে এক কোণায় একটা পোর্টফোলিও থেকে একটা জাপানী প্রিণ্ট বার করে।

অপূর্ব! সে ফিস্ ফিস্ করে বলে। প্রিণ্টটা ধরে থাকে যেন একটা পবিত্র জিনিষ। একটা উতামারো, মঁসিও। একটা উতামারো তৃপ্তিক্।

সমুদ্রতীরে তিনজন গেইশা। একজন চুল আঁচড়াচ্ছে, একজন বালির ওপর ঝুঁকে পড়ে ঝিনুক খুঁজছে, আর তৃতীয় জন চক্‌চকে ঢেউগুলোর দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। অপূর্ব সুন্দর ছবিটা, রেখাগুলো যেন প্রাণ পেয়ে গান গেয়ে উঠেছে।

সুন্দর, অঁরি একটা চেয়ারে বসে প্রিণ্টটা হাতে নিয়ে বলে। এর জন্যে কত নেবে, খানিকক্ষণ পরে ও জিজ্ঞাসা করে, মনে হয় তাঁগির আঘাত লাগে। এটা বিক্রীর নয়। আমি কেবল আপনাকে দেখাতে চেয়েছিলুম। এ মেয়েগুলো আমার মেয়ের মত হয়ে উঠেছে।

কিন্তু ওরা তো আর সত্যি সত্যি তোমার মেয়ে নয়, তাঁগি। একশো বছর হল ওরা মারা গেছে। এস, বল, কত চাও?

আমি তো বললুম, মেয়েগুলোকে আমি বাবার মত [illegible]

আপনি নিশ্চয় চান না যে আমি নিজের মেয়েদের বিক্রী করি, চান কি মঁসিও তুলুস্?

কিন্তু তাঁগি, ওরা তো তোমার মেয়ে নয়। তোমার কোন মেয়ে নেই।

আমি এ করতে পারব না। তাঁগি হতাশভাবে হাত নাড়ে। আর যা কিছু আমাকে বলুন, কিন্তু…বারো ফ্রাঁ। ফ্রেমে বাঁধানো যদি চান তবে চোদ্দ ফ্রাঁ। ওদের পেছন থেকে একটা ক্লান্ত গলার আওয়াজ শোনা যায়। তাঁগি তাড়াতাড়ি পেছন ফেরে। পেছনের ঘর থেকে ওর বৌ বেরিয়ে আসে। তার হাতে একগাদা রংএর টিউব। শেরী, কি করে বল্লে তুমি এ কথা? একটা উতামারো, একটা উতামারো তৃপ্তিক্!

ওকে অগ্রাহ্য করে, সে কাউণ্টারে গিয়ে রংএর টিউবগুলো একটা পুরোণো খবরের কাগজে মুড়তে সুরু করে। ওর কথা শুনবেন না, মঁসিও তুলুস্। ও কখনো কিছু বিক্রী করতে চায় না। এইতো গেল হপ্তায় একজন এসে সেজানের একটা ছবি চেয়েছিল—এই প্রথম কেউ সেজানের ছবি চাইল—আর তাঁগি তার কাছ থেকে কিনা দশ হাজার ফ্রাঁ দাম চাইল। ভগবানকে ধন্যবাদ যে আমি ছিলাম, পঁচিশ ফ্রাঁতে ছবিটা বিক্রী করলাম। ভেবে দেখুন, স্রেফ্ তিনটে ছোট আপেল।

মেয়েরা আর্ট বোঝে না। রাগে গর্‌গর্‌ করতে করতে তাঁগি বলে। তারা শুধু ভাবে, টাকা, টাকা আর টাকা! খানিকক্ষণ ধরে স্বামী-স্ত্রীর তুমুল ঝগড়া চলে; বোঝা যায় যে ওদের প্রেম খুব গভীর। শেষ পর্য্যন্ত ওরা চুমু খেয়ে একটা মিটমাট করে ফেলে।

এবার তুমি গিয়ে এই রংগুলো মঁসিও দেগাকে দিয়ে এস। সে তার হাতে প্যাকেটটা দেয়। দেখ, সারাদিন রান্নাঘরে জো'য়ের সংগে আড্ডা মেরো না।

তাঁগি তার গোল বেতের টুপিটা হাতে নিয়ে অঁরিকে ওর গাড়ী অবধি পৌঁছে দেয়। আপনাকে বলতে বাধা নেই, বৌয়ের কাণের আড়াল হয়েই ও বলে; মেয়েরা হচ্ছে নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব। ওরা সূক্ষ্ম জিনিষ বোঝে না।

অঁরি বিদায় জানিয়ে কোচোয়ানের দিকে ফেরে। লা মুভেল আথেনে—আস্তে চালাও।

ও সিটে হেলান দিয়ে বসে ওপর দিকে তাকায়। বাড়ীগুলোর মধ্যে ফালতি আকাশটা গোলাপী হয়ে উঠেছে। সূর্য্যাস্তের সময়; শহরে কেউ খেয়ালও করে না, গ্রামে এ সময়টা অপূর্ব সুন্দর। ওর মন ফিরে যায় আল্‌বি দুর্গের সেই সব অনেক দিনের ফেলে-আসা সূর্য্যাস্তগুলোতে। হঠাৎ এক চমকের মধ্যে ও দেখতে পায় সবুজ জলের ওপর সরু সরু সিকামোর গাছের ছায়া, বাগানে টেবিলের নীচে তুন ঘুমোচ্ছে, মা সেলাই করছেন, ও তাঁর পায়ের কাছে বসে রয়েছে, স্কেচবই হাতে। লক্ষীটি মা, নোড়ো না, আমি তোমার ছবি আঁকব। সে সব দিন কত দূরে মনে হয়!

লা মুভেলে ওর বন্ধুরা তাদের সালোঁতে পাঠাবার ছবির বিষয় আলোচনা করছিল।

আমি একটা 'আর্লি খ্রীশ্চান' পাঠাচ্ছি, রাশু বলে। ধর্মবিষয়ক ছবির মার নেই।

বিয়ার খেতে খেতে ওরা মেয়েমানুষ এবং আরও অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, কিন্তু ওদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অস্বস্তি সব কিছুর মধ্যেই জেগে থাকে।

জীবনটা আবার নতুন করে সুরু করতে পারলে, আমি ওষুধের দোকানী হতুম, গোজী বলে। কারুর অসুখ করলেই, টাকা।

দাঁতের ডাক্তার হওয়া উচিত ছিল তোমার! গম্ভীরভাবে অ্যাকতাঁ বলে। প্রত্যেকটা মুখ যেন একটা সোণার খনি।

আবছাভাবে ওরা একজন দোষী খোঁজে আর যুবসুলভ অন্যায় পক্ষপাতিত্বে ওদের সব রাগ পড়ে কর্মোঁর ওপর—যে ওদের এরকম একটা বাজে রাস্তায় এনেছে।

শালা বল্লেই পারতো যে আর্টিষ্ট হলে খাওয়া জুটবে না, টেবিলের ওপর পাইপ ঠুকতে ঠুকতে গ্রোনিয়ে বলে।

আগোস্তিনাতে ডিনার খেয়ে ওরা লেলিতে যায়। অঁরির কাছে সন্ধেটা কাটে অন্যান্য অজস্র সন্ধের মত। ও গরম মদ খায়, নাচঘরের

মেঝের ওপর ওর বন্ধুদের লাফাতে দেখে, তাদের সংগে চোখাচোখি হলেই হাত নাড়ে, আর ছোট ছোট স্কেচ্ করে।

দশটা বেজে গেছে, তখন একটা রঙচঙে জামা পরা লোফারের হাত ধরে একটা মেয়ে নাচতে আসে। হলের আবছা অন্ধকারে ও তার মুখ পরিষ্কার দেখতে পায় না, কিন্তু বুঝতে পারে মেয়েটার বয়স কম। কম বয়স আর ওই বোকা, লোফার ছোকরাটার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে…

হঠাৎ, অকারণে, ওর মনগড়া শান্তির প্রাসাদ চুরমার হয়ে যায়। হঠাৎ, ওর মনে আগুন জ্বলে ওঠে, ওর সমস্ত সত্তা ওর ভাগ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ওঠে। ও কী করেছে যে ও ওর বন্ধুদের মত নাচতে পারবে না? কেন ও একটা মেয়েকে জড়িয়ে ধরতে পারবে না, কেন ভালবাসতে পারবে না, ও, যে এমন ভালবাসার কাঙাল? কী পাপ সে করেছে, এ কীসের শাস্তি? কেন? কেন? ওর তালু ঘামে ভিজে ওঠে, রাগে ওর দাঁতে দাঁত লেগে যায়, কামনায় আর রাগে ওর শরীর পাকিয়ে ওঠে। ওর একটা মেয়ে দরকার—যে কোন মেয়ে। এখুনি, এখুনি…

নাচ শেষ হওয়ার জন্যে অপেক্ষা না করেই ও বেরিয়ে এসে একটা ফিটনে ওঠে।

ব্রাসেরি মঁসে।

ব্রাসেরি মঁসে কেন? তা ও বলতে পারেনা। ওই নামটাই ওর প্রথম মনে আসে।

প্রথম রাত্তিরের মত আজও কাফেতে উজ্জ্বল আলো, কয়েকজন ওয়েটার দৌড়োদৌড়ি করছে, কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে, তাদের হাতের ওপর ন্যাপকিন ভাঁজ করা। গণিকারা শিকারের কাছে গিয়ে সময় জিজ্ঞাসা করছে।

ও একটা আবসাঁতএর অর্ডার দেয়, গ্লাসে এক ডেলা চিনি ফেলে একটু জল মিশিয়ে গিলে ফেলে। লিকরটা ভালভাবে মেশেনি, জিবে একটা ভারী আর তেলতেলে স্বাদ লাগে। হ্যাঁ, ওইসব মেয়েদের একটাকে তার দরকার। এবার ও সাহসী হবে, ওর মনোভাব পরিষ্কার জানাবে।

আর একটা আবসাঁত, পাশ দিয়ে ওয়েটার যেতে, ও বলে।

এবার মেঝেটা ওর তলায় দুলতে সুরু করেছে। টেবিলের ওপরের মার্বেলটা যেন গলে যাচ্ছে। ঘরেতে লোকেদের মুখগুলো থরথর করে কাঁপছে, বাতিদানের মধ্যে গ্যাসের শিখাগুলো দেখাচ্ছে রোঁয়া রোঁয়া হলদে উলের তালের মত। ওর খুব হালকা লাগে। পঙ্গু—কে পঙ্গু? আরে ও এ টেবিলটার ওপর দিয়ে লাফিয়ে যেতে পারে। আর গায়ে জোর! কেউ একটা শক্ত কথা বলুক, ঠাট্টা করে হাসুক, ও তাকে দেখে নেবে! স্রেফ্ একটি ধাক্কা, ব্যস্…

একটি হৃষ্টপুষ্ট তরুণী গণিকা পাশের টেবিলটায় এসে বসে। তার ঠোঁটটা গাঢ় লাল আর মুখটা বখে-যাওয়া ডল-পুতুলের মত। পায়ের ওপর পা তুলে বসে সে একটা সিগারেট ধরায় আর তার বড় কালো চামড়ার ব্যাগটা থেকে একটা চিঠি বার করে। ও দেখে, সে আস্তে আস্তে উচ্চারণ করে করে পড়ছে, তার মুখটা ধোঁয়ার আড়ালে আধ-ঢাকা। হ্যাঁ, এই…

ও তার দিকে ঝুঁকে পড়ে। মাদামোয়াজেল, ও ফিস্‌ফিস্ করে বলে। আপনি কি আমার সংগে একটু ড্রিংক করবেন?

সে তার চোখ তোলে। দেখতে পাচ্ছ না, ব্যস্ত রয়েছি? তোমার মত মুখ আর নুলো পা হলে, আমি বাড়ীতে সেঁদিয়ে থাকতুম। সে আবার চিঠি পড়তে সুরু করে।

তার কথাগুলো ইলেকট্রিক শকের মত ওর ভেতর দিয়ে বয়ে যায়। এক মুহূর্ত্তের জন্যে মনে হয় ও বুঝি মরে যাবে। ও চোখ বন্ধ করে ফেলে। তাহলে এটা সত্যি…একটা বেশ্যাও ওকে চায় না। কোন মেয়ে কোনদিন ওকে চাইবে না। ও চিরকাল একা থাকবে। এতদিন পঙ্গু হওয়া মানে ছিল শুধু পায়ের যন্ত্রণা, হাঁটবার সময় হাঁপানো আর রবার-লাগানো ছড়ি। এখন তার আরও মানে হচ্ছে যে ওকে কেউ কোনদিন ভালবাসবে না, ও কোনদিন কোন মেয়ের সংঙ্গে পিকনিকে যাবে না, কেউ কোনদিন ওকে ভালবেসে চুমু খাবে না…আচ্ছা, আচ্ছা ও-ও দেখাবে ও মেয়ে পেতে পারে কি না! পারীর সবাই যে জিনিষ দশ, পাঁচ, তিন, ফ্র্যাঁয় কিনতে পারে, ও-ও তা কিনবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও বেশ্যালয়ে যাবে, বেশ্যালয়ে যাবে…

ও চোখ খোলে। মেয়েটা আর একটা টেবিলে উঠে গেছে। ও ছড়িটা নিয়ে বেরিয়ে আসে।

পেরোকে গ্রি, রু স্ত্যাকার্ক। ও কোচোয়ানকে বলে। তাড়াতাড়ি চালাও!

সে রাতে যখন ও ঘরে ফিরে এসে জানলার ধারে ওর ছোট চেয়ারটায় অন্ধকারে চুপ করে বসে থাকে, তখন ও ক্লান্ত, এত ক্লান্ত যে আলো জ্বালতে কিংবা কাপড় ছাড়তেও আর পারছে না। না, ও বেশ্যালয়ে যায় নি। দরজা অবধি....প্রায় ঘন্টিটা বাজিয়েছিল···তার পরেই ওর আর সাহস ছিল না। হলদে ডোরাকাটা খড়খড়ির পেছন থেকে যান্ত্রিক পিয়ানোর ঝনঝনে আওয়াজ আর হাসির শব্দ আসছিল। ও মনে মনে কল্পনা করে, ভীড়ে ভর্ত্তি ঘরটা, ধোঁয়ায় অন্ধকার। লোকগুলোর মুখ মদে আর লালসায় লাল। মেয়েগুলো অশ্লীল ভংগীতে মেঝের ওপর পড়ে আছে, একটা অদ্ভুত বিগ্রহের মত বাড়ীউলি মাদাম তাঁর কাউণ্টারের পেছনে বসা। ও খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঢুকলে তারা কি বলবে? হাসবে, ওর পা নিয়ে ইতর ঠাট্টা-তামাসা করবে, ওর ভালবাসা করবার চেষ্টা নিয়ে ক্ষেপাবে? না, ও কখনো ওসব জায়গায় যেতে পারবে না। ও পারবে না, কিছুতেই পারবে না · তার চেয়ে যদি ওকে ঘুমের মধ্যে চীৎকার করে উঠতে হয়, পিকনিক আর নগ্ন স্ত্রীলোকদের স্বপ্ন দেখতে হয়, ও চীৎকারই করবে, আর দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করবে।

অর্থহীন দৃষ্টিতে ও বাইরে তাকায়। এক মুহূর্ত্তের জন্যে দেখে তাঁর আলোকিত জানলার পাশে দেগার ছায়ামূর্ত্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে। উঠোনের ওপারে অনেক জানলার চৌকো হলদে আলোর ওপর ও চোখ বুলোয়। বোধহয় ওইসব জানলার পেছনে কোন প্রণয়ীযুগল একে অন্যকে ভালবাসছে। বাসুক্....এই মুহূর্ত্তে, সারা পারীতে, শ'য়ে শ'য়ে, হাজারে হাজারে প্রণয়ী একে অন্যকে আদর করছে—একে অন্যের ঠোঁট খুঁজছে। খুঁজুক্....ও পঙ্গু—বামনাকৃতি অদ্ভুতদর্শন এক পঙ্গু। ওকে কখনো কেউ ভালবাসবে না।

তুমি পঙ্গু, আঁরি। কুৎসিৎদর্শন এক পঙ্গু। কখনো এ কথা ভুলো না....

গভীর বিষাদের সুরের মত ওর হৃদয় মথিত করে হতাশার ঢেউ ওঠে। ও বুঝতে পারে ওর চোখ দিয়ে জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে। কান্নার ভেতর ওর গলা দিয়ে স্বর বেরোয়—

মা, কেন তুমি আমায় মরতে দাও নি?

আট

দুপুরের রোদে মালরোমের দুর্গটা পড়ে পড়ে ঝিমোয়। আগষ্ট মাস। চারদিক নিঃঝুম, যেন প্রাণহীন কোন রূপকথার রাজ্য। যেন এই বিরাট দেয়াল-ঘেরা বাগান, এই ডালিয়া ফুলের গাছগুলো, এই ছোট্ট নিস্তরংগ দীঘি আর লম্বা কালো লোহার ফটকগুলোর ওপর দিয়ে যেতে যেতে সময় থমকে দাঁড়িয়েছে।

বাড়ীর পেছনের উঠোনের ছায়াতে বসে বসে তুলুস-লোত্রেকের কাউণ্টেস আদেল্ অঁরিকে লক্ষ্য করছিলেন। ও সাদা লিনেনের পোষাক আর ঢোলা পাতলুন পরে বেতের একটা ইজি চেয়ারে শুয়ে রোজকার মত খাওয়ার পর একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছিল।

শেষ পর্য্যন্ত ও বাড়ী ফিরেছে! বেচারা রিরি, সালেঁাতে ছবি পাঠাতে না পেরে ওর মন ভেঙ্গে গেছিল কিন্তু সে দুঃখ ক্রমশঃ কমে আসছে। এখন আর ও অস্থিরতা প্রকাশ করে না। ওকে দেখে সন্তুষ্ট, এমন কি সুখী মনে হয়। সকালে বাগানে বেড়ায়, মাঝে মাঝে রেক্‌টরীতে গিয়ে আবে সুলাকের সংগে দাবা খেলে, পড়ে আর খুব ঘুমোয়। সন্ধের দিকে তাঁরা দুজনে অনেক দূর অবধি গাড়ী করে বেড়াতে যান। জীবনের একঘেয়েমি কি বন্ধুবান্ধবদের অভাবের জন্যে ও কখনো অভিযোগ করে না। কখনো ওর মুখে মেঁামার্ত্রের নাম শোনা যায় না। ও আঘাত পেয়েছে, দারুণ আঘাত পেয়েছে। ও নিজের সম্বন্ধে সত্যি কথাটা জেনেছে। বোধহয় ও ওর ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে। মেনে নেয়াতেই শান্তি। পরের বছর ও হয়তো আবার পড়াশুনো করতে সুরু করবে। বই-ই ওকে রক্ষা করবে। বোধহয় ও আর আঘাত পাবে না....

তিনি দেখেন ও ইজিচেয়ারের ওপর নড়ছে। তাড়াতাড়ি তিনি চোখ নাবিয়ে ফেলেন।

ভাল ঘুম হয়েছে? তিনি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেন।

একটা মাছি আমাকে জাগিয়ে দিল। এত জায়গা থাকতে নাকের ডগা ছাড়া যেন ওরা বসবার জায়গা পায় না। যাহোক্, যথেষ্ট ঘুমিয়েছি। ক'টা বাজে?

ঠিক দুটো বেজে পনেরো মিনিট। খবরের কাগজ পড়তে পড়তে আমাদিন পিসি উত্তর দেন।

আঁরি, খানিকক্ষণ পরে কাউণ্টেস বলেন। শীতটা ইটালীতে কাটালে কেমন হয়?

খুব ভাল হয়। মা ওর একঘেয়েমি কাটাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমরা বড়দিন অবধি এখানে থাকব ঠিক করেছিলুম না?

হঠাৎ ওর মনে পড়ে যায় আগের বছর বড়দিনের কথা—মার বসবার ঘরে, ও শরৎকালটা মালরোমেতে কাটাতে চেয়েছিল, মা মাদাম লুবেকে ওর হাউস-কীপার হবার কথা বলতে বলেছিলেন। সত্যি এমন সময় কি ছিল যখন ও বিশ্বাস করত ও একজন ফ্যাশনেবল পোর্ট্রেট-আঁকিয়ে হবে, অভিজাত পল্লীতে থাকবে ওর ষ্টুডিয়ো? মাত্র চারমাস আগের কথা, এর মধ্যেই মনে হয় মরিসের সংগে ও ক্যানাডিয়ান শিকারী হবার যে প্ল্যান করেছিল তারই মত সুদূর আর অবাস্তব সেসব ইচ্ছে।

শেষ পর্যান্ত অক্টোবরের মাঝামাঝি যাওয়া ঠিক হয়। ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে ও আকাশে মেঘের খেলা দেখে। মেঘ নিয়ে খুব বড় বড় নীতিকথা রচনা করা যায়। বন্ধু মেঘ আছে যারা হাসি-হাসি মুখ করে তাকায়, আবার কোন মেঘ গম্ভীর মুখে ভুরু কুঁচকোয়। ব্যাচেলর মেঘ, পরিবারের কর্ত্তা মেঘ—ছোট ছোট মেঘ শিশুদের নিয়ে চলেছে····

অলস ভাবে ও আকাশটা দেখে। অপূর্ব দিন! ওর মনে পড়ে যায় যেদিন জানলার ধারে খালিপায়ে দাঁড়িয়ে ও চড়ুই পাখীদের দেখছিল....

জানলার ধারে ওর দাঁড়িয়ে থাকার ছবি থেকে জুলির সংগে ওর মন-গড়া পিকনিকের কথা মনে পড়ে যায়। আবার ও দেখে যে ও জুলির

মুখের ওপর আলোর বিন্দুতে চুমু খাচ্ছে কিন্তু এবার আর ও কল্পনাকে প্রশ্রয় দেয় না। যথেষ্ট হয়েছে···। ও একজন পঙ্গু, পঙ্গু লোকেরা পিকনিকে যায় না, গাছের নীচে ভালবাসা জানায় না। তারা বাড়ীতে থাকে। ভালবাসা ছাড়াও অনেক লোক জীবন কাটিয়ে দেয়। ওকেও তাই করতে হবে, রোমান্স, চাঁদের আলোয় চুমু খাওয়া, এ সব রাবিশ্ ভুলে যেতে হবে। মেয়েদের কথা মন থেকে তাড়াতে হবে। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে ওর, হয় নি? সালোঁতে ঢোকা ঘুচে গেছে, আর্টিষ্ট হওয়ার সাধ মিটেছে।

সেদিন সকালে 'আতলিয়ে'তে ওকে কি জানি কি ভর করেছিল। বোধহয় ও ক্লান্তি আর হতাশার এমন একটা চরম শিখরে উঠেছিল যে ওর নিজের ওপর আর কোন হাত ছিল না, যা বলতে চায় নি তাও বলেছিল; মোটমাট খানিকক্ষণের জন্যে যেন ও পাগল হয়ে গিয়েছিল। সারারাত ও ঘুমোয় নি। ওর কাণে ব্রাসেরির সেই গণিকাটার কথাটা বেজেছে। তোমার মত মুখ আর ফুলো পা থাকলে আমি বাড়ীতে সেঁদিয়ে থাকতুম। আতলিয়েতে যখন পৌঁচেছে, তখন ওর জ্বর জ্বর ভাব, কেন যে সেদিন ও গিয়েছিল··তখনও ওর জিভে আবসাঁত্এর তেতো-তেতো ভাব জড়িয়ে ছিল, ওর চোখ দুটো ছিল গরম আর কর্‌করে, ওর স্নায়ুগুলো ছেঁড়া মাংসের টুকরোর মত।

কর্মোঁ ওর ইজেলের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর রোজকার বক্তৃতা সুরু করেছিলেন। বেশ হচ্ছে লোত্রেক। অবশ্য ছবির সূক্ষ্ম কাজ করার কোন ক্ষমতা তোমার নেই, স্বাভাবিক কোন প্রতিভাও নেই। তবে সবাই তো আর ভগবদ্দত্ত প্রতিভা পেতে পারে না, তাই না? অন্য কোন দিন এতে কিছুই হোতো না। ও ওর ক্যাম্বিসের টুলে কুঁজো হয়ে বসে এঁকে যেত। কিন্তু সেদিন নয়! হঠাৎ কিসে যেন আগুন ধরে গেল। রাগে ওর সারা শরীর জ্বলে উঠল। ঘুরে দাঁড়িয়ে ও কর্মোঁকে বলতে লাগল, কি ভাবে ও তাঁর ছবির সূক্ষ্ম কাজ, তাঁর সুন্দর দেখতে ছবি আর মহিলাসুলভ নগ্ন ছবিগুলো সম্বন্ধে! ওঃ, সে পাঁচ মিনিট বেশ মজায় কেটেছিল। ও চীৎকার করেছিল, বিদ্রূপ করেছিল আর হেসেছিল···হ্যাঁ, বেশ চুটিয়ে

বলেছিল। আর সব সময় ও মনে মনে বুঝছিল যে ও নিজের হাতে নিজের ভবিষ্যৎ চূরমার করে ফেলছে, আর্টিষ্ট হিসেবে এটা ওর আত্মহত্যার সামিল, কিন্তু তখন ও কেয়ার করে নি। ওটা ছিল একটা পাগলামি, যার কোন কারণ নেই। মানুষ যখন সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছোয় তখন তার আর কিছুতেই কিছু এসে যায় না…

ইজিচেয়ারে বসে ঘাড় ফেরাতেই ও দেখে জোসেফ ঢুকছে— তার হাতে একটা ছোট রূপোর ট্রে।

ওর মা ট্রে থেকে কার্ডটা তোলেন, তার পরেই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য্য ভুলে লাফিয়ে ওঠেন।

আরে, আঁজেলিক্! তিনি চীৎকার করে ওঠেন। আঁজেলিক্? আঁজেলিক্টা আবার কে? আর একরকম ভাবে তুপুর বেলায় ঘুমোবার সময় তাঁর আসার মানেটাই বা কি? যখন ও একটা পাতলুন পরে রয়েছে, গলায় টাই পর্য্যন্ত নেই।

গজ্গজ্ করতে করতে ইজিচেয়ার থেকে উঠে ও মার পেছন পেছন গাড়ী বারান্দা অবধি যায়। যাবার সময় টেবিল থেকে কার্ডটা উঠিয়ে নিয়ে পড়ে। 'মাদাম লা বারোন্ আঁদ্রে দ্য ফ্রঁত্নাক্।' নামটা পড়ে ও প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারে না। তারপরেই হঠাৎ এক চমকে মনে পড়ে যায়। আরে, আঁজেলিক্ হচ্ছে মার ক্লাশফ্রেণ্ড! সেই যখন তিনি নার্বোনে সেক্রেড হার্ট কনভেণ্টে পড়তেন, তখনকার। সেই যে, যে একজন নেভী অফিসারকে বিয়ে করে মার্তিনিক না মাদাগাস্কার কোথায় চলে গিয়েছিল।

যখন ওরা গাড়ীবারান্দায় পৌঁছোল, তখন সিঁড়ির সামনে একটা পুরোণো ঢংএর ব্রুহাম দাঁড়িয়ে রয়েছে। একজন সহিস লাফিয়ে নেবে দরজা খুলে ফুটবোর্ডটা নাবিয়ে দেয়।

গাড়ীর মধ্যে কাপড়ের খস্খসে আওয়াজ। তারপর খুব সাবধানী সাপের মাথার মত দরজার ফাঁক দিয়ে একটা সুন্দর কালো চটির আগা দেখা দেয়। একটু পরেই শোকের পোষাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো একজন

মধ্যবয়সী ভদ্রমহিলা বের হয়ে আসেন, আর পাখীর মত চীৎকার করে কাউণ্টেসকে জড়িয়ে ধরেন।

আদেল্ !

আঁজেলিক্ !

আঁরি ওদের এই নাটকীয় আলিঙ্গন দেখতে এমন ব্যস্ত ছিল যে গাড়ীর থেকে আরেকটি মেয়ের নাবা সে লক্ষ্যই করে নি। সতেরো-আঠারো বছরের একটি তরুণী মেয়ে, শোকের পোষাক পরা, স্কার্টটা গোড়ালি অবধি তুলে ধরে গাড়ী থেকে নাবছে। আঁরির দম আটকে আসে। জুলি!··· প্রায় সংগে সংগেই ও ওব ভুল বুঝতে পারে। নিশ্চয়, এ জুলি নয়···জুলির চুল সোণালী ছিল, এ মেয়েটির চুল বাদামী। তাছাড়া একে মোটেও পোষাকের দোকানের মডেলের মত দেখতে নয়।

আমার মেয়ে, দেনিস, ব্যারনেস পরিচয় করিয়ে দেন।

দেনিস ঝুঁকে পড়ে সুন্দর ভংগীতে একটা নমস্কার করে। কাউণ্টেস তার কপালে একটা চুমু খান।

এক ঘণ্টার ভেতরের আঁরি ফ্রঁতনাক পরিবারের সকলের বংশতালিকা আর গত বিশ বছরের মধ্যে তাদের ওপর দিয়ে যে সব দুঃখ-দুর্যোগের ঝড় বয়ে গেছে, সে সবই শুনতে পায়। কারণ ব্যারনেস ছিলেন একজন অক্লান্ত কথকী। নিজের শোকের পোষাক নাড়াচাড়া করতে করতে, রুমাল দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে, চায়ে চুমুক দিতে দিতে, তাঁর ফোলা ফোলা হাতটা কেকের প্লেটে ডোবাতে ডোবাতে, তিনি অনায়াসে কথা বলে যেতে পারতেন।

আর এখন যখন বেচারা আমার স্বামী গেছেন মারা—মুখে একটা ছোট কেক্ ঢোকাতে ঢোকাতে তাঁর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে—দেনিস আর আমি পৃথিবীতে একা। তিনি তাঁর মেয়ের দিকে ফেরেন, শেরী, তুমি গিয়ে মঁসিও দ্য তুলুস্ লোত্রেক্‌কে একটু পিয়ানো শোনাও না কেন? ও খুব ভাল পিয়ানো বাজায়, আঁরির দিকে ফিরে তিনি বলেন।

কর্ত্তব্যপরায়ণ দুটি তরুণ-তরুণী চেয়ার ছেড়ে ওঠে। আঁরি খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে বসবার ঘরের দরজাটা খুলে ধরে।

দেনিস যখন বাজাচ্ছিল— বাজাচ্ছিল ভালই—সাধারণতঃ মেয়েদের যে সব মুদ্রাদোষ থাকে সে সব ওর ছিল না—অঁরি সোফা থেকে ওকে লক্ষ্য করছিল—ওর পেছনের জানলার রৌদ্রালোকিত আকাশের পটভূমিকায় ওর সুন্দর মুখচ্ছবি। ওর মনে হল এখন দেনিসকে যেরকম দেখাচ্ছে তাঁর তরুণ বয়সে ওর মাকেও নিশ্চয় অনেকটা ওইরকমই দেখতে ছিল। আরো বাজাব, না যথেষ্ট হয়েছে। হঠাৎ গ্র্যাণ্ড পিয়ানোটার ওদিক থেকে দেনিস হাসতে হাসতে অঁরিকে জিজ্ঞাসা করে। দাঁড়ান! অঁরি উত্তর দেবার আগেই ও চেঁচিয়ে ওঠে। আমার সবচেয়ে প্রিয় সুরটা বাজাই। বাবা এটা খুব ভালবাসতেন। সুরটা সীজার ফ্রাঙ্কএর, আধুনিক এক সুরকার, বেশীর ভাগ লোকেই এঁর নাম জানে না।

সুরের শেষ রেশটা মিলিয়ে যাওয়ার সংগে সংগে ও পিয়ানো টুলটার ওপর ঘুরে বসে, একটা হাত তখনও রীডের ওপর রাখা। দেখছি, আপনার সত্যি সত্যি ভাল লেগেছে। আমি খুব খুশী হয়েছি। খুবই সুন্দর সুরটা, তাই না?

ও উঠে অঁরির পাশে সোফায় এসে বসে। আমি খুবই দুঃখিত যে আমরা এভাবে এসে আপনাদের বিরক্ত করেছি, কিন্তু সকাল বেলায় আবে সুলাক্ আমাদের বাড়ী আসার পর থেকে মাকে আর ধরে রাখা যাচ্ছিল না। এমনি কথা বলতে বলতে মা জিজ্ঞাসা করছিলেন কাছাকাছি আর কারা থাকেন। অবশ্য এ অবস্থায় আমাদের কোথাও যাওয়ার কথাই ওঠে না, তবু দেখেছেন তো মাকে, কি রকম কথা বলতে ভালবাসেন·· যখন আবে বল্লেন যে, আপনার মা মাত্র চার কিলোমিটার দূরে থাকেন, আমার মনে হল মা বুঝি মূর্চ্ছা যাবেন। কোন রকমে লাঞ্চ খেয়েই তিনি গাড়ী আনতে বলেছেন। সত্যি এত বছর পরে ওঁদের এরকম দেখা হওয়াটা একটা অদ্ভুত কোয়েনসিডেন্স, না? আমি কিন্তু খুব দুঃখিত যে আপনার ঘুমে আমরা ব্যাঘাত ঘটিয়েছি। গাড়ী থেকে আমি দেখতে পাচ্ছিলুম আমরা আসাতে আপনি দারুণ চটে গিয়েছেন।

অঁরি দিব্যি করে বলে, না, না, ওরা আসাতে ও খুব খুশী হয়েছে। হাসতে হাসতে দেনিস বলে ওর কথার একবর্ণও ও বিশ্বাস করে না। অঁরি

আরও প্রতিবাদ জানায়। দেনিস তবুও বিশ্বাস করে না। আপনি মোটে মিথ্যে বলতে পারেন না। দেনিস অঁরিকে ক্ষেপায়। দরকার হলে, আমি বেশ পারি। বোধহয় মিথ্যে বলাটা মেয়েদের খুব সহজেই আসে। অঁরি হাসতে হাসতে বলে।

তারপর থেকে মিথ্যে কথা বলা, মেয়েদের এ সম্বন্ধে স্বাভাবিক পটুত্ব, ভাল মিথ্যে কথা বলার জন্যে প্রয়োজনীয় গুণাবলী, সত্যিকারের মিথ্যে আর সামাজিক আদবকায়দা রক্ষার জন্যে মিথ্যে বলার তফাৎ, ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা চলে। দশ মিনিটের মধ্যেই দুজনে যেন অনেক কালের বন্ধু হয়ে ওঠে। এ ওকে নাম ধরে ডাকতে সুরু করে।

গাড়ী করে দেশটায় বেড়িয়েছো? অঁরি জিজ্ঞাসা করে। আশে-পাশে কতকগুলো সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে।

দেনিস তো লাফিয়ে ওঠে। আমরা কোথাও যাইনি। তোমাকে বলেছি তো, আমরা মাত্র কদিন হোলো এসেছি। আচ্ছা অঁরি, আমরা একসংগে গাড়ী করে বেড়াতে গেলে কেমন হয়? শোকের সময়েও লোকে নিশ্চয় গাড়ী করে বেড়াতে পারে? মার হাত থেকে খানিকক্ষণের জন্যে অন্তত রেহাই পাব। তাছাড়া, আমার মা আর তোমার মা এতদিনকার বন্ধু যে, আমরা তো প্রায় মাসতুতো-পিসতুতো ভাই বোনের মত, তাই না?

একটা নতুন রুটিন আরম্ভ হোলো। প্রত্যেক দিন সন্ধেবেলায় ফ্রঁতনাকরা মালরোমেতে আসতো। দেনিস আর অঁরি একসংগে গাড়ী করে দূরে দূরে বেড়াতে যেত আর ওদের মা'রা আর আমাঁদিন পিসি বারান্দায় বসে গল্প করতেন।

অঁরির পক্ষে দেনিস আসাতে ওর এই গরমকালটার একঘেয়েমিটা কেটেছিল। নারীসংগের যে মাধুর্য্য, যা ও কোনদিন পায় নি, তা ওর কাছে ক্রমশঃ ফুটে উঠছিল। ওর মন, যেটা একটা জীবিকার ধ্বংস আর সারা জীবন অলসতার সম্ভাবনায় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল, সেটাকে দেনিস খাদ্য জুগিয়েছিল। তাছাড়া সে ওর জাগরণোন্মুখ পৌরুষের ক্ষোভকেও শান্ত

করেছিল। গোড়ার থেকেই ও ওদের ভেতর সব রকম সম্ভাব্য রোমান্সের চিন্তা সযত্নে পরিহার করেছিল। যে সৌভাগ্য তার নিঃসঙ্গ জীবনে এই আনন্দময়ী তরুণীকে এনে ফেলেছে তারই আস্বাদনে ও ছিল ব্যগ্র। ও বেশভূষায় আরও বেশী সময় দিতে আরম্ভ করল, আরও যত্নের সংগে দাড়ি ছাঁটতে লাগল, নখগুলো ঘষে ঘষে চক্‌চকে করে তুল্‌ল, পারীর 'মেজঁ দ্য ব্লঁ'তে লিখল, তাড়াতাড়ি তাদের সবচেয়ে ভালো লিনেনের এক ডজন শার্ট পাঠাতে, আর আনেত্‌কে বল্ল ওর প্যান্টের ক্রীজ্‌ ক্ষুরের ধারের মত হওয়া চাই—আবসলুমঁ কম্‌ আঁ রাজোয়া—(Absolument comme un rasoir) আর ওর মা ওর একুশ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে যে ভারী সোণার আংটিটা দিয়েছিলেন, সেটা পরতে সুরু করল। কিন্তু এসব ও করতো কোন রোমান্টিক চিন্তা না করেই। স্রেফ্‌ ওর রুচিটা একটু খুঁতখুঁতে ছিল আর দেনিস ভাল জামাকাপড় পছন্দ করত বলে।

ব্রেকফাষ্ট খেতে খেতে ও জোসেফের সংগে সেদিনের বেড়ানোর প্রোগ্রাম ছকে ফেলতো, রোজ রোজ বেড়াতে যাবার জন্যে নতুন নতুন সুন্দর সুন্দর সব জায়গা খুঁজে বার করতো। আবে স্লাকের কাছ থেকে ও স্থানীয় ইতিহাসের একটা বই ধার করেছিল, কাজেই গাইড হিসেবে ও ছিল যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি পণ্ডিত। কোন পুরোণো তীর্থস্থান দেখতে গেলে সেখানে যে সব অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল তার বিবরণ ও যেমন গড়গড় করে বলে যেত আবার কোন মধ্যযুগীয় কেল্লার শেওলা-পড়া ভগ্নাবশেষ দেখতে গিয়ে কোন্‌ সামন্ত জমিদারেরা সেটা তৈরী করেছিল তাও ও অনায়াসে বলতে পারতো।

যেহেতু ওরা প্রাচীন আকুইতেন জমির ওপরই বেশীর ভাগ সময় বেড়াতো, যেটা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ওর পূর্বপুরুষেরা শাসন করে এসেছেন, স্বাভাবিক ভাবেই ওর ব্যাখ্যার মধ্যে তুলুসের অনেক কাউণ্টের নাম এসে পড়ত। দেনিসের চোখে একটা প্রশংসার আলো দেখা যেত।

তুলুস-লোত্রেক হওয়াতে তুমি নিশ্চয় খুব গর্বিত। একদিন সূর্য্যাস্তের সময় গাড়ী করে বেরিয়ে ফেরবার পথে, দেনিস বলে। আমরা

ক্রুঁতনাকরাও এ অঞ্চলের বাসিন্দে, তবে আমাদের পরিবারের দুর্গ বহুদিন হোলো বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। বোধহয় রেভলিউশানের সময়। হয়তো আমার পূর্বপুরুষেরা তোমার পূর্বপুরুষের অধীনস্থ জমিদার ছিলেন। কল্পনা করতে পার, আমার প্র-প্র-প্র-প্র-প্রপিতামহ তোমার প্র-প্র-প্র-প্র-প্রপিতামহকে নতজানু হয়ে অভিবাদন করছেন?

ওদের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব আর রুচির ঐক্য ছাড়াও ওদের সামাজিক অবস্থার সমতা ওদের মধ্যে একটা সহজ ঘনিষ্ঠতার সৃষ্টি করেছিল। দেনিস তো আর মোঁমার্ত্রের কোন পোষাকের দোকানের মডেল নয়। ওর মত সে-ও একজন অ্যারিষ্টোক্র্যাট। সে-ও ওর জগতের লোক—ওদের ট্র্যাডিশন এক, সংস্কার, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, সবই ওদের এক। ওর তাকে খুব আপন বলে মনে হোতো। সময়ে সময়ে মনে হোতো ও বুঝি তার অনেক দিনের চাওয়া বোন।

অক্টোবরের সংগে সংগে এল দারুণ বৃষ্টি। গাড়ী চড়ে বেড়ানো বন্ধ করে দিতে হোলো। কিন্তু এখন ওরা সময় কাটাবার অন্য একটা উপায় খুঁজে বার করেছে। ও দেনিসের পোর্ট্রেট আঁকছে।

এখনও দেনিস প্রত্যেকদিন বিকেলে আসে, কাঁচে—ঢাকা বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাউন্টেস আর আর্মাঁদিনের সংগে কুশল-বিনিময় করে যতক্ষণ না ওর মা এসে জোটেন। তিনি হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে তাঁর বোনাটা বার করেন আর দেনিস একছুটে ওপরে 'ষ্টুডিয়ো'তে এসে হাজির হয়।

বঁজুর, অঁরি, দোরগোড়া থেকেই ও চেঁচায়। ওপরে ওঠার পরিশ্রমে একটু হাঁপাতে হাঁপাতে বনেটটা খোলে। আজ আমাদের মাষ্টার-পীসের কি অবস্থা?

বকবক করতে করতে ও আয়নার কাছে গিয়ে চুলটা ঠিক করে নেয়, পেছনে হাত দিয়ে পোষাকটা ঠিক করে তারপর বলে, কি আর্টিষ্টমশায়ের পছন্দ হচ্ছে তো? মডেল ষ্ট্যাণ্ডের ওপর বসে ও পোজ দেয়। পেশাদারীভাবে ভুরু কুঁচকে অঁরি নির্দেশ দেয়, আর একটু ঘাড়টা বেঁকাও, দেনিস...অতটা নয়···বেশ হয়েছে। ডান কাঁধটা একটু নাবিয়ে দাও....চমৎকার। এবার দেখ, একটু চুপ করে বসে থাকতে পারো, কি

না। যখন ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে অঁরি পনেরো মিনিটের বিশ্রাম ঘোষণা করে চায়ের জন্যে ঘণ্টি বাজায়। হাসতে হাসতে আর গল্প করতে করতে ওরা পাহাড় প্রমাণ ছোট ছোট কেক উদরস্থ করে। বাইরে বৃষ্টির ছাট এসে শার্সীতে লাগে আর দমকা হাওয়ায় খড়খড়িগুলো কাঁপে। পড়ুক বৃষ্টি। গোঁ গোঁ করুক হাওয়া! এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে, এই একটা ঘরে বন্ধ হয়ে থাকা, ফায়ারপ্লেসে আগুন—আর দেনিস....

একদিন দেনিস টেবিলের ওপর কাপ রেখে আবেগভরে ওর হাত চেপে ধরে।

অঁরি, সে মৃদু গলায় বলে। তোমাকে কিভাবে ধন্যবাদ জানাবো বুঝতে পারি না। তুমি এত ভাল। না, না, প্রতিবাদ কোরো না! তোমার সংগে দেখা না হলে আমার যে কি হোতো ভেবে পাই না। বোধহয় একঘেয়েমির চোটে আমি মারাই যেতুম। তোমার মত ভাল লোক আমি দেখি নি।

আমি তো তেমন কিছু করি নি দেনিস। ওর এই অভূতপূর্ব ব্যবহারে ও আশ্চর্য্য হয়ে যায়। ওর গাল লাল হয়ে ওঠে। তুমি যখন এলে তখন আমিই একঘেয়েমির চোটে মারা যাচ্ছিলুম। তোমার মত মিষ্টি-স্বভাবের মেয়ে আমি আর দেখি নি।

এক মুহূর্ত্তের জন্যে ওর চোখ দেনিসের চোখের ওপর পড়ে, কোমল অথচ তীক্ষ্ণ সে দৃষ্টি। তার পরেই তার আঙ্গুলে মৃদু একটা চাপড় মেরে ও ওর ছড়ির জন্যে হাত বাড়ায়। কিন্তু এভাবে পরস্পরের প্রশংসা করলেই তো আর তোমার পোর্ট্রেট আঁকা হয়ে যাবে না। তাড়াতাড়ি কর, চা-টা শেষ করে ফেল, কাজ সুরু করতে হবে।

কথা থেকে ভাবের সৃষ্টি হয়। এই তুচ্ছ ঘটনাটা, দেনিসের দিক থেকে কৃতজ্ঞতার এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশ, ওদের বন্ধুত্বটাকে ঘনিষ্ঠতায় রূপান্তরিত করলো। ওদের অজান্তে হেমন্তের বিষণ্নতা ওদের প্রত্যেকের নিঃসংগতাকে আরও তীক্ষ্ণ করে তুললো। ছবি আঁকার একান্ত পরিবেশে ওরা নিজেদের মনের কথা বলতে সুরু করলো। দেনিস ওকে তার বাবার কথা বললো। ইন্দোচীন অভিযানের সময় পীতজ্বরে তিনি মারা

গেছেন। তাঁকে ও ভীষণ ভালবাসতো। মাকে যা ভালবাসে তার চেয়ে ঢের বেশী। তাছাড়া যে কনভেন্ট থেকে ও সবে বেরিয়েছে তার কথা, নানদের নিয়ে মেয়েরা কি সব দুষ্টুমি করতো; ফোর্ট দ্য ফ্রান্সের কথা, যেখানে সে জন্মেছিল; তার দেশী আয়ার কথা—অশুভ দৃষ্টির হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে যে ওকে মাদুলি পরিয়ে রাখতো; তার ছোটবেলার কথা, যেটা কেটেছে তাহিতি দ্বীপে—ওর বাবা সেখানে অনেক বছর ছিলেন।

তার বদলে ও তাকে ওর অসুখের কথা বলে, ওর রক্ত-ভাই মরিস আর কানাডিয়ান প্ল্যানের কথা, মোঁমার্ত্রেতে আর্টষ্টুডেন্টের জীবন, লা নুভেল, আগোস্তিনা; রাশু কিরকম একটা শববাহী গাড়ী করে ওর আসবাবপত্র এনেছিল, মাদাম লুবে কিরকম গোড়ায় বিশ্বাস করতেই চায় নি ওর নাম তুলুস—তুলুস একটা নাম নয়, মঁসিও, ওটা একটা শহর।

আচ্ছা তোমার কখনও মোঁমাত্রের জন্যে মন কেমন করে না? দেনিস একদিন জিজ্ঞাসা করে।

কিছুদিন করেছিল—ভীষণ। কিন্তু আর করে না।

সত্যি কথা। প্রশ্রয়সূচক দৃষ্টিতে ও অতীতের দিকে তাকায়, ভাবে সে সব দিনের কথা যখন ও ভেবেছিল যে সালোঁতে ওর ছবি নেবে, ও একজন পেশাদারী পোর্ট্রেট আঁকিয়ে হবে। ওর সে সব ষ্টুডিয়ো রোমান্স আর হাসিভরা মুখ মডেলদের সংগে পিকনিকের চিন্তা ও এখন মনের দিক দিয়ে অপরিণত এক নির্বোধ যুবকের কল্পনা বলে উড়িয়ে দেয়। জীবন হচ্ছে সীরিয়াস, জীবন হচ্ছে গৌরবের। নিজের অজান্তেই ও নিজেকে সেলেরাঁ দাদুর একটা তরুণ সংস্করণ ভাবতে সুরু করে—শান্তিপ্রিয় এক ভদ্র জমিদার, জমির ওপরেই যার ভরসা, প্রজাদের সংগে দেখা করে, তাদের সংগে মদ খায়, গাড়ী চড়ে মদ তৈরী দেখতে যায়, ফসল কাটার সময় দেখে। বুড়ো হয়, মনে কোন অনুশোচনা কিংবা তিক্ততা থাকে না বাড়ীতে থাকে স্ত্রীর নিবিড় সংগ আর ছেলেমেয়েদের উজ্জ্বল হাসি। ওর কাল্পনিক স্ত্রীর কথা ভাবতে গেলেই ওর প্রায়ই দেনিসের কথা মনে পড়ে যায়। ক্রমশঃ তাকে ও গ্রীষ্মের

অযাচিত সময় কাটানোর সংগী হিসেবে দেখতে ভুলে যাচ্ছিল। তাকে মনে হচ্ছিল ওর চির জীবনের সংগী, ভবিষ্যতের কঁতেস দ্য তুলুস-লোত্রেক। ওর মনোভাবের এই পরিবর্ত্তনের সংগে সংগে ওর মনের শান্তিও বিদায় নিল।

সে ওকে পছন্দ করে; এ বিষয়ে ও স্থিরনিশ্চয়। কিন্তু সে কি ওকে এতটা পছন্দ করে—ভালবাসার কথা ও ভাবতেও সাহস করে না—যে ওর স্ত্রী হতে রাজী হবে? সত্যি কথা, ও কুৎসিত আর পঙ্গু। ব্রাসেরির সেই বেশ্যাটার কথা ওর কাণে এখনও বাজছে। কিন্তু কোন কোন মেয়েতো পঙ্গুদেরও বিয়ে করে। প্রত্যেক যুদ্ধের পরেই, অনেক মেয়ে অন্ধ, পঙ্গু, ক্ষতবিক্ষত যুদ্ধ-ফেরতা সৈনিকদের হৃদয়দান করে। দেনিস কি সেসব প্রশংসনীয়, নিঃস্বার্থ মেয়েদের একজন, না সে-ও—আর পাঁচটা মেয়ের মত—সুশ্রী মুখ আর সুঠাম দেহের ভক্ত? সে কি বুঝতে পারে যে ভালবাসা মানে দুদিনের একটা রোমান্টিক মোহ নয়, দুটো বলিষ্ঠ পা কিংবা সুশ্রী মুখাবয়ব ছাড়াও অন্য কিছুর ওপর চিরজীবনের সুখের ভিত্তি হতে পারে? সে কি ওর সংগে থাকতে চায় বলে মালরোমেতে আসে? না, একঘেয়েমি কাটাবার জন্যে আসে—আসে, কেননা ওর চেয়ে তার মার সঙ্গ আরও কম আকর্ষণীয় আর শোকের জন্যে অন্ততঃ কিছুকালের মত ও আরও লোভনীয় যুবকদের সংগ থেকে বঞ্চিত।

ওৎ পেতে থাকা শিকারীর মত ও দেনিসকে লক্ষ্য করতে আরম্ভ করে। প্রত্যেকটি দৃষ্টি, কথার সুর, প্রত্যেকটি ভংগী তন্ন তন্ন করে খোঁজে, বিশ্লেষণ করে, ব্যাখ্যা করে, যদি ওর প্রতি তার মনোভাবের কোন হদিশ পাওয়া যায়। ক্ষুধার্ত্ত হৃদয়ের কাছে টুকরো-টাকরা যা পাওয়া যায় তাই খাদ্য। ওর মনের তীক্ষ্ণতা নষ্ট হয়ে যায়। কিছুদিনের মধ্যেই তার হাসিতে ও আদরের রেশ শুনতে পায়, তার খুব তুচ্ছ মন্তব্যের মধ্যেও ও গোপন মানে খুঁজে বার করে। হ্যাঁ, সে ওকে ভালবাসে, খুবই ভালবাসে, এ পর্য্যন্ত যাদের সে দেখেছে তাদের সবার চেয়ে ভালবাসে, সে নিজেই সে কথা বলেছে। ওর উপাধিতে, ওর ঐশ্বর্য্যে, সে অভিভূত, ওরা একই সমাজের লোক। সুখী বিবাহিত জীবনের জন্যে আর কি চাই?

আত্মপ্রবঞ্চনার খুবই প্রাচীন সরল এবং স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে ও দেনিসের মধ্যে যে সব গুণ চেয়েছিল তার সবগুলোই খুঁজে পেল, যা বিশ্বাস করতে চেয়েছিল, তাই বিশ্বাস করল।

ঠিক আরোগ্যলাভের সময়ের মত একটা ছটফটে আনন্দ, ওকে পেয়ে বসল। সেটা ও চেপে রাখতে পারতো না। ও যেন একটা উজ্জ্বল স্বপ্নের মধ্যে বাস করতে লাগল। সমস্ত পৃথিবী, এমন কি নভেম্বর মাসের বিষণ্ণদর্শন পৃথিবীও গানে ভর্তি হয়ে উঠল, যে গান একমাত্র ওই শুনতে পেত।

সবাইকে ও ওর এই গোপন সৌভাগ্যের ভাগ দিতে চাইত। চাইত ওর চারদিক যেন হাসিভরা মুখে ঘেরা থাকে। ও এমনিতেই হাসিখুশী; এখন ও একেবারে উজ্জ্বল হয়ে উঠল—আনন্দের দুত, আশাবাদিতার ব্যাখ্যাতা। সকালে ও জোসেফকে চেঁচিয়ে বলতো বঁজুর, জোসেফ! যদি কোন কারণে বৃষ্টি না পড়ত তো, বলে উঠত, কী অপুর্ব শরৎকালটা এবার, তাই না? যদি বৃষ্টি পড়ত ও বলতো বসন্ত কালে এবার যা শস্য হবে। জানই তো, শস্যের পক্ষে বৃষ্টির মত আর কিছু নেই! ব্রেকফাষ্ট খেতে খেতে ও জোসেফকে মন-মরা হয়ে থাকবার জন্যে বকতো; জোসেফ তুমি বুড়ো হয়ে পড়ছ। বুড়ো আর গোমড়ামুখো!

হ্যাঁ, মঁসিও অঁরি। শান্তভাবে বৃদ্ধ ভৃত্যটি তার কাজ করে যায়, ড্রয়ার খোলে, অঁরির জামাকাপড় গুছিয়ে রাখে।

তোমার দোষ হচ্ছে যে তুমি বিয়ে করনি। সবায়ের বিয়ে করা উচিত। মানুষ একা থাকবার জন্যে সৃষ্টি হয় নি।

হ্যাঁ, মঁসিও অঁরি।

তুমি কখনও প্রেমে পড়েছ?

হ্যাঁ, মঁসিও অঁরি।

তবে, তুমি তাকে বিয়ে করনি কেন?

কখনও তাকে জিজ্ঞাসা করিনি, সে আমাকে বিয়ে করতে রাজী আছে কি না।

তবেই দেখ। কোন প্যাশন নেই, কোন চেষ্টা নেই। মেয়েরা সেই সব পুরুষকে ভালবাসে যারা শক্তিমান, সাহসী।

হ্যাঁ, মঁসিও আঁরি। আপনি কি এখন স্নান করবেন, না পরে?

কিন্তু সবচেয়ে বেশী ও চাইত ওর মাকে খুশী করতে। কিছুদিন হল তাঁর মধ্যে যেন কি রকম একটা পরিবর্ত্তন এসেছে। প্রথম প্রথম তিনি দেনিসের আসাতে খুশী হয়েছিলেন। ওদের একসংগে গাড়ী চড়ে বেড়াতে যাওয়াতে তিনি উৎসাহ দিতেন; কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহ ও দেখেছে যে তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি ডিনারের সময় ওর মুখের ওপর কি যেন খোঁজে। বার বার তিনি ওকে ইতালীয়ান রিভিয়েরাতে ওদের শীতকালটা কাটাবার প্ল্যানের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য তিনি নিশ্চয় জানেন না, কি করেই বা জানবেন, যে একটা ভীষণ, একটা অভূতপূর্ব ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে...দেনিস ওকে বিয়ে করবে! শীগ্‌গিরই ও তার কাছে প্রস্তাব জানাবে...

কাজেই, একদিন সন্ধেবেলা, ওরা যখন বসবার ঘরে আগুনের পাশে বসে, ও অবাক হয়ে শুনল মা বলছেন, অঁরি, আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদার আদেশ দিয়ে দিয়েছি। পরশু আমরা স্যাঁরেমো যাচ্ছি।

আকস্মিক আঘাতে হতবাক হয়ে ও তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। এতো মার মত কাজ নয়। ওর সংগে পরামর্শ না করেই পাততাড়ি গুটোনো, যেন ও এখনও ছোট ছেলে!

কিন্তু দেনিসের ছবিটা যে শেষ হয় নি এখনও, ও শেষ পর্য্যন্ত কথা খুঁজে পায়।

আমি দুঃখিত। তাঁর মুখ কঠিন, তাঁর স্বর ঠাণ্ডা—একেবারেই তাঁর সাধারণ গলার মত নয়। তুমি অনেকদিন আগেই ওটা শেষ করবে বলেছিলে। আজ নভেম্বরের কুড়ি তারিখ। আমাদের অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি রওণা হওয়ার কথা ছিল। আমি আর দেরী করতে পারি না।

কিন্তু কেন ? এ সপ্তাহের জায়গায় পরের সপ্তাহে গেলে ক্ষতি কি ? কিংবা পরের মাসে কিংবা পরের বছরেই যদি যাই ? কেউ তো আর আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে না ?

কথাগুলো বলতে বলতেই একটা চিন্তা ওর মনে এল। মা নিশ্চয় অসুস্থ। এই বিরাট বাড়ীতে হু-হু করে হাওয়া বইছে। এখানে তাঁর ঠাণ্ডা লেগেছে। তাই তাঁকে এরকম ম্লান দেখাচ্ছে, তাই তিনি তাড়াতাড়ি ছবিটা শেষ করতে বলছেন। স্বভাবতঃই তিনি কিছু বলেন নি, নিজেকে তুচ্ছ করে ওর সুবিধেটাই দেখেছেন। ভালবাসায় ওর বুক ভরে ওঠে।

আমাকে ক্ষমা কর মামণি। আমি জানতুম না। অবশ্যই আমাদের এখনই যাওয়াই উচিত। কিন্তু—কিন্তু—আচ্ছা, আমার জন্মদিন অবধি থেকে যাওয়া যায় না ? তাব তো আব মাত্র চারদিন বাকী। কোন অপরিচিত হোটেলের চেয়ে এখানে কাটালে অনেক বেশী ভাল লাগবে।

তিনি ওব দিকে গম্ভীব অনিশ্চিত দৃষ্টিতে তাকান। বলতে পারি না...

লক্ষ্মীটি মামণি, লক্ষ্মীটি ! নিজের অজান্তেই ও ছোট বেলায় কোন কিছুর বায়না ধরলে যেরকম ভাবে তাঁর কাছে আব্দার করত সেরকম ভাবে বলে, আর মাত্র চারদিন।

বেশ, তাই হবে, শেষ পর্য্যন্ত তিনি সম্মতি জানান। তোমার জন্মদিন অবধি আমরা থাকব।

নার্ভাস ভাবে অঁরি শ্যাম্পেনের গ্লাসে একটা লম্বা চুমুক দেয়, ড্রেস-শার্টের সামনেটায় আর একবার হাত বুলোয়। অন্যমনস্ক ভাবে দেখতে থাকে সাজানো টেবিলটা। ফুলদানীতে সাদা গোলাপের তোড়া, রূপো আর স্ফটিকের সব পাত্র থেকে মোমবাতির আলো ঠিকরে পড়ছে, ভঙ্গুর পেয়ালার মত শ্যাম্পেনের গ্লাসগুলো। ওর দৃষ্টি পড়ে, ব্যারনেসের ওপর, নতুন পোষাকে তাঁকে খুব সতেজ

দেখাচ্ছে ; আর্মাদিন 'পিসি', নতুন একটা পরচুলো'য় তাঁর বয়স আরও কমে গেছে, ওর মা, সাদাসিধে কালো একটা ভেলভেটের গাউন আর পান্নার একটা ধুকধুকি পরে তাঁকে অপূর্ব দেখাচ্ছে। আবে সুলাক, মুখের চামড়া হাসিতে কুঁচকোনো, তাঁর তালি দেওয়া পাদ্রীর পোষাক পরা আর দেনিস কলারহীন একটা সাদা তাফেতা গাউন পরা—প্রায় বধূবেশে।

ও কি ভুল করেছে? সত্যিই কি ও যতটা ভাবে দেনিস ওকে ততটা ভালবাসে? সে কি ওর স্ত্রী হতে রাজী হবে? শেষ চারটে দিন কেটেছে যন্ত্রণায়। ও প্রপোজ্ করে নি, কারণ সুযোগ পায় নি। কি করে লোকে এমন একটা মেয়ের কাছে প্রপোজ্ করে যে শুধু বক্‌বক্ করে, বলে যে তার কিরকম মন খারাপ লাগবে, এই বিকেলে 'ষ্টুডিয়ো'য় আসা, এই পনের মিনিটের বিরাম, চা আর কেক্ খাওয়া এ সবের অভাব সে কি রকম বোধ করবে, যেন সে একটুও আভাষ পাচ্ছে না যে তুমি সারাক্ষণ চিন্তায় অস্থির, কি করে তার হাত ধরে বলবে, শেরী, আমি আশা করতে পারি না যে তুমি আমাকে ভালবাসবে। কিন্তু আমার সারা জীবন...। কে বলে মেয়েরা এমনিতেই সব বুঝতে পারে? তবে বলা যায় না সবটাই যদি একটা ছলনা হয়? হয়তো সে নিজের মনের আসল ভাব ঢাকার জন্যেই এত কথা বলে? যাই হোক্, এটা নিশ্চয় তুমি আশা করনা যে, একজন ভদ্র তরুণী তোমার কাছে কান্নায় ভেঙ্গে পড়বে? ও গেলাসটা নিঃশেষ করে। সংগে সংগে উর্দিপরা একটা বয় এসে সেটা শ্যাম্পেনে ভরে দিয়ে যায়।

ওঃ, দেনিসকে আজ কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে! কাঁধ দুটো যেন টান করে টানা সাটিনের মত। চোখের মধ্যে বাতির আলো চক্‌চক্ করছে। যদি ও তাকে এখন যেরকম দেখতে সেরকম একটা ছবি আঁকতে পারতো! চুলোয় যাক্ ছবি। ও তাকে চুমু খেতে চায়, ও তাকে...ভাব তো, ওই রকম একটা মেয়েকে ভালবাসতে কি রকম লাগে, অভিজাত, সংযত, অথচ আবেগময়ী!

আরে, সে তো ওরই, আর কারুর নয়! সে ওকে তার প্রমাণ দিয়েছে—হ্যাঁ প্রমাণ! যেরকম ভাবে সে ওর হাত ধরেছিল, যেরকম করে সে বলেছিল, তোমার মত ভাল লোক আমি আর কখনো দেখি নি। তার মত মেয়ে কখনো এরকম কথা বলত না যদি না সে আরও অনেক কিছু বোঝাতে চাইত। আর ও নিশ্চয় এত বোকা হবে না যে তাকে কিছু না বলেই চলে যাবে, আর ফিরে এসে দেখবে সে আর কারো সংগে এনগেজড্ হয়ে গেছে, শুধু ও লজ্জায় প্রপোজ্ করতে পারে নি বলে!

ও দেখে ওর মা টেবিল ছেড়ে উঠতে যাচ্ছেন। তাড়াতাড়ি গ্লাসের শ্যাম্পেনটা ও গলায় ঢেলে দেয়। একটা সুখকর মত্ততায় ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। যখন ছড়িটা ধরে চলতে সুরু করে মনে হয় পায়ের তলায় মেঝেটা বোধ হয় দুলছে।

ওরা কফির জন্যে ড্রইং রুমে ঢোকে। আবে সুলাক বিদায় নেন। মহিলারা আগুনের ধারে গিয়ে জমায়েত হন।

দেনিস অঁরির দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে, তোমাকে কি আরেকবার 'প্রিল্যুড'টা বাজিয়ে শোনাবো, মনে আছে সেই বাজনাটা যেটা তোমার ভাল লেগেছিল, প্রথম দিন আমি যেটা বাজিয়েছিলুম?

সে বাজায়। অঁরি তার পাশে বসে থাকে। দূরে ওর মা এদিকে কোন খেয়াল না করেই কথা বলতে থাকেন।

মনেই হবে না যে মাত্র তিন মাস, বাজনা শেষ করে দেনিস। আমরা বেশ ফূর্তিতে ছিলুম, তাই না, অঁরি?

এই সুযোগ...

চল, লুকিয়ে ষ্টুডিয়োয় যাওয়া যাক্, ও ফিসফিস করে বলে।

এখন?

হ্যাঁ, এখনই, ওর ফিসফিসে গলায় জোর প্রকাশ পায়। ব্যাপারটা দরকারী।

হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরটায় ঢুকে ও নিজেকে ধন্যবাদ দেয়।

আলোগুলো আর আগুনটা আগে থাকতে জেলে রাখাতে ও খুব বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। শ্যাম্পেন ওকে একটা বেপরোয়া উম্মাদনা এনে দিয়েছে। না, ও ছাড়া কেউ দেনিসকে বিয়ে করতে পারে না। এইটেই হচ্ছে প্রপোজ্ করার সবচেয়ে ভাল জায়গা, যে জায়গায় তারা সবচেয়ে আনন্দে কাটিয়েছে। শুধু যদি ওর হৃৎপিণ্ডটা অত জোরে ধক্‌ধক্ না করতো…

কি দেখাবে, বলতো? দেনিস জিজ্ঞাসা করে।

এস, এখানে এই সোফাটায় বোসো।

সে ওর কথা শোনে। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সংগে ও তার পাশে গিয়ে বসে, সোফার হাতলের সংগে দেনিসকে চেপে ধরে।

আমি তোমার সংগে কয়েকটা কথা বলতে চাইছি, ও মৃদু দ্রুতস্বরে বলতে আরম্ভ করে, যেন যে কোন মুহূর্ত্তে কেউ এসে ওর কথায় বাধা দিতে পারে। আমি এপ্রিলে ফিরে আসবো। তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে, থাকবে না?

নিশ্চয়। সে ওর দিকে তাকায়, তার মুখে নৈরাশ্যের ছাপ। আমি তো তোমাকে বলেইছি যে আমরা এক বছরের জন্যে ভিলাটা ভাড়া নিয়েছি আর জুন মাসে আমাদের শোকপালন শেষ হবে।

আমি তা বলছি না। ও তার দিকে ঝুঁকে পড়ে তার হাত দুটো চেপে ধরে। আমি বলছি, তুমি কি আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।

সে ওর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকায়। আমি বুঝতে পারছি না। তার স্বরে সন্দেহ।

ও যেন সামনে বিরাট এক খাদের গহ্বর দেখতে পায়। ওর সমস্ত শরীর শিরশিরিয়ে ওঠে। কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে ও নিজের সংগে নিজে দারুণ যুদ্ধ করে, খুব দেরী হয়ে যাওয়ার আগে যাতে থামতে পারে। কিন্তু এর ভেতরেই অনেকবার মহড়া-দেওয়া কথাগুলো ওর মুখ থেকে বেরোতে সুরু করেছে।

শেরী, আমি জানি তুমি আমাকে ভালবাসতে পারবে না,

কিন্তু আমার সারা জীবন আমি তোমাকে সুখী করার চেষ্টা করব। আমি শপথ করছি যে আমাকে বিয়ে করার জন্যে তোমাকে কখনো অনুতাপ করতে হবে না। আমি তোমাকে সুখী করব। তুমি দেখো, তুমি যা চাইবে, আমি তাই করবো। তুমি যেখানে চাইবে আমরা সেখানে যাবো, তুমি যা চাইবে তাই করবো। আবেগের ঝোঁকে ও তার একটা হাতে চুমু খায়।

সে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে, এত আশ্চর্য্য হয়ে যায় যে বাধা দেবার কথা ভাবতে পারে না, মুখের ওপর ফুটে ওঠে ওর ধৃষ্টতার বিরাটত্বে বিস্ময়, দয়া আর কৌতুকের একটা অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

কিন্তু—আমি তোমাকে ভালবাসি না অঁরি। এটা আমি কখনো ভাবি না যে তুমি· ·

আমি জানি—ও বোঝবার ভংগীতে ঘাড় নাড়ে—আমি জানি যে তুমি নিজে এ বিষয়ে কিছু স্থির করতে পার না আর আমার আগে তোমার মাকে বলা উচিত ছিল। আমি বুঝি, কিন্তু যাবার আগে, আমি চেয়েছিলুম···

কিন্তু তুমি বুঝছ না। সে তার আশ্চর্য্য ভাবটা কাটিয়ে উঠেছিল। তার গলা চড়তে সুরু করে। তুমি কিছুই বোঝ নি! আমি তোমাকে ভালবাসি না। আমি এর জন্যে দুঃখিত, কিন্তু আমি বাসি না। দয়া করে আমার হাত ছেড়ে দাও।

ব্যাপারটা খুব দ্রুত ঘটতে থাকে। শ্যাম্পেনের ঝোঁকে ওর মাথা তখন বন্‌বন্‌ করে ঘুরছে। আমি বলি নি, যে তুমি আমাকে ভালবাস। আমি শুধু বলেছিলুম যে তুমি আমাকে পছন্দ কর। তা তো তুমি কর, কর না? মনে আছে, যেদিন তুমি আমার হাত ধরে বলেছিলে ··

তুমি পাগল হয়েছ! লক্ষ্মীটি, আমার হাত ছেড়ে দাও, আমার লাগছে·· তুমি যা করেছিলে আমি শুধু তার জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলুম। আর কিছু মানে তাতে ছিল না। আমি তোমায় কখনো ভালবাসি নি, কখনো ভালবাসবও না। আইডিয়াটাই অ্যাবসার্ড।

এবার সে ভীত হয়ে ওঠে। ও ক্রমশঃ বুঝতে পারছে, ওর চোখদুটো বড় বড় হয়ে উঠছে, ঠোঁটদুটো কাঁপছে। মোমবাতির আলোয় ওর কুৎসিত চেহারা দানবীয় দেখাচ্ছে।

কেন অ্যাবসার্ড? কেন? ওর মুখ ছাইয়ের মত সাদা হয়ে যায়। সাঁড়াশীর মত ওর আঙ্গুলগুলো তার কব্জি চেপে ধরে। আমি পঙ্গু বলে? এই কারণ, না? আমি পঙ্গু, তাই?

যন্ত্রণায় আর রাগে মিশে তাকে তার ভয় ভুলিয়ে দেয়। সে ওর মুখোমুখি দাঁড়ায়, জলভরা চোখে তার আগুন জ্বলছে।

হ্যাঁ! সে চীৎকার করে ওঠে। হ্যাঁ, হ্যাঁ! তুমি পঙ্গু বলে আর তুমি কুৎসিত বলে। তোমার মত কুৎসিত লোক আমি আর...

সে শেষ করতে পারে না। হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ও তাকে টেনে নেয়। রক্তপায়ী জোঁকের মত তার মুখে ওর মুখ চেপে ধরে। সময় থেমে যায়। বিদ্যুচ্চমকের মত ক্ষণস্থায়ী এক স্বপ্নে ও তার অধরের সিক্ততা অনুভব করে, চেষ্টা করে তার দাঁতের প্রাচীর ভেদ করবার। ও অনুভব করে তার বেঁকে ওঠা শিরদাঁড়া, ওর শক্ত সার্টের সামনে তার বুকের চাপ, ওর তালুতে তার নখের আঁচড়ানি।

একটা মরীয়া চেষ্টায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে দরজার দিকে দৌড়োয়। দরজার হাতলে একটা হাত রেখে ঘুরে দাঁড়ায়, জানে যে ও তার পেছনে ছুটতে পারবে না। ও তখনো নড়ে নি, সোফায় বসে মেঝের দিকে তাকিয়ে বসে আছে, ওর রাগ ফুরিয়ে গেছে।

শুনছো, ঘৃণ্য, কুৎসিত বোকাটা! কোন মেয়ে কোন দিন তোমাকে বিয়ে করবে না! কখনো না! শুনতে পাচ্ছ, অঁরি?

প্রতিহিংসার আবেগে তার নাসারান্ধ্র ফুলে ওঠে, মুখ বেঁকে যায়। খুব আস্তে আস্তে সে কথাগুলো আবার বলে, যেন সে প্রত্যেকটা কথা ওর মগজে পেরেক মেরে ঢুকিয়ে দিতে চায়।

কখনো না! শুনতে পাচ্ছ? কখনো না!

ও তাকে যেতে দেখে নি, তবে কার্পেটমোড়া সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ শুনতে পায়। শুনতে পায় নীচে বসবার ঘর থেকে ভেসে আসা উত্তেজিত কতকগুলো কণ্ঠস্বর। তারপর জোরে একটা ঘণ্টা বাজানোর শব্দ, তার কিছুক্ষণ পরে বাড়ীর সামনের নুড়ি বেছানো রাস্তায় গাড়ীর ঘড়ঘড় আওয়াজ। তারপর শুধু স্তব্ধতা, ঘরভর্তি স্তব্ধতা, সোনালী-সবুজ তার রং আর শান্ত তার স্পর্শ।

আর বাইরে, ক্রন্দসী রাত্রি।

অনেকক্ষণ ও কিছুই অনুভব করতে পারে না। একেবারে কিছু না। তা'রপর, আগুন নিবে যাওয়ার পর ছোট ছোট ধোঁয়ার পাকানো সুতোর মত ওর মস্তিষ্কের শূন্যতায় চিন্তা ধোঁয়াতে থাকে। ওর হৃদয়ের স্পন্দন ওকে সময় সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। মানুষের হৃদয় কি ঘড়ির চেয়ে আস্তে চলে, না জোরে? কতটা যন্ত্রণা পেলে একটা হৃদয় ভেঙ্গে যায় আর তার স্পন্দন যায় থেমে?

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওকে নীচে গিয়ে মা'র মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। অন্য মায়েদের মত হলে, তিনি এতক্ষণে ছুটে ওপরে এসে ওকে প্রশ্ন আর অনুযোগে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন। তিনি নিশ্চয় আগুনের ধারে বসে ওর জন্যে অপেক্ষা করছেন। বেচারী মা, তিনি কি কোনদিন ওকে ক্ষমা করতে পারবেন? ওর জন্যে কত দুঃখই না তিনি পেলেন।

ও হাতড়ে ছড়িটা খুঁজে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘর থেকে বেরোয়। সিঁড়ির তলা থেকেই দেখতে পায়, যেমন ভেবেছিল, মা আগুনের ধারে বসে আছেন, আগুনের শিখাগুলোর দিকে চেয়ে, হাত দুটো কোলের ওপর জোড়া করা। তাঁর মূর্তি এত স্থির যে মনে হচ্ছে যেন পাথরে খোদাই করা।

ও তাঁর কাছে একটা চেয়ারে গিয়ে বসে।

কিছুক্ষণ দুজনের কেউ কথা বলে না।

তুমি গোড়ার থেকেই জানতে, তাই না, মামণি, যে আমি

নিজেকে কিরকম বোকা বানাব? ও আরম্ভ করে, ওর চোখ আগুনের দিকে। ভেতরে ভেতরে বোধ হয় আমিও জানতুম। কিন্তু আমার এমন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হোতো যে দেনিস অন্য সব মেয়েদের মত নয়, সে আমাকে ভালবাসতে পারে, যে শেষ পর্য্যন্ত আমি সেইটেই বিশ্বাস করেছিলুম। তোমার কোন ধারণা নেই, মামণি, পঙ্গু হলে নিজেকে ঠকানো কত সোজা! একটু একটু করে নিজের কুৎসিত চেহারা তুমি সুন্দর করে তুলবে। নিজের খোঁড়া পায়ের কথা ভুলে যাবে। ভাববার আগেই তুমি নিজেকে মনে করবে একজন বেশ চলনসই চেহারার যুবক, যে একটু খুঁড়িয়ে চলে। মনেই থাকবে না যে, তুমি একটা বীভৎস, ছোট পা-ওয়ালা বামন, যা সত্যি তুমি।

লক্ষ্মীটি, অঁরি, লক্ষ্মীটি, ও রকম বোলো না!

কিন্তু সত্যি সত্যি আমি তাই, তাই না, মা? নিজের প্রতি রুদ্ধ আক্রোশে ও বলতে থাকে। জান তুমি, দু দুবার আমি মোঁমার্ত্রেতে একটা সস্তা গণিকালয়ে গেছি, মেয়ের খোঁজে—যে কোন মেয়ে—আর দুবারই আমি প্রত্যাখ্যাত হয়েছি? জান তুমি, যে এমন দিন খুব কম গেছে যে রাত্রিতে আমি নগ্ন স্ত্রীলোকদের স্বপ্ন দেখে যন্ত্রণা পাই নি, বহুদিন আমি ঘুমের মধ্যে হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠে দেখেছি ঘামে আমার সর্বাংগ ভিজে গেছে? তোমায় এসব জানতে হবে, কারণ তুমি আমার সম্বন্ধে সব কিছু জান। তুমি আমাকে নিজের চেয়ে অনেক ভাল জান। আমি তোমার কাছে শপথ করে বলছি যে এসব চিন্তার আমি প্রশ্রয় দিই নি। বরং তাদের ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তারা ফিরে আসে, আসে আর আসে, যতক্ষণ না মনে হয় আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।

তিনি নড়েন না। আগুনের আভায় তাঁর মুখটা ভাস্বর। তাঁর কালো গাউনের ভাঁজে ভাঁজে কমলা রং-এর আলোর রেখা।

শেষ পর্য্যন্ত, ও একটু থেমে বলতে থাকে, একদিন নিজের

সম্বন্ধে সত্যি কথা জানা যায়। এটা ঠিক যেন সাপের গায়ে পা পড়ার মত। যা হয়ে গেছে এতে তার আর কিছু করা-যায় না, কিন্তু ভেতরের সব খাদ এটা টেনে বার করে। সেইজন্যেই মা, এবার ও তাঁর দিকে সোজাসুজি তাকায়, আমাকে মোঁমার্ত্রে ফিরতেই হবে।

ও দেখে তাঁর ঠোঁট কেঁপে ওঠে। জোড়া করা হাত দুটোর মুঠি বন্ধ হয়ে যায়।

ক্ষমা কোরো মামণি। ও নিরুপায় ভাবে বলে। তোমাকে আবার আঘাত দেওয়ার জন্যে ক্ষমা কোরো। কিন্তু এ ছাড়া কোন উপায় নেই। আজ রাতে যা ঘটেছে, তা ঘটতোই। স্যাঁ রেমো কিংবা ফ্লোরেন্স যেখানে হোক্, এটা ঘটতোই। দেনিস শুধু একটা উপলক্ষ্য। অন্য যে কোন মেয়ে হলেও হোতো। আবার ছ'মাস কি একবছর পরে আবার এই ব্যাপার হবে। আর আমি চাই না যে এটা আবার হোক্—কখনো। শুধু মোঁমাত্র তে আমি আমার নিজের উপযোগী একটা জীবন গড়ে তুলতে পারবো। আর সেখানে থাকলে অন্ততঃ আমি তোমাকে আর কখনো আঘাত দেবো না, যেমন আঘাত তোমাকে আমি আজ দিয়েছি।

তিনি চোখের পাতা নাবান। দু ফোঁটা জল আস্তে তাঁর গাল দিয়ে গড়িয়ে পড়ে।

মোঁমার্ত্রতে তুমি অসম্ভব একা বোধ করবে, খোকা।

যে কোন জায়গাতেই আমি একা বোধ করব, মা।

ও মেঝে থেকে ওর ছড়িটা কুড়িয়ে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে তাঁর দিকে যায়। এক মুহূর্ত্ত ও তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।

লক্ষ্মীটি, মামণি, কেঁদো না। আমাদের সাহস দরকার। তুমি জান, আর কোন পথ নেই। আমি প্রায়ই এসে তোমার সংগে দেখা করে যাব···ওর স্বর ভেঙ্গে যায়। ও ঝুঁকে পড়ে তাঁকে চুমু খায়।

আর কখনো ভুলো না, ও তাঁর কানে ফিস্ ফিস্ করে বলে; যাই হোক না কেন, কখনো ভুলো না যে আমি তোমাকে ভালবাসি আর চিরকাল সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসব।

তিনি ওকে বাধা দেবার চেষ্টা করেন না। ও ঠিকই বলেছে। এ ছাড়া আর কোন পথ নেই।

তিনি দেখেন ও নিজেকে টেনে নিয়ে চলে যায়। কার্পেট মোড়া সিঁড়ির ওপর ছড়ির খট্‌খট্‌ শব্দ ক্রমশঃ মিলিয়ে যায়, কিছুক্ষণ পরে ওর শোবার ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ আসে। নিবন্ত আগুনের দিকে আবার তাঁর দৃষ্টি ফিরে যায়।

ও চলে গেছে। এবার ও আর ফিরবে না। তিনি ভুল করেছিলেন। ভেবেছিলেন যে ওকে ওর ভাগ্যের থেকে আড়াল করে রাখবেন। ভাগ্য ভগবানের হাতে। ওর কি হবে? ও পঙ্গু, কুৎসিত, ভালবাসার কাঙ্গাল আর ও ওর ভাগ্যকে মেনে নিতে শেখেনি। ও কি করবে? তিনি বুঝতে পারেন না। কিন্তু একটা জিনিষ তিনি জানেন। ও হচ্ছে তাঁর সন্তান আর ও আঘাত পাবে। তিনি ওকে ত্যাগ করবেন না, ওকে ভালবাসবেন, ওর জন্যে প্রার্থনা করবেন, অপেক্ষা করবেন—শেষ পর্য্যন্ত।





মঁসিও তুলুস !

দুহাতে তাঁর স্কার্টটা তুলে ধরে, মাদাম লুবে তাঁর বাড়ীর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসেন।

টেলিগ্রামটা আসার পর থেকে তিন আনন্দ আর আশংকা মিশ্রিত অদ্ভুত এক অনুভূতির রাজ্যে বাস করছিলেন। নিশ্চয় সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটেছে যাতে মঁসিও তুলুস্‌কে এই যাচ্ছে-তাই মোঁমার্ত্রতে ফিরে আসতে হচ্ছে।

মঁসিও তুলুস ! জড়ী গাড়ীটা একেবারে থেমে গেলে তিনি আবার বলেন। কিরকম আছেন মঁসিও তুলুস্‌ ? আপনি যেরকম রেখে গিয়েছিলেন ষ্টুডিয়োটা ঠিক সে-রকমই আছে। আমি ষ্টোভটা জ্বালিয়ে এসেছি, ঘরটা এখন চমৎকার আর...

তিনি হঠাৎ থেমে যান।

কোথায় যেন একটা গণ্ডগোল হয়েছে। তাঁকে আগেকার মতই দেখাচ্ছে, অথচ না। তাঁর চোখদুটো। হ্যাঁ তাই। সেগুলো আরো বড়, আরো কালো হয়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে সেই ছেলে-মানুষী ফূর্ত্তির ভাব আর নেই।

আপনি বেশ সুস্থ বোধ করছেন তো?

নাবতে নাবতে ও বিষণ্ণভাবে হাসে। ধন্যবাদ মাদাম লুবে। হ্যাঁ, আমি বেশ সুস্থ বোধ করছি। আর ফিরে এসে বেশ ভাল লাগছে।

চারতলায় পৌঁছে, ও দরজাটা ঠেলে খুলে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে সোজা জানলার কাছে চলে যায়। লাঠিতে ভর করে সেখানে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ ও উঁচুনীচু ছাত আর চিমনির মাথাভর্ত্তি সেই পরিচিত দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। শীতের আকাশে তখনো হেমন্তের মৃদু ছোঁয়াচ লেগেছিল। দেনিসের সংগে শেষ কদিন গাড়ী চড়ে বেড়ানোর কথা ওর মনে পড়ে যায়।

ও ঘুরে দাঁড়িয়ে বাতাসে তখনো যে মৃদু তার্পিন তেলের গন্ধের রেশ রয়েছে সেটা শোঁকে।

সত্যি, ফিরে এসে ভাল লাগছে। ও আবার বলে।

হাসতে হাসতেই, ও দেওয়ালের ছবিগুলো, ইজেলগুলো, বেতের চেয়ার-টেবিল, পেটমোটা ষ্টোভটা আর এককোণায় ভেনাস ড মিলোর মূর্ত্তিটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। এ যেন আবার পুরোণো বন্ধুদের মধ্যে ফিরে আসা।

আমি এবার এখানেই থাকব, মাদাম লুবে। শুধু ছবি আঁকার জন্যে আসব না। এইটেই আমার ঘরবাড়ী হবে। এখান থেকে আমি আর কখনো চলে যাব না।

ব্যালকনির ওপরের ছোট ঘরটা—তার বড় জানলা আর সাদা-হলদে ডেইজি ফুল আঁকা দেয়াল—দেখে মনে হল যা ভেবেছিল তার চেয়ে ও আরামেই থাকবে। দুদিন

পরে ওর বাক্স-প্যাঁটরা এল। মাদাম লুবে ওর জামাকাপড় গুছিয়ে রাখলেন। ওর মনোগ্রাম-করা তোয়ালে, আর বাথরুমে ওর নাম-খোদাই-করা রূপোর টয়লেট সেট দেখে ও আরও স্বচ্ছন্দ বোধ করতে লাগল।

ও রাশুর সংগে দেখা করতে গেল। কেন জানি না, ও ভেবেছিল যে গিয়ে দেখবে সে ছবি আঁকছে কি ম্যাণ্ডোলিন বাজাচ্ছে কি গোরস্থানের ইয়ার-বক্সীদের সংগে মদ খাচ্ছে কিংবা কোন কাপড়ের দোকানের মডেলের সংগে প্রেমালাপ করছে। কিন্তু তার বদলে ও দেখল এক ক্লান্ত বিব্রত দৈত্য একটা ওভার-কোটে সর্বাংগ মুড়ে ঠাণ্ডা বরফের মত ষ্টুডিয়োয় বসে মোটা মোটা আর্টের ইতিহাস পড়ছে।

দেখতেই পাচ্ছ, দাঁড়িয়ে উঠে বোকার মত হাসতে হাসতে রাশু বলে, শালার কিউরেটরের এগ্‌জামিনের জন্যে মুখস্ত করছি। ভাবতেও পারবে না যে একটা মিউজিয়মের দেখাশোনা করতে হলে কি সব জিনিষ জানতে হয়।

তার ভবঘুরে ভাব, হো-হো করে হাসি সব চলে গেছে। তার ভেতরের বুর্জোয়া মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে—সে চায় নিরাপত্তা আর সম্মান। আর সে লেলিতে নাচা কিংবা লা মুভেলে বিয়ার খাওয়া পছন্দ করে না।

ছাত্রাবস্থায় ওসব চলে, কিন্তু ও সব করে হয়টা কি?

খানিকক্ষণ ওরা একথা-সেকথা বলে, আগেকার অন্তরংগতা আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে।

তুমি বোধ হয় জান যে গ্রোনিয়ে বিয়ে করেছে, আর লুকা নর্মান্দিতে ফিরে গেছে?

আঁরি ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। তুমি ওদের সম্বন্ধে আমায় লিখে-ছিলে। ভিনসেণ্টের খবর কি?

ও, ভিনসেণ্ট এখনো তেমনি আছে, আঁবসাত খায় আর সবাইকে ওর সেই আর্ট কলোনি আর আর্টিষ্টদের ভাই বেরাদরি

নিয়ে জ্বালাতন করে। গ্রীষ্মকালে আগোস্তিনাতে ও একটা প্রদর্শনীও করেছিল—কেউ দেখতে আসে নি।

না, গোজী আর অ্যাঁকতাঁর সংগে বিশেষ দেখা সাক্ষাৎ হয় নি, যদিও ওরা দুজনেই মোঁমার্ত্রতেই আছে।

সবাই ব্যস্ত, কোন রকমে দুবেলা দুমুঠো খাবার জোগাড় করবার জন্যে। অদ্ভুত জীবিকা, আর্ট।

সব মিলিয়ে গ্রীষ্মকালটা ছিল খুবই গরম আর একঘেয়ে। তবে, ভগবানকে ধন্যবাদ, একদিন মোঁমার্ত্রের গোরস্থানের কাছে ও একটা মেয়েকে দেখতে পায়।

ওর কাছে আমার সেই মাদোনার ছবি আঁকা সম্বন্ধে বক্তৃতাটা দিলুম। ও রাজী হয়ে গেল। খুব চালাক চতুর নয়, একটু কালা, কিন্তু মেয়েটা ভাল। মনটা খুব সাদা। কোন্ হোটেলে যেন ক্যাশিয়ার—অন্ততঃ ও তো তাই বলে, তবে মেয়েদের ব্যাপার তো, কখন সত্যি কথা বলছে, বোঝা শক্ত। আমি ওর একটা ছবিও এঁকেছি। ওকে যখন সেটা দি, ও তো কেঁদেই ফেল্ল।

বার্থা মেয়েটা বেশ। ও হাসতে হাসতে বলে।

কিছুক্ষণ হাঁটুর ওপর হাতদুটো জোড়া করে ও চুপচাপ চিন্তা করে।

তারপর, তুমি কি করবে ঠিক করেছ?

ভাবছি, ছবি আঁকব। আর কি-ই বা করতে পারি?

যা হোক্, তোমাকে তো আর পেটের চিন্তা করতে হবে না। এখন তুমি যা প্রাণ চায় আঁকতে পার।

হ্যাঁ। অঁরি সায় দেয়। অ্যামেচার হওয়ার এই একটা সুবিধে। যা খুশী তাই আঁকা যায়। কেউ কেয়ারও করে না।

হঠাৎ ওরা দুজনে আর বলবার মত কথা খুঁজে পায় না।

এবার আমাকে যেতে হয়। তোমার কাজের আর ক্ষতি করব না। মাঝে মাঝে হয়তো দুজনে দেখা হবে।

দোর গোড়ায় গিয়ে ওরা করমর্দন করে, মুখে ওদের বিব্রত হাসি, চোখে অকথিত বিদায় বাণী।

আমি যাবার আগে নিশ্চয় আরো অনেকবার আমাদের দেখা হবে, রাশু বলে। আর একটা কথা, জুলির খবর শুনেছ, নিশ্চয় ?

না তো।

ও জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছে। তুমি চলে যাওয়ার প্রায় এক সপ্তাহ পরে।

কোথায় কবর দেওয়া হয়েছে ?

রাশু ঘাড় নাড়ে। আমি জানি না। জানই তো এসব ব্যাপার ? টাকাকড়ি নেই, নিকট-আত্মীয় কেউ নেই···নিজস্ব কবরের জন্যে টাকা থাকা দরকার।

অঁরি কোনরকমে দোতলায় পৌছোয়। তারপর একটা সিঁড়িতে বসে নিঃশব্দে খানিকক্ষণ কাঁদে।

লা হুভেলে সন্ধেটাই কাটে খুবই নৈরাশ্য-জনকভাবে।

কমার্শিয়াল আর্টই হচ্ছে একমাত্র জিনিষ, ছেঁড়াজামার হাতা নেড়ে গোজী বলে। ওতেই টাকা। ক্যাটলগ, ইলাস্ট্রেশন আর বিজ্ঞাপনের মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে—এমন কি সাইনবোর্ড এঁকেও তু'পয়সা করা যায়, অবশ্য অর্ডার যোগাড় করতে পারলে।

অ্যাকতঁ্যা গণ্ডায় গণ্ডায় ধর্মের ছবি আঁকার কথা বলে। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ছবি আমি তিনদিনে একটা আঁকি। তুদিনেও হয়, তবে আকাশে কতকগুলো দেবদূত দেখাতে সময় লাগে। খ্রীষ্টের জন্ম একটা চারদিনে হয়। অনেক খুঁটিনাটি জিনিষ আঁকতে হয়, জানই তো।

ওরা প্রাণপণে ফূর্তিবাজ হবার চেষ্টা করে। অতীত ঘেঁটে, ওরা আতলিয়ের পুরাণো সব রসিকতা উদ্ধার করে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের ছাত্র জীবনের কথা ফুরিয়ে যায়।

ওদের বাইরের এই লোক-দেখানি বীরত্বের আড়ালে অঁরি দেখতে পায় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ওদের ভাবনা, কতকগুলো বছর বাজে নষ্ট করার জন্যে অনুশোচনা।

মজার ব্যাপার, তাই না ? মুখটা হাঁড়ির মত করে গোজী

হাসে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সালোঁর জন্যে ছবি আঁক, ছবি মনোনীত হলে দেখবে, যে তাতে কিছুই যায় আসে না।

হ্যাঁ, পারীতে আজ যে সব আর্টিষ্ট উপোস করছে তাদের আর্ধেকের ছবি সালোঁতে মনোনীত হয়েছিল। অ্যাকতাঁ সায় দেয়। বেটা বুড়ো দেগা ঠিকই বলেছিল। আর্ট একটা জীবিকাই নয়। এটা হচ্ছে আস্তে আস্তে আত্মহত্যা করার একটা উপায়। যাক্, তোমায় তো আর এসব ভাবনা ভাবতে হবে না· ·

প্রথম থেকেই ও বুঝেছিল যে ওর মোঁমার্ত্রে ফিরে আসাতে ওরা আশ্চর্য্য হয়ে গেছে, কিছুটা ঈর্ষান্বিত। ঈর্ষাটা অবশ্য ওদের ইচ্ছাকৃত নয়। নিশ্চয়, সালোঁতে ফেল করার সামর্থ্য ওর আছে। ও এখনো ওর চমৎকার ষ্টুডিয়োতে বসে যাখুশী তাই আঁকতে পারে; কখনো ওকে জামাকাপড়, খাবার, কিংবা ঘরভাড়ার জন্যে ভাবতে হবে না। ও বড়লোক আর তারা গরীব। এ ভাবনাটা ওদের সম্বন্ধটাকে বিষিয়ে তুলেছিল, ওদের বন্ধুত্বের বছরগুলো ফেলেছিল মুছে। একলাফে ও আবার সেই আগেকার দিনগুলোয় ফিরে গিয়েছিল—সেই বোনাতের ক্লাশের ধনী সখের আর্টিষ্ট।

ওরা চলে গেল। যাবার সময় দিব্যি করে বল্ল আবার অনেকবার ওদের দেখা হবে, কিন্তু মনে মনে ওরা জানতো যে আর দেখা হবে না।

একমাত্র ভিনসেণ্টই ওকে দেখে সত্যিকারের খুশী হয়। তার চক্চকে চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে থাকে। চওড়া হাড়বারকরা হাতটা অঁরির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, তোমার অভাব বোধ করতুম, অঁরি। একগাদা কথা জমে আছে, তোমাকে বলতে হবে। চল বাড়ী গিয়ে তেওর স্টকভিশ কিছু ধ্বংস করা যাক।

ওদের গভীর অন্তরংগতা নষ্ট হয় নি। কয়েকটা সন্ধে বেশ আনন্দেই কাটে। আগের মত ওরা তর্ক করে। কিন্তু ভিনসেণ্ট অসুস্থ, নিজেকে কেন্দ্র করেই ঘুরছে। শেষ ক'মাসে সে-ও বদলে গেছে। একটা অবিশ্বাস্য ভয়ঙ্কর কিছু তার ভেতর ঘটছে, মাঝে মাঝে সেটা যেন তার মনের টুঁটি টিপে ধরে।

আমি এখান থেকে বেরোতে চাই, মাঝে মাঝে সে চেঁচিয়ে ওঠে।

এমন জায়গায় যেতে চাই যেখানে রোদ আছে। আমি রোদ আঁকতে চাই, মাঠ আঁকতে চাই…

পারী তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তার অস্থিরতা চরম পর্য্যায়ে পৌঁছেছিল। মাঝে মাঝে তার চোখ পাগলের মত হয়ে উঠতো। বোঝা যেত যে একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘনিয়ে আসছে।

একদিন সে টলতে টলতে আঁরির ষ্টুডিয়োয় এসে ঢোকে, মাতাল, সর্বাংগ জলকাদায় ভিজে।

তোমার কি মনে হয় আমি পাগল? সোফায় বসে, মাথাটা তুহাতের মধ্যে চেপে ধরে সে বলে। সত্যি সত্যি, তোমার কি মনে হয় আমি পাগল? তোমার কি মনে হয় ওরা আমাকে খাঁচায় পুরে রাখবে?

সেদিন বিকেলে পেয়ার ত্যাঁগির দোকানে তার সংগে সেজানের দেখা হয়েছিল। তার ছবিগুলো দেখার পর তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নাকী স্বরে মন্তব্য করেছেন, মঁসিও সত্যি কথা বলতে কি, আপনি পাগলের মত আঁকেন! তাঁর এই মন্তব্য ভিনসেণ্টের ওপর কাজ করেছে, এক পিপে বারুদে একটা দেশলায়ের কাঠির মত।

এ ঘটনার পর সে আর শান্তি পায় না। আরো বেশী মদ খেতে সুরু করে। যখন ষ্টুডিয়োয় আসতো তার কথাবার্ত্তা অসংলগ্ন হয়ে যেত, মাঝে মাঝে ডাচ্ বলতো। তার তোতলামি বেড়ে যায়, মাঝে মাঝে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার অভ্যেসটাও বেড়ে ওঠে।

শেষে ফেব্রুয়ারী মাসের এক ঠাণ্ডা সকালে সে আর্লে চলে যায়। আঁরি তাকে শেষ দেখে—রক্তবর্ণচোখে একটা থার্ডক্লাস গাড়ীর জানলা থেকে ডুবন্ত মানুষের মত হাত নাড়ছে আর হাসছে।

কয়েকদিন পরে রাগুর পালা আসে। সে তার পরীক্ষা পাশ করে দ্রাগীগ্যাঁ সহরের সহকারী মিউজিয়াম কিউরেটারের পদ পেয়েছে। দ্রাগীগ্যাঁ হচ্ছে প্রভঁন প্রদেশের একটা ছোট সহর। প্রচুর রোদ আর লোকজন খুব কম। আবার আঁরি গাড়ী চড়ে স্টেশনে যায় আর রেলওয়ে স্টেশনে যে সব বড়বড় বাজে কথা বলা হয়, সে সব বলে।

অতীতের সংগে শেষ যোগসূত্র ছিঁড়ে যায়।

ও কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা করে। একসংগে দুটো, তিনটে, চারটে ক্যানভাস ধরে, যতক্ষণ বিরাট জানলাটায় একটু আলোর রেশ থাকে ততক্ষণ আঁকে, ক্রমশঃ ওর আঁকার গতি দ্রুততর হয়, তুলির টান হয়ে ওঠে আরো নির্ভুল। মাদাম লুবে ওকে খবরের কাগজ পড়ে শোনান। সন্ধের সময় অবশ্য নিঃসংগতা ওর বুকের ওপর পাথরের মত চেপে বসে। নিঃসংগতা স্মৃতি দিয়ে তৈরী। ক্রমান্ধকার ষ্টুডিয়োতে দেয়ালের ফাঁক দিয়ে স্মৃতিরা এসে ভীড় করে, ওর চোখের সামনে ভাসে, ওকে ঘিরে পাক খায়। তাদের হাত এড়াবার জন্যে ও টুপি পরে বেরিয়ে পড়ে।

লা হ্নভেলে গিয়ে দেখে পরিচিত জায়গাটা প্রায় অপরিচিত হয়ে উঠেছে। একবছর আগেকার সে কাফে আর নেই। এটা যেন একটা হট্টগোলে ভর্ত্তি তাড়িখানা। ছাত্রেরা তাদের তর্ক থামিয়ে ওর দিকে তাকায়। ভাবে সালোঁতে অকৃতকার্য্য হয়েও লোকটা এখানে পড়ে আছে কেন। বেশীবয়সী আর্টিষ্টরা তাদের নিজেদের সমস্যায় কিংবা ডোমিনো খেলায় এত মত্ত থাকে যে তাকে লক্ষ্যই করে না। বাইশ বছর বয়সে ও হয়ে ওঠে মোঁমার্ত্রের আর একটা ব্যর্থতা, কারুর চেয়ে ওর বয়স বেশী, কারুর চেয়ে কম, সবায়ের কাছেই সমান মূল্যহীন।

ওর সন্ধেগুলো উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ানোতে কাটে। ভীড়ের মধ্যে নিঃসংগ কাটানোর তিক্ততা ও মর্মে মর্মে অনুভব করে। একা ও কাফে থেকে কাফেতে ঘুরে বেড়ায়, ফার্ণাদো সার্কাসে যায়, সেখানে ক্লাউন, উল্‌কি আঁকা ঘোড়সওয়ার, শিক্ষিত কুকুর আর গোলাপী আঁট পাজামা পরা কসরৎ করিয়েদের খেলা দেখে।

একদিন ও লেলিতে যায়। লা গুলু এসে ওর টেবিলে বসে, তার পরেই কোনদিকে যেন চলে যায়, ওর কথা আর তার মনেই থাকে না। সেখানেই ও এক নতুন সার্জেণ্টের কথা জানতে পারে। তার নাম পাতু। বালথাজার পাতু। লোকটা মোঁমার্ত্রের ত্রাস হয়ে উঠেছে। রাত্তিরে সে সারা পাড়াটায় ঘোরে আর যে সব মেয়ে কার্ড ছাড়া পথে ব্যবসা করে তাদের ধরে। (পারীতে প্রত্যেক গণিকাকে পুলিশ থেকে

একটা কার্ড দেওয়া হয়। সেটা সব সময় তার কাছে থাকা নিয়ম।। লোকটা ইউনিফর্ম পরে না। কাজেই সে যে পুলিশ তা বোঝাও যায় না। ও ছোঁ মেরে তাদের ওপর পড়ে আর সাঁ্যা লাজারের কয়েদখানায় চালান করে···

শেষ পর্য্যন্ত বুলভার ক্লিশির ব্রাসারিগুলো ওর আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। ওখানেই ও সন্ধের পর সন্ধে কাটায়, টুপিটা ভুরু পর্য্যন্ত নাবানো, পাটা মেঝের অনেক ওপরে ঝুলছে, মন একঘেয়েমিতে ক্লান্ত। পাশে ছোট রবারলাগানো ছড়িটা নিয়ে ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে, সন্ধেবেলার খবরের কাগজগুলো পড়ে, লুকিয়ে স্কেচ্ করে, গেলাসের মধ্যে নিজের কুৎসিত মুখের প্রতিচ্ছবি দেখে, কি জন্যে যে অপেক্ষা করে, তা ও নিজেই জানে না।

মা বলেছিল যে ও একা বোধ করবে। হ্যা, একা ও বোধ করে।

তারপর একদিন ও একটা কোয়ন্ত্যাকের অর্ডার দেয়। তারপর আরেকটা। তারপর আরেকটা। আশ্চয্য একটা ব্যাপার ঘটে। ও পায়ে আর যন্ত্রণা বোধ করে না। পঙ্গু? কে পঙ্গু? আরে ও তো একজন সুন্দরী মেয়ের সংগে নাচছে, সে ওর বুকে মাথা দিয়ে রয়েছে, ঠিক লেলির মেয়েরা যে রকম করে নাচে···তার চোখ বন্ধ, ওদের সঞ্চরণশীল আলিঙ্গনের আনন্দে সে নিজেকে সঁপে দিয়েছে······

গোপন একটা উল্লাসের সংগে ও আবিষ্কার করে যে ও একজন 'জাত' মদখোর। অবিশ্বাস্য পরিমাণ মদ ও গলাঃধকরণ করতে পারে, বাইরে তার কোন রকম কুফল প্রকাশ পায় না। এ ঘটনার থেকে ও একটা অদ্ভুত তৃপ্তি পায়। অনেক লোকে পাহাড়ে চড়তে পারে, ঘোড়ায় চড়ে ছ' ফুট উঁচু বেড়া টপকাতে পারে। ও-ও কিছু একটা পারে— ও মদ খেতে পারে।

মদে আরো একটা জিনিষ করে। মদ ওকে সাহস দেয়। ও ওর ভয় কাটিয়ে একদিন গণিকালয়ে গিয়ে হাজির হয়।

এবার ও সোজা দরজা পর্য্যন্ত গাড়ী করে গিয়ে জোরে ঘণ্টাটা বাজায়। বুদ্ধি করে ও এই টিপটিপে বিষ্টিপড়া, বিচ্ছিরি বিকেলটায়

এসেছিল এই আশায় যে লাল মখমলে মোড়া সালোঁটা খালি থাকবে, মেয়েগুলো থাকবে অলস অপেক্ষায়।

তাড়াতাড়ি ভেতরে এস, দেখছো না বিষ্টি পড়ছে। সর্দিতে ছলছলে চোখ এক প্রৌঢ়া ওকে ভেতরে আসতে বলে। ও ভেতরে ঢুকলে দরজাটা বন্ধ করে সে ওকে দেখে। তার ফোলা ফোলা মুখটায় একটা চেনা-চেনা ভাব খেলে যায়। তুমি একবার এসেছিলে না, এখানে, ছু' তিন বছর আগে? কয়েকজন বন্ধুর সংগে? একবার দেখলে আমি কোন মুখ সহজে ভুলি না। ও ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে তার হাতে একটা রুপোর চাকতি গুঁজে দেয়।

এইতো, একেই বলে বখ্শীষ্। সে ভাঙ্গা গলায় চেচিয়ে ওঠে। তোমার মত লোক আরো বেশী এলে আমি অবসর নিয়ে দেশে গিয়ে থাকতে পারি। দেখছি তোমায় আমায় মিলবে ভাল।

সে ওর দিকে দয়ার দৃষ্টিতে তাকায়, বোধহয় ওর অস্বস্তি বুঝতে পারে। ঠিক সময়েই এসেছো, ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে সে, ওপরে কেউ নেই।

হঠাৎ তার চোখে একটা সন্দেহ দেখা দেয়। বামন হলেও তুমি প্রেম করতে পারো তো, অ্যাঁ?

ওর মৃদু মাথা ঝাঁকুনিতে আশ্বস্ত হয়ে সে আবার বক্‌বক্ করতে থাকে। তাহলে ঠিক আছে। লম্বা বেঁটে বুড়ো ছোকরা—আমাদের কাছে সব এক। প্রেম; তার জন্যেই আমরা এখানে আছি। আচ্ছা, এখন তুমি ওপরে যাও, আমি মেয়েদের খবর দিচ্ছি।

ঘরভর্ত্তি মুখে মাখার পাউডার আর বাসি তামাকের গন্ধ, ওঁরি খালি সালোঁটায় একা বসে অপেক্ষা করে। ওপরে একটা দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ শোনা যায় তারপরে সিঁড়ি দিয়ে কার দৌড়ে নেবে আসার শব্দ।

পাৎলা গাউন আর হাইহিল জুতো পরা একটা মেয়ে ঘরের মধ্যে এসে ঢোকে। ওকে দেখে সে থমকে দাঁড়ায়, তার হাসি বন্ধ হয়ে যায়! এক মুহূর্ত্ত ও শুধু দেখে এক জোড়া ভীত ত্রস্ত চোখ।

তারপরেই হঠাৎ সে ঘুরে দাঁড়িয়ে পালায়।

ওর হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি ছাপিয়ে ও অন্য পায়ের শব্দ শোনে, অস্পষ্ট খিলখিল হাসির আওয়াজ আর উত্তেজিত ফিস্‌ফিসানি।

একটা হাত পর্দাটা সরায়। পাঁচটা মেয়ের মুখ সেই ফাঁকে ভীড় করে, দশটা চোখের দৃষ্টি এসে পড়ে ওর ওপর। ও বুঝতে পারে ও লাল হয়ে উঠছে।

আরে, এতো অঁরি!

বোকার মত ও চেয়ে দেখে একটা মোটা, গরুর মত চোখ বাদামীচুল মেয়ে ওর দিকে আসছে, শেমিজের নীচে তার বিশাল স্তন দুটো দুলছে।

তুমি আমায় চেন না, না! সে ওর সামনে দাঁড়িয়ে হাসে। কিন্তু আমি তোমাকে চিনি! গোল মুখটায় একটা পাড়াগেঁয়ে সরলতার আভাস পাওয়া যায়। কেন জানিনা তাকে দেখে ওর মাদাম লুবের কথা মনে পড়ে যায়—পঁচিশ বছর বয়সী মাদাম লুবে একটা মভ্ রংএর শেমিজপরা।

আমি বার্থা, সে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলে, তার চোখে হাসি, যেন কোন ছেলেমানুষী ধাঁধাঁর উত্তর দিচ্ছে, তোমার বন্ধু রাগু আমাকে তোমার কথা বলেছে। ও কিছু বলবার আগেই সে অন্য মেয়েদের দিকে ফেরে। তারা ওর পেছন পেছন ঘরে এসে ঢুকেছিল। ঠিক আছে, ও একজন আর্টিষ্ট, ছবি আঁকে, আমার রাগুর মত।

কি রকম করে জানিনা, এতেই সব মীমাংসা হয়ে যায়। মেয়েরা টেবিলের চারধারে ঘিরে দাঁড়ায়।

এ হচ্ছে ভেরোনিক্, বার্থা একজন রোগা, উঁচু দাঁত, আর বাদামী চুলওয়ালা মেয়েকে দেখায়। মেয়েটাকে অঁরির একটা মনমরা ইঁদুরের মত লাগে। ও বেশীদিন এখানে কাজ করছে না। মাত্র তিন মাস।

ভেরোনিক্ হাত বাড়িয়ে দেয়। কথাও বলতে যায় কিন্তু ততক্ষণে বার্থা আর একজন মেয়ের দিকে দেখাচ্ছে।

এ হচ্ছে সুজান। ও আমার মত ব্রিটানি থেকে এসেছে।

এবার সে একজন লম্বা, চওড়া-হাড় স্ত্রীলোকের দিকে ফেরে, তার নগ্নদেহ শুধু একটা হলদে স্পেনদেশীয় শালে ঢাকা। এ হচ্ছে গিয়ানিনা। ইতালিয়ান। ওর গলার স্বরে বোঝা যায় যে গিয়ানিনা হচ্ছে একজন নগণ্য বিদেশী! তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার নেই।

আর এ হচ্ছে মিনেত। আলাপ-পরিচয়ের পালা শেষ করে ও অঁরির পাশে এসে বসতে বসতে বলে। আমি এখানে যতদিন আছি ও-ও প্রায় ততদিনই আছে।

মেয়েরা ওর সংগে করমর্দন করে টেবিলের চারধারে বসে, নিজেদের নগ্নতার সম্বন্ধে তাদের ভ্রূক্ষেপও নেই। ব্যাপারটা প্রায় একটা সামাজিক অনুষ্ঠান হয়ে দাঁড়ায়।

ময়লা ঝাড়ন হাতে একজন ওয়েটার এসে ঢোকে। যান্ত্রিকভাবে সে টেবিলটা পোঁছে আর ওরা তাকে ওদের ফরমাস জানায়। অঁরি রাস্তায় যে টার্কিশ সিগারেট এক বাক্স কিনেছিল সেটা সবায়ের কাছে চালান করে, দেশলাই জ্বালে, ঝুঁকে সবায়ের ঠোঁটের কাছে আগুনটা বাড়িয়ে ধরে। ওরা এ ধরণের খাতিরে অভ্যস্ত ছিল না। ঠোঁট সরু করে আড়ষ্ট মহিলাসুলভ গলায় ওকে ধন্যবাদ জানায়। লুকিয়ে ওরা ওর পায়ের দিকে তাকায়, ওর পোষাকের কাপড় আর ছাঁটকাট লক্ষ্য করে। এই পঙ্গু, সুবেশ, বিনয়ী যুবকটির প্রতি সকলেই একটা অস্পষ্ট সহানুভূতি অনুভব করে। বেচারা নিজের কোন মেয়ে না পেয়ে এখানে এসেছে। আপনি ছবি আঁকেন, মঁসিও? কথা চালাবার জন্যে ভেরোনিক্ জিজ্ঞাসা করে। সব রকম ছবি?

বার্থা অঁরির হয়ে উত্তর দেয়। নিশ্চয় ও সব রকম ছবি আঁকে। ও দৃঢ় গলায় বলে। আর্টিষ্টরা সব রকম ছবি আঁকতে পারে। আমার রাশু মাথায় যা আসতো তাই আঁকতে পারতো। ইচ্ছে করলে সে তোমার পোর্ট্রেট এমনি করে এঁকে দিতে পারতো। ও তুড়ি মেরে দেখায় যে পোর্ট্রেট আঁকা রাশুর পক্ষে নেহাৎই তুচ্ছ কাজ।

একবার, গিয়ানিনা বলে ওঠে, আমি একজন অষ্ট্রিয়ান আর্টিষ্টের কাছে পোজ্ দিয়েছিলুম।

ওর চোখের পাতাগুলো ছিল লম্বা। ওর সুন্দর মুখশ্রী চর্বিতে প্রায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। ঘন চুল আল্‌গা খোঁপায় ঘাড়ে লুটিয়ে পড়েছে ওকে দেখে অঁরির পুস্যাঁর আঁকা রোমান কৃষকরমণীদের ছবির কথা মনে পড়ে যায়।

ওর তরল ভিনিশীয় গলায় ও বলতে লাগল কেমন করে সেই বয়স্ক বিষণ্ণ স্বভাবের অষ্ট্রিয়ান চিত্রকরটি মাঝে মাঝে প্যালেট রেখে উঠে এসে ওর বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করতেন, তারপর আবার ইজেলে ফিরে গিয়ে কতকগুলি তুলির আঁচড় দিতেন।

তিনি বলতেন আমি নাকি তার প্রেরণা। ও শেষ করে। সুজান প্রতিবাদ জানায়। কোন লোকের সংগে শুতে ওর আপত্তি নেই কিন্তু কখনো ও কোন আর্টিষ্টের কাছে নগ্ন হয়ে পোজ্‌ দেবে না। না, মরে গেলেও না।

বিশ্রী জিনিষ এটা। লেসের শেমিজের নীচে ওর বুক প্রতিবাদের দমকে কেঁপে ওঠে। অন্ততঃ আমি তাই বলি, জিনিষটা বিশ্রী।

কিন্তু তুমি বুঝছনা, গিয়ানিনা শান্তভাবে বলে। একজন আর্টিষ্ট, সাধারণ মানুষের মত নয়। সে তোমার দিকে মানুষের দৃষ্টিতে তাকায় না। অনেকটা যেন সে···

অনেকটা ডাক্তারের মত। বার্থা শেষ কথা জানায়। ওর রাগুর সংগে ভালবাসাটা ওকে আর্টিষ্টদের ব্যাপারে একটা বিশেষজ্ঞের আসন দিয়েছিল। প্রত্যেক সোমবার যখন ডাক্তার তাঁর সাপ্তাহিক পরিদর্শনের জন্যে আসেন, তখন তাঁকে তোমার দেহ দেখাতে তো আপত্তি কর না। আর্টিষ্টের বেলাতেও ঠিক তাই······

কিছুক্ষণের মধ্যে সব মেয়েই তর্কে যোগ দেয়। হাসিমুখে অঁরি দেখে এ ওর দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে, মদে চুমুক দিচ্ছে, আর অনভ্যস্ত দামী সিগারেট টানছে।

যে সব ঘৃণ্য জীবদের কথা ও ভেবেছিল, এ মেয়েগুলো তো সে রকম নয়। এরা বেশ ভাল, বন্ধুভাবাপন্ন; এরা ওর পা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাবে বলে মনে হয় না। কি সহজ, সবকিছুই কত সহজ মনে

হচ্ছে। আরো আগে এখানে এলে ও কত যন্ত্রণার হাত থেকেই না রেহাই পেত!

ও বলতো তুমি বেশ ভাল……

ও ঘুরে দেখে বার্থা আলোচনা ছেড়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

সত্যি কথা, নীলনীল চোখ আর হাসিহাসি মুখে সে ওর দিকে তাকিয়ে বলে। তুমি বেশ ভাল। ও-ও বেশ ভাল ছিল, তাই না? কি চমৎকার ম্যাণ্ডোলিন বাজাতো। আর কি সুন্দর গলা ছিল! আর যেমন বিরাট চেহারা ছিল তেমনি স্বভাব ছিল শান্ত! জান তো ও আমার একটা ছবি এঁকেছিল। তোমায় দেখাবো।

সে থামে, স্মৃতিতে তার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে ওঠে।

ও ভাল আছে তো? আঁরি তার গলার মৃদু করুণ সুরে আশ্চর্য্য হয়ে যায়। এ যেন একটু আগের বার্থা নয়। ওর কোন খবর পাও? দেখ, ও আমাকে চিঠি লিখতে পারে না, কারণ আমি ওকে ঠিক ঠিকানা দিই নি। আমি ওকে বলেছিলুম যে আমি একটা হোটেলের ক্যাশিয়ার। সে চোখ নাবায়। আমি চাই নি যে ও জানুক……

ও এখন দ্রাগীগ্যাঁ মিউজিয়ামের সহকারী কিউরেটর……

বার্থা ওকে শেষ করতে দেয় না। মিউজিয়াম! ও মিউজিয়ামে কাজ করে?

জয়ের ভংগীতে ও মেয়েদের দিকে ফেরে। বলি নি, আমার রাণু একজন বড় আর্টিষ্ট? শুনলে তো, ও মিউজিয়ামে কাজ করে।

ক্রমশঃ সন্ধে ঘনিয়ে আসে। ওয়েটার অক্তাভ্ এসে গ্যাসের বাতিগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে যায়, আর একবার ভারমুথ পরিবেশন করে। একটু পরেই একে একে খদ্দেররা আসতে সুরু করে। এদিক ওদিক না তাকিয়ে তারা লাল মখমলের সোফাগুলোয় বসে, আর নার্ভাসভাবে টুপিগুলো হাতে করে দোমড়ায়।

একে একে মেয়েরা উঠে বিদায় নেয়।

বিদায়, আঁরি। তারা হাত বাড়িয়ে বলে। বেশ আনন্দে কাটালুম।

ও দেখে তারা একে একে তাদের লোকেদের দিকে এগিয়ে যায়,

তাদের গলা জড়িয়ে ধরে, বলে, শেরি, আমাকে এক গ্লাস মদ খাওয়াবে? কে একজন যান্ত্রিক পিয়ানোটা চালিয়ে দেয়। ল্য পেরোকে গ্রিতে রাত্রি নেবে আসে।

এখন শুধু বার্থাই থাকে ওর টেবিলে।

বোধহয়, তুমি ওপরে যেতে চাও? সে বলে। ওর আসার উদ্দেশ্য তার মনে পড়ে যায়।

ও ঘাড় নেড়ে তার পেছন পেছন ঘর থেকে বেরোয়।

পরের কটা মাস ধরি যদিও নিঃসংগই থাকে—তবু তার মনে একটা শান্তি আসে—মাঝে মাঝে সে এমনকি সুখীও বোধ করে।

ও গণিকালয়ে যেত সাধারণতঃ বিকেলবেলায়। বার্থার পরামর্শমত ও অন্যান্য মেয়েদের সংগেও "ওপরে" যেত। ও দেখতো তারা যথেষ্ট বুদ্ধিমান বিবেচক, আর ওকে আনন্দ দেবার জন্য ব্যগ্র। তাদের ওকে এত সহজে মেনে নেওয়া আর ওর মোটা বখ্‌শীষের জন্যে তাদের প্রশংসা ওর ভাল লাগতো। তাদের বাহুবন্ধনে ও কিছুক্ষণের জন্যে সমস্ত জগৎ ভুলে যেত। মনে একটা অস্পষ্ট প্রতিশোধ নেওয়ার ভাব জাগতো। বেঁচে থাকুক এই বেশ্যারা যারা ভদ্র তরুণীদের ঘৃণার জ্বালা মিটিয়ে দিতে পারে। তাদের কাছে ও দেহজ প্রেমের নানা রকম পাঠ নিত—যে প্রেম, শুধুই ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্যে, রোমান্সের ভাণের বিন্দুমাত্র জটিলতা যাতে ছিল না।

ও এমনকি তাদের সংগী হিসেবেও পেতে আরম্ভ করে। ওর আত্‌লিয়ের দিনগুলোর মত, ওর সহানুভূতিশীল শ্রোতার ভূমিকা এখানেও কাজ দেয়। কিছুদিনের মধ্যেই ও শুধু আর একজন শাঁসালো মক্কেল থাকে না, ও হয়ে ওঠে এমন একজন যার কাছে তারা তাদের আত্মজীবনী বলে, তাদের নালিশ তাদের আশা আকাঙ্খা আর তাদের সত্যি মিথ্যে দুঃখ-কষ্ট জানায়। আবার ও বুঝতে পারে বেশীর ভাগ লোকেরই নিজেদের সম্বন্ধে কথা বলার প্রয়োজনটা কত বেশী।

ও ওদের সেন্ট, লজেন্স আর টার্কিশ সিগারেট এনে দেয়। ওদের

জন্মদিন নিজের নোট্ বইয়ে টুকে রাখে আর সে সব দিনে ওদের ঝুড়ি ভর্ত্তি বোতলে মদ আর টিন ভর্ত্তি হাঁসের মাংস পাঠায়।

ক্রমে ক্রমে ও নারীত্বের অজ্ঞাতপরিচয় নগ্নতার আড়াল থেকে ওদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট চিনতে পারে। সুজানের একটা ছোট মেয়ে আছে। প্রত্যেক মাসে সে তার উপার্জনের শেষ পাই-পয়সাটি পর্য্যন্ত দেশে যে পরিবারটি তাকে পালন করছে তাদের পাঠায়। গিয়ানিনা ছেলেদের পছন্দ করে না। ভেরোনিক বাইসিকল্ রেস নিয়ে জুয়া খেলে আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা খবরের কাগজের খেলার পাতা দেখলেও, সব সময়ই হারে। মিনেত, ছুটির দিনগুলো থিয়েটার দেখে কাটায়—সাধারণতঃ রোমাঞ্চকর সব খুন-জখমেরই বই—আর দেখে এসে বড় বড চোখ করে সেগুলো ফলিয়ে বলে।

তাছাড়া বার্থা তো ছিলই। ভালমানুষ বার্থা।

ওরা দুজনে রাশুর সম্বন্ধে কথা বলতো। বারবার সে রু গ্যানেরোঁর সেই নোংরা ষ্টুডিওতে যে কটা অবিস্মরণীয় ঘণ্টা কাটিয়েছিল তার কথা বলতো। রাশু তার যে ছবিটা এঁকেছিল—একটা ছোট, বাদামী রংএর ছবি—সেটা সে এক বিরাট সোনালী ফ্রেমে বাঁধিয়ে তার ঘরে টাঙ্গিয়ে রেখেছিল। সেটা ছিল ল্য পেরোকে গ্রির মোনালিসা।

একটা মাষ্টারপীস্, অঁরি বলত। বার্থার বড় বড় গরুর মত চোখ-দুটো জলে ভরে উঠতো। *

এরকমভাবেই অঁরির দিন কাটছিল। মোঁমার্ত্রে ফেরার পর এক বছর কেটে গেছে। হঠাৎ একদিন সন্ধেবেলা ঘুরতে ঘুরতে ও ল্য মিরলিতঁতে গিয়ে হাজির হল।

এই ভীড়ে আর ধোঁয়ায় ভর্ত্তি মাটির তলার ঘরটা ও পছন্দ করতো। ঘরটা রাস্তার চেয়ে এত নীচে ছিল যে খুব বেশী গোলমালেও পুলিশের নজরে পড়তো না।

---

* লোত্রেক "কালা বার্থার" দুটি বিখ্যাত ছবি এঁকেছিল। একটা তার নিজের ষ্টুডিয়োতে, আর একটা পেয়ার ফরেষ্টের বাগানে।

একটা ছোট ষ্টেজের ওপর আরিস্তিদ্ ব্রুয়াঁত তার কালো ভেলভেটের স্যুট, হাঁটু অবধি বুট, আর লাল মাফলার পরে তার নিজের লেখা একটা 'বাস্তব গাথা' গাইছিল। অঁরি ঢুকে কোণের একটা টেবিলের দিকে এগোয় আর বয়কে ইসারা করে।

একটা ডবল কোয়ন্যাক, ও ফিস্ ফিস্ করে বলে, যাতে শ্রোতা-মহলের মেয়েদের ওপর যে কান্না-কান্না আমেজটা নেবে এসেছে, সেটা নষ্ট হয়ে না যায়।

ওটা আসতেই ও গ্লাসের সরু তলদেশ ধরে তুলে সেটা এক চুমুকে নিঃশেষ করে। কয়েক সেকেণ্ড ও নিশ্চল হয়ে থাকে, মাথাটা পেছনদিকে হেলানো, চোখদুটো বোঁজা, অনুভব করে ওর অংগ প্রত্যংগের ভেতর পানীয়ের উষ্ণ সঞ্চালন। তারপর ও চোখ খোলে। খুশী চোখে এদিক ওদিক তাকায়, গোঁফের তলায় জিবটা বোলায়। অপূর্ব জিনিষ এই কোয়ন্যাক, অপূর্ব·····

গানের শেষের হাততালিতে ও-ও যোগ দেয়। ব্রুয়াঁত ওর দিকে তাকিয়ে অভ্যর্থনার হাসি হাসে। কবি হলেও, ও ভালো খদ্দের দেখলে চিনতে পারতো।

এবার, ফোলা গাল দুটো রুমাল দিয়ে পুঁছে গায়ক ঘোষণা করে, আপনাদের অনুমতি পেলে আমি আমার 'স্যাঁ-লাজার থেকে' গানটি গাইব।

শ্রোতাদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে যায়। সংগে সংগৎকারী পিয়ানো-বাজিয়ে একটা খন্‌খনে পিয়ানোয় কতকগুলো তীক্ষ্ণ করুণ কর্ড বাজায়। ব্রুয়াঁত তার চওড়া পরিস্কার কামানো মুখটায় একটা গভীর বেদনার ভাব এনে আর মাফলারটা কাঁধের ওপর ফেলে গাইতে সুরু করে।

'স্যাঁ-লাজার থেকে' ছিল ব্রুয়াঁতের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। সকলেই তাই বলতো। ও নিজেও তা স্বীকার করতো। এর করুণ সুর সহজেই মনে লাগতো, তার পর কথাগুলোও এমন একটা গদ্‌গদে ভাবপ্রবণতা ছিল যেটা মোঁমার্ত্রের গণিকাদের কাছে ছিল অতুলনীয়। ব্রুয়াঁতের অন্যান্য

বাস্তব-গাথার মত এটাও ছিল এক দেহোপজীবিনীর কাহিনী—একটা মিষ্টি মেয়ে, দেখলেই যাকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে—লোভ, আলস্য কিংবা স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে যে পথে নাবে নি—নেবেছিল সে প্রিয়ের প্রতি তার ভালবাসার জন্যে।

তার কার্ড—সেই বিখ্যাত লাল কার্ড যা পুলিশ-আপিস থেকে গণিকাদের দেয়—তার কার্ড ছাড়া ধরা পড়াতে তাকে সঁ্যা লাজারের সেই ভয়ঙ্কর পুলিশ হাসপাতালের পাঠানো হয়েছে। এই বিপদে কি সে তার নিজের কথা ভাবছে? না। সে ভাবছে তার ভালবাসার লোকের কথা, যে তার রোজগার থেকে বঞ্চিত হোলো। কে আর তার ভারমুখ আর চুলে মাথার পমেডের খরচা জোগাবে? দারুণ দুঃখে সে তাকে একটা চিঠি লিখতে বসে। সে চিঠি ভালবাসায় আর ভুল বানানে ভর্ত্তি। এই অন্ধকার গর্ত্তে একা বসে বসে আমি তোমার কথাই ভাবছি। কিন্তু তুমি ভয় পেও না। কিছুদিনের মধ্যেই আমি ছাড়া পেয়ে ল্যাম্পপোষ্টের তলায় ছুটে যাব আর এতদিনের নষ্ট সময় পুষিয়ে দেবো।

এ রকম একনিষ্ঠতা, কর্ত্তব্যের প্রতি এ রকম অবিচল অনুরাগ গণিকাদের শহীদের পর্য্যায়ে টেনে তোলে। শ্রোতাদের মধ্যে মেয়েরা কেঁদে ভাসিয়ে দেয়।

ষ্টেজের ওপর দু'হাতে নিজের ভেলভেটের কোট চেপে ধরে ক্রুয়াঁত ক্রমশঃ বেশী করুণ সুরে চেঁচায়। তার মুখ দিয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ে।

শেষে তার গানের শেষ লাইন সে গায়।

জ' ফিনি মা লেত্ৰ্ অঁ তঁব্রাসঁা।
আদিয়ু, মনম্,
মাল্‌গ্রে কোতু সোয় পা কারসঁা
আঃ! জ' তা'দোর্…
(শেষ করছি আমার চিঠি, তোমার চুমু দিয়ে।
বিদায়, আমার প্রিয়,
যদিও কভু আমায় তুমি আদর করনি কো
আহা! আমি তোমায় ভালবাসি…)

ঠিক এই সময় ঘরের যত গণিকা যারা অনেক সময়ে তাদের প্রিয়দের কাছ থেকে যন্ত্রণাদায়ক লাথি খেয়েছে, ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তাদের ক্ষমা করে। কি পরিষ্কার তারা ওই চিঠির লেখিকা গণিকাটির কথা বুঝতে পারে! প্রেমিকদের মধ্যে পশ্চাদ্দেশে ও রকম দু' চারটে লাথিতে কি এসে যায়?

চারদিকে কাণ ফাটা হাততালির শব্দের মধ্যে ক্রয়াঁত তার গান শেষ করে। এ ছাড়াও মেয়েদের ফোঁপানি কান্না আর জলভরা চোখ তার প্রশংসা বহন করে। ও ঝুঁকে নমস্কার করে, ম্লান হাসি হেসে, ষ্টেজ থেকে নেবে আঁরির টেবিলে আসে।

আমার শরীরে আর কিছু নেই! তার দুশো পাউণ্ডের বপুটা সোফায় হেলিয়ে দিয়ে বসতে বসতে সে বলে। তখনও হাঁপাতে হাঁপাতে সে মুখে রুমাল বুলোয়। প্রত্যেকবার গানটা গাইলেই আমি অবসন্ন হয়ে পড়ি। বড্ড বেশী প্রাণ দিয়ে আমি গানটা গাই।

আঁরি হাসি চাপে। লোকটা সত্যি সত্যি নিজের এই সস্তা প্যানপ্যানানি বিশ্বাস করে নাকি? আপনাকে একটা ড্রিংক অফার করতে পারি কি? ও বলে।

ড্রিংক! না, না, মঁসিও! উল্টে আমিই আপনাকে একটা ড্রিংক অফার করব। হ্যাঁ, হ্যাঁ, না বলবেন না আপনি। আদেশের ভংগীতে সে ওয়েটারের দিকে ঘোরে। জাকে, মঁসিওর জন্যে আরেকটা কোয়ন্যাক।

এই অসাধারণ দরাজ্ মেজাজে আঁরির আশ্চর্য্য ভাব বেশীক্ষণ থাকে না। কোয়ন্যাকটা টেবিলে আসার সংগে সংগেই ক্রয়াঁত ঝুঁকে পড়ে নীচু গলায় ওকে জানায় যে 'স্যাঁ-লাজার থেকে' শীগ্‌গিরই প্রকাশিত হবে।

হ্যাঁ, শেষ পর্য্যন্ত আমি একজন প্রকাশক পেয়েছি। এখন আমার দরকার···

ওর যা দরকার···ও গলা আরো নীচু করে···সেটা হচ্ছে একটা ছোট স্কেচ্, ছোট একটা কিছু, যা ইলাষ্ট্রেশন হিসেবে বইয়ের মলাটে ব্যবহার করা যাবে।

আমার মনে হোলো হয়তো আপনি এটা আমার জন্যে করে দিতে রাজী হবেন। এমন কিছু বিরাট ব্যাপার নয়। শুধু একটা ছোট্ট স্কেচ্ যাতে আপনার বেশী সময় লাগবে না। স্বভাবতঃই, ও তাড়াতাড়ি যোগ করে, আমি বিশেষ কিছু দিতে পারব না। আমি হচ্ছি একজন কবি, আর জানেনই তো কবিরা কি রকম; ম্লান হাসি হেসে ও কাঁধ ঝাঁকায়। সব সময় ক্ষুধার্ত, পকেটে একটা পয়সাও নেই···

ও যে মোঁমার্ত্রের সবচেয়ে বড় ক্যাবারেগুলোর মধ্যে একটার মালিক, সে কথা বোধহয় একেবারেই ওর মনে পড়ে না। এমন সরলভাবে ও কথাগুলো বলে যে অঁরির মনে হয় ক্রয়াঁত এমন একজন কবি যে নিজের কল্পনাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করে।

টাকার জন্যে ভাববেন না। ও তাকে আশ্বাস দেয়। আপনার কাজ করে দিতে পারলে আমি খুশীই হব।

কয়েকদিন পরে ও স্কেচ্‌টা এনে ক্রয়াঁতকে দেয় আর সঙ্গে সঙ্গেই সে সম্বন্ধে সব কথা ভুলে যায়।

টাইটেল পেজে অঁরির ছবি আঁকা, 'স্যাঁ-লাজার থেকে' বেরোবার সংগে সংগে সহরময় সাড়া পড়ে যায়। ক্রয়াঁত আর তার প্রকাশকেরা তুদিনে লাল হয়ে ওঠে। যত দেহোপজীবিনী, গণিকালয়ের বাসিন্দা, ভবঘুরে পতিতা, রেলওয়ে ষ্টেশন আর মিলিটারী ব্যারাকের বেশ্যা, ব্রাসারির রূপোপজিবিনী, পথ-চলতি গণিকা, রক্ষিতা আর বড় বড় সমাজের মধ্যে যারা ভিন্ন নামে একই ব্যবসা চালান সে ধরনের মহিলারা কেঁদে ভাসিয়ে দেন। চিঠি-লিখিয়ে পতিতাটির মধ্যে তাঁরা নিজেকে খুঁজে পান। 'স্যাঁ-লাজার থেকে' এক ধরনের ব্যবসার গান হয়ে ওঠে, দেহ-বিক্রয়ের জগতের জাতীয় সংগীত।

টাকার দিক দিয়ে অঁরির এতে কিছু সুবিধে হয় না বটে, কিন্তু এতে ওর জীবনধারা পাল্টে যায়। সুদূর এবং গম্ভীর যে আর্টের জগৎ, গানের বইয়ের মলাটের মত তুচ্ছ জিনিষ আগে যাদের নজরেও পড়ে নি, তারাও হঠাৎ ড্রয়িংটা সম্বন্ধে কৌতূহলী আর উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

"বেশ্যাবৃত্তির চির-পুরাতন সমস্যার ওপর এক তীক্ষ্ণ এবং তিক্ত সমালোচনা……"

"এক তরুণ এবং এ পর্যন্ত অপরিচিত আর্টিষ্টের কাছ থেকে আশ্চর্যজনক অন্তর্দৃষ্টি এবং নিপুণ হস্তের পরিচায়ক স্কেচ্……"

"এই তরুণ অথচ প্রতিভাবান্ শিল্পীর ভবিষ্যৎ কাজ শিল্পরসিকদের আগ্রহের সংগে লক্ষ্য করা উচিত"

কিছুদিনের মধ্যেই ব্রুয়াঁতের আর একটা গান প্রকাশিত হয়। সে আবার অঁরির কাছে আসে—কবিদের এত ভাল বোঝে আর কোন্ আর্টিষ্ট? আবার আর্ট ক্রিটিকরা উত্তেজিতভাবে ভুরু তোলেন, দোয়াতের কাছে ছুটে গিয়ে লিখতে আরম্ভ করেন এই "নগ্ন সত্য" এই "নিষ্ঠুর বাস্তবতা" সম্বন্ধে, যা এই "তরুণ ও সাহসী" আর্টিষ্ট তাঁর ছবির মধ্যে ফুটিয়ে তুলছেন। এ ধরনের উঁচু স্তরের পাবলিসিটিতে খুশী হয়ে ব্রুয়াঁত অঁরির অরিজিনাল ছুটো ফ্রেমে বাঁধিয়ে তার ক্যাবারেতে টাঙ্গিয়ে রেখে দেয়। সেখানে সে ছুটো বেশ কৌতূহলের সৃষ্টি করে।

এখন রাস্তায় অপরিচিতেরা ওকে টুপি ঝুঁকিয়ে নমস্কার জানায়। রু ক্যোলঁ্যাকুরের লণ্ড্রেসরা যখন তাদের জানলা থেকে ওকে ডাকে তখন তাদের গলায় থাকে নতুন এক গর্বের রেশ। আশ্চর্য কিভাবে ওয়েটাররাও ওর নাম জেনে গেছে। তারা দরকারের চেয়ে বেশী ঝুঁকে পড়ে ওর অর্ডার নেয়। নিশ্চয়, মঁসিও তুলুস এখুনি মঁসিও তুলুস আর কিছু মঁসিও তুলুস? অবশ্য ওর মোটা বখশীষ দেওয়ার অভ্যেসটাও এর কিছুটা সহায়তা করে কিন্তু তাদের শ্রদ্ধার কিছুটা ছিল খাঁটি। ল্য পেরোকেতে গণিকারা তাদের খদ্দেরদের কাছে ফিস্‌ফিস্ করে বলে যে ওই দাড়িয়ালা বামনটা একজন নামকরা আর্টিষ্ট। প্রমাণস্বরূপ তারা তাদের ঘরের দেয়ালে কিংবা ড্রেসিংটেবিলে আয়নার ফ্রেমে আটকানো ওর আঁকা গানের মলাট দেখায়।

কোথা থেকে ক্ষণস্থায়ী সব পত্রিকার দরিদ্র সব সম্পাদকের আবির্ভাব হয়। তাঁর কাছে কি ছোট কোন স্কেচ্ হবে, কিংবা ছোট কিছু একটা যা তিনি দু এক মিনিটে এঁকে দিতে পারেন, যা তারা তাদের

পত্রিকায় ছাপাতে পারে? অবশ্য তারা কিছু দিতে পারবে না। পত্রিকাটা সবে চালু হচ্ছে। আর গোড়াতেই যত গণ্ডগোল⋯তবে পরে, হ্যাঁ পরে! অঁরি হেসে টাকার কথা উড়িয়ে দেয়। ও তাদের স্কেচ্ এঁকে দেয়। সাধারনতঃ সাময়িকীগুলো তৃতীয় সংখ্যা বেরোনোর পরই উঠে যায় কিন্তু তার জায়গায় অন্য পত্রিকা আসে। ওর কাজ লোকে দেখে এবং তাই নিয়ে আলোচনা করে, যদিও ও তার জন্যে পয়সা পায় না।

তারপরে আর্ট ডীলারদের পালা আসে। নামজাদারা নয়; ছোটরা, অলিগলির মধ্যে যাদের অন্ধকার ছাতাপড়া দোকান। তারা ষ্টুডিয়োর দরজায় এসে টোকা মারে, ওঠবার পরিশ্রমে হাঁপায়, তাদের চতুর মুখে থাকে তরমুজের ফালির মত এক টুকরো হাসি। অঁরিকে তারা জানায় যে নতুন প্রতিভা আবিষ্কার করাই হচ্ছে তাদের প্যাশন। কোন অখ্যাতনামা অথচ সম্ভাবনাপূর্ণ তরুণকে (তার মত) তার প্রথম চান্স্ দিতে পারলেই তারা সব চেয়ে খুশী হয়। হয়তো তার কোন ছোট ছবি আছে, হয়তো সামান্য কিছু এদিকে ওদিকে পড়ে আছে, যা তারা তাদের জানলায় রাখতে পারে? হাসতে হাসতে তারা ষ্টুডিয়ো থেকে দল বেঁধে বেরোয়—তাদের হাতভর্ত্তি ছবি, যার জন্যে তারা রসিদ দিতে ভুলে যায়।

ডাকাত, সব ডাকাত, মঁসিও তুলুস্, মাদাম লুবে প্রতিবাদ জানান। এই তঞ্চকতা তাঁর সহ্য হয় না। ডাকাত ছাড়া ওরা কিছু নয়।

ও তাঁকে শান্ত করে, আশ্বাস দেয় যে এতে কিছু যায় আসে না। ছবিগুলো এঁকে যা আনন্দ পাবার ও পেয়েছে। এখন তো ওগুলো কেবল জঞ্জাল বাড়াচ্ছিল।

হঠাৎ একদিন, গোজী আর অ্যাকর্ত্যা এসে হাজির হয়। হ্যাঁ, ওরা তার স্কেচ্ দেখেছে; মোঁমার্ত্রের সবাই ওগুলো নিয়ে আলোচনা করছে। সে বেটা বুড়ো বেজন্মা কর্মোঁ শুনলে আশ্চর্য হোতো না! মনে আছে আতলিয়ের কথা, 'মোটা মারিয়া', আগোস্তিনা?⋯পুরোণো দিনগুলো বেশ ছিল, না? আচ্ছা, একটা কথা, কি করে ও পত্রিকাগুলোয় ওর ছবি ছাপায়? ওর সম্বন্ধে লেখবার জন্যে ক্রিটিকদের কি কিছু দিতে হয়েছিল? আচ্ছা, ওদের সম্বন্ধেও কি ও দু' একটা কথা বলে

দিতে পারে না! একদিন সন্ধ্যেয় লা মুভেলে বিয়ার খেলে কেমন হয়?

তারপর একদিন পিসারো আসেন। ভবঘুরে মেষপালকদের মত দেখতে ইম্প্রেশনিষ্টদের নেতা ভদ্রলোক মাদাম লুবেকে ঝুঁকে নমস্কার জানান; তারপর ষ্টোভের ধারে দাঁড়িয়ে তাঁর হাত গরম করতে থাকেন। হ্যাঁ গানের বইয়ের মলাট আর পত্রিকায় ছোট ছোট স্কেচ্গুলো চিত্তাকর্ষক হয়েছে। দেগারও ওগুলো ভাল লেগেছে। ও তোমাকে দেখতে চায়, চায় যে পরের হপ্তায় একদিন তুমি ওর ওখানে ডিনার খাও। কিছু স্কেচ্ নিয়ে এস সংগে। ও হয়তো বলবে যে ওগুলো যাচ্ছেতাই হয়েছে, কিন্তু সেসব কথা একবর্ণও বিশ্বাস কোরো না।

আগে যে সব লোকেরা কাফেতে ওর প্রতি ভ্রূক্ষেপও করতো না, তারা এখন ওর টেবিলে এসে দাঁড়ায়।

ক্ষমা করবেন, মঁসিও। আপনিই মঁসিও ছ্য তুলুস্-লোত্রেক, তাই না? আপনার সর্বাধুনিক ছবির জন্যে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। অপূর্ব! অদ্ভুত! এ রকম সূক্ষ্ম কাজ, এত কম লাইনের ওপর! একটা ড্রিংক? নিশ্চয়। বয়, একটা আবসাঁত! যা বলছিলুম, আমি আপনার কাজের একজন ভক্ত। আমি নিজে একজন আর্টিষ্ট···

কিংবা স্থপতি, কিংবা ঔপন্যাসিক অথবা নাট্যকার। মোঁমার্ত্রই যাদের ঘরবাড়ী। সব সময় তাদের পরের ছবি, কিংবা শেষ না হওয়া উপন্যাসে কিংবা পাঁচ অংকের কবিতায় লেখা নাটকে তারা সারা পারীকে তাক্ লাগিয়ে দেবার অপেক্ষায় আছে। বেশীর ভাগই ভাল ছেলে! খুব কথা বলতে আর হাত নাড়তে পারে। দাড়ি-ভর্ত্তি মুখ, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, কালো কালো নখ। নোংরা টপহ্যাট, বিরাট কালো ফেল্ট, ওভারকোটের ছেঁড়া হাতা। বেশীর ভাগেরই বয়স তিরিশ থেকে চল্লিশের মাঝামাঝি, কারুর কারুর চল্লিশ পেরিয়েছে, কিন্তু এখনো তারা ছাত্রাবস্থার বেপরোয়া ভাব আঁকড়ে রয়েছে, জীবনকে উপেক্ষা করে। যেন তাদের তারুণ্যটা এক জায়গায় এসে থেমে গেছে। তাদের মাথায় এখনো বিরাট সব প্ল্যান, বিরাট সব আশা ঘোরে। তাদের ভাগ্য শীগ্গিরই বদলাবে, বদলাতে বাধ্য···

যাই হোক, ভাববার কিছু নেই! এখন আর সেদিন নেই। এখন আমাদের নিজেদের সালোঁ হয়েছে, জনসাধারণের কাছে আমাদের কাজ দেখাতে পারি। হ্যাঁ, ভাল কথা, লোত্রেক, তুমি কি 'স্বাধীন আর্টিষ্টদের সোসাইটি'র মেম্বার হয়েছো? হও নি?...হয়ে পড়, এ তোমাকে হতেই হবে। এর মেম্বার না হলে তুমি মোঁমার্ত্রের সমাজে পাতা পাড়তেই পারবে না··

তাই যদি হয় তাহলে; মানে স্বাধীন আর্টিষ্টদের দলে যোগ দিলেই যদি সমাজে মেলামেশার পথ প্রশস্ত হয়, তাহলে নিশ্চয়ই···ও বহুদিন একা থেকেছে। ও বন্ধু চায়, সেই সব পুরাণো আত্লিয়ের দিনগুলোর মত···

আর্টের এই ভবঘুরে দলে ওকে খুব ঘটা করে অভ্যর্থনা করা হয়। ওর সম্ভ্রান্ত নাম আর ওর নতুন খ্যাতি দুইই নতুন সভ্য হিসেবে ওর দর বাড়িয়ে তোলে। কিছুদিনের মধ্যেই ও কার্য্যনির্বাহক সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়। খুব তাড়াতাড়ি ও মোঁমার্ত্রের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে উঠতে থাকে।

তারপর একদিন সেই অসম্ভব, নাটকীয় জিনিষ ঘটে যা কেবলমাত্র সত্যিকারের জীবনেই ঘটে থাকে।

দশ

মরিস!

এই তো দরজায় সে দাঁড়িয়ে, টপহ্যাট আর ওভারকোট পরা, লম্বা, ফর্সা, সুপুরুষ, দেখতে ঠিক তেও ভান গখের মত, অবশ্য তেওর মত দাড়ি নেই, কিন্তু সেই সীরিয়াস মুখ, নীল চোখ, শান্ত আর মমতাময়।

অঁরি!

এর পরে যে কি হোলো তা ঠিক বোঝা গেলনা কিন্তু খবরের কাগজ নাবিয়ে চশমার ওপর দিয়ে দৃশ্যটা দেখতে দেখতে মাদাম লুবের মনে হোলো যে মঁসিও লোত্রেক হঠাৎ পাগল হয়ে গেছেন আর ওই লম্বা

যুবকটি নিশ্চয় কোন পাগলা-গারদ থেকে পালিয়ে এসেছে।

অনেকক্ষণ ধরে অসংলগ্ন কথাবার্ত্তার পরে অঁরি মাদাম লুবের দিকে ফেরে। মাদাম, এ হচ্ছে মঁসিও মরিস জয়াঁ, আমার সবচেয়ে পুরোণো বন্ধু, সবচেয়ে বড় বন্ধু, আমার রক্ত-ভাই আমাদের পনেরো বছর দেখা হয়নি। আমি ভেবেছিলুম ও লিয়ঁতে আছে, ও ভেবেছিল আমি আল্‌বিতে আছি, অথচ দুজনেই পারীতেই ছিলুম···আমরা এক সংগে ইস্কুল যেতুম, পার্ক মঁসোতে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিয়ান খেলতুম···আমরা প্ল্যান করেছিলুম একসংগে কানাডা গিয়ে ফাঁদ পেতে ভাল্লুক ধরবো···

এক দমে বলা এ পরিচয় থেকে মাদাম লুবে অবশ্য বিশেষ কিছু উদ্ধার করতে পারলেন না তবে বুঝলেন যে ব্যাপারটা খুবই আনন্দের। সংগে সংগে তিনিও আনন্দে অভিভূত হয়ে কেঁদে ফেললেন, বল্লেন যে বন্ধুত্বের মত আর কিছু নেই, আর মঁসিও তুলুসের একজন আসল বন্ধুর দরকার, খুবই দরকার

একঘণ্টা পরে একটা নিজন রেস্তঁরায় মরিস অঁরিকে জানায় কিভাবে সে ওকে আবিষ্কার করেছে।

স্রেফ ঘটনাচক্র। তোমাকে বললুম না যে আমি এখন 'সচিত্র পারী'র সহ-সম্পাদক। আজ বিকেলে আমি আমাদের প্রিণ্টারের কাছে পরের সংখ্যার জন্যে কয়েকটা গেলি নিয়ে গেছি। লিথোগ্রাফি ডিপার্টমেণ্টের ভেতর দিয়ে টাইপসেটিং-এর ঘরের দিকে যাচ্ছি—হঠাৎ একটা নতুন ড্রয়িং-এর ট্রায়াল প্রুফ আমার চোখে পড়লো। কোণায় দেখি 'লোত্রেক' সই করা। মনে হোলো, এ লোত্রেক হয়তো তুমি··· ব্যস্, দৌড়! দৌড়! এত জোরে আমি কখনো দৌড়োই নি। আমি এত স্থিরনিশ্চয় ছিলুম যে তুমি আল্‌বিতে আছ যে কখনো তোমার পুরোনো ঠিকানায় খোঁজ করার কথা আমার মনেই হয়নি। তারপর, আমি বুলভার মালশার্বেতে ছুটলুম। সেখানে শুনলুম তোমার মা সেই পুরোণো ফ্ল্যাটেই আছেন। দু' লাফে তেতলায় উঠলুম, জোসেফ দরজা খুলে দিল। তোমার মা তোমার ঠিকানা দিলেন—আর আমি এসে হাজির হলুম।

এ ভাবে, পনেরো বছর বাদে, মরিস আবার অঁরির জীবনে প্রবেশ করল। আবার ফঁস্তানের সেই ঘনিষ্ঠতা ফিরে এল। রক্ত-ভাইরা বহু সন্ধে, বহু রবিবার, একসংগে তর্ক করে, মনের কথা বলাবলি করে আর পুরোনো স্মৃতির রোমন্থন করে কাটাল।

জান অঁরি, মরিস একদিন বলে, তোমাকে আগে বলিনি। গত দু' বছর ধরে আমি কোন আর্ট গ্যালারিতে কাজ নেবার চেষ্টা করছি। ব্যবসাটা শিখে আমি একজন আর্ট ডীলার হতে চাই।

আর্ট ডীলার! প্যালেট হাতে অঁরি টুলের ওপর ঘুরে বসে। তুমি আর্ট ডীলার হতে চাও! আরে, কয়েক বছরের মধ্যে তুমি হয়তো পারীর সবচেয়ে বড় পত্রিকার সম্পাদক হবে! তুমি কি পাগল হয়েছো! এ যে আর্টিষ্ট হওয়ার মতই পাগলামো! জানোনা, পারীতে সবাই ছবি আঁকে, কেউ কেনে না? আর কিনবেই বা কেন, যখন তারা নিজেরাই আঁকতে পারে, আর নিজেদের ছবি তাদের ভালও লাগে সবচেয়ে বেশী

এমনি করে ১৮৮৮ সালের বসন্তকালটা কাটে। অঁরি ফূর্তিতেই দিন কাটায়, এ রকম ফূর্তিতে সে আর কখনো থাকেনি। তার আনন্দের ছোঁয়াচ যেন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

পরের বছর বিপ্লব আর বাস্তিল আক্রমণের শতবার্ষিকী। এই সব গৌরবময় ঘটনার স্মৃতি মনে রাখবার জন্যে সরকার থেকে আবার একটা বিরাট 'আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী'র আয়োজন করা হচ্ছে।

মার্সের মাঠের বিরাট রিক্ততার মধ্যে আরব্যরজনীর এক যাদু-নগরী গড়ে উঠছে। প্রাসাদ, হারেম, মসজিদ, মার্বেলের মেঝেঅলা বারান্দা, মোজেকের ঝরণা, মিনারেট, তাহিতি দেশের তালপাতায় তৈরী কুঁড়েঘর, কাম্বোদিয়ার মন্দির, উবাংগীর জংলী গ্রাম, তিউনিসিয়ার বাজার আর আলজেরিয়ার বস্তি। ইফেল টাওয়ার তৈরী হচ্ছে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ সেটা হয়ে উঠছে আরো উঁচু আর সরু। একপাল পিঁপড়ের মত মজুর এই জালি-জালি লোহার কাঠামোটা আঁকড়ে কাজ করছে। সেটা একটা উদ্ধত তীরের মত আকাশের দিকে মুখ করে রয়েছে। খবরের

কাগজের সম্পাদকেরা ওটা সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছেন, বিশেষণ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ক্লান্তিহীনভাবে তাঁরা তাঁদের পাঠকদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে ওটা পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বাড়ী—নিউ ইয়র্কের ফ্ল্যাটআয়রন বিল্‌ডিং-এর চেয়ে উঁচু, সেন্টপিটারের ডোমের চেয়ে উঁচু, ওয়াশিংটনের ওবেলিস্কের চেয়ে উঁচু, চিঅপ্‌সের পিরামিডের তু' গুণ উঁচু—ওর ভিৎ মাটির নীচে আটচল্লিশ ফুট গেছে, ওর লোহার কড়িগুলো লাগাবার জন্যে চব্বিশ লক্ষ ছাব্বিশটা রিভেট লাগবে।

মোঁমার্ত্রেও সে বছর আনন্দের ঢেউ এসে লাগে। একজিবিশনের জন্যে নয়। তার সংগে তার কোনো সম্পর্ক থাকার কথা নয়। বসন্তকাল, পুলিশরা অনেক জিনিষ দেখেও দেখছে না, আর বুলভার ক্লিশির চেষ্টনাট গাছে চড়ুই পাখীরা কিচিরমিচির করছে। আনন্দটা শুধু এইজন্যে।

কিছুদিনের মধ্যেই গরম পড়ে। লা মুভেলের চত্বরে দাড়িঅলা আর্টিষ্টরা তাদের আবসাঁতের গেলাসে চুমুক দেয় আর টুপি নেড়ে হাওয়া খায়। ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে কর্ত্তা-গিন্নী আর বাচ্চারা ডিনার খায় আর রাস্তার ওপাশের প্রতিবেশীদের সংগে বিশ্রম্ভালাপ করে। রু কোলঁ্যাকুরে লণ্ড্রেসরা তাদের ফেনাভর্ত্তি হাত দিয়ে কপালের ঘাম পোঁছে। কোচোয়ানরা তাদের কোচবক্সে বসে ঢোলে, তাদের হাতের লাগাম আল্‌গা হয়ে পড়ে, আর মাথায় অদ্ভূত সব খড়ের টুপি চড়ানো তাদের ঘোড়াগুলো নর্দমায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেজের ঝাপ্‌টায় গা থেকে মাছি তাড়ায়।

'৮৮ সালের গ্রীষ্মকালে মোঁমার্ত্রের চেহারা ছিল এই রকম। চারদিকের পৃথিবীর নিয়মমাফিক পা-ফেলে-চলার মধ্যে খানিকটা বেপরোয়া ফূর্ত্তি আর রোমান্সের জায়গা—পারীর উপকণ্ঠে একটা আধা-পাড়াগাঁ শহরতলি, যেখানে ফাঁকা প্লটে চেরীগাছ ফুলে ভরে ওঠে, দরজায় দাঁড়িয়ে প্রেমিকেরা চুমু খায়, আর কিশোরী লণ্ড্রেসরা ফূর্ত্তির জন্যে কাঁকাঁ নাচে, কারণ তাদের পা চঞ্চল আর হৃদয়ের ভার হাল্‌কা।

তখনো ওটা ছিল পুরাণো দিনের মোঁমার্ত্র—কিছুটা অশ্লীল, কিছুটা গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিছুটা সেন্টিমেন্টাল।

কিন্তু ওর দিন ঘনিয়ে এসেছিল।

তখনই মৃত্যুদূত এসে মোঁমার্ত্রের লোকজনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু কেউ তাকে চিনতে পারছিল না, কারণ সে ছিল পাতলা চুল আর কাঁচা-পাকা গোঁফওয়ালা দোহারা চেহারার একটা লোক। তার রেডিমেড ওভারকোট আর পুরোণো ডার্বিহ্যাটটা পরে সে যখন ঘুরে বেড়াতো, তখন তাকে শহুরে পোষাক পরা চাষা কিংবা ছুটি-ভোগকারী পুলিশ বলে চালিয়ে দেওয়া যেত। আস্তে আস্তে সে চলত, তার দিকে কারুর নজর পড়ত না, তার মুখে থাকত একটা নেবা চুরুটের টুকরো। মাঝে মাঝে সে দাঁড়িয়ে দাড়ি চুলকোত আর চিন্তিত ভাবে নর্দমায় থুথু ফেলতো।

লেলিতে অঁরির সংগে তার একদিন মুখোমুখি দেখা হয়ে যায়। ও তখন কাঁকাঁ নাচের একটা স্কেচ্ করছিল।

আগন্তুকটি ওর টেবিলের কাছে আসে, টুপি ঝুঁকিয়ে নমস্কার জানায়।

আমার নাম জিদলার। চার্লস্ জিদলার।

অঁরি মুখ তুলে তাকায়।

আপনার সংগে পরিচিত হয়ে আনন্দিত হলুম, মঁসিও জিদলার, স্কেচ করতে করতেই ও বলে। আমার নাম তুলুস-লোত্রেক। বসুন না? এক গ্লাস গরম মদ খাবেন?

আগন্তুক একটা চেয়ারে বসে।

না, ধন্যবাদ। আমি এখুনি এক গ্লাস খেয়েছি। কিছুক্ষণ সে তার কোঁচকানো-চামড়া হাতটা চিন্তিত কাঁকড়ার মত টেবিলে প্রসারিত করে অঁরির আঁকা দেখে। তারপর বলে, আজ প্রায় একমাস হোলো আমি এখানে আসছি·

আপনি আলসেশিয়ান, তাই না? অঁরি হেসে বলে। কথার টানটা ও চিনতে পারে। আমার সবচেয়ে বড় বন্ধুর দেশ মুলহাউসে। আপনি হয়তো তাকে চিনবেন? মরিস জয়াঁ।

লোকটা ঘাড় নাড়ে। আমি আলসাসে জন্মেছি বটে, তবে মুলহাউসে নয়। তাছাড়া আপনার বন্ধুর সংগে দেখা হবার সম্ভাবনা

আমার খুবই কম, যদি না তিনি আমার মত গরীবের ছেলে হন। সাত বছর বয়সেই আমি চাকরি করতে স্বরু করেছি—একটা ট্যানারিতে। বিশ্বাস করুন, ছোট ছেলের পক্ষে কাজটা খুবই শক্ত ছিল। বিশ বছর বয়স অবধি আমি পড়তে জানতুম না। অথচ এখন আমি হিপোড্রোম সার্কাসের পরিচালক।

হিপোড্রোম হচ্ছে পারীর সবচেয়ে বড় সার্কাস। অঁরি অভিভূত হয়।

সেদিন সন্ধেবেলায় এক ব্রাসারির হট্টগোলের মধ্যে জিদলার তার প্ল্যানের কথা অঁরিকে বলে। গত এক বছর ধরে আমি নতুন কিছু একটা খুঁজছি। এমন কিছু যাতে আমি লাখ দশেক করতে পারবো।

দশ লাখ! আপনার চাওয়াটা দেখছি খুবই কম!

শুধু পেট চালানোর জন্যে হলে আমি যা করছি তাতেই সন্তুষ্ট থাকতুম। হয় দশ লাখ করব নয়তো কিছুই করব না। আর ঐ দশ লাখ আমি করব কাঁকাঁ নাচ থেকে।

কাঁকাঁ থেকে? অঁরি অবাক হয়।

আপনি হয়তো আমাকে বিশ্বাস করছেন না। ভাবছেন আমি পাগল, তাই না? কিন্তু আমি তা নই। আমার এ চেষ্টা শেষ হবার আগেই সারা পৃথিবীর লোক কাঁকাঁ নাচের কথা জানবে। আমি সব কিছু ছকে রেখেছি। ভুল হবার কোন চান্সই নেই। দেখুন!

বিয়ারের গেলাসটা পাশে ঠেলে রেখে সে বলতে স্বরু করে।

পরের বছর বসন্তকালে এক্‌জিবিশন স্বরু হবে। হাজার হাজার লোক পারী আসবে। তারা কি করবে বলে আপনি মনে করেন?

এক্‌জিবিশন দেখবে, তা ছাড়া আর কি?

হ্যাঁ, তারা ওই নতুন যে টাওয়ারটা তৈরী হচ্ছে তার মাথায় উঠবে, নিগ্রো, চীনেম্যান আর সাপুড়েদের দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থাকবে, আর উট আর হাতী দেখবে? কিন্তু তারা আর কি করবে? সন্ধেটা কাটাবে কি করে?

ওর জামার পকেট থেকে ও একটা আধপোড়া চুরুট বার করে। না জ্বালিয়েই সেটা ঠোঁটে চেপে ধরে।

দেখবেন, চুরুটটা দাঁতের ভেতর ঘোরাতে ঘোরাতে ও বলে চলে দেখবেন, লোকেদের মজা। লোকেরা তাদের নিজেদের সংগ সহ্য করতে পারে না। নিজেদের ফুর্তি তারা নিজেরা তৈরী করতে পারে না। অন্য কাউকে সেটা করে দিতে হয়। তারা ফুর্তি চায়। আর ফুর্তি মানে স্রেফ্ একটা জিনিষ। মেয়ে মানুষ! বিশ বছর এ লাইনে কাটিয়ে যদি আমি কিছু শিখে থাকি সেটা হচ্ছে এই। আপনি হয়তো বলবেন, বোকামী, কিন্তু লোকে এই রকম। সেই জন্যেই বলছিলুম যে কাঁকা থেকেই আমি বড়লোক হব।

আপনি হয়তো ঠিক বলছেন। যদিও লেলিতে অনেক বছর ধরে কাঁকা নাচা হচ্ছে, আর যতদূর জানি, কেউ এর থেকে বড়লোক হয় নি।

লেলি! জিদলার তাচ্ছিল্যের সংগে বলে। লেলির কথা আমাকে বলবেন না! কি করে আশা করেন যে ইংরেজ আর আমেরিকান সব বড়লোক ওই রকম একটা জায়গায় যাবে। যেখানে একটা বার অবধি নেই। আমি ওর মালিক দেপ্রেকে চিনি, কেমন করে শো দিতে হয় সে তার কিছু জানে না। জানে না যে সে একটা সোণার খনির ওপর বসে আছে। দুদিন সবুর করুন, আমি তাকে দেখিয়ে দেব যে কাঁকা দিয়ে সে কী না করতে পারতো।

কি করে?

প্রশ্নটা যেন মৌচাকে ঢিল মারার মত জিদলারের মস্তিস্কে গিয়ে খোঁচা মারে। কি করে? বলছি। প্রথমে আমি লেলিতে যত মেয়ে কাঁকা নাচে সবাইকে ভাড়া করব। বিশেষতঃ ওই সোণালীচুল মেয়েটাকে যে মাথায় অদ্ভুত একটা খোঁপা বাঁধে।

লা গুলু?

নাম জানি না, তবে মেয়েটা নাচতে পারে। ও-ই একটা আলোড়ন সৃষ্টি করবে। তারপর আমি অর্কেষ্ট্রা পরিচালকটাকে ভাড়া করব। তারপর সবাইকে দিয়ে কনট্র্যাক্ট সই করিয়ে আমি নিজের একটা জায়গা তৈরী করব। আর সেখানে একটা বার থাকবে। বার হচ্ছে এমন কটা জায়গা, মঁসিও, যেখানে টাকা উপায় করা যায়।

নির্ভর করছে, তার কোনদিকে আপনি বসেন, তার ওপর, অঁরি হাসতে হাসতে বলে।

জিদলার ওর কথায় কান দেয় না। সে তার প্ল্যানের কথাই বলে চলে। টাকা উপায় করতে হলে ভাল মদ আর একজন ভাল মদ বিক্রীর লোক থাকা দরকার। মদ বিক্রীর লোক হিসেবে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে দশগুণ ওস্তাদ আর আমি যার কথা ভাবছি সে একশোটা ছেলের সমান। আমি তাকে কাজ করতে দেখেছি, স্মার্টনেসের চূড়ান্ত! এক নজরে সে বুঝতে পারে কারা মাতাল, কারা মদ খেয়ে বেসামাল হয়ে পড়বে, কারা মারামারি বাধাবে, কারা কেঁদে ফেলবে। তার ওপর দেখতে ভাল। যে রকম ভাবে সে বলে, আর এক গ্লাস, মঁসিও? তাকে না বলা শক্ত। আর সবার ওপরে সৎ আর খাটিয়ে।

এই সর্বগুণসম্পন্না মহিলাটি এখন কোথায়?

ফলি বার্জেরে। তার নাম হচ্ছে সারা। ওখানে মদ বিক্রী করে সে। আমার তাকে চাই-ই এমন কি যদি তাকে মাসে একশো ফ্রাঁ আর মোটলাভের শতকরা দশ ভাগ দিতে হয়, তাহলেও।

নিজের বেপরোয়া ভাবে অবাক হয়ে সে থেমে যায়। না, শতকরা দশ নয়। তবে শতকরা পাঁচ অবধি আমি উঠব।

মদ খাওয়ার কথাই যখন উঠল। আর এক গ্লাস বিয়ার খাবেন নাকি? আমার তো আর একটা কোয়ন্যাক দরকার।

জিদলার মাথা নাড়ে। না, ধন্যবাদ, মঁসিও, আমি বেশী মদ খাই না। এক গ্লাস বিয়ারই যথেষ্ট। মাঝে মাঝে মনমরা হলে এক গেলাস রাম খাই। ব্যস্।

অঁরি কোয়ন্যাকের অর্ডার দেয়। জিদলার তার পরিকল্পনার কথা বলতে থাকে।

শুধু ভাল বার আর দেখাশোনা করবার জন্যে ভাল লোকই রাখবো না, ভাল শোয়েরও আমি বন্দোবস্ত করব।

শো? নাচঘরে শো?

হ্যাঁ। লোকে আর কিছু সব সময় নাচতে পারে না, আর একটু

আগে যা বলছিলুম, তারা ফূর্তি চায়। নিয়মিত শোয়ের ব্যবস্থা থাকবে। সে শো ফলির মত ষ্টেজে হবে না যেখানে মেয়েদের পা দেখতে হলে চোখে দূরবীণ লাগাতে হয়—হবে একেবারে নাচঘরের মাঝখানে, যেখানে সবাই সেটা দেখতে পাবে। প্রথমে, যখন লোকেরা আসতে সুরু করবে, আমি ওদের সামনে ইভেত্ গিলবারকে হাজির করব। আপনি কখনো ইভেত্ গিলবারের নাম শোনেন নি নিশ্চয়? শুনেছেন?

আঁরি মাথা নাড়ে। শুনবেন। জিদলার বলে। আমি ওকে প্রথম দেখি একটা ছোট কাফেতে যেখানে কেউ ওর কদর বোঝে না। আমি বলছি মেয়েটার প্রতিভা আছে। একটা নিজস্ব ষ্টাইল। চোখ নাবিয়ে কোষ্ঠবদ্ধ কুমারীর মত মুখের ভাব করে ও এমন ছোট ছোট অশ্লীল গান গায় যে শরীরের সমস্ত লোম খাড়া হয়ে ওঠে। রিহার্সাল সুরু করলেই ওকে দেখতে পাবেন। দেখবেন, ওকে আপনার ভাল লাগবে। ও একটা সাড়া পড়িয়ে দেবে। তারপর আমি লোকদের খানিকক্ষণ নাচতে দেব, যাতে তারা গরম আর তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে ওঠে। তারপর যখন তারা মদের অর্ডার দেবে, আমি তাদের সামনে আইচাকে হাজির করব। আইচার নামও শোনেননি তো?

আঁরির উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে বলতে থাকে। আইচা হচ্ছে একটা বাউণ্ডুলে মেয়ে, কথাবার্ত্তা বিশেষ বলে না। কিন্তু ও যখন কোমর দুলিয়ে নাচতে আরম্ভ করে সে একটা দৃশ্য! আইচার পর আবার খানিকটা নাচ। তারপর খানিকটা সার্কাসের লাফালাফি, আবার খানিকটা নাচ আর সবার শেষে কাঁকা। আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে কাঁকার মত শেষ আর কিছুতেই হতে পারতো না।

হ্যাঁ ওটা নজরে পড়বার মত নাচ বটে, আঁরি স্বীকার করে। এমনকি মাঝে মাঝে পুলিশের নজরেও পড়ে। একটু মুচকি হেসে ও যোগ করে।

জিদলারের তাতে কিছু যায় আসে না। হঠাৎ সে একটু লাজুক ভাবে বলে,আপনি বোধহয় আমাকে পাগল ভাবছেন, এভাবে আপনার সংগে কথা বলছি?

অঁরি সজোরে মাথা নেড়ে প্রতিবাদ জানায়।

আপনি বোধহয় ভাবছেন, লোকটা আমাকে এসব বলছে কেন? সত্যিই তো আপনার সংগে আমার আলাপ তো মাত্র এক ঘণ্টার। কিন্তু দেখুন, এ ব্যাপারটা নিয়ে আমি অনেকদিন মনে মনে ভাবছি; একটা সময় আসে যখন কাউকে বলে ফেলতেই হয়। এমন কেউ যাকে বিশ্বাস করা যায়। আপনার কি কখনও মনে হয়নি যে একটা জিনিষ আপনি আর নিজের মধ্যে চেপে রাখতে পারছেন না, এমন কাউকে বলতে হবে যে আপনাকে বুঝতে পারবে?

ওর চোখ অঁরির চোখের ওপর পড়ে। একমুহূর্ত্ত দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আপনাকে দেখেই আমার ওইরকম মনে হোলো, মঁসিও—কি নামটা যেন বল্লেন আপনার?

তুলুস লোত্রেক, লোকে আমাকে তুলুস বলেই ডাকে।

হ্যাঁ, মঁসিও তুলুস, আমার ওইরকম মনে হোলো।

আমি আপনার বিশ্বাসের অমর্য্যাদা করব না। কোথায় আপনার এই নাচঘরটা তৈরী করবেন?

এইখানে। মোঁমার্ত্রেতে।

এক্জিবিশন থেকে এটা একটু বেশী দূর হয়ে পড়বে না?

না, মঁসিও তুলুস। মোঁমার্ত্রেই ঠিক জায়গা। আমি এটা ঘুরে ফিরে দেখেছি। সব গুণই এর আছে। এটা কিছুটা নোংরা, কিছুটা সুন্দর আর কিছুটা বোহেমিয়ান। ঠিক টুরিষ্টরা যা পছন্দ করে। তারা মনে করে আর্টিষ্টরা রোমান্টিক।

অনেক আর্টিষ্টও তাই মনে করে। অঁরি হাসে। কিন্তু এটা কি ভেবে দেখেছেন যে মোঁমার্ত্রেতে এমনিতেই অনেক নাচঘর আছে?

আমারটার মত নেই, মঁসিও। আমারটার মত নেই। আমি আপনাকে বলে দিতে পারি যে আমার নাচঘরের মত নাচঘর কখনো হয় নি, এমন কি সান্ ফ্রান্সিস্কোর বার্বারি কোষ্টেও না। বিশ্বাস করুন, সেখানে বেশ কিছু অদ্ভুত অদ্ভুত নাচঘর আছে।

আমারটা অন্যরকম হবে। এটা হবে একাধারে একটা শুঁড়িখানা, নাচঘর আর গণিকালয়। এ ধরণের সমাবেশকে টেক্কা দেওয়া শক্ত।

এমন কি বাড়ীটাও হবে আলাদা রকমের। এটার গড়নটা হবে উইণ্ডমিলের মত। কেন? স্রেফ্ অন্যরকম দেখাবার জন্যে। আর এটা আগাগোড়া লাল রং করা থাকবে, ভেতরে, বাইরে, চতুর্দিকে। কেন? কারণ পারীতে একটাও লাল রংএর বাড়ী নেই। কারণ লাল একটা চমৎকার রং, বিশেষ করে রাত্তির বেলায়। এতে মেয়েদের সুন্দর দেখায় আর পুরুষেরা তৃষ্ণার্ত্ত আর কামনাপরায়ণ হয়ে ওঠে। আর এতে সত্যিকারের উইণ্ডমিলের মত পাখা থাকবে সেগুলো ঘুরবে আর তাতে লাগানো থাকবে হাজারে হাজারে আমেরিকা থেকে আনানো নতুন ওই সব ইলেকট্রিক আলো। সব লাল। দশ মাইল দূর থেকে সেগুলো দেখা যাবে। কল্পনা করতে পারছেন?

সে থেমে শূন্যের দিকে চেয়ে থাকে, মনে মনে দেখে সেই লাল রংএর চক্‌মকে পাখাগুলো রাত্তিরের অন্ধকারে ঘুরছে। তারপরে গেলাস তুলে এক ঢোকে বিয়ারটা খেয়ে ফেলে। খোঁচা খোঁচা গোঁফ থেকে ফেনাটা ফেলে মুছে।

হ্যাঁ। মঁসিও তুলুস, এদিকে এক্‌জিবিশন চলবে, আমেরিকান আর ইংরেজ টুরিষ্টরা সব পারীতে আসবে, ওদিকে দেখবেন সাত আট মাসের ভেতর আমি ফ্রান্সের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত নাচঘর তৈরী করব। ফ্রান্স কি বলছি, সারা পৃথিবীর মধ্যে। বলেছি তো, আমার ভুল হবার কোন চান্‌স্ নেই। শেষ পর্য্যন্ত সব খুঁটিনাটি আমার ছকা আছে। নামটা পর্য্যন্ত আমি এখনই ঠিক করে রেখেছি। নিখুঁত নাম। বলুন তো, নামটা কি হবে?

একটুও আন্দাজ করতে পারছি না, ঠোঁটের কাছে কোয়ন্যাকের গ্লাসটা তুলতে তুলতে অঁরি স্বীকার করে।

আমি এটার নাম দিয়েছি মুল্যাঁরুজ। মঁসিও, মনে রাখবেন নামটা। মুল্যাঁরুজ। মুল্যাঁরুজ!

এগার

১৮৯৮ সালের ২রা এপ্রিল টাওয়ারের মাথায় ফরাসী পতাকা উড়ল। ফরাসী রিপাব্লিকের প্রেসিডেণ্ট ম্ঁসিও সাদি কার্ণো, বিরাট আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর দ্বার সরকারী ভাবে উদ্ঘাটন করলেন। দশ লাখ ফরাসীর নিজের ঘরে বসে সমস্ত পৃথিবী দেখার স্বপ্ন সফল হোলো।

মাসের পর মাস ধরে মার্সের মাঠে তৈরী নতুন রাজধানী লোকে গিজ্‌গিজ্‌ করতে লাগলো। তারা বড় বড় চোখ করে নীল ওড়না পরা তুয়ারেগ, টিম্বাক্টুর কম্বল-বুনিয়ে, সুদানী নপুংসক, নগ্নবক্ষ দায়োমে আমাজন, গায়ে লাল কাদার ডোরাকাটা মালগাচে রাজকুমার, তাহিতির মুক্তো ডুবুরি, কংগোর সর্দার, আনামের সাপুড়ে, মার্তিনিকের ভূত তাড়াবার রোজা-পুরুত-সব দেখল। পারীর স্কুলের ছেলেরা হাতীর পিঠে উঠল আর খিলখিল করে হাসতে হাসতে কাপড়ের দোকানের মডেলরা উট আর আরবী টাট্টুতে চড়ল। বিরাট টুপি পরা ভদ্রমহিলারা আলজেরিয়ার সুগন্ধ শুঁকলেন আর তিউনিসিয়ার ব্রেসলেট কিনলেন আর তাঁদের স্বামীরা কেমন করে জানি না ভীড়ে হারিয়ে গিয়ে নাচওয়ালীদের তাঁবুতে গিয়ে হাজির হোলো।

ইংলণ্ড থেকে মোটাসোটা ব্যাং-চোখো এক রাজকুমার এলেন আর দশ হাজার লাস্যময়ী ফরাসী নাগরিকার হৃদয় তাদের কর্সেটের ভেতর লাফিয়ে উঠল। আটচল্লিশ বছর বয়সে, এডওয়ার্ড, প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্‌, ভিক্টোরিয়ার দরবারে যদিও সেই শিশুটিই ছিলেন, পারীতে তিনি ছিলেন রাজা। নিজেদের ধার্মিক রাজার যারা গর্দান নিয়েছিল তাদেরই নাতিনাত্‌নীরা এই রাজসুলভ পাপে নিমজ্জিত চুরুট ফোঁকা নাগরিকটিকে দেখলেই আনন্দে চেঁচিয়ে গলা চিরে ফেলত। তারপর সেই অদ্ভুত ভদ্রলোক, ম্ঁসিও এডিসন, যিনি যন্ত্রকে কথা কওয়াতে পারেন আর ছোট ছোট কাঁচের বেলুনের মধ্যে সূর্য্যকে ধরে রাখতে পারেন, তিনি যখন আটলান্টিক পার হয়ে এলেন আর উড়ন্ত ঘরের মধ্যে করে ইফেল টাওয়ারের মাথায় উঠলেন; তখন উত্তেজনায় পারী ফেটে যাওয়ার মত হল।

খবরের কাগজওয়ালাদের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হোলো। সারা পৃথিবী পারীতে এসে ভীড় করল। কাফের চত্বরে সব রকম ভাষা বলা হতে লাগল। ওয়েটাররা শিখল যে এক ডলার পাঁচ ফ্রঁার সমান, এক পাউণ্ড পঁচিশ ফ্রঁার সমান, এক রুবল চার, এক অষ্ট্রীয়ান ক্রুৎসারের দাম মাত্র দু'সু আর একটা ডাচ ফ্লোরিন হচ্ছে দু'ফ্রঁা পঞ্চাশ সঁতিম। বারবনিতারা ভাষাবিদ্ হয়ে উঠল। প্রায়ই শোনা যেত, ইয়ু, ওংলিশ, ইয়েস? ওংলিশ মেন ভেরী নাইস, ভেরী জঁতিল, বাত্ লণ্ডন ভেরী স্যাদ, ভেরী ত্রিস্ত্। নো আমুর ইন লণ্ডন। ইন পারী, মাচ্ আমুর। ইন পারী উইমেন ভেরী লাভ্লি, ভেরী প্যাশনেত্। মি, ভেরী প্যাশনেত্ উইথ জঁতিল ওংলিশমেন। ও-লা-লা! ইউ বাই মি এ লীত্ল্ ড্রিংক, ইয়েস্?

মোঁমার্ত্রতে মুলঁ্যা রুজ তার লাল চকমকে পাখা ঘোরাতে স্রুরু করে, অঁরি তার বাঁধা খদ্দের হয়ে ওঠে। ও ওখানকার সবাইকে চিনতো, যা খুশী তাই করতে পারতো। নিয়মকানুন ওর ক্ষেত্রে চলত না। যদিও নাচঘরের মধ্যে খাবার দেওয়ার নিয়ম ছিল না, ও বাইরে থেকে খাবার আনাত আর যখন ইচ্ছে ছোটখাট সাপার পার্টি দিত। কাঁকাঁ নাচিয়ে মেয়েরা সকলেই ছিল ওর চেনা। লা গুলু, সার্দিন, নিনি আর অন্যান্য নাচিয়ে লণ্ড্রেসদের ও লেলি থেকে দেখে আসছে। তারা ওর টেবিলে বসে ওকে তাদের প্রেমের গল্প শোনাতো। আইচা, লা গুলুর সংগে তার ঝগড়ায় ওকে দলে টানবার চেষ্টা করত। মদ বিক্রী করতে করতে সারা ওকে মদ্যপানের অপকারিতা সম্বন্ধে লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিত।

এভাবে' ৮৯ সালের সেই আশ্চর্য্য বসন্ত আর গ্রীষ্মকাল কাটে। নিজেদের মাঝখানে ইফেল টাওয়ার আর বিদেশীদের উপস্থিতি পারীর লোকেদের গা-সওয়া হয়ে যায়। মোঁমার্ত্রের বাসিন্দেরা মুলঁ্যারুজের ঘূর্ণায়মান লাল পাখা দেখতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। অক্টোবরে, ট্যুরিষ্টরা বাড়ী ফিরতে স্রুরু করে। একমাস পরে এক্জিবিশনের দরজা বন্ধ হয়। শীতের প্রথম তুষারপাতের সংগে সংগে মার্সের মাঠের যাদুনগরী হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। অপূর্ব প্রাসাদরাজির তলায় তাদের সস্তা কাঠের কাঠামো বেরিয়ে পড়ে। কিছুদিন পরে সেগুলোরও আর কোন চিহ্ন থাকে না।

রংচঙে জংলী মানুষের দলকে আবার তাদের দ্বীপে, মরুভূমিতে আর জঙ্গলে চালান করে দেওয়া হয়। শুধু চলে-যাওয়া কোন সার্কাস দলের ভুলে ফেলে-যাওয়া এক ভীত জিরাফের মত ইফেল টাওয়ারটা পড়ে থাকে। পারী আবার নিজেকে ফিরে পায়।

অঁরির কাছে বছরের শেষে একটা বিদেশী ডাকটিকিট লাগানো চিঠি আসে। সন্দিগ্ধচিত্তে মাদাম লুবে সেটা ওর হাতে দেন।

কোন খারাপ খবর নয়, আশা করি, তিনি জিজ্ঞাসা করেন। খবরটা জানতে চান। কেউ মারা যায় নি তো ?

না, না, ঠিক উল্টো। চিঠি পড়া শেষ করে ও বলে ওঠে। 'সোসাইটি দে ভাঁ' জানুয়ারী মাসে ব্রুসেল্‌সে আমারছবি প্রদর্শনের আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

সংগে সংগে তাঁর কাণ খাড়া হয়ে ওঠে। তার মানে কি আপনাকে যেতে হবে ?

নিশ্চয়, মাদাম লুবে। একি একটা যে সে সম্মান !

সম্মান। হুঁঃ! কেন, ওদের ব্রুসেল্‌সে কি কেউ ছবি আঁকতে পারে না, নাকি ? অবশ্য মঁসিও যদি বিদেশে ফূর্ত্তি করতে যেতে চান, আমার বলবার কিছু নেই। মঁসিও স্বাধীন, বাতাসের মত স্বাধীন। ইচ্ছে করলে মঁসিও চীনদেশ কিংবা আফ্রিকাতেও যেতে পারেন।

তাঁর পাতলা ঠোঁট আর কম্পমান গণ্ডদেশ থেকে তাঁর ভেতরের আলোড়ন বোঝা যায়। হঠাৎ তাঁর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে।

মনে করুন সেখানে আপনার যদি কিছু হয় ? মনে করুন, আপনি যদি পড়ে যান···একা, ওই সব বুলগেরিয়ানদের মধ্যে। অনেকক্ষণ পরে তাঁকে বোঝানো যায় যে ব্রুসেল্‌স্ পারী থেকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ, বেলজিয়ানরা বুলগেরিয়ান নয়, তারা ফরাসী ভাষায় কথা বলে আর তাদের ওখানেও বেশ ভাল ভাল ডাক্তার আছে।

তাছাড়া, মঁসিও সোরাত—ওই যে লম্বা অল্পবয়সী ভদ্রলোক মাঝে মাঝে আসেন—তাঁকেও ওরা যেতে বলেছে। আমরা একসংগে যাব।

আবার নতুন বছরের আগের রাত্তির। অঁরি মার সংগে আগুনের পাশে বসে। সেদিন বিকেলে ও তাঁকে ফুল পাঠিয়েছে—সাদা গোলাপ

যা তিনি ভালবাসেন—এক গাদা টাকা খরচ করে কিনেছে ও। ডিনারের সময় ওরা হাসিঠাট্টা করবার চেষ্টা করেছে। ও তাঁকে মাদাম লুবের কথা বলেছে, কেমন করে গত মাসে ওর যখন সর্দি হয় তিনি ওর বিছানার পাশ থেকে নড়েন নি, আর গরম পুল্‌টিশ দিয়ে দিয়ে ওকে জ্বালাতন করে তুলেছিলেন।

পাঁচনে প্রায় আমাকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন আর থ্রি মাস্কেটিয়ার্স পড়ে শুনিয়েছিলেন।

ও তাঁর বকুনি আর রাগে গজ্‌গজ্‌ করার নকল করে, মা এমন ভাব দেখান যেন তিনি খুব মজা পাচ্ছেন। তারপর ওরা বসবার ঘরে গিয়ে কফি খায়, আর আবহাওয়া, আনেত, জোসেফ ইত্যাদি সম্বন্ধে ভদ্রতাসংগত কথাবার্ত্তা চালায়। ক্রমশঃ কথাবার্ত্তা কমে আসে। এখন ওরা ফায়ারপ্লেসের দুধারে দুজনে বসে আছে। তিনি তাঁর বোনার ওপর ঝুঁকে রয়েছেন, বাতির আলোয় তাঁর মুখ অ্যাম্বর রংএর দেখাচ্ছে, ও, সান্ধ্য পোষাকে, ভাবলেশহীন মুখে আগুনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে. ভাবছে, কি ভাবে আবার কথাবার্তা সুরু করা যায়।

ওর মোঁমার্ত্রে ফেরার পর থেকে ওদের সম্বন্ধটা হয়ে উঠেছিল জটিল। দুজনে দুজগতে বাস করত। ঘনিষ্ঠতা ছিল অসম্ভব। ও জানতো যে তিনি ওর জীবনযাপনের ধারা পছন্দ করেন না, কাজেই সে প্রসংগ ও তুলতো না। ওদের ভালবাসা কমে নি অথচ ওরা অপরিচিতের মত হয়ে গেছে। ওদের ভালবাসা ছিল গভীর, সেটাই ওদের বিচ্ছেদের আর নিঃসংগতার বেদনা আরো বাড়িয়ে তুলেছিল। হ্যাঁ, মা, তোমাকে বলেছি কি, যে 'সোসাইটি দে ভাঁ' আমাকে পরের মাসে ব্রুসেল্‌সে আমার ছবি দেখাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

তাই নাকি? খুব আনন্দের কথা তো! তিনি বোনার ওপর দিয়ে তাকিয়ে হাসেন।

ওর মোটা লেন্‌সের মধ্যে দিয়ে ও দুঃখিতভাবে তাঁর দিকে তাকায়। বেচারী মা, তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করছেন……চেষ্টা করছেন দেখাতে যে তিনি আনন্দিত হয়েছেন, যদিও তিনি হন নি। এ বিষয়ে তাঁর কোন

আগ্রহই নেই। অবশ্য তাঁর কোন ধারণাই নেই 'যেসোসাইটি' দে ভাঁ কারা, কিন্তু যদি থাকতোও, তাতে বিশেষ কিছু ইতর-বিশেষ হোতো না। তিনি ওর মোঁমার্ত্রের 'পাপপূর্ণ' জীবন নিয়ে এতই বিচলিত—বুঝতেই পারেন নি যে ও খ্যাতনামা হতে স্বরু করেছে।

যেমন, ধর না ওই 'স্যা-লাজার থেকে' গানের মলাটটা কি তিনি দেখেছেন? ওর পত্রিকায় আঁকা ছবিগুলো, ওর পেন্টিং, যেগুলো আজকাল কয়েকটা দোকানে দেখা যাচ্ছে, ক্রিটিকরা ওর সম্বন্ধে যে সব প্রশংসা-সূচক মন্তব্য করে, তিনি কি সে সব জানেন? তিনি একটা কথাও বলেন নি। বোধ হয় বিদেশ থেকে এই আমন্ত্রণ তাঁকে ইম্প্রেস্ করবে। তিনি বিশ্বাস করবেন যে ও শুধু একটা মোঁমার্ত্রের বয়ে-যাওয়া ছোক্‌রা নয়। ওর জীবন শুধু মদ খাওয়া আর মুল্যাঁতে গিয়ে মাতামাতিতেই শেষ হয় না। ও খাটে, দারুণ খাটে…

আগ্রহের সংগে ও তাঁকে 'সোসাইটি দে ভাঁর' কথা বলে। এটা হচ্ছে বেলজিয়ান আর্টিষ্টদের একটা গ্রুপ, যারা প্রত্যেক বছর কয়েকজন বিদেশী আর্টিষ্টকে তাদের সংগে ছবি প্রদর্শন করার জন্যে আমন্ত্রণ জানায়।

ওদের আমন্ত্রণটা আরো গুরুত্বপূর্ণ এইজন্যে যে, অতীতে 'ভাঁ' যাদেরই আমন্ত্রণ জানিয়েছে, তারাই পরে বিখ্যাত হয়েছে। রেনোয়া, হুইস্‌লার, সার্জেণ্ট, রোদ্যাঁ…

আর আমি হচ্ছি সবচেয়ে কমবয়সী লোক যাকে ওরা আমন্ত্রণ জানিয়েছে, ও বলে। প্রশংসার আশা করে।

সত্যিই খুব আনন্দের কথা।

আর্সেন আলেক্‌সান্দ্র, ল্য ফিগারোর আর্ট ক্রিটিক, এ সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি বলেছেন…

বলতে বলতেই ওর আশা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। কোন লাভ নেই। তিনি জানতেও চাননা আর্সেন আলেক্‌সান্দ্র কি বলেছেন। আমন্ত্রণের মানে কি। তাঁর কাছে ও চিরকাল ব্যর্থ হয়েই থাকবে। তিনি ওকে ভালবাসবেন, কিন্তু ওর ব্যর্থতা কোনদিন ভুলে যাবেন না। তিনি ভুলতে পারবেন না যে ওর ছবি সালোঁতে প্রদর্শিত হয়নি।

তাঁর শ্রেণীগত কতকগুলো সংস্কার আছে: ভালো বাজিয়েরা কঁজার-ভেতোয়ার থেকে পাশ করে; ভাল অভিনেতারা কমেদি ফ্রাঁসেস্ এ অভিনয় করে আর ভালো আর্টিষ্টদের ছবি সালোঁতে প্রদর্শিত হয়।

ওর নৈরাশ্য হজম করে ও আবার কথা বলতে থাকে। নিস্তব্ধতা ওর অসহ্য লাগে। অনেকগুলো ছবি পাঠাচ্ছে ও এক্জিবিসনে, তার মধ্যে মাদামোয়াজেল দিলাউএরও একটা ছবি আছে। (অন্য ছবিগুলো সম্বন্ধে অবশ্য কোন কথা নয়। গত গ্রীষ্মে পেরোকে গ্রি'র যে সব মেয়েগুলোর ছবি ও এঁকেছিল, সেগুলো সম্বন্ধে ও উচ্চবাচ্য করে না) মাদামোয়াজেল দিলাউ একজন সম্ভ্রান্তবংশীয়া কুমারী। মঁসিও দেগা তাঁর সঙ্গে অঁরির পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি পিয়ানো বাজানো শেখান আর তাঁর দু' ভায়ের সংগে থাকেন, দুজনেই সংগীতজ্ঞ। দেজিরে, বড় ভাই, অপেরাতে বাসুন বাজায় (এই তো বেশ সম্ভ্রান্ত শোনাচ্ছে!) আর ছোট ভাই ফ্লুট বাজায়। রবিবার দিন সন্ধেবেলায় দিলাউরা তাদের বাড়ীতে গান বাজনার ঘরোয়া আসর বসায়। মঁসিও দেগা সেখানে নিয়মিত যান, কারণ তিনি বাজনা ভালবাসেন বিশেষ করে মোৎসার্টের…

যতক্ষণ পারে ও দিলাউদের কথা বলে। কি চমৎকার আর কৃষ্টিসম্পন্ন পরিবার, তাদের ঘরোয়া আসরে কি রকম চমৎকার চমৎকার লোকেদের সংগে পরিচয় হয়, কি রকম আনন্দে ও সে সন্ধেগুলো কাটায়। তিনি বলেন যে, তিনি জেনে খুশী হলেন যে ওর এ রকম ভাল ভাল বন্ধু আছে, মাদাম দিলাউ নিশ্চয় খুব ভাল লোক, সময় করে তাঁর পোর্ট্রেটের জন্যে পোজ্ দিয়েছেন…তারপর আর একটা পর্দার মত ওদের মাঝে নিস্তব্ধতা নেবে আসে, অনেক কিছু না বলার নিস্তব্ধতা। আর এক ঘন্টা এভাবে কেটে যায়; এ রকম ছোটখাট আলাপ জমাবার চেষ্টা চলে। তাকের ওপরের ছোট আলাবাস্তার ঘড়িটায় টিং টিং করে ঘন্টা বাজে।

তুমি যে আমার সংগে নতুন বছরের আগের রাত্তিরটা কাটাচ্ছ, এটা খুবই ভাল অঁরি, তবে তোমার নিশ্চয় অন্য এনগেজমেণ্ট আছে…

আমি তা থেকে তোমাকে···

ও উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে চুমু খায়। ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে, শুভ নববর্ষ, মামণি। তারপর বিদায় নেয়।

পথে এসেই ও একটা চলতি ল্যাণ্ডো ডাকে।

মুল্যাঁ রুজ! গাড়ীতে ঢুকতে ঢুকতে ও চীৎকার করে বলে। ল্যাণ্ডোটা চলতে সুরু করে। অঁরি ঝুঁকে পড়ে শেষ বারের মত একবার মার ঘরের জানলাটা দেখে। চেষ্টনাট গাছের কালো শাখা-প্রশাখার মধ্যে দিয়ে আবছাভাবে আলোটা দেখা যায়। বেচারী মা, নতুন বছরের আগের রাত্তিরে একা। বোধহয় ওর সমস্ত সন্ধেটাই তাঁর সংগে কাটানো উচিত ছিল? কি লাভ হোতো, ওরা তো শুধু একে অন্যের কথায় আঘাত পাচ্ছিল···

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ও জানলাটা তুলে দেয়, মাফলারটা ভালভাবে জড়িয়ে নিয়ে, কোণে আরাম করে বসে।

আচ্ছা, ও না হয় একটু বেশী মদই খায়, তাতে হয়েছেটা কি? ও ভদ্রলোকের মত মদ খায়। যখন ইচ্ছে থামতে পারে। তাছাড়া মদে ওর পায়ের যন্ত্রণা অনেক কমে যায়···সেই অসহ্য যন্ত্রণা যা কখনও কমে না···লোকে বোঝেনা···

বিরক্ত ভাবে ও জানলাটা টেনে খোলে।

আরে খেলো যা, একটু জোরে চালাতে পার না?

বৃষ্টির ভেতর থেকে লোকটার গলা ভেসে আসে। যদ্দূর পারছি, চেষ্টা করছি মঁসিও···সকলেই আজ রাত্তিরে বেরিয়েছে···নতুন বছরের আগের রাত্তির।

দেখ, যদি পরের নতুন বছরের আগে গিয়ে পৌছোতে পার!

জানলাটা টেনে তুলতে তুলতে ও কোচোয়ানের খক্‌খকে হাসি শুনতে পায়। তার এই সুস্থ আনন্দ কেমন করে যেন ওকে চাঙ্গা করে তোলে। যেখানে বৃষ্টির মধ্যে কোচোয়ানরা এরকম হাসতে পারে, সে দুনিয়াটা নেহাৎ একটা খারাপ জায়গা নয়। হাসাই হচ্ছে আসল! যত পারো হেসো, যত কম পারো, চিন্তা কোরো। কি যেন লিখেছিল

লা ক্রুয়ের—"হাসবার জন্যে সুখী হওয়ার অপেক্ষা কোরো না, তাহলে হয়তো কখনো না হেসেই মারা যাবে।" বুদ্ধিমান লোক ছিল লা ক্রুয়ের…

শেষ পর্য্যন্ত ল্যাণ্ডোটা মুল্যাঁ রুজের সামনে গিয়ে থামে। সেদিন উৎসব উপলক্ষে সেটা লাল ইলেক্‌ট্রিক আলোর মালা দিয়ে সাজানো হয়েছে, তার লাল পাখাগুলো রাতের অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে।

শুভসন্ধ্যা, মঁসিও তুলুস…শুভসন্ধ্যা, মঁসিও তুলুস…শুভসন্ধ্যা মঁসিও তুলুস…

দারোয়ান, ক্যাশিয়ার আর অন্য সব কর্মচারীদের হাত নেড়ে প্রীতি-সম্ভাষণ জানিয়ে ও লবীর ভেতর দিয়ে চলতে থাকে, দেয়ালে টাঙ্গানো ওর আঁকা বিরাট সার্কাসের ছবিটার দিকে চেয়েও দেখে না।*

ও বলরুমে ঢোকে। এখানে আলোগুলো এত উজ্জ্বল যে ওকে বাধ্য হয়ে হাত দিয়ে চোখ আড়াল করতে হয়। প্রথমে বলরুমটা দেখলে দম বন্ধ হয়ে আসে। ও যতবারই এটা দেখে ততবারই এর বিরাট আর কুৎসিত চেহারায় আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। লেলির ধ্বংসোন্মুখ কবিতার ছন্দ এতে নেই, নেই পুরোণো মোঁমার্ত্রের আড্ডাখানাগুলোর নোংরা ঘনিষ্ঠ পরিবেশ। এটা নতুন, চক্‌চকে, কাজের, অপরিচিত লোকদের মেলবার জায়গা। এটা যেন একটা বিরাট রেলওয়ে ষ্টেশনকে এক রাত্তিরের জন্যে নাচবার এক বিরাট হলঘরে পরিণত করা হয়েছে।• বলরুমের একেবারে শেষপ্রান্তে, একটা কাঠের প্ল্যাটফর্মের ওপর তখনই অর্কেষ্ট্রা বাজতে সুরু করেছে। নাচের মেঝের চারধারে সার সার টেবিলে লোক বসতে আরম্ভ করেছে! নতুন বছরের জন্যে তেরঙ্গা কাগজের সব ঝাণ্ডা ব্যালকনির রেলিংয়ে আর হলের মাঝের প্রকাণ্ড ঝাড়বাতিটায় লাগানো হয়েছে। জায়গাটাতে যেন জোর করে একটা উৎসবের ভাব আনা হয়েছে।

ও খোঁড়াতে খোঁড়াতে মেহগনি কাঠের বারটার দিকে যায়। সেখানে বেসিনের ওপর ঝুঁকে পড়ে সারা গেলাস ধুচ্ছে, তার পেছনে

* "ফার্ণাদো দি রিংমাষ্টার" নামে এই ছবিটা এখন আমেরিকার শিকাগো আর্ট ইনষ্টিট্যুটে আছে।

সাজানো মদের বোতল আর আয়না সব চক্‌চক্‌ করছে।

আরে আপনি আজ তাড়াতাড়ি এসেছেন, দূর থেকেই সে চেঁচিয়ে ওঠে। তার সুন্দর মুখটা আর বড় বড় চোখদুটো হাসিতে ভরে ওঠে। একেবারে সেজেগুজে এসেছেন যে দেখছি। সান্ধ্য পোষাক পড়লে আপনাকে চমৎকার দেখায়। এত তাড়াহুড়ো করছেন কেন ?

ও বারের সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকে। একহাতে কাউন্টারের কিনারটা আঁকড়ে ধরে।

একটা কোয়ন্যাক দাও, ও হাঁপাতে হাঁপাতে বলে। নিপুণ হাতে সারা একটা ছোট লম্বাটে ধরণের গেলাস ভর্ত্তি করে কাউন্টারের ওপর দিয়ে ঝুঁকে সেটা ওর হাতে দেয়।

দেখুন, একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছেন। আপনার এরকম তাড়াহুড়ো করা উচিত হয়নি। সে দেখে ও একচুমুকে গ্লাসটা নিঃশেষ করে। আর এত তাড়াতাড়ি মদ খাওয়াও আপনার উচিত নয়। এতে পাকস্থলী পুড়ে যায়।

ও গেলাসটা কাউন্টারের ওপর রেখে বারের পাশে সারবন্দী উঁচু টুলগুলোর একটায় উঠে বসে। হঠাৎ ওকে লম্বা দেখায়, ওর চওড়া কাঁধ সারার কাঁধের সমান উঁচু হয়ে ওঠে। সে ওর প্যাশনের লেন্সে তার মুখের ছায়া দেখতে পায়।

সত্যি, মঁসিও তুলুস্‌, আপনি বড্ড তাড়াতাড়ি ড্রিংক করেন। সবায়ের মত, আস্তে আস্তে চুমুক দেন না কেন ?

আমার তেষ্টা পেয়েছিল। টপহ্যাটটা খুলে ফেলে মাফ্‌লারটা খুলতে খুলতে বলে ও। সত্যি কথা বলতে কি, এখনও আমার তেষ্টা রয়েছে। বাড়ীতে ডিনার খেয়েছি আর খুব মন-মরা বোধ হচ্ছে। ছটার পর থেকে আমি এক গ্লাসও খাইনি। ও একটা সিগারেট ধরিয়ে কাঠিটা ফুঁ দিয়ে নেবায়। আর একটা খেলে কেমন হয় ?

যদি তেষ্টা পেয়ে থাকে একগ্লাস পরিষ্কার জল খান না কেন ? কোয়ন্যাকে আপনার তেষ্টা মিটবে না।

ভুল, ওইখানেই তুমি ভুল কর। কোয়ন্যাকে তেষ্টা মেটে, হজমের

সুবিধে হয়, পেশীতে জোর পাওয়া যায়, রক্ত পরিষ্কার হয়, লিভার কিডনি ভাল কাজ করে, পাকস্থলী গরম রাখে, মনে ফূর্তি বাড়ায়। এখন লক্ষ্মী মেয়েটির মত আমাকে একগ্লাস কোয়ন্যাক দাওতো। আর ওরকম মুখ গোমড়া করে থেক না। আরে আজ হোলো নতুন বছরের আগের রাত্তির—হ্যাঁ ভাল কথা—ও পকেট হাতড়িয়ে একটা পাতলা চৌকো বাক্স বার করে—তোমার জন্যে সামান্য কিছু এনেছি। যদিও তুমি এর যোগ্য নও। শুধু আমাকে নীতিকথা শোনাবে আর প্রত্যেকটা ড্রিংকএর জন্যে কাকুতি মিনতি করাবে। তবে যাই হোক, তোমাকে আমি পছন্দকরি।

আমার জন্যে, সারা উত্তেজিত ভাবে চেঁচিয়ে ওঠে। এপ্রনে হাত পুঁছে বাক্সটা নেয়। ওঃ মঁসিও তুলুস, আপনি সত্যি ভাল। আবেগের সংগে সে কাউন্টারের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে ওর গালে চুমু খায়।

অ্যাঁ, এটা কি হচ্ছে? বিয়ের প্রস্তাব নাকি? সংযত কর, নিজেকে সংযত কর, সারা! হ্যাঁ,। এইবার, সে ড্রিংকটার কি হোলো?

সারা এমন ভাব দেখায় যেন শুনতে পায় নি। সে বাক্সটা খোলে। বাঃ সুন্দর। আর আমার নামের প্রথম অক্ষর দেওয়া। সানন্দে সে পাতলা কেম্ব্রিকটায় আঙ্গুল বোলায়। আবার হাতে সেলাই!

আগেকার কালে নতুন বছরে লোকে চেম্বার পট উপহার দিত। সুন্দর সব পাত্র। তলায় বড় বড় লোকদের ছবি। আমরা আরো সভ্য হয়েছি তাই রুমাল দিই। কিন্তু ভগবানের দোহাই, ড্রিংকটার কি হোলো? ও কাউন্টারে একটা চাপড় মারে। এ জায়গাটায় সার্ভিস অত্যন্ত খারাপ।

আপনি এখুনি একটা খেয়েছেন। তখনো রুমালগুলো দেখতে দেখতে সারা বলে। বেশী মদ খাওয়া আপনার পক্ষে ভাল নয়।

এ সব কি কথা? এমনি করেই তুমি ব্যবসা চালাবে দেখছি? অথচ জিদলার ভাবে তুমি খুব ভাল মদ বিক্রী করতে পারো।

সারার চোখে একটা অদ্ভুত স্নেহকোমল ছায়া নেবে আসে। অন্য লোকেদের কথা আমি ভাবি না। তাদের ভেতরটা পুড়ে যাক্ না।

কিন্তু আপনি মঁসিও তুলুস্……

কিন্তু আমি তো তোমায় বলেছি যে মদ খেলে আমার কিছু হয় না।

সবাই তা-ই বলে থাকে।

আমার ক্ষেত্রে সেটা সত্যি। আমাকে তুমি কি কখনো মাতাল হতে দেখেছো? দেখেছো?

না, অনিচ্ছাসত্বেও সারা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। তা হোক, ওটা আপনার পক্ষে ভাল নয়।

মেয়েদের সংগে তর্ক করে কোন লাভ নেই। আরে খেলো যা, তুমি আমাকে দেবে কি না তাই বল…

আচ্ছা, আচ্ছা। সারা ঠোঁট ফোলায়। নিন, আপনার ড্রিংক। এই যে, রেগে সে ওর গ্লাস ভর্ত্তি করে।

ও খায়, তৃপ্তির আওয়াজ করে সন্তোষের হাসি হাসে। এবার ও রুমালগুলো রেখে দাও। কাজের কথায় আসা যাক্। ক্রয়ঁা চিংড়ী গুলো পাঠিয়েছে?

সেগুলো বরফের বাক্সে আছে। সারা বলে, তখনও তার রাগ রয়েছে।

ভাল কথা। শ্যাম্পেনের কি বন্দোবস্ত করেছো? সারা রুপোলী বালতিতে ডোবানো এক সারি সোনালী ছিপিয়ালা বোতলের দিকে দেখায়। '৭৮ সালের মোইয়ে এ শ্যাঁদোঁ, আপনি যেরকম বলেছিলেন।

তুমি একটা রত্ন, সারা!

ও বারের আয়নাটার দিকে চেয়ে দেখে জিদলারের ছায়া ওর দিকে এগোচ্ছে। ক্লান্তদেহ, কাঁধদুটো ঝুঁকে পড়েছে, মুখে একটা নেবা চুরুট।

কি হোলো বুড়ো? অঁরি চেঁচিয়ে টুলে ঘুরে বসে। তোমাকে দেখাচ্ছে যেন এইমাত্র তোমার শেষ বন্ধুকে গোর দিয়ে আসছো। তোমার এক গ্লাস মদের দরকার। তাড়াতাড়ি সারা, আরো দুটো ডবল রাম।

জিদ্লার একটা টুলে বসে ক্লান্তভাবে কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে পড়ে।

আমি এটা বুঝতে পারছি না। শূন্যের দিকে তাকিয়ে ও বিড়বিড় করে বলে। কিছুতেই আমি এটা বুঝে উঠতে পারছি না।

কি বুঝতে পারছো না? ওর কাঁধে হাত রেখে অঁরি জিজ্ঞাসা

করে। এমন কয়েকটা জিনিষ আছে যা আমিও বুঝে উঠতে পারছি না। ব্যাপারটা কি?

সেখানেই তো গণ্ডগোল, সেইটেই আমি ঠিক জানি না। সে নিরাশভাবে অঁরির দিকে তাকায়। মনে আছে আমি তোমাকে বলতুম যে ভুল হওয়ার কোন চান্স্ নেই, লাখ-দশেক আমি করবই। একটু আগে আমি খাতাপত্তর দেখছিলুম, জিনিষটা ঠিক চলছে না। কিন্তু কেন তা বুঝতে পারছি না। শো ভালো, বাজনা ভালো, মদ ভালো, লোকে কাঁকা নাচ পছন্দ করে, দাম বেশী নয়। তবে প্রত্যেক রাত্তিরে ভিড় হয় না কেন, আমায় বলতে পারো?

আজ রাত্তিরে হচ্ছে তো, অঁরি সান্ত্বনা জানায়। দেখ না, কত লোক আসছে।

জিদলার মাথা নাড়ে। নতুন বছরের আগের রাত্তিরে সব জায়গাতেই ভীড় হয়। না, কোথাও কি যেন একটা গণ্ডগোল হয়েছে। এমনকি একজিবিশনের সময়ও আমি যা আশা করেছিলুম তার আর্ধেকও ইংরেজ এখানে আসে নি, আর আমেরিকানরা তো আসেনি বল্লেই চলে। আর আমেরিকান ছাড়া এ ধরনের জায়গা চলতেই পারে না। অন্যমনস্ক ভাবে সে আঙ্গুলের মধ্যে গ্লাসটা ঘোরায়। বোধ হয় আমি বড্ড বেশী স্থিরনিশ্চয় ছিলুম। আমার ভুল হয়েছিল।

তোমার মুল্‍্যাতে কোন গণ্ডগোল নেই। আসলে লোকে এটার কথা জানে না।

জিদলারের দুঃখ এবার রাগে পরিণত হয়। আরে খেলো যা, তারা চায় কি? আমি পাবলিসিটির জন্যে এক গাদা টাকা খরচ করেছি। প্রত্যেকটা ল্যাম্পপোষ্টে আর মোড়ের মাথায় আমার পোষ্টার লাগানো। একপা চলতে গেলেই ওটা তোমার নজরে পড়বে।

সত্যি কথা, কিন্তু লোকে ওটা দেখে না।

তার মানে? লোকে ওটা দেখে না মানে? কেন দেখে না?

কেন না, তোমার পোষ্টারটা পোষ্টার হয়নি।

বুঝতে পারছি না। আরে, সবচেয়ে ভাল পোষ্টার-আঁকিয়ে দিয়ে

ওটা আঁকিয়েছি।

মিকেল এঞ্জেলোকে দিয়ে আঁকালেও আমি ওই একই কথা বলতুম। ছবি হিসেবে ওটা সুন্দর হয়েছে, কিন্তু পোষ্টার হয় নি।

জিদলারের চোখে একটা নতুন আলো দেখা দেয়। তফাৎটা কি?

তফাৎটা হচ্ছে কামানের গর্জন আর বাঁশীর সুরের মধ্যে যা তফাৎ, তাই। পোষ্টার হবে একটা নতুন ধরণের জিনিষ দেখলেই যা চোখে লাগবে, এমনকি মনে আঘাত করবে। সেটা তোমার দুচোখের মাঝখানে এসে লাগবে, চলতে চলতে তুমি থেমে যাবে, কুকুরের পিঠে এঁটুলির মত ওটা তোমার মস্তিষ্কে লেগে থাকবে। অথচ তোমার পোষ্টারে দেখানো হয়েছে—একটা সুন্দরী মেয়ে একটা গাধার ওপর বসে বোকার মত হাসছে আর তার পা দেখাচ্ছে। এর সংগে তোমার মুল্যাঁর সম্পর্ক কি?

তাহলে তার কি করা উচিৎ?

একটা চওড়া হাসিতে অঁরির ঠোঁট ফাঁক হয়ে ওঠে। আরে বুড়ো এতো বোঝাই যাচ্ছে। তার কাঁকাঁ নাচা উচিত!

কাঁকাঁ!

জিদলারের চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে। সত্যি তো, তুমি ঠিক বলেছো। আমার মনে হচ্ছে, তুমি ঠিক বলেছো!

সে পেটিকোট নাচাবে আর ওপর দিকে পা ছুঁড়বে অঁরি বিস্তারিত ভাবে বলতে থাকে। আর এটা সে করবে একদল দর্শকের মাঝখানে কারণ এটা দেখাতে হবে যে এধরণের জিনিষ এখানে রোজ রাত্তিরে চলে, ষ্টেজে নয় নাচের মেঝেতে যেখানে লোকে দেখতে পায়··

ও জিদলারের মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে যায়। না, না, তুমি যা ভাবছো তা নয়। ও সব ভুলে যাও। আমি তোমার পোষ্টার আঁকতে পারবো না। কিছুতেই না। হাজার বছরেও না···আমি কখনো পোষ্টার আঁকি নি। লিথোগ্রাফি সম্বন্ধে কিছুই জানি না; পাথরে আঁকতে শিখতে বহু বছর লাগে।

পেয়ার কোতেই তোমাকে দেখিয়ে দেবে অনুনয়ের সুরে বলে জিদলার। আগের পোষ্টারটাও ও ছেপেছিল। বেশ ভাল লোক।

জানতে চাই না সে কিরকম লোক। আমি তোমার পোষ্টার করতে চাই না। আমার পোষ্টার ভাল লাগে না। আমার সময় নেই। পরের মাসে আমাকে ব্রুসেলস্ যেতে হবে। বহু কাজ আমাকে করতে হবে। তুমি যাই বল না কেন···

ও অনেকবার বল্লে যে কিছুতেই ও পোষ্টারটা করবে না, বার বার ওদের (জিদলারকে আর সারাকে—সারা ইতিমধ্যে এসে জিদলারের সংগে যোগ দিয়েছে) বোঝাল যে ও কখনো পোষ্টার করে নি, লিথোগ্রাফি শেখবার ওর কোন ইচ্ছে নাই কারণ দেখাল, তর্ক করল, অনুনয় বিনয় করল, আপোষ করবার চেষ্টা করল, রাগে ফেটে পড়ল, কাউণ্টারে চাপড় মারল, ভয় দেখাল যে কোনদিন ও আর মূল্যাঁতে আসবে না, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ওকে রাজী হতেই হোলো।

পোষ্টারটা অপূর্ব হবে, সারা কোমল স্বরে বলে। কৃতজ্ঞতায় দরবিগলিত হয়ে জিদলার তখন চলে গেছে।

আঁরি অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়। চলে যাও আমার সামনে থেকে। তোমার ঘাড়টা মটকে দিতে ইচ্ছে করছে আমার। প্রায় ওকে বুঝিয়ে এনেছিলুম আর তখনই তুমি নাক গলিয়ে বল্লে সবাই লবীতে দাঁড়িয়ে পড়ে আমার ছবিটা দেখে।

সত্যি কথা, দেখেই তো।

হয়তো দেখে। কিন্তু তোমার ওটা বলার কোন দরকার ছিল না। কেন যে মেয়েরা মুখ বন্ধ করে থাকতে পারে না? এখন দেখ, কি কাণ্ডটা করলে? ওর ওই হতভাগা পেয়ার কোতেইর সংগে দেখা করতে হবে, লিথোগ্রাফি শিখতে হবে। ও পোষ্টার করতে আমার পাঁচ বছর লাগবে।

ও ওর ঘড়ির দিকে তাকায়। অন্যমনস্ক ভাবে সেটায় দম দেয় তারপর আবার সেটা পকেটে পোরে। এবার আমায় নিজের টেবিলে যেতে হয়। এখুনি আমার বন্ধুরা আসতে আরম্ভ করবে। গ্যাসতোঁকে দিয়ে আমাকে এক বোতল কোয়ন্যাক পাঠিয়ে দিও। আর কোন উপদেশ নয়। মনে রেখো, কোয়ন্যাক না পেলে পোষ্টারও হবে না।

সারা দেখে ও খোঁড়াতে খোঁড়াতে বার থেকে চলে যায়। সান্ধ্য পোষাক পরা একটা হাস্যাস্পদ করুণা-উদ্রেককারী মূর্তি।

রুমালগুলোর জন্যে ধন্যবাদ, সে চেঁচিয়ে বলে। আর শুভ নববর্ষ, মঁসিও তুলুস।

ও থামে। ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাসে। এক সেকেণ্ডের জন্যে ওর বিষণ্ণ চোখের দৃষ্টি তার চোখের ওপর এসে পড়ে। বেচারা কুৎসিত বেঁটে মানুষটা, ভোলবার জন্যে কী চেষ্টাই না করে···

দলে দলে লোক বলরুমে এসে ঢোকে, গোল ব্যালকনিটা ভর্তি হয়ে যায়, প্যাসেজের মধ্যে দাঁড়িয়ে তারা খালি টেবিলের জন্যে এদিক ওদিক তাকায়। এধারে ওধারে উৎসবকারীরা কাগজের টুপি পরে আর কাগজের বাঁশীতে ফুঁ দেয়। টেবিলে মেয়েরা তাদের দস্তানা খোলে, পুরুষেরা ওভার-কোট খোলে আর গ্রাম্‌ভারী চালে ওয়েটারদের ডেকে অর্ডার দেয়।

অঁরি ওর টেবিলে এসে বসে। টেবিলটা নৈশভোজের সরঞ্জামে সাজানো রয়েছে। কিছুক্ষণ ওর মনোযোগ একদল মাতাল ফূর্তিবাজ আমেরিকানদের দিকে আকৃষ্ট হয়। তারা একসংগে ফরাসী ভাষায় ওয়েটারকে বোঝাতে চাইছিল যে তারা সবচেয়ে বড় শ্যাম্পেনের বোতল আর সবচেয়ে সুন্দরী চারজন মেয়ে চায়। ভূ কম্প্রনে গার্সোঁন? ক্যাট জুলি প'টিট ফাম্‌স। উই উই, ট্রে জুলি। ও লা লা। ভিভ্‌লা ফ্রান্স।

বঁজোয়া, মঁসিও তুলুস! এই আপনার কোয়ন্যাক। গ্যাসতোঁ বোতল আর গেলাসটা টেবিলের ওপর রাখে। সারা আপনাকে বলে দিতে বলেছে···

কি বলেছে বলতে হবে না। আমি বুঝতে পেরেছি। তোমার বৌ কেমন আছে?

একটু ভালো মনে হয়। আমি আজ বিকেলে হাসপাতালে গেছিলুম, সে আপনাকে তাকে দেখতে যাওয়ার জন্যে ধন্যবাদ দিতে বলেছে। চলি মঁসিও তুলুস, কিছু মনে করবেন না। আজ সবাই ভীষণ ব্যস্ত।

অঁরি দেখে সে প্রায় দৌড়োতে দৌড়োতে এক টেবিল অধীর

আগের রাত্তিরটা কাটাতে হয়। মার বসবার ঘরে আগুনের ধারে চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে এ ঢের ভাল। লা ক্রুয়ের ঠিকই বলেছিল, হাসবার জন্যে সুখী হওয়ার অপেক্ষা কোরো না…

ও আর এক গ্লাস কোয়ন্যাক খায়। মদের গরম লেপের গরমের মত ওকে ঘিরে ধরে।

ও দেখে চার্লস কণ্ডর টলতে টলতে টেবিলটার দিকে এগোচ্ছে। সংগে একজন লম্বা, মোটাসোটা চেহারার ভদ্রলোক যার ঢেউখেলানো বাদামী চুল কাণের ওপর এসে পড়েছে, আর কামানো পরিষ্কার মুখের থাক থাক মাংস গলা অবধি ঝুলে পড়েছে। দুজনেই সান্ধ্য পোষাক পরা। দুজনেরই সার্টের সামনেটা কোঁচকানো আর টপহ্যাটটা মাথার ওপর বেঁকাভাবে বসানো। বোঝা গেল দুজনেই বেশ মাতাল হয়েছে।

এই যে তোমার শার্লি আসছে, আঁরি জার্মেনকে বলে। সংগে সংগে সে চেয়ারে ঘুরে বসে। তার চোখ দিয়ে আগুন বেরোয়। শূয়োরটা! তাকাও ওর দিকে! বলিনি তোমাকে যে ও শূয়োরের মত মাতাল হয়ে আসবে।

আঁরি, কণ্ডর জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, এস তোমার সংগে পরিচয় করিয়ে দি। আমার পুরাণো বন্-ধু অস্‌কার্ ওয়াইল্‌ড্। চ-মৎ-কার লেখে আর সব। এই মাত্তোর লণ্ডন থেকে এয়েছে…পরিচয় করাতে গিয়ে ও হাঁপিয়ে ওঠে। হাঁটু ভেঙ্গে ও একটা চেয়ারে বসে পড়ে।

আঃ, পারীই হচ্ছে জগতে একমাত্র সভ্য শহর। মোটাসোটা দেহটা চেয়ারে রাখতে রাখতে আগন্তুক বলে। দুদিন আগে পারিবারিক জীবন অর্থাৎ একজন স্ত্রী ও দুটি ছেলের চিন্তায় ক্লিষ্ট হয়ে—লণ্ডন হোষ্টেস্‌দের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে—ব্যবসায় কর্ত্তব্যে অস্থির হয়ে—পালিয়ে এসেছি। এর ভেতরেই আমি যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছি। বুক ফুলিয়ে সে সেই ধোঁয়াভরা বাতাসে একটা লম্বা নিঃশ্বাস নেয়। এখানে এই অপরূপ পারীতে আমি নিঃশ্বাস নিতে পারি, চিন্তা করতে পারি…আঃ, শ্যাম্পেন!

ওর সিগারেটের ধোঁয়ার আড়াল থেকে আঁরি লোকটার মুখটা স্টাডি

করে। জটিল অথচ স্বচ্ছ, যে সব লোকেরা নিজেদের মধ্যে শাস্তি খুঁজে পায়নি, এ হচ্ছে সে রকম একটা মুখ। চিন্তিত, বের হয়ে আসা চোখ দুটোর মধ্যে অনেক দোষী ইচ্ছার ছায়া। ছোট মুখটা, অল্প রুজের প্রলেপ দেওয়া, মেয়েলী ধাঁচের। কিন্তু ভুরু দুটো অপূর্ব, যেন রাজকীয় মহিমায় মণ্ডিত। *

ওর দৃষ্টি আর একদিকে আকৃষ্ট হয়। এই যে দুজার্দ্যাঁ, তোমার অশ্লীল বইয়ের ব্যবসা কি রকম চলছে আজকাল?

খুব ভাল। দুঃখিতভাবে আমি এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি। মানুষের অতলস্পর্শী বোকামির ওপর ভিত্তি করে চালানো আর সব ব্যবসার মতই এটাও খুবই ভাল চলছে! দুজার্দ্যাঁ হাসতে হাসতে বলে। এখন আমি 'মাদাম লা পঁপাদুরের গুপ্তকথা' লিখছি। দেখবে, বইটা মেলায় গরম পাঁপরভাজার মত বিক্রী হবে।

আপনার লজ্জা হওয়া উচিত, মঁসিও দুজার্দ্যাঁ!

ভর্ৎসনাটা আসে জর্জেত বলে এক বাদামীচুল তরুণীর কাছ থেকে।

ঠিক বলেছেন, মাদামোয়াজেল, আমার লজ্জা পাওয়া উচিত। আমার মন পচে গিয়েছে, তার থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। কিন্তু আমি এত গরীব যে আমার সাহিত্যিক বিবেক বলে কিছু নেই। দু' বছর আগে আমি আমার প্রকাশককে 'চতুর্দশ শতাব্দীর প্রার্থনা পুস্তকসমূহের গোড়ার কথা' সম্বন্ধে অপূর্ব একটা লেখা লিখে দি'। পরের দিন সে আমার মুখের ওপর সেটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়! তারপর থেকে আমি 'প্রেম' সম্বন্ধে লিখি আর নিয়মিতভাবে খেতে পাই। অবশ্য বিষয়টা খুবই সংকীর্ণ আর একঘেয়ে। সত্যি কথা বলতে কি, প্রেম হচ্ছে এমন একটা জিনিষ খাদ্যনালীর একপ্রান্তে যার আরম্ভ আর অপর প্রান্তে যার শেষ।

কিন্তু লোকে, বিশেষ করে মেয়েরা, সে সম্বন্ধে পড়তে চায়। আমি তার কি করতে পারি বলুন?

এতে মেয়েদের দিক থেকে তীব্র একটা প্রতিবাদ আসে।

---

* লোত্রেক এ পার্টির প্রায় প্রত্যেকেরই পোর্ট্রেট এঁকেছিল। ১৮৯৫তে ওর আঁকা অসকার ওয়াইল্ডের ছবি আজ পৃথিবী বিখ্যাত।

মেয়েরা নোংরা বই পড়ে না। পর্ণ বলে এক সুন্দরী দর্জিনী চেঁচিয়ে ওঠে। তার অবশ্য অক্ষরপরিচয়ই ছিল না। পুরুষেরাই ওসব বই পড়ে। তাদের সবায়ের মনই নোংরা।

তর্ক জমে ওঠে। থিয়েটারের প্রযোজকদের মুণ্ডপাত করতে ব্যস্ত বুলেভাল পর্য্যন্ত তার কথা থামিয়ে বলে যে মেয়েদের মন বলে কোন বস্তুই নেই—নোংরা, পরিষ্কার যাই হোক। একটা সাধারণ মেয়ের মানসিক প্রস্তুতি হচ্ছে কাদাভর্ত্তি নদীর পাড়ে বসা একটা হিপোপটেমাসের সমান।

রা[illegible]খন প্রায় বারটা। বলরুমটা ফুটন্ত একটা বিরাট কড়ার মত কাণায় কাণায় মানুষে ভরে উঠেছে। নাচের মেঝেটায় বেশী লোক হওয়াতে নাচের বদলে ধাক্কা ধাক্কি চলছে। চারদিকে গণ্ডগোলের মধ্যে কাগজের ভেঁপুগুলোর আওয়াজ শোনাচ্ছে ঝড়ের মধ্যে ভেড়ার ছানার চীৎকারের মত। প্ল্যাটফর্মের ওপর অর্কেষ্ট্রা পরিচালক তুফু প্রাণপণে তার হাতের লাঠি ওঠাচ্ছে-নাবাচ্ছে।

অঁরি তার গেলাসটা আবার ভর্ত্তি করে, চুমুক দেয়, তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে। এই অপূর্ব মুহূর্ত্তটায় ওর পায়ে টনটনানি থাকে না, যন্ত্রণা মিলিয়ে যায়। টেবিলের মুখগুলো কতকগুলো রংএর ধ্যাবড়ানির মতো দেখায়, চারদিকে মানুষের গলার আওয়াজ একটা মৃদু গুঞ্জরণের মত কাণে ভেসে আসে।

হ্যাঁ, এরকম ভাবেই নতুন বছরের আগের রাত্তির কাটাতে হয়! সত্যিই তো জীবনের প্রত্যেক মিনিটে একটু একটু করে বাঁচতে হয়—একটা একটা করে আঙ্গুর খাওয়ার মত···যদি প্রত্যেকটা মিনিট, সময়ের প্রত্যেকটা ছোট টুকরো তোমার ভালো লাগে, দেখবে, তুমি জানতেও পারবে না, অথচ সমস্ত জীবনটাই তোমার ভালো লাগছে···

হঠাৎ একটা গৎএর মাঝখানে অর্কেষ্ট্রা থেমে যায়! পরিচালক তার হাতের লাঠি দিয়ে মিউজিক র‍্যাকে ঘা মারে, ঘুরে দাঁড়িয়ে হাত দুটো বাড়িয়ে দেয়।

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, ওর সরু কাটা কাটা গলার আওয়াজ শোনা যায়—আওয়াজটা অনেকটা ছোট কুকুরের চীৎকারের মত—এখন

ঠিক রাত বারটা। মুল্যাঁ রুজের কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আমি আপনাদের সুখী এবং সমৃদ্ধিশালী নববর্ষের শুভকামনা জানাচ্ছি। নববর্ষের জয় হোক!

তারপরেই ও ঘুরে দাঁড়িয়ে, তড়কা-রোগীর মত হাত ছুঁড়তে থাকে। অর্কেষ্ট্রাটা পাগলের মত আর্তনাদ করে ওঠে। ঘরটা হয়ে ওঠে একটা পাগলা-গারদ। লোকে চুমু খায়, চেঁচায়, পা ঠোকে, হাত ধরে নাড়ে, আর গেলাসে গেলাস ঠোকে।

মরিস টেবিলের ওধার থেকে ঝুঁকে পড়ে বলে, শুভবর্ষ অঁরি। জীবনে এবং মৃত্যুতে।

শুভ বর্ষ, মরিস।

ও একটা মজাদার কাগজের টুপি পরে, টেবিল থেকে একটা কাগজের ভেঁপু তুলে নিয়ে গাল ফুলিয়ে সজোরে সেটা বাজায়।

একটা নতুন বছর আরম্ভ হোলো।

১৮৯০···মারি শার্লের বছর।

বার

তারপর ব্রুসেলস্ কি রকম লাগলো? বুকের ওপর ন্যাপকিন বেছাতে বেছাতে দেগা জিজ্ঞাসা করেন। শো কি রকম হোলো?

শো ভালই হয়েছে। অঁরি জবাব দেয়। তবে ক্রিটিকরা যা বলেছে তা আর কহতব্য নয়!

দেগা খিলখিল করে হেসে ক্যামিয়ে পিসারোর দিকে তাকান। শুনছো ক্যামিয়ে? ক্রিটিকরা ওর ছবি পছন্দ করে নি। মনে আছে, দশ বছর আগে আমার ব্যালে-নাচিয়ে মেয়েদের সম্বন্ধে তারা কি লিখতো?

ছোটখাট এসব ঘরোয়া ডিনারই ছিল দেগার নিঃসংগ জীবনে একমাত্র আনন্দ। খুব সাবধানে তিনি নুন আর মরীচের ওপর কয়েক ফোঁটা ভিনিগার ঢেলে একটা পেষ্ট তৈরী করেন। এবার তেল! গম্ভীর ভাবে তিনি বলেন। ক্যামিয়ে তুমি কিরকম স্যালাড পছন্দ কর? তেল-তেলে না একটু শুকনো-শুকনো?

কিছু এসে যায় না, পিসারো খক খক করে হেসে ওঠে। আরে একটা লেটুস নিয়ে এত হৈ-চৈয়ের কি দরকার? দেগা রেগে আঁরির দিকে ঘোরেন। শুনলে! ওই হচ্ছে তোমাদের ইম্‌প্রেশনিষ্ট, কি দরকার স্যালাড তৈরীর জন্যে সময় আর চিন্তা নষ্ট করে! যে কোন রকমে করলেই হোলো! খানিকটা নুন ফেলে দাও, খানিকটা রসুন দাও, খানিকটা তেল ঢালো, এক সংগে মেশাও, ব্যস, স্যালাড হয়ে গেল। সব ইম্‌প্রেশনিষ্টরা এই রকম! ড্রয়িং আর অ্যানাটমির মত ছোটখাট জিনিষ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি লাভ? খেটে কি লাভ! এক পোঁচড়া রং লাগাও, সারা ক্যানভাসে গোলাপী আর নীল রং চাপাও, বল যে জিনিষটা একটা ইম্‌প্রেশান, একটা মানসিক অনুভূতি—ব্যস, হয়ে গেল!

এদগার, উত্তেজিত হোয়ো না! পিসারো বলেন। কে উত্তেজিত হয়েছে? আমি একেবারে শান্ত রয়েছি। তিনি আঁরিকে আবার প্রশ্ন করতে থাকেন। ব্রুসেল্‌সে কি দেখলে বল? নিশ্চয় সাঁত্‌ গীতুল আর ভেরব্রুজেন পুলপিট দেখেছো? অদ্ভুত, তাই না? মিউজিয়ামে গিয়ে ভান আইকগুলো দেখনি? ওঃ ওকেই বলে নিখুঁত কাজ। একেবারে নিখুঁত! ওই হাতগুলো, ওইসব পর্দা। একমাত্র ভগবান ওর চেয়ে ভাল আঁকতে পারেন। যদিও সে সম্বন্ধেও আমার নিজের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তারপর তুমি নাকি একটা ডুয়েল লড়েছো, শুনছি? আরে কথাই বল না! বোবা হয়ে গেলে না কি?

আঁরি এ প্রশ্নটারই আশংকা করছিল। তার 'ডুয়েল'এর খবর সারা মোঁমার্ত্রেতে ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক ডুয়েল লড়িনি, মঁসিও দেগা, ও লজ্জিত ভাবে বলে। আমি দ্য গ্রু বলে একটা লোককে চ্যালেঞ্জ করেছিলুম। লোকটা ভিনসেণ্ট সম্বন্ধে যা তা বলছিল। আমি সহ্য করতে পারি নি। এক্‌জিবিশনের সমাপ্তি উপলক্ষে যে ভোজ হয়েছিল তাতেই ঘটনাটা ঘটেছিল।

ও ঘটনাটা সম্বন্ধে বলতে থাকে। ওর মনে পড়ে যায় সেই লম্বা সাদা কাপড়ে মোড়া টেবিল, চক্‌চকে গ্লাস আর সার্টের সম্মুখভাগ, ছুরিকাঁটার আওয়াজ আর কথাবার্তার গুণগুণ শব্দ। হঠাৎ ওর চোখ

পড়ে দ্য গ্রু র দিকে—পাতলা সোণালীচুল এক যুবক, টেবিলের তলার দিকটায় বসে গলার আংটিপরা আঙুল নেড়ে আদুরে গলায় বলছে, ভান গখের ছবি প্রদর্শন করা উচিত হয় নি। লোকটা একটা উন্মাদ পাগল। আরে, নিজের কাণ্ কেটে ফেলেছে। আর তার কাজ? পাগলা-গারদের বাসিন্দার কাছ থেকে লোকে আর কি আশা করতে পারে।

কিছুক্ষণ অঁরি সংযত হয়ে থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু ওর রাগ শীগগিরই ওর ধৈর্যকে ছাড়িয়ে যায়।

মঁসিও দ্য গ্রু!

ও টেবিলের ওপর ঘুষি মারে, চারদিকে গেলাসের ঝন্ঝন্ আওয়াজ শোনা যায়। শ্যাম্পেন ঢালতে গিয়ে মাঝপথে ওয়েটারেরা পর্যন্ত থেমে যায়।

যে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, শুধু কাপুরুষেরাই তাকে আক্রমণ করে। আপনার মতো নির্বোধেরাই চিরকাল বড় বড় লোকদের পাগল বলেছেন! আজ যদি ভিনসেণ্ট এখানে থাকতো আপনাকে ঘুষি মেরে ফেলে দিত কিংবা ক্ষমা করতো আমি জানি না। কিন্তু আমি তার বন্ধু আর আমি আপনাকে ক্ষমা করব না। আপনাকে তরোয়ালের ডুয়েলে চ্যালেঞ্জ করতে পারলেই ভালো হোতো, আপনার দুটো কাণই কেটে ফেলতে পারলে আমি খুশী হতুম। তবে, আমি বন্দুক ছুড়তে পারি আর……

আর যদি মঁসিও দ্য তুলুস লোত্রেক মারা যান, সোরাত লাফিয়ে ওঠে। আমি এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করব।

তারপর যে হট্টগোলের সৃষ্টি হয় তাতে দ্য গ্রু কি জানি কি বলতে গিয়েছিল কিন্তু ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট তাকে থামিয়ে দেন। বজ্রকণ্ঠে তিনি তাকে ঘর থেকে বার করে দেন।

কাজেই, দেগার দিয়ে চেয়ে বোকার মত হেসে অঁরি বলে, বুঝতেই পারছেন, ডুয়েল হয় নি। দ্য গ্রু টেবিলের ওপর ন্যাপকিনটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে গেল। সোসাইটির পক্ষ থেকে প্রেসিডেণ্ট মাপ চাইলেন। এরকমভাবেই ব্যাপারটা মিটে গেল।

অদ্ভুত! দেগা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের সময় অলিম্পিয়ার ছবি নিয়ে এরকম ডুয়েল হোত্তো। পুরোনো স্মৃতি সমস্ত তাঁর মনে পড়ে। লোকে ভোরবেলায় উঠে গাড়ী করে 'বোয়া'তে যেত, ঠাণ্ডা লাগাতো, শুধু ওই ছবিটার জন্যে···আরে প্রায় আটটা বাজে যে! ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তিনি মাঝপথে থেমে যান। আমি দিলাউদের কথা দিয়েছি যে ডিনারের পর তাদের জলসায় যাব।

রাস্তার মোড়ে পিসারো বিদায় নেন। গোল কালো টুপিটা ভুরু পর্যন্ত টেনে দিয়ে তিনি উত্তরের ষ্টেশনের দিকে পা চালান। দেগা আর অঁরি রু ফ্রোশো পর্যন্ত অল্প পথটা হেঁটেই পাড়ি দেয়। রু ফ্রোশোতে দিলাউরা থাকতেন। জানুয়ারীর ঝোড়ো রাত্তির, মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় শার্সী খড়খড়িগুলো কেঁপে উঠছে আর পাথর-বাঁধানো রাস্তার মাঝের ফাটলে জমা জলে ঢেউ উঠছে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই ওরা দেজিরে দিলাউয়ের বাসুনের গম্ভীর আওয়াজের সংগে তার ভাইয়ের ফ্লুটের সরু সুরেলা আওয়াজ শুনতে পায়। মনে হয় যেন মা-ভাল্লুক গভীর জংগলে তার ছোট বাচ্ছাদের সংগে খেলা করছে।

দেগা ঘণ্টা বাজানোর সংগে সংগে সব আওয়াজ থেমে যায়। আসুন আসুন, দরজা খুলে দেজিরে দিলাউ অভ্যর্থনা জানায়। ঠিক সময়ে এসেছেন। ভাল বাজনা শুনতে পাবেন।

ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গোঁফ, নীল শিরবারকরা নাক—তাকে দেখে অপেরার একজন সম্ভ্রান্ত বাসুন-বাজিয়ে মনে হয় না—মনে হয় কোন মাতাল কোচোয়ান।

ক্লেমেন্‌তিন্ রান্নাঘরে কফি তৈরী করছে। ওদের হ্যাট কোট নিয়ে টাঙ্গাতে টাঙ্গাতে ও বলে চলে। বাজনার সঙ্গে কফি জমে ভাল। বিয়ারও। মনে আছে 'টান্‌হোয়েজের' রিহার্সালের সময় ভাগ্‌নার পিপে পিপে বিয়ার খেতেন। বিশ্বাস করবেন, অপেরাটার জন্যে আমরা দেড়শোবার রিহার্সাল দিয়েছিলুম আর প্রথম শোয়ের দিন পুরস্কার পেলুম কি জানেন—পচা ডিম!

কথা বলতে বলতে ও ওদের বসবার ঘরে নিয়ে যায়। সেখানে এর মধ্যেই কয়েকজন এসে হাজির হয়েছেন। এমন সময় ক্লেমেন্‌তিন্‌ এসে ঘরে ঢোকে। তার মুখ রান্নাঘরের আগুনের তাতে লাল।

হোলো কি ? টেবিলের ওপর ট্রেটা রাখতে রাখতে সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। বেচারী বাড়ী খুঁজে পেলে হয়। আমি ঠিকানাটা লিখে দিয়ে ছিলুম। কিন্তু এত অন্যমনস্ক লোক, হয়তো ভুলে গেছেন। সব সময় বাজনার কথা ভাবছেন···

দেগা আর অঁরির দিকে তার চোখ পড়ে। এই যে মঁসিও দেগা আর মঁসিও তুলুস ; এরকম বিচ্ছিরি রাত্তিরে আপনারা কষ্ট করে এসেছেন দেখে আমি সত্যি খুশী হয়েছি !

তার ভাবনা বেড়ে ওঠে। অন্যমনস্কভাবে মুখের ওপর থেকে এক গোছা চুল সরিয়ে সে ঘড়ির দিকে তাকায়।

ভগবান, নটা বাজে ! সে নিজের মনে বলে। ঠিক রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন। যাক, বাজনা সুরু করা যাক। গোড়ায় আমি মঁসিও দেগাকে যে মোৎসার্ট সোনাটাটা শোনাব বলেছিলাম, সেইটে দিয়ে আরম্ভ করি।

সে পিয়ানোয় গিয়ে বসে। বাইরের দরজার ঘন্টিটা বেজে ওঠে। তার ভাই তাড়াতাড়ি দরজা খুলতে যায়, ফিরে আসে, তার সংগে মোটাসোটা গোলগাল মুখ এক ভদ্রলোক, সাদা গালপাট্টা দাড়ির ফাঁক দিয়ে লজ্জিত ভাবে হাসছেন।

আমরা ভেবেছিলুম আপনি পথ হারিয়ে ফেলেছেন। ক্লেমেন্‌তিন্‌ তাঁর দিকে দৌড়ে যায়।

সত্যিই হারিয়েছিলুম, তার সংগে করমর্দন করতে করতে বৃদ্ধ ভদ্র-লোকটি বলেন। আমি জানি তুমি আমাকে ঠিকানা দিয়েছিলে, কিন্তু সেটা কোথায় যে রেখেছি মনে পড়ল না। কিছু মনে কোরো না, শ্রীমতী। আটষট্টি বছর বয়সে, জানই তো, লোকের নানাকথা ভুল হয়ে যায়···মাঝে মাঝে আমি ছাত্রছাত্রীদের ঠিকানা পর্যন্ত ভুলে যাই। কিন্তু একটা লাভ হয়েছে। তোমার বাড়ী খুঁজতে খুঁজতে অপূর্ব একটা সুর মনে এল—ওঃ অপূর্ব সুরটা। একটা ল্যাম্পপোষ্টের তলায় দাঁড়িয়ে সেটা টুকে নিয়েছি।

তাঁর কৈফিয়ৎ থামিয়ে দিয়ে ক্লেমেনতিন তাঁকে জামার হাতা ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসে যেন সে ভয় পায় যে তিনি পালিয়ে যাবেন। অতিথিদের কাছে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেয়। মঁসিও সীজার ফ্রাঙ্ক……

সেদিন ভোর তিনটের সময় আঁরি ক্লান্তদেহে, কাক-ভেজা ভিজে একটা নোংরা কফি-হাউসে বসে জানলা দিয়ে অপরিচিত গলিটার দিকে তাকিয়ে দেখছিল আর ভাবছিল সে কোথায় আর কি করে এত রাত্তিরে বাড়ী যাবে।

কি করে আমি এখন একটা ফিটন পাই? ও নিজের মনেই বলে ওঠে আর গেলাসের গায়ে নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে থাকে।

অবশ্য তাতে কিছুই এসে যায় না। জায়গাটা চমৎকার—ছোট্ট, গরম আর চুপচাপ—এত চুপচাপ যে গ্যাসের আলোর শোঁশোঁ আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

ভগবানকে ধন্যবাদ, যে ও সঙ্কটটা কাটিয়ে উঠেছে। বেশ কঠিন সঙ্কট ছিল এটা। আর একেবারে অপ্রত্যাশিত!

বেশ আনন্দেই সময় কাটছিল। ক্লেমেনতিন তার মোৎসার্ট সোনাটাটা বাজাল, গেলাসের রিন্ রিন্ শব্দের মত লঘুভার সুরটা। তারপরে কে একজন বেহালা বাজাল তার সংগে মঁসিও ফ্রাঙ্ক পিয়ানোয় তাঁর নিজের একটা সোনাটা বাজালেন। চমৎকার!

তারপরেই ব্যাপারটা ঘটল। ক্লেমেন্তিন তাঁর কাছে আবদার ধরল যে তাকে কিছু বাজিয়ে শোনাতে হবে। লক্ষ্মীটি, মঁসিও ফ্রাঙ্ক! তার কথা রাখতে গিয়ে, তিনি বাজালেন। দেনিসের সেই প্রিল্যুডটা! ব্যস্! আবার সব মনে পড়ে গেল।

আশ্চর্য, মাসের পর মাস কি রকম শান্তিতে কেটে যায়, ও ভুলেই যায় যে ও একটা বিকলাঙ্গ, কুৎসিতদর্শন বামন। তারপরেই হঠাৎ! সমস্ত ব্যাপারটা সজোরে এসে ধাক্কা মারে। কখনো ও একপা সোজা হাঁটতে পারবে না, কোন মেয়ে ওকে ভালবাসবে না, সব সময় ও একা কাটাবে……

ও কাউন্টারের দিকে ফেরে। দোকানের মালিক তখন ফিস্ ফিস্ করে আঁট পাৎলুন আর বাদামী রংএর ভাবি পরা একটা বেজী-মুখো লম্পটের সংগে কথা বলছিল।

এ রাস্তাটার নাম কি ?

রু লাইয়ে, মঁসিও। আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে মালিকটি উত্তর দেয়।

বুলভার ক্লিশি থেকে এটা কি অনেক দূর ?

না, না, মঁসিও। এই কটা বাড়ীর শেষে বাঁ দিকে ঘুরলেই বুলভার ক্লিশিতে পড়বেন।

ধন্যবাদ। আমাকে আর একটা কোয়ন্যাক দাও।

আবার ও ঝুঁকে পড়ে বাইরের অন্ধকারের ভেতর দেখবার চেষ্টা করে। বৃষ্টি থেমে গেছে কিন্তু তখনও বাতাসের শোঁশোঁ গর্জন শোনা যাচ্ছে। কি একটা রাত্তির! যা হোক, বুলভার ক্লিশি থেকে ও নাহয় একটা ফিটন ভাড়া করে বাড়ী যাবে।

কিছুক্ষণ ও পাথার মত দেখতে গ্যাসের আলোর শিখাটার দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রবহমান, জীবন্ত, শিখাটা কাঁপছে—যেন মাকড়শার জালে ধরা পড়েছে একটা আলোর প্রজাপতি। এক কোণায় একটা মাতাল মেয়েমানুষ টেবিলের ওপর হাতে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে। তার পরণে একটা সাদা ক্যালিকো ব্লাউজ, সামনে একটা খালি মদের বোতল। তার টুপিটা তার পায়ের কাছে মেঝেতে, করাতের গুঁড়োর ওপর পড়ে রয়েছে! শিশুর মত তার ঘন ঘন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে, মাঝে মাঝে নাকও ডাকছে।

ক্ষমা করবেন, এক মিনিট, বলে মালিকটি লম্পটটার কাছ থেকে মেয়েটার কাছে যায়, তাকে কাঁধ ধরে ঝাঁকায়, জাগবার জন্যে অপেক্ষা করে। অবশের মত মেয়েটা নড়ে, ফোলা ফোলা মুখটা তার দিকে তুলে ধরে, বোকার মত তার দিকে তাকিয়ে হাসে। লোকটা হাতের পেছন দিয়ে তার মুখে একটা থাপ্পড় মারে।

চুপ কর্, গীল্-দ্য-বোয়া! জানিস্, আমি নাক-ডাকানো পছন্দ করি না। তাছাড়া এটা ভদ্রতাসংগতও নয়। পরের বার এ রকম করলে

এখান থেকে লাথি মেরে বার করে দোবো।

সে আবার কাউণ্টারে ফিরে আসে। কিছু মনে করবেন না, লম্পটটিকে বলে। জায়গাটায় একটা নিয়ম বজায় রাখতে হবে তো।

নিশ্চয়, নিশ্চয়, বাদামী ডার্বি পরা লোকটি সায় দেয়।

ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে যায় যে ওঁরি দৃশ্যটার অমানুষিক নিষ্ঠুরতা চট্ করে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। এখন ও ক্ষেপে ওঠে।

হারামজাদা, শূয়োরের বাচ্ছা! ও নিজের মনেই গজরায়। ওঃ যদি লম্বা হতুম আর গায়ে জোর থাকতো! জানোয়ারটার ঘাড় ধরে ওর ওই মাংসল মুখটায় ঘুষি মারতে পারতুম! কিন্তু এর ভেতরেই আর একটা অনুভূতি এসে ওর রাগকে দূরে ঠেলে ফেলছিল। হঠাৎ মার খেয়ে অবাক হয়ে গিয়ে মেয়েটা তখনও নড়েনি। হাতের উল্‌টো পিঠ দিয়ে সে তার গালটা ঘষছিল আর খালি মদের বোতলটার দিকে তাকিয়ে ছিল। তার বোকা-বোকা মুখটা একটা মাতাল ক্লান্তিতে ভরা। মানুষের গ্লানির সে একটা চরম মুহূর্ত্ত।

তাড়াতাড়ি ও পকেট থেকে এক টুকরো পেন্সিল আর কাগজ বার করে। শুধু যদি আর এক মিনিট মেয়েটা এ ভাবে থাকে—লক্ষ্মীটি, নোড়ো না—ঝড়ের বেগে ও কাগজের ওপর পেন্সিল চালায়। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পশুর মত মুখটার আদল আঁকা হয়ে যায়।

জটপাকানো উসকোখুসকো চুল, কাঁচের মত দৃষ্টিহীন চোখ বোতলটার দিকে তাকানো…কিন্তু এর মধ্যেই ওর মডেল নড়তে সুরু করেছে। তার চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসছে। মৃদু একটা আওয়াজ করে সে টেবিলের ওপর লুটায়ে পড়ে, গভীর নিদ্রায় অচেতন।*

ও ওর মদের দাম দেয়। আর এটা হচ্ছে এক বোতল মদের জন্যে। এটা ওকে দাও! ও অপেক্ষা করে দেখে যে নতুন বোতলটা মেয়েটাকে দেওয়া হয়। তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে কাফেটা থেকে বেরিয়ে পড়ে।

বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়াতে ওর সর্ব্বাঙ্গে কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়।

---

* এই স্কেচ্ থেকেই পরে "গীল্-ড্য-বোয়া" বলে বিখ্যাত ছবিটা আঁকা হয়। লোত্রেকের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলোর মধ্যে এটা একটা।

ওভারকোটের কলারটা তুলে দিয়ে ও জোর করে হাওয়া ঠেলে চলে, একটা হাতে ছড়িতে ভর দেয় আর একটা হাতে টুপিটা ধরে থাকে। অনেক উঁচুতে, আকাশে, ঝড়ের মেঘের মাঝে একটা ম্লান চাঁদ ভেসে বেড়াচ্ছে। রাস্তার মোড়ে ও একটা ফিটন খোঁজে কিন্তু এমনিতে লোক-জনে গম্‌গম্‌ চওড়া রাস্তাটা এখন নির্জন আর নিস্তব্ধ। ও আস্তে আস্তে ছড়িতে ভর করে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে এগোয়, মুখ দিয়ে জোরে নিঃশ্বাস নেয়। এরকমভাবে না থেমে ও একবারে বিশ-তিরিশ ফুট যেতে পারতো। আর মিনিট কুড়ি, তারপরেই বিছানাতে নিশ্চিন্তি···

কালো আর নিস্তব্ধ একটা দগ্ধ ধ্বংসস্তূপের মত মূর্ল্যা রুজটাকে ও তখন পার হয়ে এসেছে। নির্জন বুলভারটা দিয়ে তাড়াতাড়ি এগোচ্ছে হঠাৎ ও লঘু পায়ে দৌড়োনার শব্দ পায়।

অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা মেয়ে বেরিয়ে আসে।

প্লীজ্‌, ম'সিও, হাঁপাতে হাঁপাতে ওর কাছে এসে ফিস্‌ ফিস্‌ করে সে অনুনয় জানায়। প্লীজ্‌, বলুন যে আমি আপনার সংগে আছি।

এবার, অন্য পায়ের শব্দ শোনা যায়। অন্ধকার থেকে একটা লোকের হাত এসে মেয়েটার কব্‌জি চেপে ধরে।

তোমার কার্ড দেখাও!

মেয়েটা লাথি ছোঁড়ে, আঁচড়ায়, হাতটা কামড়ে দেবার চেষ্টা করে। লোকটা একটা অস্ফুট শপথ উচ্চারণ করে, ওর হাতটায় মোচড় দেয়। মেয়েটা আর্তনাদ করে ওঠে, যন্ত্রণায় বেঁকে যায়।

এবার লোকটা বলে, ভাল মেয়ের মত আসবে? না জোর করতে হবে?

ওর হাত ছেড়ে দাও। অঁরি বাধা দেয়। দেখছো না, ওর লাগছে?

লোকটা ঘুরে দাঁড়ায়। আমি ওকে একটা লোকের কাছে কুপ্রস্তাব জানাতে দেখেছি। ওর সংগে কার্ড নাই। এসব ব্যবসা করতে গেলে কার্ড থাকা দরকার। তাছাড়া এ নিয়ে আপনার মাথা ঘামাবার কি দরকার?

ও ভদ্রলোকের কাছে কুপ্রস্তাব কি করে জানাবে? ও তো সারা সন্ধে আমার সংগে রয়েছে। খুব সহজেই ওর মুখ দিয়ে মিথ্যেটা বেরোয়।

সারা সন্ধে? লোকটা ঠাট্টার স্বরে বলে।

আমাকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করে লাভ নেই। বলছি তো, ওকে আমি নিজের চোখে দেখেছি। হঠাৎ ও থেমে যায়, ওর স্বরে একটু শ্রদ্ধার ছোঁয়াচ লাগে। আপনি ম'সিও তুলুস, তাই না?

হ্যাঁ। আর তুমি যদি লোকেদের ওপর এ রকম অত্যাচার কর তো আমি পুলিশে রিপোর্ট করব।

পুলিশ। ভাল বলেছেন। আমিই তো পুলিশ।

কি করে বুঝবো? তুমি ইউনিফর্ম পরনি কেন? তোমার পরিচয়-পত্র দেখাও।

অনিচ্ছুকভাবে লোকটা মেয়েটার হাতটা ছেড়ে দিয়ে কোটের বোতাম খুলতে আরম্ভ করে। আমি হচ্ছি বালথাজার পাতু, ভাইস স্কোয়াডের সার্জেণ্ট। আমাদের কাজের সময়ে আমরা ইউনিফর্ম পরি না।

আচ্ছা যাক, দেখাতে হবে না। আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করছি। সেলিতে আমি তোমার কথা শুনেছি। শুনেছি এ অঞ্চলে তুমি হচ্ছ সবচেয়ে সৎ অফিসার। এরকম লোকই আমাদের দেশে দরকার। কিন্তু, বিশ্বাস কর, এ মেয়েটির সম্বন্ধে তুমি ভুল করেছো। সত্যিই, ও সারা সন্ধে আমার সংগে ছিল।

কিন্তু আমি আপনাকে বলছি যে ওকে আমি নিজের চোখে দেখেছি।

এই অন্ধকারে ভুলও তো হতে পারে। আর, এই মাত্র আমি একটা মেয়েকে ওদিকটায় দৌড়ে যেতে দেখলুম। ও পাশের গলিটার দিকে দেখায়। নিশ্চয় তার খোঁজই তুমি করছো?

মেয়েটার মুখটা দেখেছেন?

কি করে দেখব? পাশ দিয়ে দৌড়ে চলে গেল।

ওর দৃঢ় স্বরে পাতু বিচলিত হয়। কি বল্লেন, ওইদিকে গেল দৌড়ে?

হ্যাঁ, যেন ক ক্রোমতাঁর মধ্যে ঢুকল। ও মেয়েটার দিকে ফেরে।

তুমিও তো দেখলে মেয়েটাকে, তাই না, শেরি?

হ্যাঁ, দেখলুম তো, কব্জিতে হাত বুলোতে বুলোতে সে জবাব দেয়। একটা মাথা-ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, মেয়েটা ওই দিকটায় গেল।

অনিশ্চিতভাবে গোয়েন্দাপ্রবর তার গোঁফে চাড়া দেয়। একবার এর দিকে তাকায় আর একবার ওর দিকে তাকায়।

রু ফ্রোমঁত্যায় ঢুকে থাকলে ওকে আজ আর ধরবার আশা নেই। আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, মঁসিও তুলুস। কিন্তু আমাদের কাজই এই, বুঝলেন তো? কাউকে না কাউকে তো জনসাধারণের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখতে হবে, এ সব মেয়েদের চোখে চোখে রাখতে হবে।

নিশ্চয়। নিশ্চয়। এ তো খুব ঠিক কথা। আচ্ছা—বঁজোয়া, মঁসিও পাতু। ও মেয়েটাকে ইসারা করে। এস শেরি, আমরা যাই। দেরী হয়ে যাচ্ছে।

ওরা নিঃশব্দে চলতে থাকে। ও অনুভব করে যে, পুলিশটার চোখ ওদের দিকে রয়েছে।

ও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাঁটে, পাশে মেয়েটির উপস্থিতি সম্বন্ধে অদ্ভুতভাবে সচেতন হয়ে ওঠে। তার দ্রুত চলার ভংগীতে ওর মনে একটা অস্পষ্ট ঈর্ষ্যা জাগে। কী দরকার ছিল ওর এই এক ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলার?

আরে, একটু জোরে চলতে পারো না? ও দ্বিতীয়বার থামাতে মেয়েটা ফিস্‌ফিস্ করে বলে। তোমার পাতুটোয় হয়েছে কি?

তার গলার স্বরে সহানুভূতি কিংবা ঘৃণা এমনকি কৌতূহলের লেশমাত্রও ছিল না, ছিল শুধু ওর দেরী করার জন্যে বিরক্তি।

তার মন্তব্যে ও ক্ষেপে ওঠে। বলবার আর কোন কথা খুঁজে পেল না!

আমি যে ভাবে হাঁটছি তা যদি তোমার পছন্দ না হয় তো এগিয়ে যাও না কেন? ও তো চলে গেছে। তোমাকে আর আমার সংগে থাকতে হবে না। ও তো আর তোমার পেছন পেছন দৌড়োবে না।

খানিকক্ষণ মেয়েটা চুপ করে থাকে।

তুমি কি এরকম ভাবেই জন্মেছিলে না কি? একটু পরে সেইরকম নিরপেক্ষ স্বরেই সে জিজ্ঞাসা করে। আমি একটা লোককে জানতুম যার হাত মেসিনের ভেতর ঢুকে গিয়েছিল। লোকটার ভাগ্য ভাল বলতে হবে, ইনসিওরেন্স কোম্পানী থেকে পাঁচশো ফ্রাঁ পেয়েছিল। বলতে বলতে সে পেছন ফিরে তাকায়। প্লীজ, একটু তাড়াতাড়ি চল না!

দেখতে পাচ্ছ না, যদ্দূর সম্ভব তাড়াতাড়ি হাঁটছি। হাঁপাতে হাঁপাতে ও বলে, কথা বলতে ওর কষ্ট হচ্ছিল। বল্লুম তো, তুমি এখন যেতে পার। ও তোমার পেছু নেবে না। তুমি এখন নিরাপদ।

ওর দাঁতগুলো গুঁড়িয়ে দিতে পারলে ভাল হোতো, প্রতিহিংসায় ক্ষিপ্ত হয়ে মেয়েটা হঠাৎ বলে ওঠে। ওর মুখে থুথু ফেলতে পারলে খুশী হতুম।

ও তো তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে, দেয় নি?

তাহলেও, লোকটা একটা বদমাস্। ও শালার দল-কে-দল বেঁধে মারতে পারলে গায়ের জ্বালা জুড়োতো। ওর কথায় একটা ক্ষিপ্ত অথচ নৈর্ব্যক্তিক শত্রুতার আভাস পাওয়া যায়, এ যেন শিকারীর প্রতি শিকারের চিরন্তন ঘৃণা। কিন্তু তুমি ওকে আচ্ছা বোকা বানিয়েছো। পুলিশকে বোকা বানানো শক্ত, কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকবার পর হঠাৎ সে বলে ওঠে। তুমি লোকটা সেয়ানা আছ।

আবার তার গলায় সেই এক ঔদাস্য। সে ওকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে না, ওর প্রশংসা করছে না, শুধু স্বীকার করছে যে ও 'লোকটা সেয়ানা'।

ওরা রু কোল্যাঁকুরের মোড়ে পৌছোতে, ও একটা রাস্তার আলোর তলায় দাঁড়িয়ে পড়ে।

দেখ, এটা হচ্ছে একটা হোটেল। ও একটা নোংরা বাড়ীর দরজায় একটা গোলাকৃতি বাতির থেকে বিচ্ছুরিত আলোর দিকে দেখায়। এটা সারারাত খোলা থাকে। এখানে তুমি ঘর পাবে। তোমার কাছে টাকাকড়ি কিছু আছে?

আমি হোটেলে যেতে চাই না, ও অনিচ্ছুক স্বরে বলে। প্রথমতঃ

কার্ড ঠিকমত না থাকলে ওরা ঢুকতেই দেয় না। দিলে ডবল ভাড়া চার্জ করে। আর সকাল হলেই পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেয়, শ্রেফ্ দশ ক্রু'! পুরস্কার পাওয়ার জন্যে।

এই প্রথম ও তার মুখ দেখতে পায়। মেয়েটার চুল সোণালী, ও যা ভেবেছিল তার থেকে বয়স কম। আঠার, বড় জোর উনিশ। অন্ধকারে চোখ দুটো শ্যাওলাধরা মাটির মত সবুজ, দিনের আলোয় বোধহয় হাল্কা বাদামী রংএর দেখাবে। মুখটা চওড়া, ক্ষণে ক্ষণে ভাব বদলাচ্ছে, আর গাঢ় রুজের প্রলেপে ঢাকা। টুপি কোট কিছুই পরেনি। ওর মনে হোল এই একটা পোষাকই ওর পরণে, পাতলা কাপড়ের তলায় গ্রীক ষ্ট্যাচুর মত ওর স্তনদুটো উঁচু হয়ে আছে। মেয়েটা শক্ত, নোংরা, নমনীয়, বিপজ্জনক অথচ তীব্রভাবে লোভনীয়।

তুমি কাছাকাছি থাকো?

হ্যাঁ, এ রাস্তা দিয়ে কিছুটা এগোলেই আমার ষ্টুডিয়ো।

আমাকে তোমার সংগে থাকতে দাও। এই প্রথম তার গলায় অনুনয়ের সুর লাগে। ওর মনে ছোট একটা খুশীর ঢেউ খেলে যায়। কোন গণ্ডগোল করব না, সকাল হলেই চলে যাব।

আড়চোখে সে ওর দিকে তাকায়।

আর ইচ্ছে করলে তুমি আমাকে পেতে পারো। অমনিতে, পয়সা লাগবে না। মাইরি বলছি, এক পয়সাও নেব না। সিগারেট আছে?

ও ওর সোনার সিগারেট কেস্‌টা তার হাতে দেয়।

সে ওটা দেখে, একটু হাত বুলোয়, তারপর একটা সিগারেট বার করে নিয়ে ফেরৎ দেয়। সত্যিকারের সোণার মত দেখাচ্ছে। একজন আমাকে একজোড়া সোনার দুল দিয়েছিল, সে আমি কোথায় হারিয়ে ফেলেছি। দেশলাই আছে?

ও একটা কাঠি জ্বালায়, সে হাত দিয়ে আগুনটা ঢেকে ঝুঁকে পড়ে।

সত্যি, তোমাকে কুচ্ছিৎ দেখতে! ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সে বলে আর আড়চোখে ওর দিকে তাকায়।

ওর গাল থেকে কে যেন রক্ত শুষে নেয়।

চলে যাও! ও চেঁচিয়ে ওঠে। চলে যাও, আমাকে একা থাকতে দাও। আমি তোমাকে চাই না।

হ্যাঁ চাও।

শান্তভাবে ও কাঠিটা নিবিয়ে দেয়, সিগারেটটা টানতে থাকে। আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার চোখে, তুমি আমাকে চাও।

আমাকে একা থাকতে দাও। ও খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে যেতে সুরু করে। একা থাকতে দাও, তা নাহলে আমি পুলিশ ডেকে তোমাকে ধরিয়ে দোবো।

সে কয়েকটা লম্বা পা ফেলে অনায়াসে ওকে ধরে ফেলে। আরে ক্ষেপছো কেন? আমি শুধু তোমার ঘরে ঘুমোতে চেয়েছি বই তো নয়। ভয় নেই, কিছু চুরি করে পালাব না। আর ইচ্ছে করলে, তুমি আমাকে পেতে পারো। তুমি খোঁড়া, তাতে কি হয়েছে? আমি তাও তোমাকে ভালবাসব। আবার তার গলায় অনুনয়ের সুর ফিরে আসে। দেখবে, ইচ্ছে করলে, আমি কি রকম ভালবাসতে পারি।

ও উত্তর দেয় না; নির্জন নিস্তব্ধ রাস্তাটা দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাঁটে; চাঁদের আলোয় চক্‌চক্ করে ওঠা বৃষ্টিতে জমা জলগুলো এড়িয়ে চলে সে ওর পাশে পাশে চলে; নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে, ও থামলে থামে।

তোমার যদি ষ্টুডিয়ো থাকে তাহলে তুমি নিশ্চয় একজন আর্টিষ্ট, ও মন্তব্য করে। তখন ওরা ওর বাড়ীর কাছাকাছি পোঁছেচে। আমি একজন আর্টিষ্টকে চিনতুম। সে স্ন্যপ প্লেটের ওপর ছবি আঁকতো।

ওরা মাদাম লুবের ঘরের পাশ দিয়ে গিয়ে সিঁড়িতে উঠতে আরম্ভ করে। গ্যাসের বাতিগুলো থেকে শোঁ শোঁ করে আওয়াজ হয়! দেয়ালের ওপর আলোছায়ার বিচিত্র আল্‌পনা আঁকা হতে থাকে।

দরজায় তালা লাগাও না? ওকে হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলতে দেখে সে জিজ্ঞাসা করে।

কি জন্যে লাগাব? চুরি করবার মত তো আর কিছু নেই। দাঁড়াও, আমি আলো জ্বালি।

পরিচিত অন্ধকারের মধ্যে খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে ও ড্রয়িং টেবিলের ওপরের কেরোসিন ল্যাম্পটা জ্বালে। বিরাট ঘরটা একটা আবছা লাল আলোয় ভরে ওঠে, দেখা যায় সিলিংয়ের কড়িবরগা, দেয়ালে টাঙ্গানো ক্যানভাসগুলো, ইজেলগুলোর কোণাচে ছায়া। ঘরের মাঝখানে ষ্টোভটা থেকে একটা গোলাপী আভা বেরোয়।

সে অলসভাবে চারদিকে তাকিয়ে দেখে। ঘরটা বড়। ষ্টোভটা এখনো জ্বলছে। ওটা কি সব সময় জ্বালিয়ে রাখ না কি?

সে জানলার দিকে যায়, কৌচটার ওপর বসে পড়ে আর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে পোষাক খুলতে থাকে।

ও তাকে লক্ষ্য করে, পোড়া কাঠিটা তখনো ওর আঙ্গুলে ধরা রয়েছে। প্রথম মেয়ে, যে ওর ষ্টুডিয়োতে রাত কাটাচ্ছে।…কি সাবলীল ওর ভংগিমা! এমন কি দেয়ালে ওর হাত পা নাড়ার বিরাট ছায়াগুলো পর্য্যন্ত সুন্দর। কিন্তু ওকে দেখলেই ওর শরীরে জ্বালা ধরছে কেন? সে ওকে ধন্যবাদ দেয় নি বলে। না, তার এই অন্যমনস্ক ভংগী, তার এই শান্ত নিশ্চয়তা যে ও তাকে চায়। কি করে সে জানল? সত্যিই কি সে ওর চোখে দেখতে পেয়েছে যে ও তাকে চায়? পাঁচ মিনিটও হয়নি সে এখানে এসেছে। এর ভেতরেই সে কাপড় ছাড়তে সুরু করেছে যেন সে নিজের ঘরে রয়েছে। ল্য পেরোকেতে মেয়েরা কাপড় ছাড়তে ছাড়তে গল্প করে, 'শেরি' বলে ডাকে। হয়তো সবটাই ভাণ, তবু তারা ভাণ করে। এ মেয়েটা ভাণ করার কষ্টটুকুও স্বীকার করতে চায় না।

হাঁ করে তাকিয়ে দেখছো কি? বেড়ালের মত চোখ দুটো তুলে সে শুধোয়! কখনো কি মেয়েদের কাপড় ছাড়তে দেখ নি?

মুখ থেকে সিগারেটের গোড়াটা নিয়ে সেটা সে মেঝের ওপর পিষে ফেলে নেবায়। নাঃ, আর্টিষ্টদের পক্ষে তুমি নেহাৎই কম কথা বল, ওর কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে সে বলে চলে। যার কথা তোমাকে বলছিলুম—ওই যে স্ন্যপ প্লেটে ছবি আঁকতো…হ্যাঁ, সে কথা বলতো বটে। সব সময় মজার মজার গল্প বলতো আর ঠাট্টা করত।

ও মনে মনে সবাইকে হিংসা করে, যে আর্টিষ্ট তাকে মজার মজার

গল্প শোনাত, যে সব লোক এর আগে তাকে কাপড় ছাড়তে দেখেছে, তাকে পেয়েছে, সবাইকে। কতবার না জানি ও এরকমভাবে কত অপরিচিত লোকের সামনে মোজা খুলেছে, অপরিচিত ঘরে অপরিচিত বিছানায় রাত কাটিয়েছে—এই উনিশ বছরের মেয়েটা ?

এবাব সে উঠে তার জামাটা খুলে ফেলে। ও যা ভেবেছিল তাই। সে পেটিকোট পরে নি। এখন ওর সামনে সে শুধু একটা সস্তা লেস বসানো পাতলা শেমিজ গায়ে দাঁড়িয়ে।

বাথরুমটা কোনদিকে ?

না, ও তাকে ওর সুন্দর বাথরুম ব্যবহার করতে দেবে না। মরুক্ গে ঘুরে ঘুরে বাড়ীর ভেতর, লাগুক্ ঠাণ্ডা, একটু ভদ্রতা শিখবে···

করিডরের শেষে।

ওর আনন্দ বেশীক্ষণ থাকে না।

তার মানে, এই তলাতেই ? আশ্চর্য্য হয়ে সে বলে ওঠে। কখনো কখনো পঁচিশ-তিরিশ ধাপ সিঁড়ি ভেঙ্গে বাথরুম যেতে হয়।

ও তার দিকে তাকিয়ে থাকে। কত নোংরা বাড়ীতে, কত দুর্গন্ধ করিডরে না জানি ও ঘুরেছে ? কতদিন ও বেশ্যাবৃত্তি করছে ? বোধহয় ছোটবেলা থেকে।

দেশলাইটা একটু দেবে কি ? তার স্বরে একটু ইতস্ততঃ ভাব, একটা অস্পষ্ট অনুনয়। বাড়িটা চিনি না কিনা !

নাও, আলোটা নিয়ে যাও।

বলার সংগে সংগেই ও অনুতপ্ত হয়। খালি পায়ে একটা শেমিজ গায়ে দাঁড়ানো অবস্থায় ওকে ভারী করুণ আর অসহায় দেখাচ্ছিল। কিন্তু ওর এত সহজে গলে যাওয়া উচিত হয় নি। ছুঁড়ে দেশলাইটা ফেলে দেওয়া উচিত ছিল। অন্য লোকেরা কিংবা সেই আর্টিষ্ট হলে তাই করত। ওর সংগে ওরকম ব্যবহারই করা উচিত ! কোথাকার একটা বাউণ্ডুলে মেয়ে। ওর জন্যে তারা নিজেরা অসুবিধে সহ্য করত না। ও দয়ায় অভ্যস্ত নয়, বুঝতেও পারে না···

একটাও কথা না বলে ওর কাছ থেকে আলোটা নিয়ে সে চলে যায়।

নীল আবছায়া অন্ধকারে, ও একা বসে থাকে। তাড়াতাড়ি করলে ওর ফেরবার আগেই ও বিছানায় ঢুকে পড়তে পারে·· ফিরে এসে সে ওর পা দেখতে পাবে না। ভালই হয়েছে, কৌচাটায় বিছানা পাতা রয়েছে···

ও তাড়াতাড়ি জুতোর ফিতে খুলে, জামা কাপড় এলোমেলো ভাবে ইজিচেয়ারটার ওপর ছুঁড়ে ফেলে। বিছানায় ঢোকার সংগে সংগে ওর খালি পায়ের শব্দ শুনতে পায়।

এর ভেতরেই বিছানায়? বাবাঃ, তুমি দেখছি একটুও সময় নষ্ট কর না?

আলোটা টেবিলে রেখে, সে শেমিজটা মাথার ওপর দিয়ে গলিয়ে খোলে। আলোটা জ্বালা থাকবে?

না, নিবিয়ে দাও।

হাত দিয়ে চিমনিটা আড়াল করে একটা অপূর্ব ভংগীতে ও ঝুঁকে পড়ে। এক মুহূর্ত্তের জন্যে ও দেখতে পায় তার কমলা রংএর প্রোফাইল, গ্রীবার বর্ত্তুলতা, গোলাপী স্তনাগ্রচূড়। তারপরেই সে মিলিয়ে যায়— ঘরের গাঢ় নীল অন্ধকারের মধ্যে একটা তরল ছায়া।

ভয় পেয়েছিলে, আমি তোমার পা দেখতে পাব?

তার গলায় ঠাট্টার সুরে ও ক্ষেপে ওঠে।

বেরিয়ে যাও! রাগে কাঁপতে কাঁপতে ও বলে। বেরিয়ে যাও, গোল্লায় যাও! তোমার জামা কাপড় নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাও। আমি তোমাকে চাই না। আমি তোমাকে আসতে বলি নি।

ওঃ, যদি লম্বা আর জোয়ান হতে পারা যেত! ওর গালে একটা থাপ্পড় মারা যেত কিংবা পাতুর মত ওর হাতটা মুচড়ে দিতে পারা যেত!

কখনো কি কোন খোঁড়ার সংগে শোওনি? আর সবায়ের সংগে তো শুয়েছো?

শান্তভাবে সে চাদরটা তুলে বিছানায় ঢোকে। ও ওর দেহে তার সারা দেহের রেশমী স্পর্শ অনুভব করে।

অত জোরে চেঁচিও না, সে আস্তে বলে। বাড়ীর সবাইকে জাগিয়ে তুলবে। আমি শুধু বলেছিলুম যে তুমি চাওনা যে আমি তোমার

পা দেখি—এই! নয়তো তোমার পা দিয়ে আমার কি এসে যায়? তুমি খোঁড়া, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি তো বলেছি তুমি যদি আমাকে থাকতে দাও, আমি তোমাকে খুব ভালবাসব। তুমি চাও আমি থাকি, চাও না?

তার কথাগুলোর গরম হাওয়া ওর ঘাড়ে এসে লাগে, তার আঙ্গুল-গুলো ওর গায়ের ওপর খেলা করে। তার গলার স্বর ক্রমশঃ ফিস-ফিসানিতে পরিণত হয়।

দেখবে, আমি তোমাকে ভালবাসব; ইচ্ছে করলে আমি খুব ভালবাসতে পারি।

সরীসৃপের মোহনীয় ভংগীতে সে ওকে জড়িয়ে ধরে; তার মুখ ওর মুখে চেপে ধরে।

তারপরেই হঠাৎ যেন সব শূন্য হয়ে যায়; শুধু থাকে তার সর্বব্যাপী নগ্নতা আর ওদের জিভের সিক্ততা...

আর জানলার বাইরে, আকাশে, অনেক উঁচুতে; চাঁদ।

যখন ওর ঘুম ভাঙ্গে, ষ্টোভের শোঁ শোঁ আওয়াজ থেকে ও বুঝতে পারে যে মাদাম লুবে এসেছিলেন। এসেছিলেন—এবং চলেও গেছেন। বাতাস তাঁর নীরব ভর্ৎসনায় ভারী হয়ে আছে। বাইরে শার্সী দিয়ে বৃষ্টি গড়িয়ে পড়ছে। আর একটা বিচ্ছিরি শীতের দিন।

সাবধানে ও বালিশের ওপর মাথাটা সরায়, পাশে শোয়া মেয়েটার দিকে তাকায়। সে শুয়ে আছে গালটা হাতের ওপর রাখা, ঠোঁটদুটো ঈষৎ ফাঁক করা, একটা বুক খোলা। রং-করা মুখ আর ভুরুতে কালো পেন্সিলের রেখা সত্ত্বেও তাকে দেখে ওর ক্লুয়ের আঁকা কিশোরী কুমারীদের ছবির কথা মনে পড়ে। কি শান্তিতে ও ঘুমোচ্ছে! এরকম নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় ও ঘুমোবে যে কোন বিছানায় কিংবা মাদুরে, পার্কের বেঞ্চিতে, কিংবা হোটেলের করিডরে...যে কোন জায়গায় ঘুমোতে ও অভ্যস্ত, যেমন কোট টুপি না পরে অন্ধকার গলিপথের মধ্যে দিয়ে সারারাত্রি ঘুরে বেড়ানো ওর অভ্যেস হয়ে গেছে। ভাগ্য তাকে কয়েক ঘণ্টার জন্যে

এখানে এনে ফেলেছে যেমন নীল ভোমরাগুলো পথ ভুলে গ্রীষ্মকালে ওর ষ্টুডিয়োতে এসে ঢোকে। এখনি ও উঠে জামা কাপড় পরে চলে যাবে। কোথায়? ভগবানই জানেন! বৃষ্টির মধ্যে ও ঘুরে বেড়াবে, দুর্গন্ধ গলিপথে ওৎ পেতে থাকবে, পুলিশ দেখলে লুকোবে, কোন ঠেলাগাড়ী থেকে চুরি করা একটা আপেলে ওর দুপুরের লাঞ্চ সারা হবে। সন্ধে হলে ছায়াঘেরা অন্ধকারে অপেক্ষা করবে, অপরিচিত লোকেদের কাছে পাঁচ, চার, তিন ফ্রাঁ, কিংবা শুধু একটা বিছানা, একটা শোবার জায়গার বদলে নিজেকে সমর্পণ করবে,—যেমন ওর কাছে করেছে। আজ রাতে আর একজন লোক ওকে কাপড ছাড়তে দেখবে, ওর সাবলীল বন্যদেহের অধিকারী হবে। আর একজন লোক ওর আঙ্গুলের স্পর্শ পাবে, ওর ঠোঁটের অপূর্ব পাপস্পৃহা আবিষ্কার করবে। ও নিজেকে সেই একই রকম নিঃশেষ বন্যাধারায় বিলিয়ে দেবে, যা ওকে নেশা ধরিয়ে দিয়েছে, ভালবেসে নয় স্নেহ থেকে নয় শুধু সে এরকম ভাবে জন্মেছে বলে, পাপের প্রতি তার সহজাত প্রবণতা থেকে।

হয়তো...হয়তো...ও যদি তাকে টাকা দেয়, বেশ কিছু টাকা দেয়... বোকামি করো না! ওকে যেতে দাও! ও একটা বেশ্যা, একটা ঝান্নু, সস্তা, নির্বোধ বেশ্যা ছাড়া কিছু নয় ..ওর মত মেয়ে শুধু গণ্ডগোল সংগে করে আনবে...

তার যখন ঘুম ভাঙ্গল, ও তখন ইজেলে, ছবি আঁকছে। সুপ্রভাত, টুলে বসেই ও বলে ওঠে, ভাল ঘুম হয়েছে তো?

সে উঠে বসে, হাঁটু দুটো হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে। মাথাটা ঝাঁকিয়ে একগাছা হলদে চুল পেছন দিকে ফেলে।

সিগারেট আছে?

ও বোঝে যে ও আবার রেগে উঠছে। সামান্য ভদ্রতাবোধটুকুও কি নেই? যাক্‌গে, এখুনি তো চলে যাবে...ও খোঁড়াতে খোঁড়াতে কোচের ধারে ইজিচেয়ারটার দিকে যায়; ইচ্ছে করে আস্তে আস্তে তাকে ওর সোণার কেসটা ছুঁড়ে দেয়। উঠে পড়। বারটা বেজে গেছে, আমাকে কাজ করতে হবে।

দেশলাই আছে ?

সিগারেটা ধরিয়ে সে ধোঁয়া ছাড়ে। তুমি এসব ছবি করেছো। দেয়ালের দিকে তাকায় সে। এগুলো দিয়ে কর কি ? বিক্রী কর ?

ছড়ির ডগা দিয়ে ও তার পাজামাটা মেঝের ওপর থেকে বিছানায় ছুঁড়ে দেয়। এটা পরে উঠে পড়। আমি কাজ করতে চাই।

সে নড়ে না। বসে বসে ধোঁয়া ছাড়ে।

মাইরি ! আবার বৃষ্টি ! জানলা দিয়ে তাকিয়ে সে বলে, কখনো এত বৃষ্টি দেখেছো ?

তার ওপর দিকে তুলে-ধরা মুখটায় ছাই ছাই রংএর সকাল বেলাকার আলো এসে পড়ে। ও দেখে তার চোখ দুটো হাল্কা বাদামী রংএর, ও যা ভেবেছিল তার চেয়ে পরিষ্কার। ওর কাঁধের পাখ্না দুটোর ছায়া বগল পর্য্যন্ত একটা সাদাটে নীল রংএর ! ও একবার ভাবে যে ওকে ওই পোজে থাকতে বলে ও একটা স্কেচ্ করে, কিন্তু তখুনি ও নিজেকে সামলে নেয়।

তোমার মাথায় ওটা কি ? ওর দিকে তাকিয়ে সে হাসে।

একটা অদ্ভুত রং-লাগা টুপি পরা ছিল ওর মাথায়। সে ওটা দেখে ফেলেছে বলে ও বিরক্ত হয়। আমার কাজ করবার টুপি, ও গর্গর্ করে, আমি এটায় তুলি পুঁছি। এ আমার একটা অভ্যেস।

কী বোকার মত।

আবার ও অনুভব করে যে ওর মুখ থেকে কে যেন রক্ত শুষে নিচ্ছে।

যদি ভাল না লাগে তো এটা তোমাকে দেখতে হবে না। এবার তুমি কি অনুগ্রহ করে তোমার জিনিষপত্তর নিয়ে বিদেয় হবে। পাতু নিশ্চয় তোমার জন্যে নীচের তলায় অপেক্ষা করছে না, আর আমি এখন একটু কাজ করবো।

একটুতেই তুমি ক্ষেপে ওঠ, তাই না ? সব সময় চেঁচাচ্ছ, আর আমাকে চলে যেতে বলছো। তোমার টুপিতে আমার কি এসে যায়। শুধু ওটা পরলে তোমাকে অদ্ভুত দেখতে লাগে, তাই বললুম।

সে ওর দিকে সকৌতুক দৃষ্টিতে একবার তাকায় তারপর ঝুঁকে

পড়ে মেঝেতে সিগারেটের ছাই ঝাড়ে।

ওপরে কি আছে? ব্যালকনি আর সিঁড়িটার দিকে লক্ষ্য পড়াতে সে জিজ্ঞাসা করে।

আমার ঘর আর স্নানের ঘর।

স্নানের ঘর!

এক ঝটকায় সে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ছোটে। বাথটবটা দেখে তার আনন্দের চীৎকার ও নীচের থেকে শুনতে পায়।

সে ছুটে এসে, রেলিংয়ে ভর করে ঝুঁকে পড়ে।

লক্ষ্মীটি, লক্ষ্মীটি, আমাকে এখানে চান করতে দাও। ছোট ছেলেরা খেলনার বায়না করলে তাদের গলায় যে আবদারের স্বর ফুটে ওঠে তার গলায় অবিকল সেই স্বর।

আমি দিব্যি করছি, খুব ভাল করে পরিষ্কার করে দেবো।

ভেতর থেকে একটা ছোট স্বর ওকে সতর্ক করে। না, দিও না, ওকে জামাকাপড় পরে চলে যেতে বল।

বেশ, তুমি যদি চাও তো কর।

কথাগুলো যেন ওর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। অবাক্ বিস্ময়ে ও অনুভব করে যে ওর ভেতরে একটা বিদ্রোহী সত্তা রয়েছে যার ওপর ওর কোন কর্তৃত্বই খাটে না।

কিন্তু বেশী দেরী কোরো না, বেজার মুখ করে ও বলে। আমার কাজ রয়েছে। ছড়িতে ভর করে চেয়ার থেকে উঠে ও আবার ইজেলে ফিরে আসে।

একটু পরেই শুনতে পায় জলপড়ার শব্দ, গুণগুণ গানের আওয়াজ, পাইপ-কল ইত্যাদির ঠুংঠাং শব্দ, তারপরেই একটা গণ্ডগোল আর একরাশ বস্তির ভাষায় গালাগালি।

আবার সে ব্যালকনির রেলিংয়ে ছুটে আসে। লক্ষ্মীটি, এসো না একবার, আমি কলটা বন্ধ করতে পারছি না। জল উপচে পড়বে!

ও যখন বাথরুমে পৌছালো, তখন সব চুপচাপ। সে টবে শুয়ে

খিলখিল করে হাসছে।

ঠিক আছে। আমি ওটা ঠিক করে নিয়েছি। জান আমি কখনো চান করিনি—মানে, সত্যিকারের চান। বাথটবেতে।

দোরগোড়া থেকে ও দেখে সে কাঁধে জলের ঝাপটা দিচ্ছে। তার বুড়ো আঙুলগুলো নাড়ছে, আস্তে আস্তে আরো জলে গা ডুবিয়ে দিচ্ছে আর পরিতৃপ্তিসূচক নানা রকম শব্দ করছে। তার উত্তেজনা দেখে ওর কান্না পায়। এ যেন রাস্তার একটা নোংরা ছোঁড়ার প্রথম সমুদ্রে স্নানের আনন্দ। তার সোণালী চুল, তাড়াতাড়িতে একটা খোঁপা করে মাথার ওপর তোলা, তাকে একটা অকালপক্ক কিশোরীর মত দেখাচ্ছিল। তার জলসিক্ত ছোট স্তনদুটো যেন কোন সদ্য বয়োপ্রাপ্তা তরুণীর। তাকে ষোল বছরের মেয়ে মনে হচ্ছিল। আবার ও তার সাবলীল ভংগী দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। একবার সে মাথার খোঁপাটা ঠিক করতে হাত দুটো তোলে কয়েক সেকেণ্ড তাকে দেখে ল্যুভরে স্কেচ করা একটা পুরোনো গ্রীক মূর্ত্তির কথা মনে হয়। যে সব কিশোরী নটী প্রাচীন গ্রীসের সাধারণ স্নানাগারে যেত তাদের নিশ্চয় এইরকম দেখতে ছিল……

দুচোখ ভরে ও তার রূপসুধা পান করে। আর একটা রাত…আর একটা রাত ও তাকে পেতে চায়, চায় তার কোমল অধরের ছোঁয়া… না, না, সে মূর্ত্তিমতী পাপ, বিপজ্জনক…কিন্তু কে বলে সে মূর্ত্তিমতী পাপ? তার দিকে দেখলে মনে হয় সে একটা যোল বছরের চঞ্চলা কিশোরী। বোধ হয় এখনো তার মধ্যে কোথাও একটু ভাল আছে, আছে একটু লুকোনো কোমলতা……

আমি জানি কেন তুমি আমাকে তোমার স্নানের ঘরের কথা বলনি, বগলে সাবান ঘষতে ঘষতে সে বলে, তার সারা বুকে ফেনা ছড়ায়। তুমি চাওনি যে আমি এটা ব্যবহার করি, আর তোমার সুন্দর সুন্দর জিনিষ দেখি। সেইজন্যেই তুমি আমায় কাল রাত্তিরে করিডরের শেষে পাঠিয়েছিলে। আমি জানি তুমি আমাকে পছন্দ কর না। সব সময় আমার সংগে চেঁচিয়ে কথা বল।

ভিজে চোখের পাতার মধ্যে দিয়ে সে ওর দিকে তাকায়।

কিন্তু আমি তোমার সংগে ভাল ব্যবহার করেছি, করি নি? আমি আমার কথা রেখেছি, রাখি নি? আমাকে তোমার ভাল লেগেছে, লাগে নি? বোলো না যে, লাগে নি, আমি জানি লেগেছে। তোমার চোখদুটো ভারি সুন্দর দেখতে। অবান্তর ভাবে সে মন্তব্য করে।

নিজের চিন্তাজালের মধ্যে দিয়ে আবছাভাবে ও তার কথা শোনে। আমি তোমাকে পছন্দ করি না করি তাতে তোমার কি এসে যায়? তার চোরা চাউনি আর ছেলেমানুষি কথাবার্ত্তায় ও আর ভুলবে না··· আমি তোমাকে বিপদ থেকে বাঁচিয়েছি, তুমি বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়েছো, স্নান করেছো। এইতো তুমি চেয়েছিলে, তাই না? এবার জামাকাপড় পরে বিদেয় হও। আমাকে কাজ করতে হবে।

ও যাবার জন্যে ফেরে।

গভীর আরামে সে গরম জলে গাটা আরো ডুবিয়ে দেয়।

যদি তুমি চাও—তার গলার স্বর অনুনয়ে ঘন হয়ে ওঠে—আমি আজ রাত্তিরে ফের আসবো। আবার তোমাকে ভালবাসবো।

প্রলোভন···প্রলোভনটা রয়েছে, যে প্রলোভনে গলা শুকিয়ে যায়, হাড়ের ভেতর কাঁপুনি লাগে···এই রকমই তার চেহারা, এই রকম তার আওয়াজ···গার্ডেন অব্ ইডেনে সর্পবেশী শয়তান নিশ্চয় এরকম স্বরেই কথা বলেছিল, নরম, অনুনয়ভরা—'না বল, ওকে না বল!' ভেতর থেকে সেই ছোট্ট স্বরটা চেঁচিয়ে ওঠে। 'ও শুধু তোমার ষ্টুডিয়ো চায়, চায় তোমার স্নানের ঘর, আর তোমার টাকা ·' কিন্তু আরেকটা স্বর, যেটা বিদ্রোহী, সেটাও বলে চলে, 'আর একটা রাত···শুধু আর একটা রাত···দু'তিন সেকেণ্ড ওর হৃৎপিণ্ডের দ্রুত ধুকপুকানির মধ্যে দুটো স্বর ঝুটোপুটি করে। ও ওর প্যাশনেটা খুলে পুঁছতে থাকে, সময় কাটায়।

যা তোমার খুশী। ওর কাঁধ ঝাঁকুনিটা একটু বেশী জোরে মনে হয়। আমার কিছু এসে যায় না।

একটা ছোট আগুনের শিখা যেন দপ্ করে তার চোখে জ্বলে ওঠে। আমাকে তোমার নামটাও বল নি। আমার নাম মারি। তোমার?

অঁরি।

সুন্দর নাম তো!

বাথটবের ভেতর থেকে সে একটা জলে ভেজা হাত বার করে দেয়। ঔরি, আমাকে তোয়ালেটা দাও তো।

দুঘণ্টা পরে ওকে দেখা যায় রু কোল্যাঁকুর দিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটছে, নিপুণভাবে বৃষ্টিতে জমা জলের গর্ত্তগুলো এড়িয়ে যাচ্ছে, আর ওর ভরাট মোটা গলায় নিজের মনে গুনগুন করছে, বোঝা যাচ্ছে যে মনটা ওর খুশীতে ভরপুর।

ওর ইচ্ছে করছিল লাফাতে, ডিগবাজী খেতে, লণ্ড্রেসদের দিকে চুমু ছুঁড়তে।

মারি ফিরে আসছে!

দশ মিনিট আগে সে ওকে বলে গেছে, সাতটা। না আমি ভুলবো না। দেখবে, তোমাকে কত ভালবাসব···তার কথাগুলো আদরের রেশের মত ভাসে, তার হাল্‌কা পায়ের শব্দ সিঁড়ি দিয়ে নীচে মিলিয়ে যায়। তখনি ও আবিষ্কার করে যে ওর দারুণ ক্ষিদে পেয়েছে।

পেয়ার কোতেইর ওখানে যাওয়ার প্লান ও বাতিল করে দেয়। মারি, কি ছোট্ট অথচ সুন্দর নামটা। সে ওর সংগে ডিনার খাবে। সে প্রতিজ্ঞা করেছে। গোড়ায় ও ভেবেছিল তাকে নিয়ে ক্রুয়াঁর ওখানে যাবে, কিন্তু এখন ওর ভাবনা বদলেছে। ওরা ষ্টুডিয়োতেই খাবে, শুধু ওরা দুজন—যেমন বইয়েতে প্রেমিকেরা খায়। সুন্দর একটা ডিনার তার সংগে ভাল কয়েকরকম মদ। শ্যাম্পেন? হ্যাঁ, কেন নয়? শ্যাম্পেন খেলে সে হেসে উঠবে, নাক কুঁচকোবে, মজার মজার কথা বলবে। কিছু ফুলও দরকার। ফুল না হলে কোন জায়গা বেশ বাড়ী বাড়ী মনে হয় না। সে-ও দেখবে যে ভাল ব্যবহার কাকে বলে, যে সব বদমাস্‌দের সংগে সে মিশেছে তাদের সংগে সত্যিকারের ভদ্রলোকের তফাৎ কি। ওইখানেই তো যত গণ্ডগোল। বেচারা মেয়েটা সারা জীবন শুধু খারাপ ব্যবহার পেয়ে এসেছে। শীতে জমে গেছে, ক্ষিদেয় পেটে জ্বালা ধরেছে, ভয় পেয়েছে কাজে কাজেই তার মনটা কঠিন হয়ে গেছে। হরদম মার

খেলে কুকুরেরাও বদমাস হয়ে ওঠে। একটু দয়া, একটু ভাল ব্যবহার বেশীর ভাগ লোক শুধু এই চায়, দুনিয়ায় আজ এই দরকার। শুধু একটু দয়া। ও তাকে তাই দেবে, ভুলিয়ে দেবে যত শীতের রাত্তির, পুলিশ, স্ল্যাপ প্লেট আঁকিয়ে আর্টিষ্ট আর সকলের কথা……

আশ্চর্য্য, লোকের সম্বন্ধে বিচার করতে গেলে কী ভুলই না হয়! ও তাকে ভেবেছিল স্বার্থপর, অসাড়, বোকা, অথচ আসলে সে এর কোনটাই নয়। অবশ্য সে লেখাপড়া জানে না। কিন্তু লেখাপড়া তো আর কেউ পেট থেকে পড়েই শেখে না। আসলে সে চারাদকে নিজেকে রক্ষা করবার জন্য একটা কঠিন আবরণ গড়ে তুলেছে। যে ধরনের জীবন সে যাপন করে তাতে তাছাড়া কোন উপায়ও ছিল না। এ সব কিছুর পেছনে রয়েছে তার সতেজ মন আর সৎ অন্তঃকরণ।

তাকে তোয়ালেটা দেবার পর থেকেই ওর মতের এ পরিবর্ত্তন সুরু হয়েছিল। অপূর্ব ক্ষিপ্রতার সংগে—সাবলীল ভংগীতে—সে টব থেকে উঠে এসে গা মুছে নগ্ন দেহে, চুল আঁচড়াতে আরম্ভ করেছিল। আর সব সময় তোতাপাখীর মত বকর বকর করছিল। পারীর ছেলেমেয়েদের মত তারও ক্যারিকেচার করবা" একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। চমকপ্রদ আর নির্ভুলভাবে সে পাতুর গম্ভীর গলা নকল করে। ওপরের ঠোঁটের ওপর একটা চিরুণী ধরে সে গোঁফের মধ্যে দিয়ে আসা পাতুর গম্ভীর গলার স্বরের অনুকরণ করে। আমি ভাইস্ স্কোয়াডের সার্জেণ্ট বালথাজার পাতু। আমাদের কাজের যে লাইন তাতে আমরা ইউনিফর্ম পরি না। কিছুক্ষণের মধ্যেই ও তার দুষ্টুমি, আর তার মজাদার কথাবার্ত্তা শুনে হাসতে সুরু করে। ও তাকে মারি বলে ডাকে, তার শান্ত নির্লজ্জতা আর তার দেহের নৈকট্য অনুভব করে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সে ঠোঁটে রুজ দেয়, পোড়া দেশলায়ের কাঠি দিয়ে ভুরু টানে। এমনকি ওর 'কাজ করার টুপি' নিয়েও ওরা রসিকতা করে। শুধু পাজামা পরে সে তার একমাথা সোনালী চুলের ওপর টুপিটা বেঁকা করে বসায়, আয়নায় মুখ ভ্যাংচায়। ব্যাপারটা খুবই বোকার মত হচ্ছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু বেশ মজা লাগছিল……

আজ রাতে যখন সে ফিরবে, তার পরণে থাকবে একটা নতুন পোষাক। ওঃ, টাকাটা নেওয়াতে ওকে কম বেগ পেতে হয়েছিল! বলেছিলুম তো, তুমি অমনিতেই আমাকে পাবে, বলি নি? সে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। শেষে সে স্বীকার করেছিল যে তার পোষাক নোংরা, আরো ভালো পোষাক পরা তার উচিত। ওরা ওর পাজামা নিয়ে রসিকতা করেছিল। অত্যন্ত অন্তরংগ ধরনের রসিকতা, হাসতে হাসতে আর চুমু খেতে খেতে প্রণয়ীরা যে ধরনের রসিকতা করে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত সে টাকাটা নিয়েছিল—একশো ফ্রাঁর নোট দেখে তার মুখের ভাব ও কখনো ভুলবে না।—একশো ফ্রাঁ!……

সে তোত্‌লাতে থাকে, ঢোক গেলে। বেচারা মেয়েটা, অত্যন্ত কষ্টে জীবন কাটিয়েছে; নোংরামি আর তিক্ততা ছাড়া জীবনের অন্য কোন পরিচয় পায় নি। কিন্তু এবার ও সব বদলে দেবে……

বুলভার ক্লিশিতে ও একটা ফিটন ডাকে। ক্রয়াঁতে গিয়ে বাড়ীতে ডিনার পাঠাবার অর্ডার দেয়। আর শ্যাম্পেনের কথা ভুলো না। সংগে সংগে বোতল্ কয়েক কোয়ন্যাক পাঠিও।

তারপরে ও একটা ফুলের দোকানে যায়। সেখান থেকে বেরিয়ে ফিটনের ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে কাছের ক্রেমারির দিকে যাচ্ছে, হঠাৎ একটা গম্ভীর গলার আওয়াজ ওর কাণে আসে।

বঁজুর, মঁসিও তুলুস। আশ্চর্য্য, আপনার সংগে এরকম ভাবে দেখা হয়ে গেল! কি অদ্ভুত ঘটনাচক্র দেখুন! আমি ঠিক এখুনি ভাবছিলুম যে আপনার সংগে একবার দেখা করে আসবো।

গলার অধিকারী হচ্ছে পাতু, সেই পাতু যে আগের দিন রাত্তিরে মারির হাত মুচড়ে দিয়েছিল, যন্ত্রণায় সে চেঁচিয়ে উঠেছিল। লোকটা সত্যি সত্যি ওকে দেখে খুশী হয়েছে মনে হয়, কিন্তু ওর এই হঠাৎ আবির্ভাবটা কিরকম অশুভ বলে মনে হচ্ছে। ঘটনাচক্র, তাই কি?…

আমার সংগে কি জন্যে দেখা করতে চেয়েছিলে? এবার দিল খোলা হাসি। কিছুনা, মঁসিও তুলুস, একেবারেই কিছু না। কিছু খেতে যাচ্ছেন? ক্ষিদে পেয়েছে, তাই না? প্রেম করার মত ক্ষিদে

বাড়ানোর ওষুধ আর নেই। চলুন, আমিও যাচ্ছি আপনার সংগে।

এই ক্রেমারিগুলো ছিল শহর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত কতকগুলো স্বাস্থ্যকর রেস্তোরাঁ। এগুলো তাঁরা মদ্যপান কমানো আর নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে দুগ্ধজাত দ্রব্যের ব্যবহার বেশী প্রচলন করার জন্যে স্থাপনা করেছিলেন। এখানে ডিম, মাখন, চীজ্ ইত্যাদি খাবার পাওয়া যেত। পানীয় পাওয়া যেত শুধু দুধ।

এ প্রতিষ্ঠানগুলোর গৌরব ছিল এদের পরিচ্ছন্নতা, সাদাটালি দেওয়া দেয়ালগুলো, আর বেশ একটা নির্দোষ আবহাওয়া। এগুলোয় সব সময়েই খুব কম খদ্দের জুটতো। বিকেলের এ সময়ে জায়গাটা মরুভূমির মত নির্জন মনে হচ্ছিল!

ওরা একটা মার্বেল মোড়া টেবিলে গিয়ে বসে। নার্সের মত দেখতে একজন ওয়েট্রেসকে ডেকে অঁরি অর্ডার দেয়!

দুঃখিত, মঁসিও পাতু, আপনাকে একগ্লাস দুধ ছাড়া কিছু অফার করতে পারবো না। অঁরি হাল্‌কা সুরে বল্লে।

ডিটেকটিভটিও তেমনি হাল্‌কাভাবেই ওর অফার গ্রহণ করে। আস্তে আস্তে সে তার মাথার ডার্বি টুপিটা খুলে পাশের চেয়ারটায় রাখে, তারপর পাইপে তামাক ভরতে সুরু করে। মনে হয় তার হাতে অনন্ত সময় আছে। এদিকে অঁরি গোগ্রাসে ওমলেট গেলে, ওদিকে সে আবহাওয়া আর কাগজে সদ্য-বেরোনো পানামা কেলেঙ্কারীর কথা নিয়ে লম্বা আলোচনা চালায়।

অঁরির লাঞ্চ খাওয়া তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। হঠাৎ এ-কথা সে-কথার মধ্যে সে হঠাৎ বলে ওঠে, কাল আপনি আমাকে আচ্ছা ধোঁকা দিয়েছিলেন, কিন্তু মঁসিও তুলুস। খানিকক্ষণ তো আমি স্রেফ বোকা বনে গিয়েছিলুম? অন্য মেয়েটা রু ফ্রোমতাঁ দিয়ে পালানোর গল্পটাতেও বেশ বুদ্ধির পরিচয় ছিল। সে সময়ে তো অন্ততঃ বেশ বিশ্বাসজনক বলে মনে হয়েছিল।

পাইপে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে তামাক ঠাসতে ঠাসতে সে হা-হা করে হেসে ওঠে।

কিন্তু আপনি আর আপনার শ্রীমতী—ওর স্বরের অন্তর্নিহিত শ্লেষে আঁরি প্লেট থেকে চোখ তুলে তাকায়—চলে যাবার পর, আমি ভাবতে স্বরু করলুম। নিজের মনে মনেই শুধোলুম, আচ্ছা কি করে উনি এই অন্ধকারে, রু ফ্রোমতাঁ্যা দিয়ে মেয়েটাকে পালাতে দেখলেন, যখন দশ হাত দূরে একটা হাতীও দেখা যায় না? নিজেকে নিজেই উত্তর দিলুম, বন্ধু বালথাজার, মঁসিও তুলুস একজন সেয়ানা লোক। তিনি তোমাকে বোকা বানিয়েছেন। সোণা বলে পেতল চালিয়েছেন।

সে তার গেলাস থেকে আর এক চুমুক দুধ খায় আর গোঁফের কিনারটা চোষে।

মঁসিও তুলুস, আপনার বয়স কম। আপনাকে আমি একটা উপদেশ দিতে চাই।

তার ব্যবহারে একটা অলক্ষণীয় পরিবর্ত্তন আসে। আপনার ওটা করা উচিত হয়নি। আমাকে ঠকানোতে অবশ্য আমি কিছু মনে করছি না, যদিও আমি জানি যে মারি আপনার কথামত আপনার সংগে ছিল না,...

ওর নাম জানলে কি করে?

পাতুর বদনমণ্ডলে একটা সবজান্তা হাসি দেখা দেয়। আমাদের সংবাদ-সংগ্রহের নানা সূত্র আছে। লোকের সম্বন্ধে সত্যি সত্যি জানতে চাইলে, জানা খুব বেশী শক্ত নয়। পরে বলবো ওর নাম কি করে জানলুম। এখনকার মত আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি যে ওর সংগে কোন রকম সম্পর্ক রাখবেন না। বিশ্বাস করুন, মেয়েটা ভাল নয়। পচা আপেলের মত। আমি জানি কাল রাতে ও আপনার সংগে ছিল। ঠিক আছে, তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু ওকে কাছাকাছি রাখবেন না। লাথি মেরে বার করে দিন।

ওর শেষ কথাগুলো আসে ধারালো গলায়, সার্জেনের ছুরির ফলার মত।

লাথি মেরে বার করে দিন।

কি করে জানলে যে ও রাত্তিরে আমার সংগে ছিল?

কি করে? আবার সেই সবজান্তা হাসি। আমি দেখলুম যে আপনারা দুজনেই রু কোল্যাকুরে ঢুকলেন। ওই রাস্তাতেই আপনি থাকেন। আর এ বল্লে চলবে না যে ও রাত্তিরে 'হোটেল দ্য লা লুন'এ ছিল কারণ সেখানে আমি খোঁজ নিয়েছি। না, না, ঠিক আছে। রাত্তিরে একটা মেয়ের সংগে শোয়াতে দোষের কিছু নেই, বিশেষ আবার তাকে যদি ওরকম ভাল দেখতে হয়। আমাদেরও বয়স কম ছিল, এসব জিনিস আমরা বুঝি, কিন্তু···

সে থামে। তার মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে যায়।

—আমি—ওকে—আমার—এলাকায়—দেখতে—চাই না।

টেবিলের ওপর টোকা মেরে সে প্রত্যেকটা কথায় জোর দেয়।

ওর কার্ড নেই, এ ব্যবসা করার কোন অধিকার নেই। মেয়েটা আওয়ারা। হয়তো কোন খারাপ অসুখ নেই, তবে থাকতেও পারে। আমাদের জনসাধারণের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখতে হয়। তার জন্যেই আমরা মাইনে পাই। কিছু মনে করবেন না, মঁসিও তুলুস, ভাববেন না যে আমি আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাচ্ছি, কিন্তু ওর থেকে তফাৎ থাকবেন। ওকে লাথি মেরে বার করে দিন। যদি যেতে না চায় আমায় খবর পাঠাবেন। আমি ওর বন্দোবস্ত করব। ও রকম মেয়ে আমি হাজারটা দেখেছি। ওরা বস্তিতে জন্মায়; মায়ের দুধের সংগে ওরা পাপ চোষে। ওরা নর্দমায় বড় হয়ে ওঠে। পাঁচ বছর বয়সে ওদের বাপ-মা ওদের ভিক্ষে করতে পাঠায়। বার বছর বয়সে ওরা এদিকে ওদিকে, করিডরে, বারান্দায়, পাঁচ স্যু'য়র বদলে দেহদান করে। পনেরো বছর বয়সে ওরা রাস্তায় নাবে।

তবে ওরা বেশ্যা হিসেবে পুলিশ অফিসে ওদের নাম রেজিষ্ট্রি করে কার্ড করাতে চায় না। মাসে দু'বার করে স্যঁ। লাজার গিয়ে ডাক্তারী পরীক্ষাকে ওরা ভয় করে। তাছাড়া, ওরা ভাবে কার্ড ছাড়া পথে ব্যবসা চালানোতে বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়; দেখতে চায় কদ্দিন তারা আমাদের চোখে ধূলো দিতে পারে। সবই ভাল, কিন্তু আমি ওকে আশেপাশে দেখতে চাই না।

তার স্বর আবার গম্ভীর হয়ে ওঠে।

অন্য জায়গায় ও কি করে না করে আমার দেখবার দরকার নেই, তবে আমার এলাকায় ব্যবসা চালাতে এলে, আমি ওকে ছ'মাসের জন্যে স্যাঁ লাজার চালান করে দেব। তাহলেই যাদু একটু ঠাণ্ডা হবে।

অঁরি নিজের সিগারেটের ডগাটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

এক মিনিট অন্ধকারে একটা মেয়েকে দেখেই তার সম্বন্ধে অনেক জেনে ফেলেছো দেখছি। আচ্ছা এটা কি তোমার মনে হয়েছে, যে তোমার ভুল হতেও পারে।

হাসিতে পুলিশটার চোখ কুঁচকে ওঠে। এবার হয়নি, মঁসিও তুলুস, এবার হয়নি। আমি ও মেয়েটার সম্বন্ধে সবকিছু জানি। ও কে, কোথা থেকে এসেছে—সব কিছু। মনে আছে যখন আপনারা একটা রাস্তার ল্যাম্পপোষ্টের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন আর ও আপনার কাছ থেকে একটা সিগারেট চেয়েছিল? আপনি আমাকে দেখতে পাননি, কিন্তু আমি আপনার দশ গজের মধ্যেই ছিলুম! ও যখন আপনার দিকে ঝুঁকে পড়ে ওর সিগারেটটা ধরাল, আমি ভাল করে ওর মুখটা দেখে ওকে চিনতে পারলুম। সংগে সংগে নয়, কিন্তু আমি মনে মনে বল্লুম, বন্ধু বালথাজার, তুমি এই রঙ্গিণীকে কোথায় যেন দেখেছো। তারপর আজ সকালে মনে পড়ল। কাজেই আমি একটু খোঁজ খবর নিলুম। ঠিকই ভেবেছিলুম।

অঁরির মুখের আশ্চর্য্য ভাব দেখে সে খুশী হয়। পাইপটা আবার ভরে কয়েকবার সশব্দে টানে।

হ্যাঁ, ঠিকই ভেবেছিলুম। হাত দিয়ে ধোঁয়া সরাতে সরাতে সে বলে। ওর নাম মারি ফ্রাঁসোয়া শার্লে। রু মুফ্‌তার্‌-এ ওর জন্ম। রু মুফ্‌তার্‌ চেনেন না? দরকারও নেই চেনবার। খুব খারাপ এলাকাতেও এরকম গলি নেই। একেবারে খাস মদের এলাকার মাঝখানে রাস্তাটা, গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসে। সেখানেই মারির জন্ম। ওর বাবা একটা মদের কারখানায় বোতল ভর্ত্তি করতো, দারুণ মাতাল ছিল। ওর মার বয়স যখন কম ছিল তখন পথে ব্যবসা চালাতো, এখন একটা ঠেলাগাড়ী চালানোর লাইসেন্স পেয়েছে। মারির দিদি রোজ্‌ ষোল বছর বয়সে বাড়ী

থেকে পালিয়ে সেবাস্তোপোল এলাকায় গিয়ে থাকতে আরম্ভ করে, আমি তখন সেখানে ছিলুম। মারি বছর দুই পরে তার কাছে আসে। তখনও আমি ওখানে ছিলুম, কাজেই ওর কথা মনে আছে। ওর ওই হলদে চুল আর তেরচা-চোখ সহজেই নজরে পড়ে। মেয়েটা একটা পোকায়-খাওয়া আপেল, ওর ভেতর পর্য্যন্ত ঝাঁঝরা।

সে পাইপ নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে আবার আস্তে আস্তে বলতে স্থরু করে যেন তার প্রত্যেকটা কথা অঁরির মনে গিঁথে যায়।

কাজেই আজ সকালে আমি আমার পুরোণো বন্ধু, সেবাস্তোপোল ভাইস স্কোয়াডের ইনস্পেক্টর র‍্যাঁপারের সংগে দেখা করতে গেলুম। যা ভেবেছিলুম, মারির ওপর ওদের একটা ফাইল আছে। বেবের্ বলে ওর এক ভালবাসার লোক ছিল। লোকটা ছিল সেই ক্লাশের যারা শুধু মেয়েদের পয়সা দুয়ে নিয়েই ক্ষান্ত হয়না, সংগে সংগে সাইড্ বিজনেস হসেবে চুরি-ডাকাতিও করে। এদের জীবন সাধারণতঃ শেষ হয় যখন কাউকে খুন করার পর গিলোটিনে এদের মাথা কাটা পড়ে। যা বলছিলুম, এই বেবের্‌কে নিয়েতো ও ক্ষেপে উঠেছিল। সব সময় তার আশেপাশে ঘুরছে, তার গায়ে গা ঘষছে, টাকা পেলেই তাকে মদ আর চুলে মাখবার পমেটম কিনে দিচ্ছে—একেবারে মিলনাসক্ত কুক্কুরীর মত। একদিন সে ওকে লাথি মেরে ভাগিয়ে দিল।

ওর চোখ তখনও ওর সিগারেটের ডগায়, কথাগুলো যেন অঁরির ভেতরটা পুড়িয়ে দিয়ে যায়। পাতুর এ কথাগুলোয় ওর এত জ্বালা ধরছে কেন? ও তো জানতোই মেয়েটা আওয়ারা। এখন ও জানলো যে তার ইতিহাস বেশ্যাদের চিরকালীন, প্রায় ক্লাসিকাল ইতিহাস। মাতাল বাপ, নোংরা আর কুঁড়ে মা, বোন বেশ্যা, দাগী চোর ভালবাসার লোক··· তবে? তবে এ জেনে এত কষ্ট হচ্ছে কেন যে সে এই বেবের্‌কে ভালবাসতো? তাহলে তারও হৃদয় বলে একটা বস্তু আছে, সেও ভালবাসতে পারে···নিশ্চয় তার ভালবাসার লোক এরকম একটা নির্বোধ, দৈত্যাকৃতি পশুই হবে। এটাও তার ক্লাসিকাল ইতিহাসেরই একটা অংশ। তবে, কেন এত যন্ত্রণা, কেন ওর দুহাতে মুখ ঢাকতে ইচ্ছে করছে? ও নিশ্চয়

আশা করেনি যে সে ওর প্রেমে পড়বে; করেছিল কি? এতটা বোকা ও নিশ্চয় নয়…

আচ্ছা, ওকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিল কেন? ও শুধোয়, যেন ওর প্রশ্ন শুধুমাত্র কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যে।

কেন?

পাতু হাসিতে ফেটে পড়ে।

নিশ্চয় ও যথেষ্ট পয়সা রোজগার করতে পারতো না। ওর বয়স ছিল খুবই কম—তখন সতেরো হবে কি না-হবে—আর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল, ব্যবসা চালাবে কখন? যখন শাঁসালো মক্কেলদের সন্ধানে বার হওয়া উচিত তখন ও তার আশেপাশে ঘুরতো। শেষ পর্য্যন্ত বেবের একদিন আর সহ্য করতে না পেরে ওকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেয়। এ হচ্ছে দু'বছর আগের ঘটনা। বোধহয় অ্যাদ্দিনে মেয়েটার ঘটে কিছু বুদ্ধি হয়েছে। যদিও এবিষয়ে আমার নিজের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যাইহোক্, ও আর কোনদিন সেবাস্তোপোলে ফিরে যায়নি। কিন্তু আমি ওকে আমার এলাকায় দেখতে চাই না।

সে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে; হঠাৎ তার চোখে একটা অপ্রত্যাশিত কোমলতার ছায়া পড়ে। আমি বুঝতে পারছি মঁসিও তুলুস, যে আমার এসব কথায় আপনি ব্যথা পাচ্ছেন। কিন্তু আমি আপনাকে দেখাতে চাই যে মেয়েটা একেবারে ঝাঁঝরা, পোকায়-খাওয়া একটা আপেল। আপনার মত একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় লোক—অঁরিকে চমকে উঠতে দেখে সে হেসে ফেলে। হ্যাঁ, আপনার সম্বন্ধেও আমি সবকিছু জানি। দেখুন, আমাদের কাজই হোলো আমাদের এলাকার সকলের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর রাখা। এমনকি আমি আপনার বাবা মঁসিও ল্য কঁত্ সম্বন্ধেও জানি—তাঁর ঘোড়া, বাজপাখী আর……

এখন সকলেরই সব খবর রাখো, অঁরি জোর করে হাসে, তোমার খবর একটু বলবে কি? তোমার নিজের ছেলে-পরিবার আছে?

পাতুর মুখের ভাব অবিশ্বাস্যরকম বদলে যায়। চোখের তারার জ্বলজ্বলেভাব, চিবুকের কঠোরতা, চৌকো চোয়ালের নিষ্ঠুরভাব,—সব

যেন একসংগে গলে যায়।

শুধু একটা মেয়ে আছে, ম'সিও তুলুস, কিন্তু কী মেয়ে! আমার ছোট্ট ওলালীর চেয়ে ভাল মেয়ে কোথাও খুঁজে পাবেন না। রত্ন! রাঁধে অপূর্ব, নিজের জামাকাপড় নিজে তৈরী করে, বাড়ী এমন তক্তকে ঝক্‌ঝকে করে রাখে যেন ছুঁচটি পড়লেও তুলে নেওয়া যায়। আমাকে একজোড়া চটি যা বুনে দিয়েছে তা যদি দেখতেন!

মেয়ের হাতে বোনা চটি পরা ভাইস স্কোয়াডের সার্জেণ্ট বালথাজার পাতুর মূর্তি অঁরির মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে।

ভাগ্যবান লোক বলতে হবে তোমায়।

ও আশ্চর্য হয়ে দেখে, পাতু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হতাশভাবে ঘাড় নাড়ে। ছিলুম, কিন্তু আর না। আমার ছোট্ট ওলালীর বিয়ে হবে শীগ্‌গিরই। অবশ্য তার বিয়েতে আমি আপত্তি করছি না। তার ফিয়াঁসে লোক ভাল। আমি তার সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিয়েছি……

তা' নিশ্চয় নিয়েছো।

ওর মন্তব্যের শ্লেষটুকু পাতু বুঝতেও পারে না। সে উৎসাহভরে বলতে থাকে। হ্যাঁ, সাচ্চা মরদ! ভবিষ্যৎও ভাল। এখন রোকেত জেলের প্রহরী কিন্তু কিছুদিন হোলো গিলোটিন বিভাগে প্রমোশন পেয়েছে। দায়িত্বপূর্ণ কাজ। দেখবেন একদিন ও ক্যাপ্টেন হবেই, এমনকি ইনস্পেক্টরও হতে পারে।

সে আর এক চুমুক দুধ খায়, হাতের পিঠ দিয়ে গোঁফটা পোঁছে।

তবু, আমার ছোট্ট ওলালীর জন্যে আমার মন কেমন করবে।

যদিও সে ওর সুখের মূলে কুঠারাঘাত করেছে, কেন জানি না অঁরি বেচারাকে ঘেন্না করতে পারে না। সে-ও ওরই মত একা, নিঃসংগ। ও সিগারেটটা নিবিয়ে, ওয়েট্রেসকে ডাকে।

মারির সম্বন্ধে যা জানালে তার জন্যে ধন্যবাদ। এ বিষয়ে আমি তোমার সংগে একমত আর কাল রাত্তিরে তোমার সংগে যে মিথ্যাচরণ করেছি তার জন্যে আমি লজ্জিত। ওকে স্যাঁ-লাজার পাঠিয়ে দিলেই ভাল হোতো। তোমার এত কষ্ট নেওয়ার বদলে যদি আমি তোমার

জন্যে কিছু করতে পারি, আমি খুব খুশীমনে তা করব।

পারেন, ম'সিও তুলুস আপনিই করতে পারেন। পাতুর কঠিন মুখে যেন লজ্জার অরুণাভা দেখা দেয়। বহুদিন ধরে আমার ইচ্ছে আমার ওলালীর একটা ছবি আঁকাই। এখন যখন তার বিয়ে হতে চলেছে, তার একটা ছবি যদি তাকের ওপর টাঙিয়ে রাখতে পারতুম, তাহলে তবু আমার একটা সংগী হোতো।

জীবনটাই একটা ঠাট্টা! একটা লোক তোমার মন ভেঙ্গে দিল আর তুমি তার মেয়ের ছবি এঁকে দিয়ে তাকে ধন্যবাদ জানাবে, বাঃ!

খুশীমনে আমি মাদামোয়াজেল ওলালীর ছবি আঁকব। যখন খুশী তাকে আমার ষ্টুডিয়োতে নিয়ে এসো। ও হাসে। তোমাকে আর আমার ঠিকানা দিলুম না। তুমি তো দেখছি আমার সম্বন্ধে সবই জান।

সেদিন সন্ধেবেলায় ও ষ্টুডিয়োতে ফিরে দেখে মাদাম লুবে টেবিলের ওপর ডিনার সাজিয়ে রেখেছেন। একটা বরফের বালতিতে এক বোতল শ্যাম্পেন ঠাণ্ডা হচ্ছে। একটা ফুলদানীতে ফুল ফুটে রয়েছে। ঘরটা ঝাড়পোঁছ করা হয়েছে, স্টোভটায় নতুন কয়লা দেওয়া হয়েছে, বিছানাটা পাতা হয়েছে। মাদাম লুবে তাঁর কাজ ঠিকই করেছেন। অঁরি তাঁর মনের ভাব আন্দাজ করতে পারে। ও যেন তাঁর অপছন্দসূচক জিভের আওয়াজও শুনতে পায়।

যাক, কালকেই এসব ভুলে যাওয়া যাবে। আজ রাতে, ডিনারের পরেই ও মারিকে চলে যেতে বলবে··পাতু ঠিকই বলেছে। মেয়েটা একটা ফোঁপরা আপেল······

দেখ!

একটা সস্তা ভেলভেটিনের পোষাক পরে সে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে, পাখীর পালকের একটা বোয়া পারিসিয়ান রংগিনীদের ঢংয়ে তার কাঁধের ওপর ফেলা।

সত্যিকারের ভেলভেট! সুন্দর, না?

সে ঘরে ঢুকে ওর দিকে আসে।

রাত তখন প্রায় বারটা। পাঁচঘণ্টা ধরে ও সোফাটার কিনারে কুঁজো হয়ে বসে আছে, ওর পায়ের কাছে এক বোতল কোয়ন্যাক, প্রত্যেকটা শব্দের জন্যে কাণ খাড়া করে রয়েছে, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনলে ওর হৃদয় দ্রুততর তালে চলতে সুরু করছে, প্রত্যেকবার নিরাশ হয়ে আরও রেগে উঠছে। বেশ্যা, একেবারেই বেশ্যা মেয়েটা! ও নিশ্চয় আর ফিরবে না। বেবেরের সংগে এখন কি হাসাহাসিই না করছে। গল্প করছে সেই খোঁড়া বামনটা কি করে ওকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল! নিশ্চয় ও এখন ওর সেই চুলে পমেটমমাখা ভালবাসার লোকের কাছে গেছে, আর ওই বোকা খোঁড়াটার কাছ থেকে যে করকরে একশো ফ্রাঁর নোটটা বাগিয়েছে সেটা তাকে দিয়েছে।

ও তার দিকে তাকিয়ে থাকে। রাগে, ক্লান্তিতে—আনন্দে ও কথা বলতে পারছিল না। সে ফিরে এসেছে······

হোলো কি তোমার? অসুখ করেছে? কথা বলছো না কেন? আমার পোষাক পছন্দ হয়নি? এটা সস্তায় এক বন্ধুর কাছ থেকে পেয়ে গেলুম। সে ওর পাশে এসে বসে। তবু, দাম পড়েছে পঞ্চাশ ফ্রাঁ। আসল ভেলভেটের দাম আছে। হাত দিয়ে দেখ।

ওই নেকড়াটার জন্যে পঞ্চাশ ফ্রাঁ? আশ্বস্ত হওয়ার সংগে সংগে ও আবার রেগে ওঠে। ওটার জন্যে তুমি দশ ফ্রাঁও খরচ করনি! যাক্‌গে তাতে কিছু এসে যায় না। ডিনারের হবে কি? আমার যদ্দুর ধারণা হচ্ছে তুমি সাতটায় আসবে বলেছিলে?

দশ ফ্রাঁ! সে কথাগুলো যেন ওকে ছুঁড়ে মারে। বোঝা যাচ্ছে তুমি জামাকাপড় সম্বন্ধে কত পণ্ডিত! জামাকাপড়ের তুমি জানো কি? পোষাকের আসল দাম হচ্ছে তার কাপড়। দেখ কাপড়টা! সে প্রায় ওর ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে। হাত দিয়ে দেখ! দেখ দশ ফ্রাঁতে এ কাপড় পাওয়া যায় কিনা!

ও তাকে ঠেলে ফেলে দেয়। সে সোফার অন্যদিকটায় ছিটকে পড়ে। ও বোঝে সে ওর হাতের জোর দেখে অবাক হয়ে গেছে—ওর সিঁড়ির রেলিং আঁকড়ে ওঠা হাত, যার পেশীগুলো ইস্পাতের মত শক্ত।

হঠাৎ ও একা থাকতে চায়, ঘুমোতে চায় আর তার মুখ দর্শনও করতে চায় না। ওর ইচ্ছে হয়, সে চলে যাক্—তার বানিয়ে তোলা মিথ্যে, তার ক্যানকেনে গলা, আর সস্তা পোষাক নিয়ে চলে যাক্।

বেশ, ভাল কথা, ও ক্লান্তভাবে সায় দেয়। ওটা সত্যিকার ভেলভেট। পঞ্চাশ ফ্রাঁই তুমি দিয়েছো ওটার জন্যে। তুমি খুব ভাল মেয়ে, আর তুমি ফিরে এসেছ বলে আমি খুব খুশী হয়েছি। কিন্তু আমি কয়েকটা কথা ভাবছিলুম, ভাবছিলুম তুমি যদি······

ডিনারের জন্যে? ডিনারে আসতে পারিনি বলে? আর এদিকে আমি ভাবছিলুম যে আমার নতুন পোষাক দেখলে তুমি কত না জানি খুশী হবে! সারা বিকেল হেঁটে আমি মেয়েটার কাছে গেছি যাতে আমি পোষাকটা তার কাছ থেকে কিনতে পারি। তারপরে আমি আমার দিদির সংগে দেখা করতে গেলুম। গিয়ে দেখি তার অসুখ, ভীষণ অসুখ। আমাকে থাকতে বলেছিল, কিন্তু আমি বল্লুম আমি কথা দিয়ে এসেছি··

ওঃ, মিথ্যে কথাগুলো থামাও! কিছু এসে যায় না। ডিনারের জন্যে আমার একটুও মাথাব্যথা নেই, তোমার পোষাক, তোমার বন্ধু, তোমার দিদি···কারো কথা আমি জানতে চাই না। আমাকে একা থাকতে দাও, আমি ক্লান্ত, একটু ঘুমোবো। এই যে, এটা নাও······

ও ওর পকেট হাতড়ায়, কিন্তু এরই মধ্যে সে একটা হাত দিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরেছে। ও তার বুকের চাপ অনুভব করতে পারে।

মাইরি বলছি! তার ঠোঁট ওর কাণের ডগা ছুঁয়ে যায়। আমি দিদিকে দেখতে গিয়ে দেখি দিদি জ্বরে বিছানায় শুয়ে রয়েছে। এমনকি আমি তাকে ডাক্তার ডাকবার টাকাও দিয়ে এসেছি। কিন্তু থাকিনি। সে চেয়েছিল যে আমি থাকি। কিন্তু আমি বল্লুম 'না'। কাজেই দেখছো আমি ফিরে এসেছি। আমি ফিরে এসেছি, আসি নি?

বৃথাই ও নিজেকে তার কবল থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও ক্লান্তস্বরে বলে। ঠিকই তো, তুমি ফিরে এসেছ। আমি খুশী হয়েছি তুমি ফিরে এসেছ বলে। তুমি পোষাকটা কিনেছ তাতেও আমি খুশী হয়েছি, কিন্তু দয়া করে এখন······

ওর সমস্ত প্রতিবাদ তার চুম্বনের যাদুতে চাপা পড়ে যায়। আবার ও তার জিভের পিচ্ছিলতা আর ওর জঙ্ঘার নমনীয়তা অনুভব করে। ওর চোখ বন্ধ হয়ে যায়।

সারারাত ও তার আর নিজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায়। বারে বারে ওদের দৈহিক প্রেমের তীব্রতার মধ্যে ও ওর প্রতিবাদ সুরু করে, কখনো ক্রুদ্ধ আদেশের ভংগীতে, কখনো বা বিনীত অনুনয়ে, শেষে অসংলগ্ন, ঘুমজড়ানো বিড়বিড়ানিতে। কিন্তু সে শোনে না। সে জোর করে তার নগ্নতা ওর ওপর প্রয়োগ করে, ওর ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে নিজের অপকৌশল দিয়ে খুঁচিয়ে জাগায়।

তুমি আমাকে পছন্দ কর, না? জ্যোৎস্না রাত্রির নীলিমায় সে তরল গলায় প্রশ্ন করে। খুব পছন্দ কর, না? আমি বুঝতে পারি। তুমি মনে কর, আমি খুব ভাল, তাই না? আমি ফিরে আসাতে তুমি খুশী হয়েছ, আমি থাকি এই তুমি চাও, না?

শেষ পর্যন্ত ওরা অবসন্ন নিদ্রায় ঢলে পড়ে, ওদের হাত-পা মিশে গেছে, ওদের ঠোঁট ঠেকে রয়েছে, তার চুল হলদে রেশমের মত ওর কাঁধের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে।

ভোরবেলায় ও একবার জেগে উঠে, আধখোলা চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

না, কোন লাভ হল না·····পাতু যাই বলুক না কেন, মাদাম লুবে যাই ভাবুন না কেন, ও নিজে যাই প্রতিজ্ঞা করে থাকুক না কেন, মেয়েটা যে রকমই হোক না কেন, যেখানেই গিয়ে থাকুক না কেন, কিছুতেই কিছু এসে যায় না। শুধু সে যে এখন এইখানে ওকে জড়িয়ে শুয়ে রয়েছে, শুধু ও যে তার দেহের গরম চাপ অনুভব করতে পারছে, তাকে আদর করতে পারছে, তাকে নিয়ে যা খুশী তাই করতে পারছে···শুধু যে আজ রাত্তিরে সে আবার ওর হবে······

আবার ওর চোখ বন্ধ হয়ে যায়। ওর ভেতরের সংগ্রামের শেষ হয়। যুদ্ধক্ষেত্রের ওপর সন্ধ্যার ছায়ার মত ওর ওপর শান্তি নেবে আসে—পরাজয়ের শান্তি।

তেরো

সে ওর সংসারে এসে ঢোকে।

ওর বাথরুম তার টুকিটাকি নানারকম সাজ-সরঞ্জামে ভর্তি হয়ে ওঠে। তার চিরুনী, হেয়ারপিন, চুল কোঁকড়াবার লোহা, ওর নামাঙ্কিত টয়লেট সেটের সংগে মিশে যায়। সে ওর বুরুশ, ওর নখ ঘষবার ফাইল আর ওর দামী সাবান, অবলীলাক্রমে ব্যবহার করে। একসংগে থাকার ছোটখাট গ্লানিতেও অভ্যস্ত হয়ে ওঠে: লিপষ্টিকের ছোপধরা তোয়ালে, মেঝেতে কোঁচকানো মোজা, চালের গুঁড়োর গন্ধ, আসবাবপত্রের ওপর মেয়েলি জামাকাপড়।

এ সবই ওর ভাল লাগে।

এই প্রথম জীবনে ও একটা মেয়ের গোপন অন্তরংগ জীবনে ভাগ বসায়। ও তাকে নাইতে দেখে, ঠোঁটে রং দিতে দেখে, ভুরু আঁকতে দেখে, চুল কোঁকড়াতে দেখে। এটা যেন আরেক রকমের পাওয়া, প্রায় অন্যটার মতই আকর্ষণীয়, তার নারীত্বের সাজঘরে ওর এই পদক্ষেপ। একজন মেয়েকে সাজতে না দেখলে তাকে সম্পূর্ণ চেনা যায় না।

এই প্রথম ওর একজন মিস্ট্রেস হয়। না—ঠিক তা নয়……

যদি তুমি চাও যে আমি আবার আসি, তাহলে তোমাকে টাকা দিতে হবে, একদিন সকালবেলায় সে বলে বসে।

ও অনুভব করে যে একথার পেছনে তার লোভ ততটা নেই, যতটা আছে তার গণিকাসুলভ ধারণা যে তার প্রেম পয়সা দিয়ে কিনতে হবে। তার দেহই হচ্ছে তার ব্যবসার একমাত্র পণ্য। ওটা ভাড়া খাটানো যায়, ঘণ্টা কিংবা রাত হিসেবে, কিন্তু কিছুতেই সেটা অমনিতে দেওয়া উচিত নয়।

আর যদি তুমি আমাকে সারা রাত্তিরের জন্যে চাও—

সে ওর চোখে ওর উত্তরের ছায়া দেখে আর মনে মনে দরটা হিসেব করে—তাহলে তোমাকে দশ ফ্রাঁ দিতে হবে।

ও যখন বলে যে ও চায় সে দিনের বেলাতেও থাকে, সে ওর দিকে অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে তাকায়। সে আবার কি ? এরকম তো কেউ আগে চায় নি ! যাক্, তাই যদি ও চায়...

আবার তার মস্তিষ্কের গোলকধাঁধায় খানিকটা শ্রমসাধ্য হিসেব চলে। তাহলে তোমাকে পাঁচ ফ্রাঁ বেশী দিতে হবে। সে দর কষাকষির জন্যে প্রস্তুত ছিল। ও এক কথায় রাজী হওয়াতে আশ্চর্য্য হয়ে যায়। নিশ্চয় ও খুব বড় লোক।

ও দ্বিতীয়বার নিরাশ হয় ক'দিন পরে। ও ভেবেছিল যে ও তাকে ওর বন্ধুদের কাছে দেখাবে আর তাদের ঈর্ষা উপভোগ করবে। সে ওর এই কল্পনার মূলে কুঠারাঘাত করে।

আমি তোমার বন্ধুদের সংগে দেখা করতে চাই না। কি হবে একগাদা আর্ট সম্বন্ধে কচ্‌কচানি শুনে, যা বুঝতেও পারবো না !

ও আবিষ্কার করে যে তার কোন উচ্চাশা নেই, নিজেকে উন্নত করবার ইচ্ছেও নেই। একজন কাপ্তেন পাকড়াবার যে স্বপ্ন প্রত্যেক বেশ্যার থাকে, তার মনে তার ছায়াও পড়ে নি। সে বস্তি থেকে এসেছে আর বস্তিতেই থাকতে চায়। ও বোঝে যে তার সর্ত অনুযায়ীই ওকে চলতে হবে, নইলে তাকে হারাবে। ওর জন্যে সে অভ্যেস বদলাবে না। যদি ও তার থাকা চায়, ওকেই ওর অভ্যেস বদলাতে হবে।

ও তাই করে।

ও ওর বন্ধুদের ত্যাগ করে; সন্ধেবেলায় মূলঁ্যায় যাওয়া ছেড়ে দেয়। ওদের ঘুমোতে প্রায় ভোর হয়ে যেত আর যখন উঠতো তখন প্রায় বিকেল। শীতের ছোট দিনের আলো তখন প্রায় শেষ হয়ে আসতো। কাজেই ওর ছবি আঁকাও ছেড়ে দিতে হয়। ও পেয়ার কোতেইর ওখানে যায় না। জিদলারের পোষ্টারের কথা ভুলে যায়। কার্যনির্বাহক সমিতির মিটিংয়ে যাওয়া ছেড়ে দেয়। মরিসকে এড়িয়ে চলে। যেন কোন অদৃশ্য পাথরে ধাক্কা লেগে ওর জীবনের ধারা পালটে যায়।

ওদের ভেতরের সম্বন্ধটা হয়ে ওঠে একটা গোপন ব্যাপার যেটার মধ্যে বাইরের কোন বন্ধুত্ব বা আনন্দের ছোঁয়াচ লাগে না।

মার্চের এক সকালে সে অন্য দিনের চেয়ে সকালে ওঠে। সিগারেট আছে?

সে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে, নিঃশব্দে কিছুক্ষণ সিগারেট খায়। তারপরে লাফিয়ে বিছানা থেকে উঠে পোষাক পরতে আরম্ভ করে। মোজা পরতে পরতে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, সেভিংস অ্যাকাউণ্ট কি করে খোলে? বোঝা যায় ব্যাপারটা নিয়ে সে অনেকক্ষণ ভাবছে।

খুব সোজা। তার অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে ও যে অবাক হয়েছে সেটা বুঝতে দেয় না। রু প্রভ্যাঁস্‌এ এপার্‌ন ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ অফিসে গিয়ে ক্যাশিয়ারকে বলবে যে তুমি একটা সেভিংস অ্যাকাউণ্ট খুলতে চাও। ব্যস্‌!

এই? একগাদা কথা জিজ্ঞাসা করবে নাতো?

আরে, লোককে টাকা দিলে কিছু জিজ্ঞাসা করে না। তবে বোধ হয়, ওদের খাতায় হিসেব রাখবার জন্যে তোমার নাম জানতে চাইবে।

আর কিছু না? সে সমস্ত পাটায় হাত বুলিয়ে মোজাটা ঠিক করে নেয়। হাঁটুর ওপরে গার্টার লাগায়। ঝুঁকে পড়ে অন্য মোজাটা তোলে। আর কিছু জিজ্ঞাসা করবে না?

কিছু না।

আর যখন ইচ্ছে আমার টাকা আমি ফেরৎ পাব? সে ওর দিকে সাবধানী দৃষ্টিতে তাকায়।

যখন তুমি চাইবে।

তার টাকা জমাবার এই হঠাৎ ইচ্ছে দেখে ও আশ্চর্য্য হয়। ও কি তবে ঘর বাঁধতে চাইছে?

আচ্ছা একটা কথা বলবে, অ্যাকাউণ্টটা তুমি খুলছ কেন?

সে সংগে সংগে জবাব দেয় না। আমার লাইসেন্সের জন্যে— ক্ষুধার্ত শৈশবের স্মৃতি প্রতিধ্বনিত হয় ওর গলায়। আমার মা সব সময় বলতো টাকা জমাতে পারলে প্রথম সুযোগে লাইসেন্সের জন্যে টাকা জমাতে। ঠেলাগাড়ীর লাইসেন্স পেলে আর উপোস করতে হয় না।

কত টাকা লাগে? ও শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করে।

পনের শ ফ্রাঁ, টাকাটার বিশালত্বে অভিভূত হয়ে সে বলে। তবে

ওটা সারাজীবন চলে। একবার পেলে আর কিনতে হয় না।

তোমার আছে কত ?

প্রায় তিনশো।

ও একবার তাকে বাকীটা দেবার কথা ভাবে। কিন্তু তখনই ও নিজেকে সংযত করে। সে হয়তো ওকে ছেড়ে চলে যাবে। আর বেশীদিন নয়, শীগ্‌গিরই তোমার ও টাকাটা হয়ে যাবে। ও বলে।

একটা ছোট ছেলের মত লাফাতে লাফাতে সে ব্যাঙ্ক থেকে ফেরে।

দেখ, দেখ ! পাশবইটা দেখিয়ে সে চেঁচিয়ে ওঠে। লোকটা কোন কথা জিজ্ঞাসা করে নি। শুধু আমার নাম—যেমন তুমি বলেছিলে।

পরিষ্কার গোটা গোটা অক্ষরে লেখা মারি ফ্রাঁসোয়াস্ শার্লে। আর টাকাটা। তার রাতগুলোর দাম···

অভিনন্দন জানাচ্ছি, ও জোর করে হাসে। এরকম ভাবে চালালে কিছুদিনের মধ্যে তুমি বড়লোক হয়ে যাবে।

তারপর থেকে পাশবইটা তার জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অংগ হয়ে ওঠে। সে ওটাকে সংগে নিয়ে বেড়াতো কারণে-অকারণে ব্যাগ থেকে বার করতো হাতে করে ধরে রাখতো। সে ওটা সম্বন্ধে কথা বলতো। এরকম ভাবে সে নিজের সম্বন্ধে কথা বলতে সুরু করে।

কখনো রু মুফ্‌তারে গিয়েছো ? একদিন সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে। ওখানে আমি জন্মেছিলুম ··

ওর ছোট ছোট সাদামাটা কথা থেকে একটা জীবন্ত ছবি জেগে ওঠে, একটা নোংরা দুর্গন্ধময় বস্তি। একদল মানুষের অকথ্য জীবন-যাত্রা। সে বলে চলে আর ওরি শুনতে পায় সেই মদের গাড়ীগুলো যাওয়ার ঝন্‌ঝন্ আওয়াজ, হাতুড়ি দিয়ে পিপেতে ছিপি আঁটার শব্দ, দেখতে পায়, ফুটপাতের ওপর মদ জমে জমে শেওলা পড়ে গেছে। গাঁজিয়ে তোলা তাড়ি আর পচে ওঠা আবর্জনার একটা মিশ্রিত গন্ধ ওর নাকে এসে লাগে।

ও বলে চলে অন্ধকার উঠোনগুলোয় আরো সব বিনুনি-দোলানো মেয়েদের সংগে ওর খেলার কথা। ঠাণ্ডা, ক্ষুধার্ত সেইসব শনিবারের

রাতের কথা যখন ওর বাপ ও মা এত মদ খেত যে ওর খাবার কথা তাদের মনে থাকতো না। ওর মার চড় চাপড় আর ওর বাবার বেদম প্রহারের পর বেহিসেবী আদরের কাহিনী।

হঠাৎ, স্মৃতি-রোমন্থনের মাঝপথে থেমে গিয়ে সে অঁরির দিকে তাকায়। বড় লোকদের প্রতি গরীবদের স্বাভাবিক আক্রোশে ওকে দেখে।

জানিনা, তোমায় এসব বলছি কেন। তুমি তো কখনও ক্ষিদের জ্বালায় জ্বলনি ; তুমি বুঝতে পারবে না…

ও শোনবার জন্যে জেদ করে না, আর অপ্রত্যাশিত ভাবে একঘণ্টা কি এক হপ্তা পরে সে আবার তার প্রাণের কথা বলতে সুরু করে।

লজ্জা দোষের অনুভূতি থেকে সে ছিল মুক্ত। অবলীলাক্রমে প্রতিবেশী ছোকরাদের সংগে তার নোংরা ঘনিষ্ঠতার কথা বলে যেত।

এক শনিবার রাত্তিরে—আমার বয়স তখন চোদ্দ—আমাদের বাড়ীর সিঁড়ির তলায়, একটা লোক আমাকে নেয়। আমার বাবা যে কারখানায় কাজ করত, সেখানে সেও পিপে তৈরী করত। লোকটা মাতাল ছিল, তবু আমাকে পয়সা দিয়েছিল। এক ফ্রাঁ! সেই পয়সায় আমি একটা রঙীন ফিতে কিনেছিলুম।

শেষ পর্যন্ত বাড়ীর সংগে অবশ্যম্ভাবী ঝগড়ার পর সে বাড়ী থেকে পালিয়ে সেবাস্তোপোলে দিদির কাছে যায়। সেখানে দিদির তত্ত্বাবধানে পথচারিণী হিসেবে শিক্ষানবিশী সুরু করে। সরল, সাদামাটা কথায় সে বর্ণনা করে চলে তার প্রথম টুপির আনন্দ, প্রথম লেসের টুকরো, সহজে পয়সা পাওয়ার বিস্ময়। ধোঁয়াভর্তি আড্ডাখানায় সন্ধে কাটানোর উত্তেজনা, চুলে পমেড দেওয়া লম্পটদের সংগে প্রথম ওয়ালৎস নাচ।

একদিন আমার বেবেরের সংগে দেখা হোলো। ওর চোখে একটা স্বপ্নিল ছায়া ঘনিয়ে আসে।

সে ছিল সত্যিকারের সুন্দর দেখতে। মেয়েরা ছিল তারজন্যে পাগল। আমি কিন্তু তার দিকে তাকাতুমও না। সে বলে, কারণ মিথ্যে কথাটা তার খুব সহজে আসতো।

শেষে একটা মেয়ের সংগে মারামারি করে—এই ছিল তার কাহিনী—তাকে সে মহল্লা থেকে পাততাড়ি গুটোতে হয়। তারপর থেকে সে ভবঘুরের জীবনযাপন করছে। সারা প্যারীতে ঘুরে বেড়ায়, যেখানে পায় খায়, পুলিশকে এড়িয়ে চলে, রাত্তিরে পার্কের বেঞ্চে আর অপরিচিত বিছানায় ঘুমোয়।

তারপর আমি এ শালার মোঁমার্ত্রতে এলুম আর ওই শুয়োরের বাচ্চা টিকটিকিটা আমায় ঠিক সাঁ৷ লাজারে চালান করত, যদি না তুমি এসে পড়তে। ওঃ, সে রাত্তিরে তুমি ওটাকে আচ্ছা ঠকান ঠকিয়েছিলে।

এই প্রথম তার গলায় যেন একটু কৃতজ্ঞতার আভাস পাওয়া যায়। সে ওর দিকে দয়া আর কৌতুক মেশানো একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। যদিও তুমি কুচ্ছিৎ আর হাঁটতে পার না, তবু তুমি লোকটা ভাল। আমার সংগে বেশ ভাল ব্যবহার করেছ।

মার্চ মাসের শেষ সেই কটা দিন ওদের সবচেয়ে আনন্দে কেটেছিল। কিছুদিনের মধ্যেই পাশবইয়ের নতুনত্ব ফিকে হয়ে আসে। সে তখনও এপার্নের ব্যাংকে ওর জমানো টাকা জমা দিতে যেত, কিন্তু তার সে উত্তেজনা আর নেই। নিজের সম্বন্ধে কথা বলাও বন্ধ করে দেয়। আবার সে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে, অথচ ওকে দেখতে পায় না। ওর ঔদাসীন্যের ফাটল বুজে গেছে।

বসন্তের প্রথম পদসঞ্চারের সংগে সংগে তার ভেতর একটা পরিবর্তন আসে। শীততন্দ্রার শেষে পশুদের মত সে তার শীতের আলস্য কাটিয়ে ওঠে। হয়ে ওঠে মেজাজী আর ছটফটে। সশংকচিত্তে ও দেখে সে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে ভুরু কুঁচকিয়ে, কিংবা অনড় হয়ে সোফার ওপর শুয়ে আছে, চোখ খোলা, কাঁচের মত।

ওর একঘেয়ে লাগছে, ভীতভাবে আঁরি নিজেকে নিজে বলে।

ও যা পারে সবরকম চেষ্টা করে।

ও তাকে দামী দামী পোষাক কিনে দেয়, একটা সুন্দর টুপি, যেটা একটা গোলাপি-ফিতে জড়ানো বাক্সে করে দিয়ে যায়। সে আগ্রহহীনভাবে বাক্সটা খোলে। এক মুহূর্ত টুপিটা হাতে ধরে থাকে, তারপর

একদিকে ফেলে দেয়।

এখন সে খিঁচিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করে, ইচ্ছে করে উল্‌টো রাস্তায় চলে। হয়তো ওরা বাইরে বেড়াতে যাচ্ছে, সে বলে বসল যে সে বাড়ীতে থাকবে। বেড়িয়ে বাড়ী ফিরে পরিশ্রমে ও যখন হাঁপাচ্ছে, সে কোন রেস্তোরাঁয় যাবার জন্যে জোর করবে—সবসময় চাইবে সে রেস্তোরাঁ যেন দূরে হয়। সে ওর পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকবে, ওকে দিয়ে তুচ্ছ ফাই-ফরমাস খাটাবে, ওর আস্তে চলা নিয়ে কথা শোনাবে।

আরে গেলো যা, একটু তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারো না?

তবু ও চেষ্টা করে।

একদিন গাড়ী করে ভার্সাই যাবে? তার পাশে সোফায় বসে একদিন ও জিজ্ঞেস করে।

কি জন্যে?

প্রাসাদ-ভর্তি অনেক দেখবার মত জিনিষ আছে। তা ছাড়া বাগানটা চমৎকার। খোলা হাওয়ায় তোমার উপকার হবে।

সে উত্তর দেয় না। ওর দিকে পেছন ফিরে বসে।

বোধহয় থিয়েটারে গেলে তোমার ভাল লাগবে? সারা বার্ণহার্ট রেনেসাঁস থিয়েটারে 'লা দাম ও কামেলিয়ো' করছে······কোন মিউজিক হলে গান শুনতে যাবে কি?

আমি তোমার সংগে কোথাও যেতে চাই না। হঠাৎ সে তীব্রস্বরে বলে। আমি চাই না লোকে আমাকে একটা পঙ্গুর সংগে দেখুক।

ওর মুখ সাদা হয়ে যায়। ও খোঁড়াতে খোঁড়াতে সরে আসে।

একঘেয়েমি থেকে সুপ্ত নিষ্ঠুরতা বেড়ে ওঠে। সে ওকে আঘাত করে, মজা দেখবার জন্যে, খানিকটা সময় কাটাবার জন্যে। একটা আবছা ঘৃণা, বড়লোকদের প্রতি গরীবদের চিরন্তন শত্রুতা তাকে খোঁচায়। সে দেখতে চায় যে এই ধনী পঙ্গু লোকটা যে কখনও শীতে কিংবা ক্ষিদেয় কষ্ট পায়নি, তার কাছ থেকে কতটা যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে।

সে ওর ছিমছাম ভাব, ওর নিখুঁত পরিচ্ছন্ন স্বভাব নিয়ে ঠাট্টা করে। খুঁৎখুতে, তাই না? নিজেকে দেখতে খুব ভাল লাগে? আমি

যেসব লোকদের জানি তারা এত চান করে না কিংবা চুল আঁচড়ায় না। কিন্তু তারা সত্যিকারের মানুষ। তোমার মত পঙ্গু নয়।

সে জানে "পঙ্গু" কথাটা ওকে আঘাত করে। সে সবদা ওটা ব্যবহার করতে সুরু করে। ওর মুখের ওপর ব্যথার ছায়া দেখবার জন্যে।

ওরা ঝগড়া করতে সুরু করে। ও তার অকারণ রাগ দেখে অবাক হয়ে যায়। সে যুক্তিতর্কের কোন ধার ধারে না। চেঁচায়, অশ্লীল ভংগী করে, অভদ্র গালাগালি দেয়। তার তীক্ষ্ণ চীৎকার সারা বাড়ী শোনা যায়। এধারে ওধারে দরজা খুলে যায়। অন্য ভাড়াটেরা সিঁড়ির চাতালে জড় হয়ে তার অশ্লীল গালাগালি শোনে। নীচে, তাঁর ঘরে, মাদাম লুবে কাঁদেন।

যখন সে বুঝতে পারে যে ও সহের শেষ সীমায় এসে পৌচেছে, মারি ওর কাছে ঘনিয়ে আসে, ক্ষমা চায়, আদর করে ওকে বিছানায় বসায়। খুব তাড়াতাড়ি, তার এই সাবলীল ভংগীমা দেখে দেখে ওর আশ মেটতো না, সে ব্লাউজ আর স্কার্ট খোলে। কোন দুষ্ট পুষ্পের কম্পমান গর্ভদণ্ডের মত ওর জিভ তার ঠোঁটের ভেতর ঢোকে। আবার সেই পুরোণো যাদুমন্ত্রে কাজ হয়। ওদের ভিজে ভিজে নিঃশ্বাস মেশে; ও ভুলে যায় তার প্রতি ওর বিতৃষ্ণা আর ঘৃণা। দু' একদিনের জন্যে সে আশ্চর্য হাসিখুশী, আদুরে এমনকি নরম স্বভাবের হয়ে ওঠে।

এইরকম এক অনুতপ্ত অবকাশে একদিন বিকেলে ও তাকে পোজ্ দিতে বলে। ওকে আশ্চর্য করে দিয়ে সে সংগে সংগে রাজী হয়ে যায়।

আমার ছবি? সত্যিকারের ছবি?

হ্যা। তোমার ভাল লাগলে আমি ওটা তোমাকে দিয়ে দেবো।

সে তাড়াতাড়ি ওপরে যায়। বাথরুমে সাজগোজ করতে আর চুল আঁচড়াতে তার প্রচুর সময় লাগে। যখন নেবে আসে তখন সে সেই কালো ভেলভেটের পোষাকটা পরেছে সেই পঞ্চাশ ফ্রাঁ দামেরটা।

ও প্রথমে ভাবে যে তাকে পোষাক বদলাতে বলে, কিন্তু ও নিজেকে সংযত করে। হয়তো সে আবার চেঁচামেচি সুরু করে দেবে। গত দু'দিন সে বেশ শান্ত আছে।

সে নিজের মত করে পোজ দেয়।

পাশ থেকেই আমাকে সবচেয়ে সুন্দর দেখায়। মডেল ষ্ট্যাণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে সে চুলে হাত বোলায়। আর আমার মুখটা ছোট করে আঁকতে ভুলো না যেন।

সমস্ত স্বাভাবিকতা তার চলে গেছে। তার ভেতরের সাবলীলতা চলে গিয়ে সে হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা আড়ষ্ট মডেল।

চুপচাপ বসে থাকা শক্ত, খানিকক্ষণ পরে সে উসখুস করে। আর একটু তাড়াতাড়ি আঁকতে পার না? তারপরেই যেন ভাবনাটা তক্ষুনি তার মনে এসেছে, মডেলদের কত করে দাও?

আমি সাধারণতঃ পেশাদার মডেল ব্যবহার করি না। তবে চলতি রেট হচ্ছে সকালে তিন ফ্রাঁ, আর সারাদিনের জন্যে হলে পাঁচ ফ্রাঁ।

তাহলে আমাকেও তোমার পয়সা দিতে হবে। সে জানায়। তুমি আমাকে পোজ দিতে বলেছ, বলেছ তো? আমি তো আর তোমাকে ছবি আঁকতে বলিনি। তুমি আমাকে আঁকতে চেয়েছ, কাজেই মডেলদের যা দাও আমাকেও তাই দিতে হবে।

তার এই অভ্যেসটাই ওর সবচেয়ে খারাপ লাগতো; যা করবে তার ওপর এই বেশ্যাসুলভ দর চাপানো, কেননা এতে নিজের থেকে দেওয়ার আনন্দ থেকে ও বঞ্চিত হোতো। পাতু ঠিকই বলেছিল, মেয়েটা একটা ফোঁপরা, পোকায়-খাওয়া আপেল……

আমি তো বলেইছি যে তোমাকে ছবিটাই দিয়ে দোবো, তাই কি যথেষ্ট নয়! ও ক্লান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করে। আর রোজ যে টাকা আমি তোমাকে দি, সেগুলো?

সে ঘুরে দাঁড়ায়, তার চোখ জ্বলছে। সে তোমার সংগে থাকার জন্যে। আর এ-ও তোমাকে বলে দিচ্ছি পাঁচ ফ্রাঁয় সারাদিন থাকার এরকম মেয়ে তুমি পাবে না। এর ওপর যদি আমায় কাজ করতে হয় তো তোমাকে আলাদা পয়সা দিতে হবে। তিন ফ্রাঁ।

চারঘণ্টা পোজ দিয়ে তবে একটা মডেল তিন ফ্রাঁ পায়। তুমি তো একঘণ্টাও পোজ দাওনি।

সে লাফিয়ে ষ্ট্যাণ্ড থেকে নেবে আসে। পয়সা না দিলে আমি তোমার জন্যে পোজ্ দেব না।

সে গট্‌গট্ করে ঘরের ওধারে যায়, নিজের ব্যাগ হাতড়ে একটা সিগারেট বার করে, ফিরে এসে ছবিটা দেখে। আমার মত দেখাচ্ছে না। আমি ওর চেয়ে সুন্দর দেখতে। জানতুম যে তুমি ছবি আঁকতে জান না। যে লোকটা স্ন্যপ প্লেট আঁকতো, সে সত্যিকারের· ····

ওঃ, বেরিয়ে যাও! ওর ভেতর থেকে কথাগুলো ফেটে বেরিয়ে আসে। আমাকে একা থাকতে দাও। তার কাছে ফিরে যাও, আমার কিছু যায় আসে না!

আমার তিন ফ্রাঁর কি হবে? এখন আর তুমি চাও না যে আমি তোমার জন্যে পোজ দি', যাতে আমায় পয়সা দিতে না হয়। ও টাকাটা আমার, তোমার কাছে পাওনা হয়েছে। আগের থেকেই অঁরি জানে যে ওর সংগে যুক্তিতর্ক করে কোন লাভ নেই। ও তিনটে ছোট রৌপ্যমুদ্রা নিয়ে তার দিকে ছুঁড়ে দেয়। সে সেগুলো লুফে নিয়ে, বডিসে পুরে, দরজার দিকে পা বাড়ায়।

কোথায় যাচ্ছ? অঁরি শুধোয়।

তাতে তোমার কি? তুমি তো আমায় বেরিয়ে যেতে বলেছ, বলনি? বেশ, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি! আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি, এই ঘরটা আর তোমাকে দেখতে দেখতে। কারুর সংগে থাকতে চাইলে এবার তুমি বরং নতুন একটা মুখ আর নতুন একজোড়া পা কিনো!

দড়াম্ করে দরজাটা বন্ধ হয়।

একঘণ্টা পরে সে ফেরে, অনুতপ্ত, মুখে কুণ্ঠিত হাসি। আমায় ক্ষমা করো, শেরি। সে ওর পায়ের কাছে গুটিশুটি মেরে বসে, ওর হাঁটুতে তার গালের চাপ দেয়। আমি তোমার সংগে ঝগড়া করতে চাই না। এই একটা ঘরে বন্ধ থাকতে থাকতে আমার কিরকম যেন মাথা খারাপ হয়ে যায়।

ও বলতে চায় যে কতবার তাকে তো ওর সংগে বাইরে যেতে বলেছে, কিন্তু চুপ করে থাকে। কি লাভ?

দেখ কখনো আমি এতদিন এক জায়গায়.থাকিনি। শুধু যদি……

যদি কি? ব্যথিতচিত্তে ও তার সোণালী চুলে হাত বোলায়।

শুধু যদি আমি মাঝে মাঝে বাইরে যেতে পারতুম! যদি তুমি আমায় গিয়ে আমার দিদির সংগে দেখা করে আসতে দাও, তাহলে আর আমার মেজাজ এরকম খারাপ হবে না। আর আমি সত্যি ভাল হব, তোমার সংগে ভাল ব্যবহার করব……

মিথ্যে কথা বলছে নিশ্চয়, কিন্তু তাতে কি যায় আসে? সে সেবাস্তোপোলের অলিগলিতে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে চায়। অতীতের প্রতিদ্বন্দ্বিণীদের মুখ ভোঁতা করে দিতে চায়। নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের গুমোর করতে চায়, তার ধনী বাবু—যে তারজন্যে পাগল। তাকে নিয়ে গল্প করতে চায় সে আস্তে আস্তে ওর কাছ থেকে সরে যাচ্ছে……ও জানতো যে এরকম একটা সময় আসবে, কিন্তু তখন ওর সে সম্বন্ধে ভাববার শক্তি ছিল না। ও ছিল ক্লান্ত, খুবই ক্লান্ত। এই নিয়ত কচাকচি ও সহ্য করতে পারছিল না। আর রাত্তিরে ওতো তাকে পাচ্ছেই……

একটা পঙ্গুর সংগে থাকতে খুব ভাল লাগে না, না? ব্যথায় ঝাপসা দৃষ্টিতে ও তার দিকে তাকায়। বুঝেছি। যাও, দিদির সংগে দেখা কর, যদি তাই তুমি চাও।

সে লাফিয়ে দৌড়ে ওপরে গিয়ে টুপিটা পরে নেবে আসে, টুপিটা ও তাকে কিনে দিয়েছিল। ওর জন্যে সেটা সে কোনদিন পরে নি, ও ব্যথিত চিত্তে ভাবে, কিন্তু ওর সেবাস্তোপোলের বন্ধুদের জন্যে পরেছে…

তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো, আর দেখো, সত্যি তোমাকে খুব ভালবাসব। সে চৌকাট থেকে বলে।

ও উত্তর দেয় না।

সিঁড়ির ওপর তার পায়ের শব্দ শোনা যায়, যেন কোন পাখী ছাড়া পেয়ে আনন্দে ডানা ঝাপটাচ্ছে।

এখন সে দুপুরের আগে উঠতো, তাড়াতাড়ি পোষাক পরতো, টাকা চেয়ে নিয়ে চলে যেত। সন্ধেয় ফিরতো, গাল লাল, সারাদিনের

উত্তেজনায় চোখ জ্বলজ্বল করছে। জামা খুলতে খুলতে সারাদিন দিদির রোগশয্যায় কাটানো সম্বন্ধে পরিষ্কার এক ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলে যেত। চালাক না হওয়াতে, গল্পগুলো গুলিয়ে যেত, ছোটখাট অথচ স্পষ্ট আভাস পাওয়া যেত সেবাস্তোপোলের সরাইখানার হৈ-হল্লার, নাচের, পাড়ার ছোটখাট মেলায় গিয়ে নাগরদোলায় চড়ার।

তার জড়ানো গল্প থেকে ও বুঝে নেয় যে সে এখন দারুণ ফূর্তিতে কাটাচ্ছে, পুরোনো বন্ধুত্ব ঝালাচ্ছে, দিদির সংগে ঘুরে ঘুরে ওর দেয়া টাকা দুহাতে উড়োচ্ছে। ভাব দেখাতো যে ও তাকে বিশ্বাস করছে।

হঠাৎ ও দেখে যে ওর হাতে প্রচুর সময়। ষ্টুডিয়োয় আবার একা কাটাতে অদ্ভুত লাগে। আর ও তাকে বিছানায় পড়ে থাকতে দেখতে পায় না। আর শুনতে পায় না, তার পরিচিত প্রশ্ন, সিগারেট আছে? বোধ হয় ভালই হয়েছে। আর ওদের ঝগড়া হয় না, সে প্রত্যেক সন্ধেয় আসে। ও এখনও প্রত্যেক রাতে তাকে পায়। বোধ হয় এইরকমভাবেই তাকে ও বেশীদিন রাখতে পারবে···কাজ করবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখে, ওর কাজ করবার ইচ্ছে আর অভ্যেস চলে গেছে। মুল্যাঁর পোষ্টারটার জন্যে কয়েকটা স্কেচ্ স্রেফ্ কাগজে পেন্সিলের আঁচড়ে পর্য্যবসিত হয়।

ও ষ্টুডিয়োয় এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে, ঢোলে।

একদিন বিকেলে ও দরজায় মৃদু টোকার আওয়াজ শোনে। বাল-থাজার পাতু এসেছে, সংগে তার মেয়ে।

দেখা যায় 'ছোট্ট ওলালী' বেশ একটি দশাসই চেহারার মহিলা, লম্বা নাক, ওপরের ঠোঁটে গোঁফের রেখা আর ঝাঁকড়া কালো চুল।

নারীত্বের এই ভয়ঙ্কর নমুনাটিকে বিয়ে করতে যাচ্ছে যে তরুণ 'জেলার, তার প্রতি সহানুভূতিতে আঁরির হৃদয় দ্রবীভূত হয়।

আমরা সেই ছবিটার ব্যাপারে এসেছি। পাতু নার্ভাসভাবে তার টুপিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে। মানে, আপনার যদি কোন অসুবিধে ন হয়, মঁসিও তুলুস।

পর পর তিনদিন ওলালী পোজ দেয়, চুপচাপ কাঠের মত বসে থাকে,

মদের মত লাল বডিস আর শক্ত কলারে তার দম প্রায় আটকে আসে।*

ছবিটা দেখে ডিটেকটিভটির চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে।

আমি আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দোবো ভেবে পাচ্ছি না মঁসিও তুলুস। আমি এটা ফায়ারপ্লেসের ওপরে টাঙ্গিয়ে রাখব। আমার ছোট্ট মেয়েটি চলে গেলে এটা আমাকে ওর কথা মনে করিয়ে দেবে।

সে আঁরিকে তার মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন করে। বিয়ে জুলাই মাসে হবে। পুলিশের বড বড় কর্ত্তারা সব হাজির থাকবেন।

আঁরি এমন ভাব দেখায় যে এ নিমন্ত্রণ পেয়ে সত্যি সে খুব আনন্দিত।

বিদায় নেবার আগে, পাতু একবার চারদিকে তাকায়, কি যেন শোঁকে, তারপর নীচু গলায় বলে, চালের গুঁড়োর গন্ধ। সে এখনও এখানে আছে, দেখছি।

আঁরি সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে।

আপনি আমার পরামর্শ নেন্‌নি দেখে আমি দুঃখিত মঁসিও তুলুস্।

চিন্তিতভাবে পাতু তার গোঁফে চাড়া দেয়। মেয়েটা ভাল নয়, তবে আমি বুঝতে পারছি। কখনো কখনো এরকম হয়। একটি বিশেষ মেয়েকে ছাড়া চলে না, মানুষ এক্ষেত্রে অসহায়। আমি অনেকবার এরকম হতে দেখেছি। আর্ধেক লোক আজ জেলখানার ভেতরে কোন না কোন মেয়ে মানুষের জন্যে। কোন খারাপ মেয়েকে ভালবাসা একটা ভয়ানক জিনিষ।

সে এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থাকে। তারপর কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দেয়। যাহোক্, এ হচ্ছে আপনার নিজস্ব ব্যাপার। যতক্ষণ না, ও আমার এলাকায় 'ব্যবসা' চালাবার চেষ্টা করছে, আমি কিছু বলব না। তবে মনে রাখবেন, আপনি একটা কথা বলেছেন কি, আমি সংগে সংগে ওকে স্যাঁ-লাজারে চালান করেছি।

ওলালীর ছবি শেষ করার পর আঁরি দিনের বেশীর ভাগ সময়টাই ষ্টুডিয়োর বাইরে কাটাতে সুরু করে। অনেকদিন পরে ও আবার মার সংগে দেখা করে। তিনি তাঁর উৎকণ্ঠা আর চেপে রাখতে পারেন না।

---

* 'পুলিশম্যানের মেয়ে'—এই বিখ্যাত ছবিটি জয়াঁ তালিকায় বার্ণহিম্ সংগ্রহে আছে বলে দেখানো হয়েছে।

লক্ষ্মী, অঁরি, একটু সাবধানে থেক! ও বিদায় নেবার সময় তিনি ফিস্‌ফিস্ করে বলেন।

ও মরিসের সংগে ডিনার খায়। সে ওর নার্ভাসভাব লক্ষ্য করে।

' ব্যাপার কি? কোন বিপদে পড়েছ? কি হয়েছে? পায়ের যন্ত্রণা কি আবার বেড়েছে? কি এত ভাবছো? কোন মেয়ের ব্যাপার?

অঁরি দিব্যি করে বলে যে ও খুব ভাল আছে। তবে বেশী খাটনির জন্যে বোধ হয় একটু ছটফটে হয়ে পড়েছে।

ও যতটা ভালভাবে পারে সময় কাটাবার চেষ্টা করে আর বুঝতে পারে সময় কাটানো কি শক্ত।

ও বন্ধুদের কাছে গিয়ে সারা বিকেল কাটিয়ে দেয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে দেখে সোরাত তার ক্যানভাসে সন্ন্যাসীসুলভ ধৈর্যে রঙীন বিন্দু বসিয়ে যাচ্ছে। একটা বিকেল গোজীর সংগে তার 'ক্যাটলগ ইলাস্ট্রেশন' দেখে কাটে। আর একটা অ্যাকর্ত্যার সংগে—সে একসংগে চারটে 'স্বর্গারোহণ' আঁকছে। একদিন দেবুত্যার ষ্টুডিয়ো খুঁজে বার করে ও সেই বুড়ো 'এচার'কে দেখে, একটা ময়লা বাথরোব জড়িয়ে, এক গামলা নাইট্রিক এ্যাসিড সলিউশনের ওপর ঝুঁকে রয়েছে।

ও ল্যুভরের ভেতর ঘুরে বেড়ায়। ম্যাটিনি শো দেখতে দেখতে সিটে বসে ঢোলে। জার্দাঁ দে প্ল্যাঁতসে গিয়ে হাতীদের বাদাম খাওয়ায় আর বাঁদরদের বাঁদরামি দেখে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেয়ার তাঁগির দোকানে তার জাপানী ছবির প্রিন্ট দেখে। কৃতজ্ঞচিত্তে মাদাম তাঁগির কাছ থেকে ও মাসের শেষে একটা ডিনারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে।

ও দিলাউদের সংগে দেখা করে। সেখানে শোনে যে সীজার ফ্রাঙ্ক বাসে চাপা পড়ে মারা গেছেন।

জানতুম এরকম হবে! ক্লেমেন্তিন বিলাপের সুরে বলে। আমি জানতুম! ভয়ানক অন্যমনস্ক ছিলেন। গাড়ী ঘোড়া না দেখে নিজের মনে সুর ভাঁজছিলেন···

এমন কি একদিন ও মুল্যাঁতেও যায়। জিদলার এসে ওর টেবিলে বসে। ওকে পোষ্টারটার কাজ সুরু করার জন্যে বলে।

মঁসিও তুলুস, কবে আপনি পোষ্টারটা করবেন? দেখছেন না, আর্ধেক টেবিল খালি পড়ে আছে।

এই রকম ভাবেই চলে।

ও ফিটনে চড়ে বেড়ায়, কোয়ন্যাক খায়। কথা বলে এমন কি হাসে, কিন্তু এ সবই সে করে যেন একটা স্বপ্নের ভেতর। যেন সে নয় বাইরের কোন অপরিচিত ভদ্রলোক এসব করছেন, আর সে শুধু দেখছে। ও দেখে যে ছবি সম্বন্ধে কথা বলতে বলতে, ষ্টুডিয়োর কেচ্ছায় হাসতে হাসতে, ও ভাবতে পারে মারি এখন কি করছে। যতক্ষণ না ও তাকে আবার বাহু বন্ধনে ফিরে পায় ততক্ষণ ওর দিনগুলো একটা ছায়াময় মরীচিকার মধ্যে কাটে।

একদিন সন্ধেবেলায় সে উত্তেজিত ভাবে ফিরে আসে। তার দিদির অসুখ, শেষ পর্যন্ত, সেরে গেছে।

আর আমরা কি করলুম জান? মিথ্যেবাদীদের সাবলীল ভংগীতে সে বলে চলে। আমরা একসংগে একটা রেস্তোরাঁয় গেলুম, আর দিদিকে দেখে সবায়ের কি আনন্দ! কয়েকজন বন্ধু আমাদের টেবিলে এল, আমরা কয়েক গ্লাস খেলুম। আমি তাদের বল্লুম তোমার সুন্দর ষ্টুডিয়ো, বাথটব আর সুন্দর সুন্দর ছবির কথা, তারা তো আমাকে বিশ্বাসই করে না, কাজেই আমি বল্লুম যে তারা নিজেরা এসে দেখে যাক। তারা কাল রাত্তিরে আসবে, আমরা ছোটখাট একটা পার্টির বন্দোবস্ত করব....

কোন পার্টি হবে না। আমি চাইনা তোমার বন্ধুরা এখানে আসে। আমি তাদের সংগে দেখা করতে চাই না!

সে ছটকে ওর কাছ থেকে সরে যায়। কেন, তুমি কি ভাব আমার বন্ধুদের চেয়ে তুমি অনেক উঁচু! আমি বলছি তোমাকে......

আমি তা বলিনি। ক্লান্তভাবে ও মাথা নাড়ে। আমি শুধু বলেছি যে আমি তাদের সংগে দেখা করতে চাই না, ব্যস্!

আমার দিদির সংগেও না?

না—তোমার দিদির সংগেও না।

ও দেখে তার বাদামী চোখে রাগের স্ফুলিংগ, বোঝে যে ওর ক্ষণ-

স্থায়ী শান্তির দিন শেষ হোলো। এর জন্যে ওকে দাম দিতে হবে।

ওর গলার স্বরের মধ্যে কি যেন ছিল, সে আর জোর করে না।

বেশ, তাই হবে। আমি ভেবেছিলুম তোমার ভাল লাগবে। রোজের ভালবাসার লোক ইউজেন—তার অ্যাকর্ডিয়ন নিয়ে আসতো, আমরা নাচতুম। অবশ্য তুমি যদি না চাও······

সে পার্টি হয় না; কিন্তু ক্রমশঃ সে আরো দেরী করে আসতে সুরু করে। যখন সে আসতো তার মুখ গম্ভীর, তার সংগে আসতো যত কাফিখানার গন্ধ আর যে সব আড্ডায় সে সারা বিকেলটা কাটিয়েছে সেখানকার অ্যাকর্ডিয়ন-বাজনার রেশ। কোথায় গিয়েছিল জিজ্ঞাসা করলে সে রেগে যেত।

আমি কোথায় গেছি না গেছি, সে খবরে তোমার দরকার কি। তুমি যদি না চাও যে আমার বন্ধুরা এখানে আসুক, আমি কোথায় যাই না যাই তাও তোমার জানবার কোন দরকার নেই।

যদি ও কোন কথা না জিজ্ঞেস করতো, সে বানিয়ে বানিয়ে নানা-রকম বলতো যাতে ওর ঈর্ষা হয়।

আসবার পথে এক ভদ্রলোক আমার পেছু নিয়েছিল। সত্যিকারের সৌখীন। চোখের ইসারা করেছিল। ভাবছিলুম তার সংগে চলে যাব।

কিংবা সে ওর পায়ের কথা তুলবে।

কি করে ওগুলো ভাঙ্গলে?

বলেছি তো। মেঝেতে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলুম।

নিশ্চয় তোমার কোন গণ্ডগোল ছিল। ছেলেপিলেরা তো সব সময়ে পড়ে যায়, কই, তাদের তো অমন পা ভাঙ্গে না। তুমি কখনো ক্রাচ্ ব্যবহার করেছিলে?

হ্যাঁ, কিছুদিনের জন্যে।

তোমার মা কি করতো, যখন···

চুপ কর, ও চেঁচিয়ে ওঠে। চুপ কর আর বেরিয়ে যাও!

এই দেখ, আবার চেঁচাতে সুরু করেছে। তোমার সংগে মানিয়ে চলা শক্ত বাপু। আমি শুধু তোমার পা নিয়ে কথা বলছিলুম।

বেশ করছিলে, এখন থাম।

ক্লান্তিহীনভাবে সে ওকে জ্বালাতন করে, খোসামোদ করে যাতে তার দিদি আর বন্ধুদের ওর ষ্টুডিয়োয় আসতে দেয়। এইটেই ছিল এক মাত্র জায়গা যেখানে ও বিন্দুমাত্র ছেড়ে দিতে রাজী ছিল না; এটা ওদের একটা ঝগড়ার সূত্র হয়ে দাঁড়ায়। সে ওকে ছেড়ে যাবার ভয় দেখায়।

দেখো, একদিন আমি আর ফিরব না। তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে অথচ আমি ফিরে আসবো না। তখন কি করবে? দেখ, তুমি কাগজের মত সাদা হয়ে গেছ। কথাটা ভাল লাগছে না, না?

সে ওর কাছ থেকে আরো টাকা চায়। দশ ফ্রাঁয় চলে না। এবার থেকে আমার কুড়ি চাই।

এক হপ্তা পরে তিরিশ। তারপর পঞ্চাশ···

টাকার জন্যে তার এই অবিরাম আকাঙ্খা থেকে ও বুঝতে পারে যে সে আবার বেবেরের সংগে মিশছে। এখন ওর অপেক্ষার যন্ত্রণার সংগে আরেকটা যন্ত্রণা মেশে। ঈর্ষার যন্ত্রণা। যে জিনিষ ওর কখনো ছিল না তা কারুর সংগে ভাগ করাতে এত কষ্ট হয় কেন? সে তো সাধারণের সম্পত্তি, একটা বেশ্যা? তার ভালবাসার লোক আছে কি না আছে, তাতে কি যায় আসে? ও নিজেকে যুক্তি দেখাতে চায়, কিন্তু পারে না।

শেষ পর্য্যন্ত ওর সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। ও হঠাং হঠাং রেগে ওঠে, ওর মুখ দিয়ে ফেনা ওঠে, ও চেঁচিয়ে তার কথার জবাব দেয়, গালাগালির বদলে গালাগালি করে।

ওদের সন্ধেগুলো মাতালদের ঝগড়ায় পর্য্যবসিত হয়, ওদের রাত কাটে নিরানন্দ উচ্ছৃঙ্খলতায়, যেটা ওদের যুগল ঘৃণার একমাত্র বেরোবার পথ হয়ে দাঁড়ায়—হাত আর জিবের একটা অন্ধ সংঘাত, একটা সুরত-সংগ্রাম যেটায় ওদের দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়, দুজনকে কিছুক্ষণের জন্যে একটা ধ্বংসকারী একাত্মতায় মেলায়, যেটার থেকে ওরা বেরোয় ক্লান্ত, অবসন্ন—আগের মতই পরস্পরের শত্রু।

যখন সে ওর সংগে থাকতো না, একটা সর্বব্যাপী আলস্য ওর দেহ মন ছেয়ে ফেলতো, যাতে খুব সোজা কাজ করতেও অসম্ভব কষ্ট হোতো। কোনরকমে সারাদিনের মধ্যে ও চান করতো, জামাকাপড় পরতো, লাঞ্চ খেত। কিন্তু ও কাফেতে যাওয়া বন্ধ করে দেয়, বন্ধুদের সংগে দেখা করা ছেড়ে দেয়। ওর নার্ভের অবস্থা এমন হয়ে উঠেছিল যে ও আর রাস্তার গণ্ডগোল, ডীলার আর ক্রিটিকদের সম্বন্ধে বকবকানি কিংবা ব্রাসারির হৈ-চট্টগোল সহ্য করতে পারতো না। ও ওর ষ্টুডিয়োয় বিছানার ওপর লম্বা হয়ে পড়ে থাকতো, হাত দুটো মাথার পেছনে, পাশে এক বোতল কোয়ন্যাক, মারির কথা ভাবতো আর কষ্ট পেত, তাকে ভালবাসতো আর ঘৃণা করতো। পালিয়ে যাবার নানা রকম আকাশকুসুম কল্পনা করতো। কিছুক্ষণ পরে—বেশ কয়েকটা কোয়ন্যাক পেটে গেলে—চিন্তার ক্ষমতা কমে আসতো। মারির ছবি জলের ভেতরকার ছায়ার মত ওর চোখের সামনে ভাসতো। যন্ত্রণাবোধ কমে যেত। কোন কোন সময় ও ঘুমিয়ে পড়তো।

এইভাবে মরিস একদিন বিকেলে ওকে দেখে।

বেশী কাজ, না? আমি বুঝেছিলুম, তুমি সত্যি কথা বলছ না। সব সময় তুমি অন্যদের চেয়ে বেশী খাটতে পারতে। ফঁতানের কথা মনে পড়ে? দেখ, নিজের দিকে চেয়ে দেখ!

আমাকে একা থাকতে দাও। আপিসে যাও নি কেন? আজ তো রোববার নয়। কাজ করছ না কেন? আমি তো জানতুম তোমাকে না হলে ওদের কাগজ চলে না?

বিদ্রূপে কোন ফল হবে না, অঁরি।

ধীরেসুস্থে মরিস বেতের ইজিচেয়ারটায় বসে, টেবিলের ওপর টুপিটা রেখে একটা সিগারেট ধরায়।

আজ বিকেলটা ছুটি নিয়েছি। তোমার সম্বন্ধে আমি চিন্তিত হয়ে উঠেছি। তোমার কী হয়েছে না জানা পর্য্যন্ত এ ঘর থেকে নড়ছি না।

মঁসিও বুসোর সংগে দেখা করতে গিয়েছিলে? মরিস সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে। কেমন আছেন তিনি?

বেশ ভাল। তুমি ঠিকই বলেছিলে, তেওকে নিয়ে উনি চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। কাজকর্ম ঠিকমত হচ্ছে না। তিনি বোঝেন যে তেওর বিশ্রামের দরকার। কিন্তু তার কোন সহকারী নিযুক্ত করার মত পয়সা তাঁর নেই। কাজেই তিনি আমার নামঠিকানা লিখে নিলেন আর বল্লেন যে কিছু হলেই আমাকে খবর দেবেন—বাঁধি গৎ। কিন্তু আমি এখানে সে সম্বন্ধে কথা বলতে আসি নি, তোমার কোথায় গণ্ডগোল হয়েছে তাই দেখতে এসেছি আর যতক্ষণ না তুমি তা বলছ ততক্ষণ এখান থেকে এক পাও নড়ছি না।

নিজের চরকায় তেল দাও না কেন?

দোবো না বলে।

গোল্লায় যাও। আমাকে ঘাঁটিও না।

বলেছি তো, যাব না। তুমি বিপদে পড়েচ আর যতই তুমি আমায় গোল্লায় পাঠাও না কেন তোমার গণ্ডগোলটা কোথায় না জেনে আমি এক চুল নড়ছি না। ও ঝুঁকে পড়ে। তোমাকে বলতেই হবে অঁরি। যাই হোক না কেন, তুমি নিজের মধ্যে জিনিষটা চেপে রাখতে পারো না। আর আমাকে ছাড়া বলবে কাকে? মনে আছে, আমরা রক্ত-ভাই?

বেশ! কি জানতে চাও? আমার সংগে একটা মেয়ের দেখা হয়েছে। তার নাম মারি। সে একটা বাউণ্ডুলে—বোকা, মিথ্যেবাদী আর অভদ্র। আর—ও সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে—আর তাকে ছাড়া আমি থাকতে পারি না। ব্যস্। হোলো তো, এখন তুমি সব জানলে। আশ মিটেছে?

তুমি কি তাকে ভালবাস?

ভালবাসা? হাসালে! ও কাঁধ ঝাঁকিয়ে ম্লান হাসি হাসে। ভালবাসার কথা কে বলেছে? আমি তো বলি নি যে আমি তাকে ভালবাসি, আমি বলেছি যে তাকে ছাড়া আমি থাকতে পারি না। এ ধরণের কথাবার্তা যে শুধু সময় নষ্ট ছাড়া কিছু নয় তার একটা কারণ হচ্ছে যে 'ভালবাসা' কথাটার হাজার রকম মানে হতে পারে—তার কোনটা সম্বন্ধে যে তুমি কথা বলছ তা তুমি নিজেই জান না।

তুমি ভগবানকে ভালবাস আবার চকোলেট ভালবাস; তুমি তোমার মাকে ভালবাস আবার তোমার কুকুরকেও ভালবাস। তুমি রেমব্রাণ্টের ছবি ভালবাস আবার গরম জলে চান করতে ভালবাস। না, আমি মারিকে ভালবাসি না। চাঁদের আলোতে তার হাত ধরতে কিংবা তাকে উদ্দেশ করে সনেট লিখতে আমার একটুও ইচ্ছে নেই। কিন্তু আমি ওর ঠোঁট, ওর স্তনাগ্রচূড় আর ওর চুমু খাওয়ার ভংগী ভালবাসি। আর আমি ওকে ঘৃণা করি—এত ঘৃণা আমি কাউকে কখনো করি নি।

আশ্চর্য, মারির কথা বলতে বলতে ও একটা অদ্ভুত আনন্দ অনুভব করে। ও তাদের প্রথম দেখা হওয়ার কথা বলে, কিরকম ভাবে ল্যাম্প-পোষ্টের তলায় মারি ওকে বলেছিল, আরে, তোমায় তো ভারী কুচ্ছিৎ দেখতে! তার বোকামি, তার লোভ—আর তার দেহের মাদকতা।

আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না একটা মেয়েকে একই সংগে কি করে ঘৃণা করা যায় আর কামনা করা যায়। আমি জানি না। কিন্তু একটা জিনিষ আমি জানি; সেটা হচ্ছে ঘৃণার মত উত্তেজক জিনিষ আর নেই, আর ঘৃণার তাপে যে ভালবাসা তপ্ত, সে ভালবাসাই সবচেয়ে রোমাঞ্চকর। এক মূহূর্ত্ত ও সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে থাকে।

এ ধরণের ভালবাসার একমাত্র অসুবিধে এই যে এতে তৃষ্ণা মেটে না। শান্তি কিংবা স্বস্তি আসে না, আর……

ও উঠে বসে। সিগারেটটা নিবিয়ে, ধীরেসুস্থে গেলাসে মদ ঢালে।

…আর ক্রমশঃ মানুষকে পাগল করে তোলে।

মরিস ওকে এক চুমুকে কোনয়্যাকটা গিলতে দেখে। অপেক্ষা করে; ও জানলার চৌকাটে খালি গেলাসটা নাবিয়ে রাখে।

আচ্ছা, কিসে ওর আকর্ষণটা এরকম অদম্য হয়েছে? মরিস জিজ্ঞাসা করে। তার শান্ত নীল চোখে একটা অবুঝ দৃষ্টি।

আঁরির মুখে একটা ক্লান্ত কৌতুকের হাসি খেলা করে।

আমি জানতুম, একথা তুমি জিজ্ঞেস করবে। আমি নিজেই নিজেকে এ প্রশ্ন হাজারবার করেছি, কিন্তু এখনো উত্তর খুঁজে পাই নি। দেখ মরিস, কাম এমন একটা জিনিস যেখানে থই পাওয়া যায় না।

বোঝা যায়না যে তুমি কোথায়, ভালভাবে কিছু দেখা যায় না, যা দেখা যায় তাও তোমার ভাল লাগে না। তুমি নিজেকে ভাব সুস্থ সাধারণ মানুষ, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুস্থ মস্তিষ্কের লোক, অথচ হঠাৎ দেখবে যে ধর্ষণকারী, মর্ষণকারী, সমলিংগী, প্রভৃতি যে সব বিকৃতরুচি লোক আছে, তাদের সংগে তোমার একটুও ফারাক নেই। কাম হচ্ছে, সে সব গভীর সমুদ্রের তলদেশের মত যেখানে সর্বদা রাত্রি আর যেখানে বীভৎস সব জন্তুদের চলাফেরা। মাবিকে ছাড়া আমার চলে না কেন? আবার তোমাকে শুধু এইটুকু বলতে পারি যে আমি জানি না। আর কারো কাছে ওর আকর্ষণ অদম্য নয়। চোদ্দ বছর বয়স থেকে ও বহু লোকের সংগে শুয়েছে। এ পর্যন্ত কেউ ওর জন্যে কোন আহাম্মকি করে নি। ওঁরি ম্লান হাসি হাসে। অবশ্য আমি ছাড়া।

ও কনুইয়ে ভর করে বন্ধুর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। মোটা লেন্সের পেছনে ওর বাদামী রংএর চোখ বিরাট দেখায়।

একটা লোফারের জন্যে ও পাগল, এমনকি তাকেও ও ওর প্রেমে পড়াতে পারে না! তবে, আমার ওকে না হলে চলে না কেন? জানি না। প্রথমে ভেবেছিলুম বোধহয় ওর ভংগিমার জন্যে—ওর ভংগীর একটা অন্তর্নিহিত সাবলীলতা আছে যা আমাকে মুগ্ধ করে। কিন্তু নিশ্চয় তা নয়। তারপর ভাবলুম ওর অশ্লীলতা। ওর আদিম কামনার ভংগীর জন্যে। ও পুরোপুরি লালসা, পুরোপুরি মেয়ে মানুষ। ওর ভেতর একটা অশ্লীল কবিত্ব আছে, একটা চট্‌চটে মোহ।

ও হঠাৎ থেমে যায়। মাথামুণ্ডু কি বকছি? কিছু বুঝতে পারছো? বোধহয় ওর ঔদাসীন্যের জন্যে। এমন ভাবে ও তাকায় যেন আমাকে দেখতেই পাচ্ছে না। অবশ্য তুমি এটা ঠিক বুঝতে পারবে না, তুমি পঙ্গু নও, কোন মেয়ে তোমার দিকে ওরকম ভাবে তাকায় নি। কিন্তু বিশ্বাস কর মরিস, কামের চেয়েও জটিল যদি কিছু থাকে সে হচ্ছে সম্মানবোধ…সামাজিক সম্মানবোধ নয়, মানুষ হিসেবে তোমার সম্মান-বোধ। ও আমার দিকে তাকায় যেরকম ভাবে তুমি একটা পোকা কিংবা ব্যাং-এর দিকে তাকাও, যেন আমি একটা অদ্ভুত দাড়িয়ালা

জানোয়ার মানুষের মুখোশ পরে রয়েছি। এক ধরণের গায়ে জ্বালা ধরানো অপমানকর ঔদাসীন্য আছে যেটা যত তাড়াতাড়ি লোককে পাগল করে দিতে পারে আর কিছুতে তা পারে না। একবার আমি ম্যাটারহর্ণ পাহাড় প্রথম আরোহণের বিবরণ পড়েছিলুম। সাতবার লোকটা সেই 'ভয়ঙ্কর পাহাড়'টায় ওঠবার চেষ্টা করেছিল। শেষ পর্য্যন্ত যখন সে সফল হোলো, লোকে তাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে কি জন্যে সে বছরের পর বছর নিজের জীবনের হাজার রকম ঝুঁকি নিয়েও ফিরে আসতো। জান, সে কি উত্তর দিয়েছিল? "বেটি পাহাড় আমায় দেখে বিদ্রূপের হাসি হাসতো!" মাবির প্রতি আমার মনোভাবও তাই। আমার সর্ব-শরীরে জ্বালা ধরে যখন দেখি তার দেহটাকেই আমি পাচ্ছি অথচ তার মনে একটুও সাড়া জাগাতে পারছি না। অন্যান্য অসংখ্য মেয়ের কাছ থেকে যে ঔদাসীন্য, যে দয়ামিশ্রিত ঘৃণা আমি পেয়েছি, ও যেন তার মূর্ত প্রতীক।

ঘরের মধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। বিরাট জানলাটায় আকাশ লাল হয়ে উঠেছে।

আর এখন? মরিস আস্তে জিজ্ঞাসা করে।

এখন? এখন যেন আমরা একই জালে জড়িয়ে যাওয়া দুই কুস্তিগীর। যদ্দূর পারি আমরা একে অন্যকে আহত করার চেষ্টা করি। ও চায় ওর বন্ধুদের এখানে এনে তাদের এই অপূর্ব মালটিকে দেখাবে—একটা ধনী বামন যে ওকে দৈনিক পঞ্চাশ ফ্রাঁ করে দেয়। ও আমাকে ছেড়ে যাবার ভয় দেখায়, হাজারো রকমে আমাকে অপমান আর আঘাত করে। আর আমি ওকে ঘৃণা করি আর ভালবাসা জানাই। কেননা, ভালবাসা জানানো মেয়েদের অপমান করবার একটা খুব বড় উপায়, কাজেই প্রতিহিংসা আর ঘৃণা প্রকাশেরও একটা সুন্দর রাস্তা।

কিছুক্ষণ ওরা চুপচাপ থাকে। কালির ছোপের মত অন্ধকার ঘরটায় ছড়িয়ে পড়ে।

এখন তুমি কি করবে?

অরি ঘাড় নাড়ে। জানি না। হয়তো আপনা থেকেই একটা সমাধান হয়ে যাবে। হয়তো একদিন ও আমায় ছেড়ে চলে যাবে, হয়তো কোনদিন আমিই ওকে তাড়িয়ে দেবার সাহস খুঁজে পাব··· কিংবা হয়তো আর ওকে ভাল লাগবে না···জানি না···কিছু জানি না··

চোদ্দ

টাকাটা আমার, তাই না? আমি ওটা রোজগার করেছি, করিনি? ওটা নিয়ে আমি যা খুশী তাই করতে পারি, পারি না? সে চীৎকার করে কথাগুলো শুনিয়েছিল, তার চোখ দুটো চক্‌চকে ছুরির ফলার মত। হ্যাঁ, আমি ওকে টাকাটা দিয়েছি। আমি ওকে ভালবাসি, বুঝেছো? আমি ওর জন্যে পাগল, এখন আমি ওর কাছে ফিরে যাচ্ছি, আর কখনো আমি তোমার ওই কুচ্ছিৎ মুখ দেখতে চাই না।

সিঁড়ি দিয়ে নাবতে নাবতে সে গলা ছেড়ে গান গাইতে সুরু করেছিল।

সেদিন বাথরুমের তাকে ও তার পাশবইটা দেখতে পেয়েছিল। দেখে, যে সে তার সমস্ত টাকা তুলে নিয়েছে। হঠাৎ দারুণ ঈর্ষা ওকে ছেয়ে ফেলে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে ও তাকে বেরিয়ে যেতে বলে, ছড়ি তুলে তাকে মারতে যায়। সে সরে না গেলে, মারতোও।

এ হচ্ছে দু'হপ্তা আগের কথা। এখন ওর রাগ ফুরিয়ে গেছে; যন্ত্রণা সুরু হয়েছে। প্রত্যেক ঘণ্টা ওর বাসনার যন্ত্রণা আরো বাড়িয়ে তুলছে। হ্যাঁ, প্রথমে ও নিজেকে নিজের সাহসের জন্যে প্রশংসা করবার চেষ্টা করেছিল, প্রবোধ দিতে চেয়েছিল, যে ভালই হয়েছে সে ঘাড় থেকে নেবেছে। কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। নিজেকে নিজে প্রশংসা শুনিয়ে খিদে মেটে না। তার তরুণ স্তনযুগল আর নমনীয় উরুর স্মৃতি ওর রাত্রিকে যন্ত্রণাময় করে তুলেছিল।

ও সেবাস্তোপোলের গলিঘুঁজির গোলকধাঁধা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে, অখ্যাত সব রেস্তোরাঁয় উঁকি মেরেছে। সন্ধেবেলাটা বাড়ীতে

কাটিয়েছে, মদ খেয়েছে, অপেক্ষা করেছে, পায়ের শব্দ শুনলেই কেঁপে উঠেছে। এখন ও জানে যে সে আর ফিরে আসবে না।

পেয়ার ত্যাঁগির বাগানে রাত নেবে আসে। ঝিরি ঝিরি বাতাস বইছে। উঠোনটা শান্ত আর অন্ধকার, শুধু বাতির পাশে ছোট্ট একটুখানি আলোর ঝলক।

লিণ্ডেন গাছটা যেন কালো সুতোয় বোনা অন্ধকার। বাতির চারধারে কতকগুলো মথ-জাতীয় প্রজাপতি উড়ছে, গরম চিমনিটায় গিয়ে ধাক্কা খেয়ে টেবিলের ওপর পড়ছে। কিছুক্ষণ পরে সেগুলো নড়ছে, আহত ডানাগুলো ঝাড়ছে আবার সুরু করছে উড়তে।

ওরাও যা পায় না তাই চায়, আঁরি আপন মনে বলে।

ডিনারের পর ত্যাগিরা স্বামী-স্ত্রী রান্নাঘরে ডিশ ধুতে গেছে। আঁরি আর ভিনসেণ্ট বাগানে একা।

হ্যাঁ, ভিনসেণ্ট ফিরে এসেছে। ওর আর্লে প্রবাস সুখকর হয়নি। গোগ্যাঁর সংগে ঝগড়া; বেশ্যাবাড়ীতে যাওয়া, নিজের কাণ কেটে উপহার দেওয়া, পাগলামি। তেও ওকে স্যাঁ রেমির পাগলা গারদে রেখে এসেছিল। এখন ও সুস্থ। কালওভ্যারে চলে যাবে।

আঁরি?

কী?

আজ বেরোবার আগে তুমি যখন জামাকাপড় পরছিলে তখন আমি তোমার ছবিগুলো দেখছিলুম। ওই যে মেয়েটা—সোনালী চুল। সাবধান ও যেন তোমার জীবনটা না নষ্ট করে দেয়! যেন তোমার কাজ না বন্ধ করতে পারে। সে ম্লান হাসি হাসে। তুমি আমার চেয়ে দশ বছরের ছোট, তোমার যা বলবার তা সব তুমি এখনো বলনি। সবকিছু ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোল। তুমি না বল্লে হয়তো আর কেউ সেকথা বলবে না। আর দেখো, যেন একটা মেয়েমানুষ তোমাকে চুপ করিয়ে না রাখে।

আঁরির কিরকম হঠাৎ মনে হয় যে ভিনসেণ্টের সংগে ওর আর

দেখা হবে না। যে ভিনসেণ্টকে ও জানতো এ যেন সে ভিনসেণ্ট নয়। তার কুৎসিৎ-সুন্দর মুখে একটা নতুন শান্তির ছায়া। তার নীল চোখ দুটো যেন ঘনায়মান তীরের দিকে তাকিয়ে আছে।

ত্যাগিরা শুতে যাবার পরও ওরা অনেকক্ষণ কথা বলে। তারপর চুপচাপ গাড়ী করে পিগায়েতে ফিরে আসে। তেও আজকাল ওখানেই থাকতো। ভিনসেণ্ট গাড়ী থেকে নেবে তার মজবুত হাড়বারকরা হাতটা বাড়িয়ে দেয়। বিদায়, বন্ধু আমার।

বিদায়? ও-ও তাহলে বুঝতে পেরেছে যে ওদের আর দেখা হবে না।

এক মুহূর্ত ও ভিনসেণ্টের হাতটা ধরে থাকে। আর একবার সেই চওড়া, লালদাড়ি ভর্তি মুখটা দেখে।

বিদায়, বন্ধু আমার, ও ধরা গলায় বলে। আদিয়ু, ভিনসেণ্ট।

ছোট্ট ওলালীর বিয়ে খুব জাঁকজমক করেই হোলো। বিশেষ করে সন্ধেবেলায় নাচের পার্টিটা তো একটা দারুণ ব্যাপার হয়েছিল। পুলিশ ব্যাণ্ড থেকে চারজন বাজনদার এসে অর্কেষ্ট্রা বাজিয়েছিল। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্ট, ট্রাফিক ডিপার্টমেণ্ট, আই. বি., আর দলে দলে ইনস্পেক্টর আর বড় বড় কর্তারা এসেছিলেন। তার ওপর—স্বয়ং পুলিশ কমিশনার। কাছাকাছি আসতে দেখা গেল এই প্রায় অতিমানুষ পদবীধারীটি আসলে একটি টাকমাথা, গোবেচারী ভদ্রলোক, যার দাড়ি কোদালের মত, আর ভাবটা কোন কফিনবিক্রীর দোকানের কর্তার মত। তিনি সুন্দর একটি বক্তৃতা দিলেন, কয়েক মিনিট থেকে অধস্তন অফিসারদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিলেন। দরজায় থেমে অঁরির সংগে করমর্দন করে ভদ্রতাসূচক কয়েকটা কথা বল্লেন।

কমিশনার বিদায় নেওয়ার পর অর্কেষ্ট্রায় একটা দ্রুততালের পোল্‌কার সুর বেজে ওঠে। মোটা মোটা পুলিশগুলো তাদের বৌদের কোমর জড়িয়ে ধরে সামরিক উৎসাহে লাফাতে সুরু করে।

গর্বে আর উত্তেজনায় আত্মহারা হয়ে পাতু অঁরির সংগে সবায়ের

পরিচয় করিয়ে দেয়। মঁসিও ল্য কঁত্, ইনি হচ্ছেন হোমিসাইড স্কোয়াডের ক্যাপ্টেন কুলো। ইনি বিশজন লোককে গিলোটিনে পাঠিয়েছেন। ইনি হচ্ছেন ক্যাপ্টেন গিগে—মূল্যবান রত্ন, অলংকার ইত্যাদি চুরি সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ···উনি হচ্ছেন ওয়ার্ডেন পঁজে, রোকেত্ জেলের সর্বেসর্বা······

পার্টি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে যখন পাতু আবার অঁরির কাছে আসে, সংগে একজন মোটাসোটা, হাসিখুশী লোক।

মঁসিও ল্য কঁত্, এ হচ্ছে আমার পুরোণো বন্ধু সেবাস্তোপোল মহল্লার ইনস্পেক্টর রঁপার। মনে আছে, যার কথা আপনাকে বলেছিলুম···চোখের একটা অর্থপূর্ণ ইংগিত করে সে চলে যায়।

ইনস্পেক্টর রঁপার অঁরির পাশে বসে পাতুর কর্মদক্ষতা আর সততার প্রশংসা করতে স্বরু করে।

ও আমাকে শার্লেদের একটি মেয়ের সম্বন্ধে আপনার ঔৎসুক্যের কথা জানিয়েছিল। বিশ্বাস করুন, আপনার ভাগ্য ভাল যে মেয়েটা আপনার ঘাড় থেকে নেবেছে। মেয়েটা একদম ভাল নয়। ও আবার আমার এলাকায় ফিরে এসেছে, কিন্তু আমি ওর ওপর নজর রেখেছি। ও আবার ওর সেই ভালবাসার লোকটার সংগে জুটেছে। সারাদিন রু দ্য লা প্লঁ্যাশেত্এর সেই ছোট্ট কাফেটায় কাটায়। কড়া নজরে রেখেছি ; একটু বেচাল দেখেছি কি ব্যস্ !

সেদিন সন্ধেয়, যখন ষ্টুডিয়োয় ফিরে আসে, ওর রগদুটো দপ্দপ্ করছে। অন্ধকারটা ফিস্‌ফিসে কণ্ঠস্বরে ভর্তি। রু দ্য লা প্লঁ্যাশেত্· রু দ্য লা প্লঁ্যাশেত্···সে সেখানে আছে· যাও, তুমি তাকে দেখতে পাবে· ·হয়তো তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে······

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ও তার নমনীয় দেহ, আর পেলব অধরের স্মৃতির সংগে লড়াই করে। তার বেশ্যাসুলভ ব্যবহার, তার লোভ আর বোকামির কথা মনে করবার চেষ্টা করে।

মাঝরাত্তিরের পর ও আর পারে না······

রু দ্য লা প্লঁ্যাশেত্ হচ্ছে একটা নোংরা গলি—দু'সারি পোকায়

খাওয়া বাড়ীর মধ্যে একটা সরু অন্ধকার গর্ত। কোচোয়ানকে থাকতে বলে ও কাফেটার দিকে হাটে, ধোঁয়ায় আবছা জানলার কাঁচটার মধ্যে দিয়ে চেয়ে দেখে, কাউন্টারের পেছনে কাফের মালিক গ্লাস ধুচ্ছে আর দুজন লোক তাস খেলছে।

তারপর ও তাকে দেখতে পায়! বেবেরের পাশে বসে সে তার সংগে কথা বলছে, চোখে তার অনুনয়-মাখানো। কে বলবে যে ওই চোখ দুটোই এত নিষ্ঠুর হতে পারে। ও দেখে বদ্‌মাসটা তাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। চেঁচিয়ে কি একটা বলে, হাত তোলে যেন মারবে। দীনভাবে সে মাথা নাড়ে, তার দিকে চেয়ে দুর্বলভাবে হাসে। ওঃ, ভালবাসা কতটা হীন হতে পারে!

ও ফিটনে ফেরে।

প্লীজ্, ও কোচোয়ানকে বলে, ওই কাফেটায় গিয়ে মারি শার্লে বলে একটা মেয়ের খোঁজ করবে? বোলো, যে বাইরে একজন তার সংগে কথা বলতে চায়।

প্রতীক্ষা মনে হয় অন্তহীন। অবশেষে ও দরজার আলোয় তার তন্বী ছায়া দেখতে পায়।

মারি! ও উত্তেজিত স্বরে ডাকে। মারি!

ওঃ, তুমি! সে ওর দিকে আসে। কি চাও তুমি?

আমি চাই তুমি ফিরে এস, ও অনুনয় করে।

আমি ভুল করেছিলুম। লক্ষীটি, ফিরে আস।

যাব কিনা ঠিক বলতে পারছি না।

সে দর বাড়ায়। বেশ আরামে আছি। অনেক বড়লোক মক্কেল আমার পেছনে ঘুরছে। তাছাড়া, তুমি তো আমার সংগে চেঁচিয়ে ছাড়া কথা বল না।

আর চেঁচাব না, প্রতিজ্ঞা করছি। লক্ষী, মারি!

আর একটা কথা। যদি ফিরে আসি, আমাকে তোমার ষাট—না, পঁচাত্তর ফ্রাঁ করে দিতে হবে। সে জয়ী হয়েছে, এখন থেকে তার সর্ত অনুসারেই চলতে হবে। দেবে?…আচ্ছা, তাহলে এক মিনিট এখানে

অপেক্ষা কর।

সে ছুটে কাফের মধ্যে ঢোকে আর ও তার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে—হেরে গেছে, দুঃখ পাচ্ছে, নিজের ওপর নিজেরই ওর ঘৃণা হচ্ছে। সত্যি, ভালবাসা কত হীন হতে পারে!

একটু পরেই সে ফেরে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তার প্রেমিকের দিকে চুমু ছুঁড়ে দেয়; তারপরই স্কার্টের খস্‌খসানি, সে ফিটনে লাফিয়ে ওঠে।

রু কোলঁ্যাকুর, ও কোচোয়ানকে বলে।

আমি জানতুম তুমি আসবে, সে ফিস্‌ফিস করে বলে, ওর পাশে ঘনিয়ে বসে। তুমি আসাতে আমি খুশী হয়েছি, অঁরি! আমারও তোমাকে ছাড়া ফাঁকা-ফাঁকা লাগতো।

সে যে মিথ্যে বলছে তাতে কিছু যায় আসে কি? কিছুতেই কিছু যায় আসে না। সে ওর পাশে বসে, ও তাকে ফিরিয়ে আনছে।

আগেকার রুটিন আবার চালু হয়। ও তাকে টাকা দেয়; সে সারাদিন বাইরে থাকে, রাত্তিরে ফেরে, ওকে "ভালবাসে"।

কিন্তু কোথায যেন একটা আলাদা সুর বাজে, কিছুদিনের মধ্যেই ও সেটা বুঝতে পারে। আগে যে মারিকে ও জানতো সে ছিল ভবঘুরে, রহস্যময়ী, নিষ্ঠুর। নতুন মারি তার ভালবাসার লোকের আজ্ঞাবাহী।

বিশ্বাস করবে না, তার ফেরবার কদিন পরে একদিন সে বলে, কিন্তু যে রাত্তিরে তুমি আমায় ফিরিয়ে নিতে এলে সেদিনই বেবের্ তোমার কথা বলছিল। আন্দাজ করতো, কি বলছিল?

একটুও আন্দাজ করতে পারছি না।

সে বিশেষ চালাক-চতুর ছিল না। ও দেখে আগের থাকতে ঠিক করে আসা মিথ্যেটা বলবার পরিশ্রমে তার ভুরু কুঁচকে ওঠে।

সে আমাকে বলছিল যে আমি তোমার সংগে যা ব্যবহার করি সেটা অত্যন্ত লজ্জাকর। তুমি তো সব সময়ে আমার সংগে ভাল ব্যবহার কর। কাজেই তোমার কাছে আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত।

খাওয়া বাড়ীর মধ্যে একটা সরু অন্ধকার গর্ত। কোচোয়ানকে থাকতে বলে ও কাফেটার দিকে হাঁটে, ধোঁয়ায় আবছা জানলার কাঁচটার মধ্যে দিয়ে চেয়ে দেখে, কাউন্টারের পেছনে কাফের মালিক গ্লাস ধুচ্ছে আর দুজন লোক তাস খেলছে।

তারপর ও তাকে দেখতে পায়! বেবেরের পাশে বসে সে তার সংগে কথা বলছে, চোখে তার অনুনয়-মাথানো। কে বলবে যে ওই চোখ দুটোই এত নিষ্ঠুর হতে পারে। ও দেখে বদমাসটা তাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। চেঁচিয়ে কি একটা বলে, হাত তোলে যেন মারবে। দীনভাবে সে মাথা নাড়ে, তার দিকে চেয়ে দুর্বলভাবে হাসে। ওঃ, ভালবাসা কতটা হীন হতে পারে!

ও ফিটনে ফেরে।

প্লীজ্, ও কোচোয়ানকে বলে, ওই কাফেটায় গিয়ে মারি শার্লে বলে একটা মেয়ের খোঁজ করবে? বোলো, যে বাইরে একজন তার সংগে কথা বলতে চায়।

প্রতীক্ষা মনে হয় অন্তহীন। অবশেষে ও দরজার আলোয় তার তন্বী ছায়া দেখতে পায়।

মারি! ও উত্তেজিত স্বরে ডাকে। মারি!

ওঃ, তুমি! সে ওর দিকে আসে। কি চাও তুমি?

আমি চাই তুমি ফিরে এস, ও অনুনয় করে।

আমি ভুল করেছিলুম। লক্ষ্মীটি, ফিরে আস।

যাব কিনা ঠিক বলতে পারছি না।

সে দর বাড়ায়। বেশ আরামে আছি। অনেক বড়লোক মক্কেল আমার পেছনে ঘুরছে। তাছাড়া, তুমি তো আমার সংগে চেঁচিয়ে ছাড়া কথা বল না।

আর চেঁচাব না, প্রতিজ্ঞা করছি। লক্ষ্মী, মারি!

আর একটা কথা। যদি ফিরে আসি, আমাকে তোমার ষাট—না, পঁচাত্তর ফ্রাঁ করে দিতে হবে। সে জয়ী হয়েছে, এখন থেকে তার সর্ত অনুসারেই চলতে হবে। দেবে?···আচ্ছা, তাহলে এক মিনিট এখানে

অপেক্ষা কর।

সে ছুটে কাফের মধ্যে ঢোকে আর ও তার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে—হেরে গেছে, দুঃখ পাচ্ছে, নিজের ওপর নিজেরই ওর ঘৃণা হচ্ছে। সত্যি, ভালবাসা কত হীন হতে পারে!

একটু পরেই সে ফেরে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তার প্রেমিকের দিকে চুমু ছুঁড়ে দেয়; তারপরই স্কার্টের খস্‌খসানি, সে ফিটনে লাফিয়ে ওঠে।

রু কোলঁ্যাকুর, ও কোচোয়ানকে বলে।

আমি জানতুম তুমি আসবে, সে ফিস্‌ফিস করে বলে, ওর পাশে ঘনিয়ে বসে। তুমি আসাতে আমি খুশী হয়েছি, আঁরি। আমারও তোমাকে ছাড়া ফাঁকা-ফাঁকা লাগতো।

সে যে মিথ্যে বলছে তাতে কিছু যায় আসে কি? কিছুতেই কিছু যায় আসে না। সে ওর পাশে বসে, ও তাকে ফিরিয়ে আনছে।

আগেকার রুটিন আবার চালু হয়। ও তাকে টাকা দেয়, সে সারাদিন বাইরে থাকে, রাত্তিরে ফেরে, ওকে "ভালবাসে"।

কিন্তু কোথায় যেন একটা আলাদা সুর বাজে, কিছুদিনের মধ্যেই ও সেটা বুঝতে পারে। আগে যে মারিকে ও জানতো সে ছিল ভবঘুরে, রহস্যময়ী, নিষ্ঠুর। নতুন মারি তার ভালবাসার লোকের আজ্ঞাবাহী।

বিশ্বাস করবে না, তার ফেরবার ক'দিন পরে একদিন সে বলে, কিন্তু যে রাত্তিরে তুমি আমায় ফিরিয়ে নিতে এলে সেদিনই বেবের্ তোমার কথা বলছিল। আন্দাজ করতো, কি বলছিল?

একটুও আন্দাজ করতে পারছি না।

সে বিশেষ চালাক-চতুর ছিল না। ও দেখে আগের থাকতে ঠিক করে আসা মিথ্যেটা বলবার পরিশ্রমে তার ভুরু কুঁচকে ওঠে।

সে আমাকে বলছিল যে আমি তোমার সংগে যা ব্যবহার করি সেটা অত্যন্ত লজ্জাকর। তুমি তো সব সময়ে আমার সংগে ভাল ব্যবহার কর। কাজেই তোমার কাছে আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত।

হ্যাঁ, সেদিন সন্ধেয় বেবের যখন তাকে মারবার জন্যে হাত তুলেছিল তখন এরকমই একটা কিছু বলে থাকবে। নিশ্চয় বলেছিল যে সে একটা গাধা—এরকম একটা শাঁসালো মক্কেল হাতছাড়া করেছে, যে দিন পঞ্চাশ ফ্রাঁ করে দেয়—নিজের ভাল বোঝে তো সে যেন আবার তার কাছে ফিরে যায়…

ও তার দিকে তাকায়। কোথায় সেই বিদ্রোহের ঘাড় বেঁকানো ভংগী, ঠোঁটে ঘৃণার কুঞ্চন। সে হয়ে উঠেছে একটা আজ্ঞাবাহী বেশ্যা, তার লম্পট প্রেমিকের কথামত কাজ করে—তাও ভালভাবে পারে না।

ঠিক আছে, মারি। তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে না। আমারই ভুল হয়েছিল। যাই হোক্, টাকাটা তোমার, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটা তোমার, তা নিয়ে যা খুশী তাই করবার অধিকার তোমার আছে।

না, আমিই অন্যায় করেছিলুম। সে জোর করে। ও বলেছে যে আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত।

বেশ, তুমি তাকে বোলো যে তুমি ক্ষমা চেয়েছ। ও তাদের গেলাস দুটো আবার ভর্তি করে। ও সম্বন্ধে আর কিছু বোলো না।

আমি তোমার সংগে আর কখনো ঝগড়া করব না। আমি তোমাকে খুব ভালবাসি।

বেশ। ও টেবিলের ওধার থেকে তাকে লক্ষ্য করে। তার চোখের চক্‌চকে ভাবটাও নষ্ট হয়ে গেছে। সে ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে, ছলনায় একান্ত অপটু।

একদিন সকালে, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার বদলে, সে ওর জন্যে পোজ্ দিতে চায়।

যদি তুমি চাও, আমি নগ্নদেহে পোজ্ দিতেও রাজী আছি। তার চেষ্টাকৃত সহজ হবার ভংগী তাকে ধরিয়ে দেয়। ও যেন শুনতে পায়, বেবের্ তাকে পাখী-পড়া করে পড়াচ্ছে কি করে ওকে প্রলোভিত করতে হবে।

দেখ! সে গায়ের চাদরটা সরিয়ে দেয়। আমার গাটা কি সুন্দর না? একটা ফুস্‌কুড়ি পর্যন্ত নেই। আর আমার চামড়া কি সুন্দর

তেলতেলে, অনেক মেয়ের মত খস্‌খসে নয়। দেখ, হাত দিয়ে দেখ।

সে ওর হাত নিয়ে তার উরুতে বোলায়।

আর আমার বুক বেশ শক্ত, তাই না? সে ওর হাত বুকে তোলে। তুমি এরকম পছন্দ কর। কর না?

হ্যাঁ মারি, তোমার বুক খুব সুন্দর. ও শান্তভাবে বলে, হাত সরিয়ে নেয়। কিন্তু তোমার দেরী হয়ে যাচ্ছেনা তো?

পোজ্‌ দেবার জন্যে তোমাকে টাকা দিতে হবে না। আমি অমনিতে পোজ দোবো।

সে তোমার দয়া। অন্য কোন সময় দেখা যাবে……নাও, এখন পোষাক পরে নাও……

আর একদিন সে ষ্টুডিয়োটা ঝাড়পোঁছ করতে চায়।

আমি খুব ভাল ঘর পরিষ্কার করতে পারি। আমার মা আমাকে দিয়ে মেঝে ঝাঁট দেওয়াতো। একটু মোম পেলে আমি ফার্নিচারগুলো পালিশ করে চক্‌চকে করে দিতে পারি।

তার এই দাসসুলভ মনোবৃত্তিতে ও আঘাত পায়। ভালবাসার জন্যে মেয়েরা কী না করতে পারে! সে যখন ওর ছবির প্রশংসা করত, ও মুখ ফিরিয়ে থাকত, কেননা এটাও সেবাস্তোপোলের সেই কাফেতে প্ল্যান করা একটা চাল। বেবের্ নিশ্চয় বলেছে, ওকে তোষামোদ কোরো, বোলো যে ওর ছবি তোমার ভাল লাগে। আর কর্তব্যপরায়ণ ভৃত্যের মত মারি সেই আজ্ঞা পালন করে—বামনটার ছবি প্রশংসা করে —পুরস্কার পায় একটা চুমু কি একটু আদর।

সে আরো এগোয়।

ভালবাসার জন্যে সে ভালবাসা ত্যাগ করে, হপ্তায় একদিন, যেদিন তার দিদির সংগে কাটানোর কথা, সেদিন ছাড়া বেবেরের সংগে দেখা করা ছেড়ে দেয়।

জান, সেই যে লোকটা যার কথা তোমায় বলেছিলুম, সেই যে যার জন্যে আমি প্রায় ক্ষেপে উঠেছিলুম—সে লোকটাকে আমি আর ভালবাসি না, একদিন সন্ধেবেলায় সে বলে। তার জবাফুলের মত রাঙা চোখ

দুটো দেখে ও বোঝে যে প্রত্যেকটা কথা বলতে তার কি পরিমাণ কষ্ট হচ্ছে। আমি আর কখনো তাকে দেখতে চাই না। তোমাকে আমার অনেক বেশী ভাল লাগে। তুমি সত্যিকারের ভদ্রলোক।

এই প্রথম সে সত্যি সত্যি ওর মিস্ট্রেস্ হয়ে ওঠে। সে সারাদিন ওর সংগে থাকে, পেছনের রান্নাঘরে টুকিটাকি রান্না করে, যেসব জিনিষ তার করার স্বপ্ন ও দেখেছিল, সে সবই সে করে। সে ওর বন্ধুদের সংগে দেখা করতে চায়, ওর সংগে বাইরে যেতে চায়। তার জাতের অনেক বেশ্যার মত তারও নিজেকে নীচু করবার সামর্থ্য দেখে ও অবাক্ হয়ে যায়।

ক্রমশঃ ও বুঝতে পারে যে ওর কামনার তীব্রতা কমে আসছে। এই আনাড়ী পতিতা ওর মনে এখন একটা অস্পষ্ট দয়া জাগায়। তার বাঘিনীসুলভ লালসা, ওর রাগ আর কামনাকে একই সংগে খুঁচিয়ে জাগিয়েছিল। এখন সে হয়ে ওঠে একটা আজ্ঞাবাহী কাদার ডেলা, গণিকালয়ের মেয়েদের সংগে তার তফাৎ ঘুচে যায়।

ভদ্রতায় অনেক সময় ভালবাসার অবসাদ ঢাকা পড়ে। ওর বাসনা যতই কমতে থাকে ততই ও তাকে একটা নির্লিপ্ত সৌজন্য দেখায়, যেটা সে ওর ভালবাসার প্রকাশ বলে ভাবে। যখন ও তার সিগারেটে আগুন ধরায় কিংবা ব্লাউজের বোতাম লাগাতে সাহায্য করে, তার চোখে ও একটা জয়ের ঝিলিক দেখতে পায়। ও তার ভুল ভাঙ্গে না। ও ক্লান্ত; শান্তি চায়। ওদের ভালবাসাবাসির পালা শেষ হয়ে গেছে। ও চায় যে যেমন করে পচা ফল গাছ থেকে মাটিতে পড়ে তেমন স্বাভাবিক শান্তভাবে যেন ওদের ছাড়াছাড়ি হয়।

আগষ্ট মাস—সেদিন প্যাচপেচে ভ্যাপসা গরম—ও তাকে এক জোড়া সোনার দুল উপহার দেয়।

সত্যিকারের সোনা? হাতের মুঠোয় দুলদুটো নিয়ে সে চেঁচিয়ে ওঠে।

ও মাথা নেড়ে সায় দেয়। যে রাত্তিরে তোমার সংগে দেখা হয়েছিল, তুমি বলেছিলে যে তোমার একজোড়া সোনার দুল ছিল যেটা তুমি হারিয়ে ফেলেছ। মনে আছে? এটা তার বদলে দিলুম।

কিন্তু সেগুলো তো সত্যিকারের সোনার ছিল না।

এগুলো সত্যিকারের। দরকার পড়লে তুমি এগুলো বাঁধা দিয়ে টাকা পাবে।

কথনো না! আমি সব সময় এগুলো রেখে দেব। কথনো…

বেশ, ও ক্লান্তভাবে সায় দেয়। যাহোক্, এখন পরতো দেখি। দেখি, তোমাকে কেমন দেখায়।

ও তাকে কাণের ফুটোয় দুলগুলো গলাতে দেখে, মনে মনে ভাবে কতদিন আর বেবের তাকে এই মূল্যবান খেলনা নিয়ে থাকতে দেবে। আশ্চর্য্য, এ ভাবনাতে ওর মনে একটুও ঈর্ষা জাগে না। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ও ইজেলে ফিরে যায়।

আগষ্টের শেষ দিকে ও নিজের কাছে নিজেই স্বীকার করে যে ও আরোগ্যলাভ করেছে। সাবধানে ও ওদের সম্বন্ধ চুকিয়ে দেবার প্ল্যান করতে থাকে। এবার যে ছাড়াছাড়ি—সেটা হবে অমোঘ—অপরিবর্ত্তনীয়। আর, যদি সম্ভব হয়, সম্মানজনক না হলেও ভদ্রভাবে।

অনেকদিন অসুখে ভুগে ওঠার পর যেমন লোকে উঠে হেঁটে নিজের শক্তি পরীক্ষা করে তেমনি ও একদিন বলে যে হঠাৎ পারীর বাইরে ওর ডাক পড়েছে। তিনদিন ও বাইরে থাকবে।

তিন দিন! সে চেঁচিয়ে ওঠে।

ও তার চোখে আনন্দের ঝিলিক দেখতে পায়। বেবেরের সংগে তিন দিন তিন রাত্তির…

সে নিজেকে সংযত করে। তোমাকে যেতেই হবে, শুনে খারাপ লাগছে। সে জোর করে কথাগুলো বলে। তুমি যদি চাও তো এক দিন আমি ঘর থেকে বেরোবই না। এখানে তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।

তার কথা শুনে ওর কষ্ট হয়। ও তাকে আশ্বাস দেয় যে সে যদি তার দিদির ওখানে এ তিন দিন কাটায় তাহলেই ও বেশী খুশী হবে। জোর করে তার এ তিন দিনের পাওনা তার হাতে গুঁজে দেয়, খানিকটা উপরি বোনাসও দেয়, তাড়াতাড়ি বাক্স-প্যাটরা বাঁধাছাঁদা করার ভাণ করে।

তিনদিন ও ষ্টুডিয়োয় দরজা বন্ধ করে বসে থাকে, ক্রয়াঁ থেকে পাঠানো খাবার খায়, প্রাণ খুলে কাজ করে, তার কথা ওর মনেই পড়ে না।

সত্যি, ও সেরে উঠেছে!

এবার শেষ চাল চালতে হবে……

সংগে সংগে ও আবিষ্কার করে যে কোন সংসার যতই সেটা তুচ্ছ হোক না কেন, ভেঙ্গে ফেলা কত শক্ত, কত কষ্টের। ও বুঝতে পারে কেন অসংখ্য অসুখী দম্পতি সারা জীবন পরস্পরের শত্রু হিসেবে কাটায় তবু পৃথক্ হবার ঝামেলা আর কষ্ট পোয়াতে চায় না। তার জামা কাপড়, টুকিটাকি দু'একটা সম্পত্তি, তার নগণ্য দু' একটা টয়লেটের শিশি আর কৌটো এখনও ওর ঘরে আর বাথরুমে ছড়ানো রয়েছে। সেগুলো প্যাক করে কোথাও পাঠাতে হবে, বোধহয় তার দিদির ঠিকানায়। তারপর টাকার প্রশ্ন। বিদায়-উপহার হিসেবে ওর তাকে কিছু একটা দেওয়া উচিত। অবশ্য, তার প্রতি ওর কোন কর্ত্তব্য নেই, কিন্তু গত কয়েক হপ্তা হোলো ও তার জন্যে দুঃখ পেতে আরম্ভ করেছিল। তার কি হবে? ও তো তাকে "তাড়িয়ে দিচ্ছে"। যে মুহূর্ত্তে সে টাকা আনা বন্ধ করবে, বেবেরও সেই পন্থাই অনুসরণ করবে। সে দেখবে তার আশ্রয় নেই, টাকা নেই, ভালবাসার লোক নেই। সে কি করবে? খুব বড় দরের গণিকা হবার মত উপাদান তার মধ্যে নেই। সে বোধহয় আবার তার আগেকার জীবনধারায় ফিরে যাবে। অন্ধকার গলিপথে আর বড় বড় হলের করিডরে গোপন বেশ্যাবৃত্তি…তারপর স্যাঁ-লাজার, লাল কার্ড। বোধহয় কোন গণিকালয়…তারপর…নর্দমা তারও পর একদিন—পাইন কাঠের কফিন, সাধারণ একটা সমাধি……

ও আর এক হপ্তা অপেক্ষা করে। তারপর, সেপ্টেম্বর মাসের এক বিকেলে, যে কথা ও সেই পঞ্চাশ ফ্রাঁর পোষাক কেনার রাত্তিরে বলতে গিয়ে বলতে পারে নি—সেই কথা বলে।

মারি, ও শান্তস্বরে আরম্ভ করে। আমি কয়েকটা জিনিষ মনে মনে ভেবে দেখেছি, বোধহয় আমাদের আর পরস্পর দেখা না হওয়াই

ভাল হবে। বল, তোমার জিনিষপত্তর কোথায় পাঠাতে হবে? আমি পাঠাবার বন্দোবস্ত করব।

সে ওর দিকে অবুঝ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

তার মানে—তুমি চাও, আমি চলে যাই?

লক্ষীটি, বোঝবার চেষ্টা কর। এবার আমাদের বিদায় নেবার সময় এসেছে। এ নিয়ে একটা হৈ-হট্টগোল বাধিও না। এস, আমরা ভদ্রভাবে বিদায় নি।

ও কোটের ভেতরের পকেট থেকে একটা লম্বা খাম বার করে।

দেখ, তোমাকে আমি একটা উপহার দিচ্ছি…

ও থেমে যায়। তার মুখ প্যাঁশুটে ছাইপানা হয়ে গেছে। ও দেখে সে আপাদমস্তক ম্যালেরিয়া রুগীর মত ঠকঠক করে কাঁপছে। উপলব্ধির আগেই জৈব ভীতির এই প্রকাশ দেখলে ভয় করে।

তুমি বরং বোসো, মারি, ও আস্তে আস্তে বলে।

সে নড়ে না।

কিন্তু আমি কী করেছি? দাঁতের ঠকঠকানির মধ্যে দিয়ে সে অতি কষ্টে উচ্চারণ করে। আমি তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছি, করিনি? তুমি যা চেয়েছ তাই করেছি…এমন কি তুমি চাইলে, তোমার জন্যে নগ্ন হয়ে পোজ্ দোবো বলেছি…তোমার ফার্ণিচার পরিষ্কার করে দোবো বলেছি।

ধরা ধরা গলায়, হাঁপাতে হাঁপাতে, ওর দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে নিজেকে সমর্থন করার চেষ্টা করে। কথার মাঝে মাঝে সে তার ঠোঁটের ওপর জিভের ডগা বুলিয়ে নেয়। ও বুঝতে পারে যে তার মন এই নিদারুণ অবিচারে অভিভূত হয়ে গেছে।

তুমি কিছু কর নি, ও তাকে শান্ত করে। তুমি খুব ভাল ব্যবহার করেছ। শুধু আমি…

দেখ! ডুবন্ত মানুষের মত সে এই দয়ার প্রচেষ্টাটুকু আঁকড়ে ধরে, ভাবে এটা বোধ হয় ওর দোষস্বীকার। দেখ, তুমি নিজেই বলছ যে আমি ভাল ব্যবহার করেছি…

লক্ষ্মীটি, মারি,…

কিন্তু তুমি নিজে এখুনি বল্লে যে আমি ভাল ব্যবহার করেছি!

এটা তার কাছে একটা স্ববিরোধী সিদ্ধান্তের মত অসম্ভব মনে হয় এমন একদিনও দেখাও যেদিন তুমি যা চেয়েছো তা আমি করি নি…

লক্ষ্মীটি, মারি! ও অনুনয় করে। তর্ক কোরো না। কৈফিয়ৎ দিয়ে কিছুরই মীমাংসা হয় না। ধরে নেয়া যাক, সবটাই আমার দোষ।

ও খামটা বাড়িয়ে ধরে।

এইটে তোমার ঠেলাগাড়ীর লাইসেন্স। তুমি এটা চেয়েছিলে, তাই না? এই যে। এটা তোমার নামে করা হয়েছে। এটা তুমি বিক্রী করতে কিংবা দিয়ে দিতে পারবে না। মনে পড়ে, এই জন্যেই তুমি সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা জমাতে সুরু করেছিলে?

এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। তার বড় বড় চোখে ও তার আভাস দেখতে পায়।

কিন্তু সে কি বলবে? অঁরির কথা ভুলে গিয়ে ও ভয়ে চীৎকার করে ওঠে। সে কি বলবে যখন তাকে বলব যে তুমি আর আমাকে চাও না? সে অঁরির দিকে মাথা তুলে তাকায়, আগুনের মত ক্ষিপ্র গতিতে ওর ওপর ঝুঁকে পড়ে।

লক্ষ্মীটি, অঁরি, লক্ষ্মীটি! দয়া কর, আমায় তাড়িয়ে দিও না… হতাশায় তার নড়াচড়ার সাবলীলতা আবার ফিরে আসে; তার সমস্ত শরীর একটা অনুনয়ের ভংগীতে ওর দিকে হেলে পড়ে। লক্ষ্মীটি, অঁরি… তুমি যা বলবে আমি তাই করব…যা বলবে…

বেদনার একটা আর্ত চীৎকারে কথাগুলো শেষ হয়। তার চোখ দুটো বড় হয়ে ওঠে, স্বচ্ছ অশ্রুর সরোবরে সবুজ মণি দুটো ভাসে।

যা বলবে…যা চাইবে…সে বলে চলে।

বলতে বলতে সে অঁরির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে, ভিজে ভিজে চুমুতে ওর হাত ঢেকে দেয়।

লক্ষ্মীটি, মারি, ও রকম কোরো না। অঁরি মুখ ফিরিয়ে নেয়। মানুষের আত্মনিগ্রহের এ দৃশ্য ও দেখতে পারে না। লক্ষ্মীটি!

কিন্তু তার এই আত্মনিগ্রহের মেজাজে সে ওর কথা শুনতে চায় না, শুনতে পায় না, ওর হাতে চুমু খেতে থাকে আর বিড়বিড় করে বকে।

তারপর যেন হঠাৎ চিন্তাটা তার মাথায় আসে, সে জ্বরগ্রস্তের মত তার ব্লাউজ ছিঁড়ে ফেলে, শেমিজের ষ্ট্র্যাপ খোলে।

দেখ, অঁরি, দেখ! সে দুহাতে তার স্তনদুটো ওর দিকে তুলে ধরে। এগুলো সুন্দর, তাই না? তুমি বলতে যে এগুলো তোমার ভাল লাগে···একবার তুমি বলেছিলে এগুলো অপূর্ব সুন্দর·· এগুলো ছুঁতে তোমার ভাল লাগতো। বেশতো, ছোঁও না, চুমু খাও, যা খুশী তাই কর···যা খুশী তাই···

এর পরের ঘণ্টাটা অঁরি কখনো ভুলতে পারে নি। আলুথালু চুল, চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে, সে কাকুতিমিনতি করে, স্কার্ট তোলে, ওকে টেনে বিছানায় নিয়ে যেতে চায়। ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে ওর জন্যে রান্না করতে চায়, পোজ্ দিতে চায়, ওর কাপড় কাচতে, সেলাই করতে আর ঘর ঝাঁট দিতে চায়।

চোখের ওপর একটা হাত চাপা দিয়ে ও ওর ইজেলের সামনের টুলটায় কুঁজো হয়ে বসে থাকে। অপ্রাসংগিকভাবে তাকে দেখে ওর ফাঁসীর মঞ্চে মাদাম দুবারীর কথা মনে পড়ে যায়। তাঁর চুলও সোণালী ছিল, তিনিও বস্তি থেকে এসেছিলেন, তিনিও ঘাতকের সামনে নতজানু হয়ে তার হাতে চুমু খেয়েছিলেন, তার কাছে তাঁর বক্ষ নিরাবরণ করে দয়া ভিক্ষা করেছিলেন। এক মিনিট, মঁসিও ল্য বুরো! আর এক মিনিট!

হঠাৎ সে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে। এখন সে যেন ছোবল দেবার আগের মুহূর্তে ফণা-তোলা একটা কেউটে।

আমি তোমাকে ঘেন্না করি, বুঝেছ? চিরকাল আমি তোমাকে ঘেন্না করেছি, তোমাকে, তোমার কুচ্ছিৎ মুখ আর মুলো পা দুটোকে। তুমি একটা বামন, একটা কদাকার পঙ্গু বামন—একটা অভিশপ্ত পঙ্গু, যে হাঁটতেও পারে না। যেদিন থেকে তোমাকে দেখেছি, সেদিন থেকে তোমাকে আমি ঘেন্না করেছি। যখন বলেছি যে তোমায় ভালবাসি, তখনও ভেতর ভেতর আমি তোমাকে ঘেন্না করেছি। যখন তুমি

আমায় ছুঁতে, ঘেন্নায় আমার সর্ব শরীর শিঁটিয়ে উঠতো। শুধু বেবেরের জন্যে আমি ফিরে এসেছিলুম নইলে আমি কখনো আসতুম না। ও আমাকে জোর করে পাঠিয়েছিল…

সে তার ঘৃণায় বিকৃত মুখটা ওর মুখের কাছে নিয়ে আসে।

আর একটা কথা! তুমি যে পঙ্গু এতে আমি খুব খুশী। খুশী, শুনছো? খুশী! খুশী!

সে কথাগুলো ওর দিকে ছুঁড়ে মারে, তীক্ষ্ণ গলায় হাসে, প্রত্যেকটা কথা বিষে ভরে দেয়।

তাছাড়া, আমি যাচ্ছি না! না, আমি যাচ্ছি না, কেন জান? কেননা আমি তোমার কাছে টাকা পাই। হ্যাঁ, পাই। বোলো না যে পাই না—তুমি বলেছিলে যে আমাকে রোজ একশো ফ্রাঁ করে দেবে, তার জায়গায় মাত্তোর পঁচাত্তর ফ্রাঁ করে দিয়েছ। তুমি আমাকে ঠকিয়েছ…

ও তার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিতে খুশীই হয়। এতে সব কিছু অনেক সহজ হয়ে যায়। প্রত্যেকটা অপমানের সংগে সংগে ওর সংকল্পের জোর বাড়ে। শেষ পর্যন্ত ও পাতুর কথা বলে। আর একটা কথা বললেই পাতু এসে তাকে স্যাঁ-লাজারে চালান করবে।

এতে সে সংজ্ঞা ফিরে পায়।

কৌচের ওপর সে ভেঙ্গে পড়ে, পরাজিত, অবসন্ন দেহে, শিশুর মত ফোঁপায়, হাতড়ে হাতড়ে আবার ব্লাউজে বোতাম লাগায়।

জিনিষগুলো আমার দিদির ওখানে পাঠিয়ে দিও। আমি ওখান থেকে ওগুলো নিয়ে যাব।

ও পাশে বসে তার হাত ধরে। বেবেরের কাছে ফিরে যাবে না?

সে মাথা নাড়ে। মুহূর্তের জন্যে তার মুখটা অসহ্য যন্ত্রণায় ভরে ওঠে। কি করে যাব…সে তো আমায় ভালবাসে না, আরেকটা মেয়েকে ভালবাসে, একটা লালচুলো মেয়ে…সে শুধু আমার টাকাটাই চায়…

যে তোমাকে ভালবাসে না তাকে ভালবাসা খুব শক্ত, না? তুমি আর আমি একথা জানি। দেখো, কিছুদিন পরে একা থাকা অভ্যেস হয়ে যাবে…(মিথ্যে কথা, একা থাকা কখনো অভ্যেস হয় না…) হয়তো

একদিন তুমি এমন কাউকে খুঁজে পাবে যে তোমাকে ভালবাসবে...

সে ওর কথা শুনছিল না, বোধ হয় শুনতে পাচ্ছিলও না। যান্ত্রিক ভাবে, সে তার চুল ঠিক করে, কব্‌জি দিয়ে চোখের জল পোঁছে—তার এই শিশুসুলভ ভংগী ওর মনে নাড়া দেয়। তারপর সে ওঠে, ও যে খামটা বাড়িয়ে দেয় সেটা নেয়, ধন্যবাদ দেয় না। যন্ত্রচালিতের মত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, দরজাটা খোলা পড়ে থাকে। এক মুহূর্ত সিঁড়িতে ও তার ভারী পায়ের শব্দ শুনতে পায়।

হঠাৎ, ষ্টুডিয়োটা ভীষণ চুপচাপ হয়ে যায়। এক ঝলক রোদের আলোয় মাছি ভন্‌ভন্‌ করে। বাতাসে তখনো তার চালের গুঁড়োর পাউডারের গন্ধের রেশ ভেসে বেড়ায়। দুতিন দিনে এটা কেটে যাবে...

ও খোঁড়াতে খোঁড়াতে ইজেলে ফিরে যায়; প্যালেট তুলে নিয়ে ছবি আঁকতে সুরু করে।

পনের

পেয়ার কোতেইর 'আর্টিষ্টিক লিথোগ্রাফির ষ্টুডিয়ো' হচ্ছে মেনিল মোঁতাঁ এলাকায় নোতর্‌ দাম্‌ দ্য লা ক্রোয়া গির্জের পেছনে একটা ইঁট দিয়ে বাঁধানো উঠোনের পরে একটা ভাঙ্গাচোরা চালাঘর। এক সময় এটা একটা ঘোড়ার আস্তাবল ছিল। এখনো তারই গন্ধের রেশ মিশে রয়েছে ছাপবার কালি, নাইট্রিক অ্যাসিড, গাম অ্যারাবিক, তামাক আর কফির গন্ধের সংগে।

আঁরি নিজের পরিচয় দেয়। ওর আসবার কারণ ব্যাখ্যা করে। পেয়ার কোতেই মনোযোগের সংগে শোনেন, তাঁর চোখ থাকে তাঁর সামনের চৌকো লিথোগ্রাফির পাথরটার দিকে, তাঁর মাথায় একটা গোল কালো টুপি, চিন্তিতভাবে তিনি তাঁর লম্বা দাড়িতে হাত বোলান। এই দাড়ির জন্যে তাঁকে প্রাচীন চীনে একটা পণ্ডিতের মত দেখায় না একটা বুড়ো ছাগলের মত দেখায়—আঁরি ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

কি বল্লেন, একটা পোষ্টার? আপনি মঁসিও জিদলারকে একটা

পোষ্টার করে দেবেন বলেছেন···

রঙীন, অঁরি বিশদ্‌ভাবে বলে।

হুঁ, রঙীন পোষ্টার, পেয়ার কোতেই ওর কথাটা পুনরাবৃত্তি করেন। আপনার কথার থেকে যদ্দূর বুঝছি আপনি আগে কোন লিথোগ্রাফির কাজ করেন নি। ঠিক না?

ঠিক।

এ শিল্পের সম্বন্ধে যে প্রাথমিক জ্ঞান তাও আপনার নেই?

হ্যাঁ, তাই।

তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটে। পেয়ার কোতেই তাঁর ছাগল দাড়ি ধরে টানেন। অঁরি চালাঘরে ছড়ানো কিংবা দেয়ালের ধারে পাঁজা করে সাজানো পাথর, ছাপবার কালির টিন আর গ্যাসবার্ণারের ওপর ধোঁয়া বার হওয়া নীল এনামেলের কফি পাত্রটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। জানলার সামনে একটা টেবিল রয়েছে। ফ্ল্যাট-বেড ছাপাখানাটার ওপর একটা বিরাট ঘষা কাঁচের স্কাইলাইট। বাইরে সেপ্টেম্বরের খেয়ালী হাওয়ায় দরজাটা থেকে ক্যাঁচকোচ আওয়াজ আসে।

তা' কবে আপনার এই রঙীন পোষ্টারটি আপনি দিতে চান?

পেয়ার কোতেইর প্রশ্নের মধ্যে একটা বিদ্রূপের ছোঁয়াচ বোঝা যায়। এই প্রথম তিনি পাথর থেকে চোখ তুলে অঁরিকে লক্ষ্য করেন।

যত তাড়াতাড়ি হয়। জিদলারের এটা খুব জরুরী দরকার। আমি তাড়াতাড়ি না করলে মুল্যাঁ উঠে যাবে।

ও।

এরপর যে নিস্তব্ধতা তার মধ্যে অঁরি দিব্যি করে বলতে পারে যে ও দেখতে পায় পেয়ার কোতেইর দাড়িগুলো টানের চোটে লম্বা হয়ে উঠছে।

শেষ পর্যন্ত পেয়ার কোতেই তাঁর চিন্তার খোলস ভেদ করে বার হন। আমার মনে হয়, পাঁচ বছরের মধ্যে হয়ে যাওয়া উচিত। তিনি মাখনের মত মোলায়েম গলায় বলেন।

পাঁচ বছর!

খুব সম্ভব, ছয়। আপনি বুঝতে পারছেন না যে সবচেয়ে জটিল আর

সূক্ষ্ম গ্রাফিক প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে লিথোগ্রাফি অন্যতম। আর ক্রোমো-লিথোগ্রাফি বা রঙীন লিথোগ্রাফির কাজ আরও শক্ত। 'ক্যাপচার অব্ জেরুজালেম' বলে বিখ্যাত চক লিথোগ্রাফটা তৈরী করতে দু'বছর লেগেছিল, আর মেসার্স ডে অ্যাণ্ড হাগ্ কোম্পানীর লণ্ডন অফিসের সব কজন বিশেষজ্ঞের প্রতিভা এতে খাটাতে হয়েছিল।

তিনি অঁরির দিকে তাকান।

সংগীত সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ একটা লোককে একটা সিম্‌ফনি লিখতে দিলে যে অবস্থা হয়, আপনার অবস্থা সেই রকম। ব্যাপারটায় পুরোপুরি জড়িয়ে পড়বার আগে এ সব আপনার জেনে রাখা দরকার। এ সত্ত্বেও যদি আপনি এতে হাত দিতে চান, শিখতে এবং খাটতে প্রস্তুত থাকেন, আমি খুব খুশীমনেই আপনাকে শেখাবো।

বেশ। কখন সুরু করবেন?

এখুনি, যদি আপনার অসুবিধে না হয়। কোট আর টুপিটা ওখানে ঝুলিয়ে রাখুন, এই অ্যাপ্রনটা গলিয়ে নিন। লিথোগ্রাফি কথাটা এসেছে 'লিথোস' আর 'গ্রাফিন' এই দুটো গ্রীক কথা থেকে। এর মানে হচ্ছে পাথরের ওপর লেখা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আলোয়া সেন্‌ভেল্‌ডার বলে এক বাভেরিয়ান প্রিণ্টার এটা আবিষ্কার করে। লোকটার প্রতিভা ছিল, মঁসিও! এখন, পাথরে আঁকতে হলে প্রথম যা মনে রাখতে হবে…

এরকমভাবেই এটা সুরু হয়।

সেপ্টেম্বর যায়; তারপর অক্টোবর। শরৎকালের হাওয়া বুলভারগুলোর চেষ্টনাটগাছের শেষ হলদে পাতাগুলো ছিঁড়ে উড়িয়ে নর্দমায় নিয়ে গিয়ে ফেলে। কিন্তু 'আর্টিষ্টিক লিথোগ্রাফির ষ্টুডিয়ো'তে সব শান্ত। স্কাইলাইটের ওপর চড়বড় করে বৃষ্টি পড়ে; কাজ চলতে থাকে। প্রত্যেক দিন সকালে অঁরি আসে, ওর নীল অ্যাপ্রন চড়ায়। সারা দিন একটা পাথরের ওপর ঝুঁকে পড়ে কাটায়, লিথোগ্রাফিক চকের অনন্ত সম্ভাবনা আর তার ব্যবহার শেখে। কিছুদিনের মধ্যেই ও ষ্টুডিয়োতে বাক্স ভর্তি কোয়ন্যাক আনায়; দেখে যে পেয়ার কোতেইও স্যাঁতসেঁতে ভাবটা কাটানোর জন্যে মাঝে মাঝে দু'এক গ্লাস পান করতে গররাজী নন।

আশ্চর্য, অঁরির কাছে ঘুরতে ঘুরতে বৃদ্ধ মাঝে মাঝে বলে ওঠেন, মনে হয় লিথোগ্রাফির প্রতি আপনার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। সত্যি কি আপনি এটা আগে কখনো শেখেন নি?

কিছুদিনের মধ্যেই অঁরি গতানুগতিক রাস্তা ছেড়ে নতুন নতুন পরীক্ষা করতে আরম্ভ করে। পেয়ার কোতেই বিস্ময় আর আতঙ্ক মিশ্রিত এক অনুভূতিতে তাকে লক্ষ্য করেন।

না, না, না! এভাবে আপনি করতে পারেন না।

কেন?

কেননা এরকমভাবে এর আগে কখনো করা হয় নি। কোন লিথোগ্রাফার কখনো এমন কাজ করে নি।

একদিন সকালে অঁরি একটা টুথব্রাশ নিয়ে আসে, সেটা লিথোগ্রাফির কালিতে ডুবিয়ে, তার কুঁচিগুলোর ওপর আঙুলের ডগা বোলায়; অজস্র ছোট ছোট ফুটকিতে পাথরটা ভরে ওঠে।

ভগবান, এ আপনি কি করছেন? পেয়ার কোতেই আর্তনাদ করে ওর টেবিলের কাছে ছুটে আসেন।

নতুন একরকমভাবে ফুটকি বসাবার চেষ্টা করছি।

টুথব্রাশ দিয়ে! না, না, না! এ অসম্ভব। কোন লিথোগ্রাফার টুথব্রাশ দিয়ে কালি ছিটোয় নি। এ হয় না।

অঁরি তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসে।

হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। দেখবেন নাকি একটু?

তাই তো, হচ্ছেই তো বটে। তিনি আশ্চর্য্য হয়ে বলে ওঠেন। আচ্ছা, এ কথাটা আগে কেউ ভাবেনি কেন? আপনি জাত লিথোগ্রাফার, মঁসিও তুলুস।

অক্টোবর মাসের এক বিকেলে, অঁরি একটা পাথরে কালি ছিটোচ্ছে, উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে মরিস ঘরটায় এসে ঢোকে।

কি হয়েছে আন্দাজ করতো? দোরগোড়া থেকে সে চেঁচিয়ে উঠে। তেও ভান গখের একটা স্ট্রোক হয়েছে, তাকে হল্যাণ্ড নিয়ে যাওয়া হয়েছে! মঁসিও বুসো চান যে আমি তাঁর গ্যালারিটার সম্পূর্ণ ভার নি।

এর পর থেকে অঁরির সংগে মরিসের প্রত্যেক দিন দেখা হয়, কোন কোনদিন দিনে দু'বার। রাত্তিরে ষ্টুডিয়ো থেকে ফেরবার পথে ও গ্যালারি হয়ে যায়, দেখে সে হাত গুটিয়ে পাঁজা পাঁজা ছবির ষ্টক মেলাচ্ছে, হিসেব রাখছে। তেওর অসুখের জন্যে কোম্পানীর যে বেবন্দোবস্ত সেসব ঠিক করছে। ওরা একসংগে ডিনার খায়, প্রাণের কথা বলাবলি করে, একে অন্যের সংগ থেকে শক্তি আর আনন্দ আহরণ করে।

'ষ্টুডিয়ো'তে অবিশ্বাস্যগতিতে কাজ চলে।

পেয়ার কোতেই আস্তে চলার পক্ষপাতী, কিন্তু অঁরি বলে, আমায় তাড়াতাড়ি করতে হবে। জিদলার মরীয়া হয়ে উঠেছে।

এর ভেতর ও একজন খাঁটি লিথোগ্রাফার হয়ে উঠেছে; ওর আঙ্গুলে কালির দাগ, ওর গালে খড়ির ছোপ। এর মধ্যে পাথরে আঁকার কারিকুরি ও রপ্ত করে নিয়েছে, শেডিং আর ষ্টিপলিং-এর রহস্যে ডুব দিয়েছে, এখন ও ক্রোমোলিথোগ্রাফির জটিলতার মধ্যে অবগাহন করছে।

পেয়ার কোতেই এখনো তাঁর ছাপাখানার কাজ ছেড়ে ওর পেছনে এসে দাঁড়ান, তাঁর ছাগলদাড়ি টানতে টানতে বলেন না, না, না! কিন্তু ওদের সম্বন্ধে একটা সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন ঘটেছে। তিনি অবাক্ বিস্ময়ে তাঁর ছাত্রের অগ্রগতি লক্ষ্য করেন; দেখেন ওর অদ্ভুত ড্রাফটস্‌ম্যানশিপ, ওর হাতের নিশ্চয় নিপুণতা যার সামনে সব সমস্যাই সরল হয়ে যায়। তিনি একটু অস্বস্তি বোধ করেন। এই পাঁড় মদখোর, বেঁটে পঙ্গু যুবক সত্যিই অদ্ভুত। এদেরই কি প্রতিভাবান্ বলে?

বড়দিনের পরেই, অঁরি পেয়ার কোতেইকে জানায় যে ও কদিন অনুপস্থিত থাকবে।

এবার মনে হচ্ছে, আমি পোষ্টারটা সুরু করার জন্যে প্রস্তুত।

পরের সপ্তাহটা ও ওর ষ্টুডিয়োতে লা গুলু আর ভ্যালতাঁর সংগে কাটায়। একদিনও বাইরে বেরোয় না, ওর এই দুজন মডেল ছাড়া কারো সংগে দেখা করেনা, ঘুমোনো প্রায় ছেড়ে দেয়। ও বাড়ীতে খায়, মাদাম লুবে যা এনে দেন তাই অন্যমনস্কভাবে চিবোয়। বেশীর ভাগ সময়ই খেতে ভুলে যায়।

দিনরাত ও ওর ড্রয়িং টেবিলে বসে থাকে, সৃষ্টির উন্মাদনায় অস্থির, শুধু মাঝে মাঝে সিগারেট ধরায় কিংবা খালি গেলাসটা আবার কোয়ন্ত্রাকে ভর্তি করে। মেঝেটা সিগারেটের গোড়া, আর পোষ্টারটার খসড়ায় ভর্তি হয়ে ওঠে, প্রত্যেকটা আগেরটার চেয়ে আরো সরল, আরো স্পষ্ট, আরো জোরালো, যতক্ষণ না রেখা-বিন্যাস ওর মনের মত হয়।

ষ্টুডিয়োয় ফিরে ও পেয়ার কোতেইর হাতে অরিজিনাল জলরঙা ছবিটা দেয়। বৃদ্ধ লিথোগ্রাফার এক নজর ছবিটার দিকে তাকান—ভ্যালতঁ্যার প্রেতের মত সিল্যুট আর লা গুলুর অন্তর্বাসের প্রাচুর্য লক্ষ্য করেন—অনুভব করেন তাঁর দাড়ি শক্ত হয়ে উঠছে, আর মাথার অবশিষ্ট ক'গাছি চুল খাড়া হয়ে উঠেছে।

এ আপনি ছাপতে পারেন না!

কেন?

প্রথমতঃ, এ পর্যন্ত লিথোগ্রাফিতে এ ধরণের রং হয়নি……

সে আমরা তৈরী করে নোবো……

দ্বিতীয়তঃ, এ পোষ্টার রাস্তায় বেরোলে সবাইকে জেলে যেতে হবে। এটা আঁকার জন্যে আপনাকে, সাহায্য করার জন্য আমাকে, এটা প্রদর্শন করার জন্য জিদলারকে আর এটা ছাপানোর জন্যে শার্লে লেভীকে।

বেশ তো। আসুন, কাজ সুরু করা যাক।

প্রথমে আসে জটিল অরিজিনালটির প্রত্যেকটি ধাপ উলটো করে আঁকার অসম্ভব রকম শক্ত প্রক্রিয়া। তারপরে নানা রকম দানার চক দিয়ে তাতে শেড্ দেয়া, কালি ছিটোনো, যেসব অংশ কালো হবে সেগুলো লিথোগ্রাফির কালি দিয়ে ভরাট করা। বেশ কয়েকদিন অনিশ্চয়তা আর সর্বনাশের সম্ভাবনায় ভর্তি একটা আবহাওয়ায় অক্লান্ত পরিশ্রম করা হয়।

অবশেষে পাথরগুলো এচিং-এর জন্যে তৈরী হয়। এটা পেয়ার কোতেইর কাজ। তিনি এটা অনেক কায়দা দেখিয়ে করেন। নিঃশ্বেস বন্ধ করেন, দাড়ি ধরে টানেন, স্বর্গ থেকে লিথোগ্রাফির আবিষ্কারক আলোয়া সেনেভেলডারের সাহায্য প্রার্থনা করেন।

একটা ভুল চাল চাললেই সব নষ্ট! তিনি টুপি খুলে মাথা চুলকোন। সন্তর্পণে একটা গাম অ্যারাবিক সলিউশনের মধ্যে কয়েক ফোঁটা নাইট্রিক অ্যাসিড পড়তে দেন। যথেষ্ট অ্যাসিড না হলে সলিউশনটা ধরবে না। বেশী হয়ে গেলে সূক্ষ্ম লাইনগুলো ভেঙ্গে যাবে। এতেও অবশ্য আমার মনে হয় দু' তিনটে পাথর ফিরে করতে হবে···

এচিং ভাল ভাবেই চলে, ট্রায়াল প্রুফ ছাপা আরম্ভ হয়। পেয়ার কোতেই যেন পাগল হয়ে যান।

ফিকে সবুজ কোন কালি নেই মঁসিও···আর এটা কি রকম সবুজ? দেখাচ্ছে সবুজ, কিন্তু সবুজ নয়তো। এটা নীল, হলদে, গোলাপী, পাঁশুটে—সব কিছু, কিন্তু সবুজ নয়। কি করে আমি এ ধরণের রং ছাপবো বলুন তো?

কালিগুলো মেশানো যাকনা, এই যে, আমাকে দিন······

অবশেষে, একদিন সন্ধেবেলায় অঁরি খোঁড়াতে খোঁড়াতে মূলঁ্যা রুজে ঢোকে, হাঁপাতে হাঁপাতে বারের দিকে এগোয়।

বঁজোয়া, মঁসিও তুলুস, ওকে দেখেই সান্না চেঁচিয়ে ওঠে। বহুদিন আপনাকে দেখিনি। আরে, আপনার মুখে কি হয়েছে? আপনার গালে যে রামধনুর রং লেগে রয়েছে।

ও তার সামনে দাঁড়ায়, হাঁপাতে হাপাতে বারের কিনারটা আঁকড়ে ধরে।

একটা কোয়ন্যাক সারা, হাঁপাতে হাঁপাতে বলে।

সে একটা লম্বা ডাঁটি গেলাস ভর্তি করে ঝুঁকে পড়ে ওকে দেয়।

দেখুন, একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছেন···আবার! অত তাড়াতাড়ি খেতে বারণ করেছি না? ওতে পাকস্থলী পুড়ে যায়।

ও লাঠিতে ভর দিয়ে একটা টুলে উঠে বসে।

জিদলারকে বোলো যে ও এখন লেভীকে পেয়ার কোতেইর ওখান থেকে পাথরগুলো আনতে পাঠাতে পারে। পোষ্টারটা ছাপতে আরম্ভ করবার জন্যে সব তৈরী।

বড় বড় শান্ত চোখ দুটো তুলে সে ওর দিকে তাকায়।

আমি জানতুম, একদিন না একদিন, আপনি এটা করবেনই, মঁসিও তুলুস। আমি জানতুম, আপনি আপনার কথা রাখবেন।

এদিকে অঁরির পোষ্টার ছাপা হয়, ওদিকে স্বাধীন আর্টিষ্টদের সোসাইটি তাদের বসন্তকালের সালোঁর যোগাড়যন্তর করে। ফেব্রুয়ারীর এক বিকেলে 'পারী-নগরীর প্যাভিলিয়ন'-এর একটা ঘরে একটা টুলের ওপর বসে অঁরি সোরাতকে সাহায্য করছিল। সোরাত আগামী সালোঁর জন্যে ভিনসেণ্টের ছবি টাঙাচ্ছিল। সাহায্য করা মানে, অঁরি হাঁটুর ওপর একটা ক্যাটালগ খুলে নম্বরগুলো পড়ছিল আর জোয়ান পয়েন্টিলিষ্টটি ফ্রেমের পেছনে স্ক্রু লাগানো ইত্যাদি প্রায় সব কাজই করছিল।

এটা কত নম্বর? সোরাত জিজ্ঞাসা করে, তার মুখভর্তি পেরেক।

আটাশ। 'সাইপ্রেস গাছ।' আর একটু বাঁয়ে। জর্জে।

সোরাত ছবিটা সোজা করে। ঠিক আছে?

অঁরি ওর মোটা লেন্সের মধ্যে দিয়ে তাকায়। নিখুঁত। এদিকে এসে দেখ।

সোরাত অঁরির কাছে এসে পাইপ ধরায়, হাঁপ ছেড়ে মেঝের ওপর বসে পড়ে।

কিছুক্ষণ ওরা ভিনসেণ্টের ছবিগুলো দেখে।

সোরাত মাথা নেড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মাইরি বলছি। ও যে কি করে এগুলো করেছিল আমার মাথায় ঢোকে না। অপ্‌টিক্‌স্‌-এর দিক দিয়ে দেখতে গেলে সব ভুল, অথচ জিনিষটা জ্বলজ্বল করছে।

সবুজ আগুনের শিখার মত দেখতে, তাই না! ভিনসেণ্টের উচ্ছসিত সাইপ্রেসগুলো দেখতে দেখতে অঁরি বলে ওঠে।

ভাবতে পারো এ ধরণের একটা জিনিষ করতে ওর মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় লাগতো! জান, ওভ্যারে যে আট হপ্তা ও ছিল, তাতে ও প্রায় পঞ্চাশটা ছবি এঁকেছিল। আর ও কিনা বলেছিল পয়েন্টিলিষ্ট হবে! বেচারা ভিনসেণ্ট!

আট হপ্তায় পঞ্চাশটা ছবি! অবিশ্বাসের সুরে সোরাত কথাটা

বলে, হঠাৎ ভয়ানকভাবে কাশতে সুরু করে। তার মুখ টকটকে লাল হয়ে ওঠে, কাশির দমকে কিছুক্ষণের জন্যে যেন তার দম বন্ধ হয়ে যায়।

কাশিটা আমার ভাল ঠেকছে না, বুড়ো। তার দিকে তাকিয়ে অঁরি বলে। চারধারে খুব অসুখ-বিসুখ হচ্ছে।

নিশ্চয় কাল রাতে ষ্টুডিয়োতে আমার ঠাণ্ডা লেগে গেছে। ষ্টোভটা নিবে গেছিল আর আমি আর কষ্ট করে ওটা জ্বালাই নি।

সে গলা খাঁকারি দেয়, রুমাল দিয়ে মুখটা পোঁছে। শুনেছো, গোগ্যাঁ পরের মাসে তাহিতি চলে যাচ্ছে?

যাচ্ছে নাকি? অঁরি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলে। এতদিনে! ও তো ওর নারকোল গাছ আর উলংগ মেয়েদের কথা আজ দশ বছর হোলো বলছে। দেখবে, ও ফিরে আসবে। যেমন ক'বছর আগে মার্তিনিক থেকে ফিরে এসেছিল, মনে আছে? ও সারাজীবন সেখানে থাকতে গিয়েছিল কিন্তু গিয়ে দেখল যে গ্রীষ্মকালে জায়গাটা একটু গরম হয়ে ওঠে। পানামা খালে শ্রমিকের কাজও ওর ভাল লাগে নি।

ওকে একটা বিদায়-ভোজ দেওয়া হচ্ছে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ষ্টেশনে একটা ব্যাণ্ডপার্টিও নিশ্চয় থাকবে। লোকটা কোন জিনিষ সহজভাবে করতে পারে না।

সোরাত ওর দিকে আড়চোখে তাকায়।

তুমি ওকে খুব পছন্দ কর বলে মনে হচ্ছে না? সে হাসে।

ভিনসেণ্টের সংগে আর্লেতে ও যা ব্যবহার করেছে তা আমি কোনদিন ভুলব না। ভাব, ভিনসেণ্টকে বলেছে ওকে 'গুরুদেব' বলে ডাকতে! তাছাড়া আমি ওর হাত পা নাড়া, ফুলকাটা জামা আর কাঠের জুতো পছন্দ করি না। লোকটার প্রতিভা আছে কিন্তু ভিনসেণ্টের ধারে কাছেও ঘেষতে পারে না। ওর 'জেকবের সংগে দেবদূতের লড়াই' দেখেছো? মনে হয় যেন দেবদূত জেকবের নাড়ী দেখছে। আর ওর 'হলদে ক্রাইষ্ট'? কেন জানি না ওর এসব ধর্মের ছবি আমার খাঁটি বলে মনে হয় না। আসলে আমি ব্যবসাদার লোকেদের হঠাৎ আদিম হয়ে যাওয়া বিশ্বাস করি না। রুশোকে আমার একঘেয়ে আর বোকা লাগতে

পারে, কিন্তু আমার মনে হয় লোকটা খাঁটি। আর তার কতকগুলো জংগলের ছবি সত্যিই ভাল। দেখেছ নাকি? চল না, একদিন ওর ষ্টুডিয়োতে যাই। সত্যি দেখবার মত ছবি। কিন্তু গোগ্যাঁ—জানি না। আমার সব সময় মনে হয় লোকটা চমক লাগাবার চেষ্টা করছে, দেখাতে চাইছে ও কত চালাক। ওর সরলতা ধার করা। অন্ততঃ, আমার তাই মনে হয়। আর কিছু যদি আমি ঘেন্না করি সেটা হচ্ছে সরলতার ভাণ।

হয়তো ও এখনও নিজেকে খুঁজে পায় নি, সোরাত্ত বলে।

হয়তো, অঁরি কাঁধ ঝাঁকায়। হয়তো তাহিতিতে ও নিজেকে খুঁজে পাবে। যাই হোক, কাজে ফিরে আসা যাক···উনত্রিশ নম্বর 'সূর্যমুখী'।

উঠতে গিয়ে সোরাত আর একটা কাশির দমকে বেঁকে যায়। এটা আগেরটার চেয়েও তীব্র।

গলাটায় অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছে। অনেকক্ষণ পরে ও কথা বলতে পারে। জানি না, কী ব্যাপার। এরকম আমার আগে কখনো হয় নি।

তুমি বরং বাড়ী যাও। ছবি টাঙ্গানো না হয় কাল শেষ করব। চল আমি তোমাকে নাবিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। রাত হয়ে গেছে আর জানই তো তোমার মা কী রকম ভাবেন।

পরের দিন সোরাত প্যাভিলিয়নে আসে না। অঁরি বুলভার মাজঁতায় গিয়ে শোনে ওর বন্ধুর খুব জ্বর।

ও এখন ঘুমোচ্ছে, মাদাম সোরাত্ত ফিসফিস করে বলেন। অনেকক্ষণ পরে এই প্রথম ঘুমোলো। ডাক্তারেরা অবশ্য বলেছেন যে কয়েক দিনেই ও ভাল হয়ে উঠবে।

১০ই মার্চ, স্বাধীন আর্টিষ্টদের সালোঁর উদ্বোধন হয়, প্যাভিলিয়নের বড় বড় ঘরগুলো লোকেদের ভিড়ে আর হাসিতে গম্‌গম্‌ করতে থাকে।

অঁরি রুশো একটা ফ্রককোট পরে নিজের ছবিগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে যে সেগুলোর দিকে তাকাচ্ছিল তার সংগেই কথা বলবার চেষ্টা করছিল। অনুমতি করুন, আমার পরিচয় দি, সে কোমর পর্যন্ত ঝুঁকে একটা নমস্কার করে। অঁরি রুশো, ভূতপূর্ব সার্জেন্ট এবং কাষ্টমস্‌ অফিসার। আমিই এসব অপূর্ব ছবির স্রষ্টা। এই গাছটা দেখুন। এর একটা দারুণ

শৈল্পিক মহিমা আছে। আপনার কি মনে হয়? এটাকে স্পঞ্জের মতও দেখায়। পঁচিশ ফ্রাঁ দিলে আপনি এটা পেতে পারেন! আরো নীচু গলায়। বাইশ দিন! ··কুড়ি!···সত্যি সস্তা। না? আঠারো? না?

ভিনসেণ্টের ছবি প্রায় কেউ দেখেই না, তবে সোরাতের ছবির সামনে হাসতে হাসতে লোকে ভীড় করে। উজ্জল সমুদ্র আর শান্ত প্রান্তরের এ সব ধোঁয়াটে ছবিগুলো তাদের বিচারে প্রদর্শনীর সবচেয়ে হাস্যাস্পদ ছবি বলে ধার্য করা হয়।

কিন্তু ছবিগুলোর স্রষ্টা এসব ঠাট্টা বিদ্রূপের হাত থেকে বেঁচে যায়। দরদর করে সর্বাংগ দিয়ে ঘাম গড়াচ্ছে, দমবন্ধ হয়ে মুখ লাল হয়ে উঠেছে। সে তখন বাতাসের জন্যে খাবি খাচ্ছে আর বাঁচবার জন্যে যুঝছে।

প্রত্যেকদিন অঁরি বুলভার মার্জেঁতায় যায়। মাদাম সোরাতের কাছে খবর নিতে নিতে ও মুমূর্ষুর কাশির শব্দ শুনতে পায়। একদিন সকালে তিনি দরজা খুলে দেন, ঝাপসা চোখে অঁরির দিকে তাকিয়ে থাকেন, কথা বলতে পারেন না। তারপর হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। শেষ পর্যন্ত, কান্নায় ভেজা গালের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে ভাঙ্গা গলায় বলেন, আপনি এখন ওকে দেখতে যেতে পারেন। একঘণ্টা আগে ও মারা গেছে।

ভিনসেণ্টের আত্মহত্যার ঠিক পরেই সোরাতের মৃত্যু অঁরির মনে গভীর ভাবে নাড়া দেয়। দুজনেই যৌবন পেরোয় নি, দুজনেই তাদের প্রতিভার শিখরে উঠেছিল—আর দুজনেই এখন মৃত।

সমাধি অনুষ্ঠানের কয়েকদিন পরে অঁরি ওর ষ্টুডিয়োয় ইজেলের সামনে বসে মাদাম লুবের বকবকানি শুনছে, জিদলার ঝড়ের মত ষ্টুডিয়োয় এসে ঢোকে, উত্তেজনায় সে কাঁপছে।

এখুনি লেভীর ওখান থেকে আসছি। আপনার পোষ্টার ছাপা হয়ে গেছে। আজ রাত্তিরেই সারা পারীতে ওগুলো মারা হবে। কাল সকালে রাস্তায় বেরোলেই ওগুলো চোখে পড়বে।

ষোল

দেখেছ নাকি ?

দেখেছ নাকি ?

দেখেছ নাকি ?

সকালে কথাগুলো ফিস্‌ফিস করে বলা হচ্ছিল। সন্ধের ভেতর ওটা হয়ে ওঠে একটা সমবেত কোলাহল।

কী ? কী দেখেছি ?

কী আবার ! পোষ্টারটা ! ওই যে মেয়েটা কাঁকা নাচছে···

ন্যক্কারজনক !

উঁচু দরের শিল্পকর্ম !

নোংরামি !

অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য, অদম্য, একটা উন্মাদনায় সারা পারী মেতে ওঠে ! ওটা সব জায়গায়, ওটা এড়িয়ে পথ চলা যায় না, ওটা ভুলে থাকা যায় না। প্রত্যেকটা দেয়াল, ল্যাম্পপোষ্ট, আর পার্কের রেলিং থেকে ওটা যেন মাথা তুলে দাঁড়ায়। দলে দলে লোক এসে ওর সামনে ভীড় করে, দু' চারটে রসের কথার আদান-প্রদান চলে, গাড়ীঘোড়া চলার রাস্তায় বাধার সৃষ্টি হয়। পুলিশে অনুনয় করে, হুমকি দেয়, ফাঁকা হাওয়ায় বেটন চালায়। আরে গেলো যা, কখনও একটা মেয়ে নাচিয়েকে কোমর দোলাতে দেখনি নাকি ? চল, চল, রাস্তা ছাড় ! দয়া করে রাস্তাটা ছেড়ে দাঁড়াও !

লোকে ঘাড় উঁচু করে, চোখ ছোট করে, আর্টিষ্টের সইটা পড়বার চেষ্টা করে। ওইতো, বাঁহাতি কোণায় রয়েছে—লোত্রেক।

লোত্রেক !

লোত্রেক !

লোত্রেক !

কাফের চত্বরে, অফিসে, ক্লাবে, সেলুনে, দর্জির দোকানে, শাঁজে-লিজের ফ্যাশনেবল ডাইনিংরুমে, সস্তা হোটেলে, যেখানে গাড়োয়ানরা গাড়ীর ওপর এক চোখ রেখে স্যুপ গেলে, সর্বত্র নামটা লোকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে।

সব খবরের কাগজেই ওটার কথা। কেউ লিখেছে পোষ্টারটা একটা শয়তানি সৃষ্টি, দাবী জানিয়েছে ওটা এখুনি রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলার। অন্যরা বলেছে যে এই প্রথম পোষ্টার যেটাকে একটা শিল্পকর্ম বলা যায়। শহরের হর্তাকর্তা নীতিবাগিশেরা সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন যে পারিসিয়ান তরুণীদের পবিত্রতা নষ্ট হচ্ছে, ভদ্রমহিলারা আর চোখ খুলে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে পারবেন না।

আবার একদল আর্টিষ্ট আর সমালোচক নিজের থেকেই পোষ্টারটার সমর্থনে দাঁড়ালেন। "একটা অত্যন্ত সুনীতিমূলক শিল্পকর্ম···শতাব্দীর শেষে নীতির ভণ্ডামির বিরুদ্ধে একটা সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপ·· মুমূর্ষু সভ্যতার রেখাঙ্কিত শোকগাথা···" "এই পোষ্টারের সংগে সংগে লিথোগ্রাফি নিজেকে বোতলের আর চুরুটের বাক্সের লেবেলের কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সত্যিকারের শিল্পকর্ম হয়ে উঠেছে। মঁসিও দ্য তুলুস্ লোত্রেক শিল্পকে পথে নামিয়ে এনেছেন!"

সবচেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে যায় অঁরি নিজে। ও যেন একটা খাদের মধ্যে একটা ছোট নুড়ি ছুঁড়ে ছিল। আর তার ফলে একটা বিরাট হিমপ্রপাতের সৃষ্টি হয়েছে।

· বুঝতে পারছি না এত হৈ-চৈ কি নিয়ে; ও একদিন মরিসকে বলে।

তোমাকে স্বীকার করতেই হবে যে তোমার পোষ্টারটা একটু শকিং।

খেলো যা, পোষ্টারমাত্রেরই তাই হওয়া উচিত। আমি শুধু জিদলারকে মুল্যাতে লোক আনতে সাহায্য করতে চেয়েছিলুম। একটা বিপ্লব সুরু করতে চাই নি!

নাও, ডিনার খাও, অত উত্তেজিত হয়ে উঠো না। তোমার মা ওটা সম্বন্ধে কি বলেন?

জানি না। তিনি আমার কাছে ওটার কথাও তোলেন নি।

বলতে পারি না, তিনি ওটা দেখেছেন কিনা। মাঝ থেকে, এ শালার পোষ্টার আমাকে নাইতে খেতে দিচ্ছে না।

কি রকম ?

কাজ করা মাথায় উঠেছে। জানি না কোত্থেকে লোকে আমার ঠিকানা পায়, কিন্তু তারা দলে দলে আমার ষ্টুডিয়োয় আসতে সুরু করেছে। সবাইকে একটা করে পোষ্টার এঁকে দিতে হবে—কর্সেট, সেণ্ট আর ক্রীমের প্রস্তুতকর্তা, থিয়েটারের ম্যানেজার, অ্যাক্ট্রেস, ভগবান জানেন আরও কত সব লোক।

তুমি তাদের কি বল।

জাহান্নমে যেতে বলি। প্রত্যেক দিন সকালে মাদাম লুবে আমাকে এক তাড়া নেমন্তন্নর চিঠি দিয়ে যান সেগুলো এসেছে এমন সব লোকের কাছ থেকে যাদের নামও আমি শুনি নি।

সেগুলো দিয়ে কি কর ?

ষ্টোভ ধরাবার জন্যে তাঁকে ফেরং দি। আর কি করবে বল ?

কয়েকটা খুললে মন্দ হোতো না। দু একটা ভাল জায়গায় গিয়ে এ সব উড়নচণ্ডেদের বদলে কিছু ভদ্রলোকের সংগে মিশতে। হ্যাঁ, ভাল কথা, তুমি কি বাকী জীবনটা মোঁমার্ত্রেই কাটাবে ঠিক করেছ ?

নিশ্চয়।

রাতের পর রাত ওই মুলঁ্যাতে যেতে তোমার ক্লান্তি বোধ হয় না ? মোঁমার্ত্রের কয়েকটা ব্যর্থ ভবঘুরের সংগে না মিশে শিক্ষিত, ভদ্র, কৃষ্টি-সম্পন্ন, কিছু লোকের সংগে মেশ না কেন ? আমি তোমায় নাটান-সনদের সংগে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি। মাদাম নাটানসন পারীর সবচেয়ে সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী মহিলাদের একজন। তিনি আমাকে বলছিলেন তোমাকে নিয়ে আসতে…

আমি কোথাও যেতে চাই না। আমি মুলঁ্যাতেই খুব সুখে আছি। সবাই আমাকে চেনে, আমার সংগে ভাল ব্যবহার করে। হ্যাঁ, ভাল কথা, নতুন একটা নাচের মেয়ে এসেছে, তার সংগে তোমার আলাপ করিয়ে দোবো—নাম জেন আভ্রিল…

বেশ কয়েক বছর ধরে অঁরির আর ওর বাবার সম্পর্ক খুব মধুর ছিল না। মা'র অনুরোধে কচিৎ-কদাচিৎ বাবার সংগে দেখা করতে গেলেও সারাক্ষণ দুজনেই আড়ষ্ট হয়ে নিজেদের অস্বস্তি ঢাকবার চেষ্টা করত।

পোষ্টারটা বেরোবার পর বেশীদিন যায় নি, একদিন সকালে ওর বাবা ঝড়ের মত ওর ষ্টুডিয়োয় এসে ঢোকেন।

কী করে তুমি সাহস কর? কাউণ্ট রাগে গন্‌গন্‌ করেন। কী করে তুমি ঐ ন্যক্কারজনক নাচঘরের পোষ্টারটায় নিজের নাম সই করতে সাহস কর? তুমি পংগু না হলে, এর জন্যে তোমাকে আমি চাবকাতুম।

অঁরির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। ও ওর বাবার রাগের কথা শুনেছে, সত্যিই ভীষণ তাঁর রাগ। তিনি হাতে যে সোনাবাঁধানো ছড়িটা নাচাচ্ছিলেন তার ভয়ে ও কয়েক সেকেণ্ড কুঁকড়ে থাকে। তার পরেই, হঠাৎ, ওর ভয় রাগে পরিণত হয়। রাগে ওর দম বন্ধ হয়ে ওঠে, ওর মাথায় খুন চাপে; এই সৌখীন নাগরিকটি যিনি ওকে চাব্‌কাবেন বলছেন তাঁর টুঁটি টিপে ধরতে ইচ্ছে করে। সেণ্ট জোসেফের দাড়ির দিব্যি, ও-ও একজন তুলুস-লোত্রেক, পংগু হতে পারে, কিন্তু কেউ ওকে ও ধরণের কথা বলে পার পেয়ে যাবে না।

ও মুখ তুলে তাকায়।

আমার মনে হয় না যে আমাদের এই দেখা হওয়াতে কোন উপকার হচ্ছে। ঠাণ্ডা বরফের মত গলায় ও বলতে সুরু করে। পুরু লেন্সের পেছনে ওর চোখদুটো শান্ত, সেখানে একটুও ভয়ের ছায়া নেই। আমি দুঃখিত যে আমার কাজ তোমার পছন্দ হয় নি। দুঃখিত যে তোমার সংগে ঘোড়ায় চড়ে শাঁজেলিজেতে বেড়াতে যেতে পারি না। আমি জানি আমার পংগুত্ব তোমার পক্ষে কতখানি কষ্টকর। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে আমার পক্ষেও ওটা সমানই কষ্টকর। আমি স্বেচ্ছায় এ পৃথিবীতে আসি নি আর আমি যে তোমার একমাত্র পুত্র এবং শেষ বংশধর সে জন্যেও আমি দুঃখিত। আমি জানি যে তুমি আমার কাজ অনুমোদন কর না, তোমার কাজ আমি অনুমোদন করি সে কথাও আমি

জোর করে বলতে পারি না। আমি তোমাকে ভয় করি না, বাবা। এককালে আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করতুম, কিন্তু এখন আর করি না। মা আর আমি তোমার ভালবাসা আর তোমার সংগ চেয়েছিলুম। আমাদের পক্ষে সেটা ছিল অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু তুমি আমাদের দুজনকেই হতাশ করেছ। কাজেই, কিছু না মনে কর তো এ দৃশ্যের এখানেই শেষ হোক। ভবিষ্যতে আমরা যেন একে অন্যের পথে না আসি। আর আমার কাজের কথা বলছিলে? ওটা আমি যে ভাবে খুশী সই করব, কেননা কাজটা আমার আর নামটাও আমার, এমনকি তুমিও সেটা বদলাতে পারবে না।

কাজ! কাউণ্ট বিদ্রূপ করে ওঠেন। এগুলোকে কাজ বল? তিনি দেয়ালে টাঙ্গানো ছবিগুলোর দিকে দেখান। অশ্লীল যত রাবিশ্! বেশ্যাবাড়ি আর নাচঘরে সময় কাটানো আর মদ খাওয়ার একটা ছুতো।

হ্যাঁ, একেই আমি কাজ বলি। আঁরি কথাগুলো ছুঁড়ে মারে। কিন্তু তুমি কি করে জানবে? তুমি কি করে বুঝবে কোনটা কাজ আর কোনটা কাজ নয়। তুমি তো কখনো কাজ কর নি। আমাদের শ্রেণীর কেউ কখনো করে নি। কাজ হচ্ছে ছোটলোকদের জন্যে, বুর্জোয়াদের জন্যে। আমরা হচ্ছি গ্রঁ সিনোরস্, লর্ডস্ অফ দি সোর্ড! আমরা কাজের ওপরে। এখনও লোকের কাছে আমারা সম্মান চাই, যদিও তার বদলে তাদের আমরা কিছুই দিতে পারি না। আমরা এতই মহান্, এমনই নীলরক্ত বইছে আমাদের শিরায়, যে আমরা অকেজো হয়ে উঠেছি। অসহায় জন্তুদের মারা কিংবা ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আমাদের করবার কিছু নেই। ভাগ্য খুব ভাল হলে হয়তো আমরা কোন যুদ্ধক্ষেত্রে সাহস দেখিয়ে মরতে পারব। আমাদের নামের গৌরবে আমরা এমনই আচ্ছন্ন যেন জন্মানোটাই একটা খুব বড়দরের কৃতিত্ব।

সত্যি কথা বলতে কি ভার্সাই আর মারি আঁতোয়ানেতের সংগে সংগে আমাদের জগৎও বিদায় নিয়েছে; হয়তো আমাদেরও সেই সংগে বিদায় নেওয়া উচিত ছিল। এখন আমরা একটা পুরোণো যুগের ফসিল হয়ে পড়ে আছি, প্রায় ডাইনোসোরদের মতই দুষ্প্রাপ্য, প্রায়

তাদের মতই আমাদের প্রয়োজন। তুমি বলছ যে আমি বেশ্যাদের সংগে মিশি। হ্যাঁ, মিশি। আর তারা আমার সঙ্গে মেশে বলে আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আর কোন শ্রেণীর মেয়েরা মিশতো? তুমি বলছ, আমি মদ খাই। হ্যাঁ, খাই! রোজ, আগের দিনের চেয়ে একটু বেশী করে। কেন? কেননা যখন মদ খাই তখন আমি আমার কুৎসিত চেহারা, আমার নিসংগতা, আর আমার পায়ের অবিরাম যন্ত্রণার কথা ভুলে যাই। আমার জায়গায় তোমার কিরকম লাগতো? আমার মত নিজেকে টেনে টেনে বেড়াতে হলে কিরকম লাগতো? নিশ্চয় তোমার এটা ভাল লাগতো না। হ্যাঁ, আমি মদ খাই। তুমিও খেতে, যদি তুমি আমার মত হতে। আমাদের সকলেরই পালানোর রাস্তা আছে—মা প্রার্থনা করে; তোমার বাজপাখী আর ঘোড়া আছে, আর আমার—আমার কোয়ন্যাক আছে। তুমি আমাকে কি করতে বল? সারাজীবন একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে কাটাবো? চেষ্টা করেছিলুম, পারি নি। তুমিও পারতে না।

ও থেমে ওর বাবার দিকে তাকায়।

কাউন্ট ওর সামনে মূর্ত্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর চোখের সে তীক্ষ্ণ চক্‌চকে ভাব আর নেই। তাঁকে খুব বুড়ো, খুব গর্বিত আর খুব একা দেখায়। এক মুহূর্ত্তের জন্যে যেন সিল্কের ফ্রককোটটা মিলিয়ে যায়, তার জায়গায় অঁরি দেখতে পায় সোনার শিরস্ত্রাণ, বর্ম, আর তুলুসের কাউন্ট চতুর্থ রেমণ্ডের সরু লম্বা ঢাল; তাঁর পাশে উড়ছে ক্রুশেডের পতাকা। সূর্য্যের আলোয় তরোয়াল আর বর্ম ঝলসায়, তূর্য্য-নিনাদের সংগে ঘোড়াদের হ্রেষাধ্বনি মিশে যায়···

এ দৃশ্যও মিলিয়ে যায়। আবার ওর বাবা হয়ে ওঠেন সাদা কোট আর অ্যাসকট টাই পরা পারিসিয়ান নাগরিক। এক মুহূর্ত্ত অঁরির এই ভ্রান্ত, ভগ্নহৃদয় ফিউডাল লর্ডকে খুব আপন মনে হয়। তাঁর সময়ের পাঁচ শতাব্দী পরে তিনি জন্মেছেন এমন এক জগতে যেখানে তাঁর কোন স্থান নেই, ওর ইচ্ছে হয় তাঁর হাত ধরে বলে যে ও তাঁকে বোঝে—তাঁর দুঃখ তাঁর গর্ব, তাঁর অতীতের ব্যর্থ উপাসনা—সব কিছু। ওর ইচ্ছে হয় বলে যে পংগু হলেও ও তাঁদেরই একজন; ও নিজেও একজন তুলুস লোত্রেক।

কিন্তু কি লাভ ? কিছুই তো আর বদলানো যাবে না···

অঁরি, এই শেষ। যেন অনেক দূর থেকে ওর বাবার গলা শোনা যায়। আমাদের আর পরস্পর দেখা হবে না। যা খুশী তাই কর, যে রকমভাবে খুশী বাঁচো, কিন্তু আমার কাছে কোনদিন সাহায্য চেও না, চাইলে পাবে না।

আগেও কখনো পাই নি; অঁরি তিক্তস্বরে বলে। ভবিষ্যতেও আশা করব না।

কাউন্ট টুপিতে হাত দেন যেন কোন অপরিচিত লোকের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন, তারপর শক্ত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

হঠাৎ অঁরির কেমন যেন ঠাণ্ডা লাগে; ও খোঁড়াতে খোঁড়াতে টেবিলের ধারে গিয়ে এক গ্লাস মদ ঢালে।

পোষ্টারটা বেরোনোর পর বেশ কয়েক মাস কেটে গেছে, তবু অঁরি মোঁমার্ত্রতেই থাকে।

এ হতচ্ছাড়া মুলঁ্যা তোমার এখনও ভাল লাগে ? মরিস বার বার জিজ্ঞাসা করে। রাতের পর রাত সেই এক জায়গা, এক ধরণের লোক, ডীলার আর সমালোচকদের নিয়ে সেই এক ধরণের কচকচি, তোমার একঘেয়ে লাগে না ? আজ তুমি হয়তো পারীর সবচেয়ে নামজাদা আর্টিষ্ট অথচ তুমি কিনা এসব ব্যর্থ বাউণ্ডুলেদের সংগেই সময় কাটাচ্ছ। একদল চালিয়াৎ তোষামুদে দিয়ে তুমি নিজেকে ঘিরে রাখ, যখন ইচ্ছে করলে তুমি পারীর সবচেয়ে রুচিশীল, কৃষ্টিসম্পন্ন আর বিখ্যাত লোকেদের সংগে মিশতে পারো !

একদল স্নব্, যারা শুধু আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকবে···

তোমার পা ! সব সময় তোমার পা ! তোমার ধারণা লোকে তোমার পা ছাড়া কিছু দেখে না। এখানেই তুমি ভুল কর। এ কথা তোমায় হাজারবার বলেছি। এই যেমন ধর না, নাটানসনদের কথা তো তুমি আমার কাছ থেকে শুনেছ ? ওদের মত লোক হয় না। কয়েকমাস ধরে মিসিয়া নাটানসন তার বাড়ীতে তোমাকে নিয়ে যেতে বলছে। ও

ভালো পিয়ানো বাজায় আর আর্ট সম্বন্ধে খুব আগ্রহ।

মেয়েদের আর্ট সম্বন্ধে আগ্রহ থাকে না, অঁরি বিতৃষ্ণার ভংগীতে বলে। সোসাইটির মেয়েদের তো থাকেই না। ওরা ছবি সংগ্রহ করে শুধু আর্টিষ্ট সংগ্রহ করার ছুতো হিসেবে। ওরা আর্ট বোঝে না। এটা ওদের একটা পোজ্। তাছাড়া মুল্যাঁই বা কি দোষ করল? ওটা আমার ভাল লাগে। আমি ওখানকার গণ্ডগোল, আলো, আওয়াজ সব কিছু পছন্দ করি। সারা আর কাঁকা নাচিয়ে মেয়েদের সংগে কথা বলতে আমার ভাল লাগে। জিদলার তো কৃতজ্ঞতায় এমনই অভিভূত যে আমার টেবিলে শ্যাম্পেন পাঠিয়ে দেয়, পয়সা পর্যন্ত দিতে দেয় না…

ওর জন্যে যা করেছ, তাতে ও ওটুকু করতে পারে।

ওঃ, আর জ্বালিও না! তুমি তোমার নাটানসনদের নিয়ে থাক, আমি আমার মুল্যাঁ নিয়ে থাকব।

অথচ এসব সজোর প্রতিবাদ সত্ত্বেও, অঁরির মোঁমার্ত্র খারাপ লাগতে সুরু করে। ও কাফেতে ঢোকবামাত্রই যে সব লোক ওর টেবিলে ভীড় করে আসতো, তাদের বেশীর ভাগ সম্বন্ধেই ওর মনে কোন ভ্রান্ত ধারণা ছিল না। কিন্তু ও তাদের লম্বাই-চওড়াই কথাবার্তা আর অবিরাম কাঁদুনি আর সহ্য করতে পারছিল না। কাঁকা নাচিয়ে মেয়েগুলোও যেন কেমন বদলে গেছে। লেলির সেই পুরোণো দিনগুলোর দুষ্টুমি আর তাদের নেই। তিন বছরেই মুল্যাঁ তাদের প্রায় পেশাদার রংগিণী করে তুলেছে। পোষ্টার তাকে খ্যাতির শিখরে তুলে দেবার পর থেকে লা গুলুর আর অহংকারে মাটিতে পা পড়ে না। কাঁকা নাচের সে রাণী, সে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে যে তার জন্যেই প্রত্যেক রাত্তিরে লোকে নাচঘরে ভীড় করে। তার ধৃষ্টতা সীমা ছাড়াতে শুরু করেছে। একবার তো কাঁকা নাচের সময়, সে প্রিন্স অব্ ওয়েলস্‌কে চেঁচিয়ে বলে বসে, "আরে ওয়েলস্, আজ শ্যাম্পেনটা তুমিই কিনছো তো?" অঁরির কাছে আর সে মোঁমার্ত্রের সাধারণ মানুষের আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি থাকে না। ছবির দিক থেকে ওর কাছে তার আকর্ষণ ফুরিয়ে যায়।

পরপর কয়েকটা নাটকীয় ঘটনার আঘাতে শেষ পর্যন্ত ও ওর স্পর্শ

কাতরতা কাটিয়ে যে এলাকা ও কোনদিন ছাড়বে না বলেছিল সে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়।

একদিন সন্ধেবেলায় কাঁকাঁ নাচতে নাচতে একটি মেয়ে নাচের মেঝেতেই মারা যায়। ও স্বীকার না করলেও ব্যাপারটা ওকে খুবই অভিভূত করে। কয়েকদিন পরে, ভালো মানুষ বার্থা কাঁদতে কাঁদতে ওর ষ্টুডিয়োয় এসে বলে যে একটা লোক ওদের একটা মেয়েকে খুন করেছে। পুলিশ 'ল্য পেরোকে' বন্ধ করে দিয়েছে। রু দ্যাবোয়াসএর আর একটা 'বাড়ীতে' একটা 'কাজ' জোটাতে ওর যে কদিন লাগে, সে কদিন ও অঁরির আস্তানাতেই থাকে। অন্য সব মেয়েরা সারা পারীতে ছড়িয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে অঁরির যৌন অভ্যাস বদলাতে হয়।

এ আঘাত কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই জেন আভ্রিল এসে ওকে জানায় যে সে ফোলি বার্জেরে চলে যাচ্ছে, একটা ছোট পার্ট নিয়ে।

এক মাস পরে শেষ আঘাত আসে।

সেদিন সন্ধেবেলায় হাত কচলাতে কচলাতে জিদলার ওর টেবিলে এসে বসে, তার মুখে সেই রোজকার মত না-জ্বালা চুরুট।

ব্যস্, হয়ে গেল! সইটই সব কিছু। এই মাত্তোর মুলঁ্যাটা বিক্রী করে দিয়ে এলুম, মঁসিও তুলুস। মনে আছে, আমি বলতুম যে আমি দশ লাখ করবই? করেছি দশলাখ! তবে, ভাববেন না যে আমি শুধু বসে বসে টাকা গুণবো, সে বান্দাই আমি নই! আর একটা জায়গা খুলব ঠিক করেছি। 'শাঁজেলিজে'তে। সেটার নাম দিয়েছি 'ল্য জার্দ্যাঁ দ্য পারী'। সারাকে সংগে করে নিয়ে যাচ্ছি।

সেই সুদূর সেপ্টেম্বর-বিকেল, যখন ওর মা ওকে স্কুলে যাবার কথা বলেছিলেন, তখনকার মত অঁরির মনে হয় ওর জগৎ ওর চারধারে ভেঙ্গে পড়ছে। সারা না থাকলে, জিদলার না থাকলে, মুলঁ্যা আর আগেকার মত থাকবে না। ও কি করবে? মুলঁ্যার বহু ছবি ও এঁকেছে। ওর যা বলবার ছিল প্রায় সবই বলেছে। এখন থেকে ও শুধু নিজেরই পুনরাবৃত্তি করবে। বোধ হয় মরিসই ঠিক বলেছিল। বোধহয় ওর বাইরে যাওয়া উচিত, অন্য লোকেদের সংগে মেশা উচিত...

সেদিন সন্ধেয় ও কাঁকা নাচ দেখে কিন্তু কোন স্কেচ্ করে না। শোয়ের পর বারে গিয়ে সারার কাছ থেকে বিদায় নেয়, তারপর ওর প্রিয় ওয়েটার গ্যাসতোঁর কাছ থেকে। বেরোবার সময় লবীতে ওর আঁকা সার্কাসের ছবিটার সামনে মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থাকে।

তারপর ও বেরিয়ে পড়ে।

ল্যাণ্ডোটা চলতে স্রুরু করে, ও জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে। অন্ধকারে লাল চকমকে পাখাগুলো ঘুরছে, ঠিক যেমন জিদলার কল্পনা করেছিল সেগুলো ঘুরবে। হঠাৎ ওর মনে হয় ওগুলো বুঝি ওরই জন্যে ঘুরছে, শুধু ওরই জন্যে, ঘুরে ঘুরে জানাচ্ছে ওদের জ্বলন্ত বিদায় সম্ভাষণ।

বিদায়, মুলঁ্যা! ও ফিস্‌ফিস্ করে কথাগুলো বলে, হাতটা একটু নাড়ে যেন কোন পুরোনো বন্ধুর কাছে বিদায় নিচ্ছে। বিদায় মুলঁ্যা।

আরও নীচু গলায়, ও যোগ করে, বিদায় মোঁমার্ত্র!





কতদিন—একটা বোকা লোকের চোখ খুলতে কতদিন লাগে? কতদিনে সে বুঝতে পারে যে সবটাই বানানো, সবটাই একটা নিষ্ঠুর প্রহসন?

প্রায় পাঁচ বছর, একটু হেসে ও কথাগুলো নিজের মনেই বলে। অন্ততঃ আমার তো তাই লেগেছে।

খানিকক্ষণ ও ফিটনের মৃদু দোলানির হাতে নিজেকে ছেড়ে দেয়। ওর চারধারে অ্যাভিনিউ দ্য ল'পেরা শেষ বিকেলের গাড়ীঘোড়ার আওয়াজে গম্‌গম্ করছে।

কোচোয়ান, ঝুঁকে পড়ে ও বলে, ওয়েবের-এ যেতে হবে না। জর্যাঁ গ্যালারিতে চল, ৯ নম্বর, রু ফরেষ্ট।

হ্যাঁ, পাঁচটা দীর্ঘ বছর লেগেছে ওর বুঝতে যে সবটাই একটা বিরাট ঠাট্টা ছাড়া কিছু না। পাঁচ বছর; অনেকটা সময়···কিন্তু, মরুক গে,

সবটাই গোড়ায় এমন সত্যিকারের মনে হয়েছিল—যেন ও যে একটা পঙ্গু সারা পৃথিবী সেটা ভুলিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করেছে। যেমন ধর না মিসিয়া। পাঁচ বছর আগে মরিস যেদিন তার সংগে ওর পরিচয় করিয়ে দেয়, সেদিন ডিনারে ওর দিকে চেয়ে তার ওরকম হাসবার কি দরকার ছিল?

এতদিন পরে ও বুঝতে পারে যে ওরকম হাসাটা তার উচিত হয় নি। ওটা ছিল নিষ্ঠুর, বেহিসেবী, যেন মশা মারতে কামান দাগা। সাধারণ একটা ভদ্রতাসূচক হাসিই যথেষ্ট হত। আর যে সব লোকের সংগে সেদিন সন্ধেয় ওর পরিচয় হয়েছিল তারাও যদি ওর সংগে অতটা ভাল ব্যবহার না করত তাহলেই তাদের বেশী দয়া দেখানো হত। ওর পোষ্টারটার ওরকম প্রশংসা করা তাদের উচিত হয় নি। বলা উচিত ছিল, ভগবান! ওর দিকে তাকিয়ে দেখ, কী ভয়ানক দেখতে! মুখটা দেখ, পাগুলো দেখ! তা না, তারা ওকে তোষামোদ করেছিল, অভ্যর্থনা জানিয়েছিল আর সবচেয়ে খারাপ—ওকে অনুভব করিয়েছিল যে ও একজন বিখ্যাত লোক। সারা বার্ণহার্ট, ক্লদ দেবুসি, অস্কার ওয়াইলড, ক্লেমঁসো সকলেই সেখানে ছিল।

তখনই ও তার বিরাট আবিষ্কারটা করে। আরে, ও তো এই চমৎকার বিখ্যাত লোকদের একজন। ও-ও চমৎকার, বিখ্যাত! পঙ্গু, কে পঙ্গু? ও হচ্ছে লোত্রেক, সেই "তরুণ আব সাহসী আর্টিষ্ট!" এক জন বিখ্যাত লোক! বিখ্যাত! সারা পারী ওর সামনে খোলা পড়ে রয়েছে! ও সব জায়গায় যাবে, সব কিছু দেখবে, সবায়ের সংগে ওর পরিচয় হবে···· ও যেখানে খুশী যেতে পারে, সর্বত্র ওর অবারিত দ্বার, সবাই ওকে চায়, ও বিখ্যাত।...ও সারা পারীতে ঘুরে বেড়ায়, সব জায়গায় যায়। দেখে, স্কেচ করে, শুনে, ওর আশ মেটে না, যাবার জায়গা কিছুতেই ফুরোয় না। দিনে কাজ করতো বলে, এসব ওকে করতে হয় রাতে, রাতে এসব করবার জন্যে ওকে ঘুমোনো ছেড়ে দিতে হয় আর ঘুম ছাড়বার জন্যে মদ খেতে হয়···

আশ্চর্য, এ পাঁচটা ব্যস্ত নিঘুম বছরের খুব কম কথাই ওর মনে আছে। শুধু গত বছরে পরা কোটের পকেটে চীনেবাদামের মত

কয়েকটা ছোটখাট এলোমেলো ছবি কেন জানি না ওর মনের তলায় পড়ে আছে।

বার, বার, আর বার···সোনালীচুল, বাদামীচুল আর লালচুল সব মেয়ে—তাদের সুন্দর মুখের ওপর গাঢ় লাল ঠোঁটের কঠিন হাসি আঁটা ···তরুণী মেয়ে—যাদের হৃদয় বুড়িয়ে গেছে—পারীর নৈশ জীবনের উজ্জ্বল পতংগ···হাজারে হাজারে অ্যাকট্রেস। সারা বার্ণহার্ট তার বিছানার পাশে তার কফিন, ইভ্ লাভাইয়ের, আনা হেলড্, মে মিলটন, ইভেত্ গিলবার···শোয়ের পর কাফে রিশেতে গোগ্রাসে খরগোসের মাংস গিলতে গিলতে জেন আভ্রিল বলছে; অঁরি, এবার আমি সত্যি প্রেমে পড়েছি। ও এত মিষ্টি, এত কোমল, এত বুদ্ধিমান···থিয়েটারের ড্রেসিং রুম—নীল, গোলাপী, সবুজ—ফার্নিচারের ওপর জামাকাপড় ছড়ানো, মেক্‌আপের কৌটোর ফাঁকে গুঁজে রাখা রং ধ্যাবড়ানো তোয়ালে···

এ ধরণের ছবিই ওর মনে আছে। ফোলিতে মেয়েগুলো একটা অ্যাক্টের পর দৌড়ে উইং-এ এসে গাদাগাদি করছে···দেবুসি তার রাশিয়ায় অ্যাডভেঞ্চারের গল্প বলছে···। ভোর পাঁচটায় জিমারম্যান বিরাট খালি ভেলোড্রোমে প্র্যাকটিশ করছে···সকাল ছটায় পেয়ার কোতেইর ওখানে গিয়ে সান্ধ্য পোষাকের ওপর একটা নীল অ্যাপ্রন চড়িয়ে, নতুন একটা পাথরের ওপর কাজ করা···মরিসের মাথা নেড়ে বলা, হয় কাজ কর না হয় ফূর্তি কর, অঁরি। কিন্তু ভগবানের দোহাই, দুটো এক সংগে করতে যেও না...মাদাম লুবে ওকে শুতে যেতে অনুরোধ করছেন·· মিসিয়ার ওখানে আরো ডিনার···তার দেশের বাড়ীতে উইক-এণ্ড কাটানো...

আর কি? ত্যাঁগির ক্যানসার, হাসপাতালে শুয়ে মারা যাচ্ছে, চোখ দুটো ভেতরে ঢোকা, যন্ত্রণায় দৃষ্টিহীন কাঁচের মত, কথা বলবার চেষ্টা করছে···মরিসের সংগে কেলেংকারীর কদিন আগে দ্রেফাসদের ওখানে লাঞ্চ···মোঁমার্ত্রের গোরস্থানের মাথায় পুলের ওপর মাঝরাত্তিরে লা গুলু আর আইচার ঝগড়া, এ ওকে আঁচড়াচ্ছে, কামড়াচ্ছে, লাথি মারছে। তারও কদিন পরে পরাজিত লা গুলু—চোখে কালশিটে পড়া, মুখ আঁচড়ে ভর্ত্তি—ষ্টুডিয়োয় এসে ফোয়ার দ্য ত্রোয়েনে তার ষ্টলের পর্দ্দাগুলোয় ছবি

এঁকে দিতে বলছে।*

আমাঁদিন 'পিসি'র মারা যাওয়া···তুমাস পরে মার সংগে সেলের্াঁয় গিয়ে দাদুর শেষকৃত্য···আর কি? লণ্ডন···আমষ্টার্ডাম···আবার লণ্ডন, এবার মরিসের সংগে। চেল্‌সীতে হুইসলারকে তার ষ্টুডিয়োয় স্কেচ করা, তার সংগে ক্রাইটেরিয়নে ডিনার থাওয়া···অস্‌কার ওয়াইল্‌ড্‌ গ্রেপ্তারের অপেক্ষায়একটা চেয়ারে বসে···জাহাজে লিসবন···মাদ্রিদ, টলেডো— এল গ্রেকোর আশ্চর্য্য ছবিগুলো···বার্সিলোনার এক বেশ্যালয়ে 'লা পেরোকের একটা পুরোণো মেয়ের সংগে দেখা হওয়া···

তারপর, আবার পারী। আবার বার, আর মিউজিক হল, অবিরাম ফিটনে চড়ে ঘোরা। বোকার মত সব কাজ- গোলাপী দস্তানা, রক্তের মত লাল শার্ট আর বিলিয়ার্ড টেবিলের কাপড থেকে কাটা ঘোর সবুজ জ্যাকেট পরে ঘুরে বেড়ানো।

হঁ্যা, এই প্রায় সব···পাঁচ বছর সময়ের পক্ষে এমন কিছু নয়। মাঝে মাঝে পুরো হপ্তা, পুরো মাস, মনে কোন ছাপই রেখে যায় নি। মরবার অনেক আগেই আমরা নিজেদের মধ্যে মরতে স্বরু করি···

আব এখন? সবই প্রায় সেই একই আছে। ও ওর গাড়ী আব ঘোড়া বিক্রী করে দিয়েছে। আর ও ক্লাউনেব মত সাজে না, ক্লাউন সেজে ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ও এখনও কনসার্ট দেখতে যায়। থিয়েটারের গ্রীণরুমেও ওর গতাযাত আছে। কিন্তু এ সবই অভ্যেসের ফলে। আর কিছু কবার কথা ও ভাবতে পারে না। এখনও ও এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায়, ফিটনে বসে ঢোলে। আর ও এখনও একা। ও জানে যে কোন মেয়ে কোনদিন ওকে ভালবাসবে না, সুন্দর মুখের হাসিগুলো ওর জন্যে নয়, আর্টিষ্ট হিসেবে ওর খ্যাতির

---

* লা গুলু এ পর্দাগুলো বিক্রী করে দিয়েছিল। একটা মূর্খ আর্ট ডীলার ওগুলো কয়েক টুকরোয় কাটে। তারপর অনেকদিন ওগুলোর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। ১৯২৯ সালে, ল্যুভর থেকে অনেক খোঁজা-খুঁজির পর, বহুকষ্টে ওগুলো উদ্ধার করে সযত্নে জুড়ে আবার আগেকার মত অবস্থায় রাখা হয়েছে।

উদ্দেশে। ওর বয়স এখন বত্রিশ কিন্তু ওকে দেখায় যেন পঁয়তাল্লিশ।

ওর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ছে ; ও আগেকার অর্ধেক পরিশ্রমও করতে পারে না। মদ ঢালবার সময় ওর হাত কাঁপে, আরেকটা হাত দিয়ে ওর হাত ঠিক রাখতে হয়। মদে ওর পায়ের যন্ত্রণারও আর উপকার হয় না, আর মাঝে মাঝে সে যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে ওঠে।

আর কতদিন এভাবে চলবে ? ও জানে না, জানতে চায়ও না···

ফিটনটা একটা নির্জন গলিতে ঢোকে, একটা সাধারণ ছবির দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায়। দোকানটার ওপর একটা সোনালী অক্ষরে লেখা সাইনবোর্ড 'গ্যালাবি জয়ঁা'। আঁরি ফিটন থেকে নাবে, কাচের দরজাটা ঠেলে খুলে বড় বড় দুটো খালি আবছা অন্ধকার একজিবিশন রুমের মধ্যে দিয়ে এগোয়। অফিসের কাছাকাছি আসতেই ও মরিসকে দেখতে পায়। সে ডেস্কে বসে কি যেন লিখছে। ডেস্কের ওপরে রাখা ল্যাম্পের আলো পড়েছে তার সীরিয়াস্ মুখে, তার সোনালী চুল আর গোঁফ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বেচারা মরিস, এই ছোট্ট ছবির দোকানটা খুলতে এ ক' বছর ওকে কি পরিশ্রমই না করতে হয়েছে !

মরিস চোখ তুলে তাকায়। বঁজোয়া, আঁরি··· ওঃ, ভগবান্, তুমি আবার মদ খেয়েছো ?

মাত্র দুটো অ্যাপার্তিফ—তিনটেও বলতে পারো—আর রাস্তায় আসতে আসতে তাড়াতাড়িতে একটা। তবে মাতাল আমি হইনি।

না, মাতাল হও নি শুধু তোমার চোখদুটো রক্তের মত লাল হয়ে উঠেছে আর তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে...

বসতে পারি কি ? ও একটা বিরাট চেয়ারে গা ঢেলে দেয়। এই যে, মরিস অসন্তুষ্ট মুখে কাগজটা বাড়িয়ে দেয়, পড় একজিবিশন সম্বন্ধে কি লিখেছে, ততক্ষণ আমি চিঠিটা শেষ করে নি।

এখানে আসতে আসতে—আঁরি খবরের কাগজটা নিতে নিতে বলে, গত পাঁচ বছরের কথা ভাবছিলুম। এই সিদ্ধান্তে পৌছোলুম যে আমি একটা ফাল্‌তু লোক, সেণ্ট জোসেফের মত···

চুপ কর। আমাকে চিঠিটা লিখতে দাও···

আমি আমার যৌবন বৃথা নষ্ট করেছি। আর এর দোষ হচ্ছে পুরোপুরি তোমার! মনে আছে তুমিই আমাকে সে রাত্তিরে মিসিয়ার ওখানে নিয়ে গিয়েছিলে···

আমি শুধু চেয়েছিলুম যে তোমার সংগে কিছু ভাল লোকের পরিচয় হয়...দোহাই তোমার, আমাকে এ চিঠিটা শেষ করতে দাও! তারপরে আমি তোমাকে কয়েকটা কথা বলব।

অঁরি কাগজের পাতা উলটোয়। এইটে শোনো! এই তরুণ আর সাহসী আর্টিষ্টের একক প্রদর্শনী কাল বিকেলে 'গ্যালারি জয়ঁ'তে যার উদ্বোধন হবে···ইত্যাদি, ইত্যাদি এই সব শিল্প সমালোচকদের মাঝে মাঝে বিশেষণ বদলানো উচিত। নব্বুই বছর বয়সেও ওরা আমাকে সেই 'তরুণ আর সাহসী আর্টিষ্ট' বলবে।

নব্বুই! মরিস চিঠিটা সই করে থামে পোরে। যে রেটে তুমি এগোচ্ছ তাতে তুমি যদি চল্লিশ পেরোও তো ভাগ্য বলে মেনো।

র‍্যাফায়েল পেরোয় নি; কোরিজিও, ওয়াতো, কেউ না···নাও, বলে ফেল! আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি উপদেশ দেবার জন্যে তৈরী হয়ে রয়েছ, আর উপদেশ চেপে রাখার মত খারাপ জিনিষ আর কিছু নেই। আরম্ভ কর। এবার কি ব্যাপার?

মরিস চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে, হাত দুটো মাথার পেছনে জোড়া করে, তার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে দেখে। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় তুমি হয়তো সারারাত জেগে নতুন নতুন উপায় ভাব কি করে তোমার সুনাম নষ্ট করবে। যেমন; ওই কুখ্যাত বাড়ীউলি মাদামকে নিয়ে 'অপেরা বল'এ গিয়ে তাকে তোমার পিসি বলে পরিচয় দেওয়াতে তোমার কি রকম খ্যাতি বৃদ্ধি হয়েছে বলে মনে কর?

ওঃ; সেই ব্যাপার! প্রথমতঃ মাদাম পোতিরেঁা মোটেই কুখ্যাত নন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁকে সেদিন সন্ধেবেলায় খুব সম্ভ্রান্ত দেখাচ্ছিল। তৃতীয়তঃ, তিনি কোনদিন 'অপেরা বল' দেখেন নি, দেখবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিলেন। তাছাড়া তিনি আমার পিসি হতেও তো পারতেন।

কিন্তু তিনি তোমার পিসি নন, আর সকলেই সে কথা জানে।

তারা এও জানে যে তুমি হপ্তার পর হপ্তা তাঁর গণিকালয়ে কাটাও। সকলে এ সম্বন্ধে কথা বলছে।

বলছে নাকি ? বলতে দাও, বলতে দাও। জান না, পরচর্চা আর পরনিন্দা হচ্ছে কথাবার্তার প্রাণ আর তোমার পেছনে তোমার সম্বন্ধে যদি কিছু না বলতে পায় তো বেশীর ভাগ লোকেরই বলবার কথা কিছু থাকবে না ? আমি যদি এতে বিচলিত না হই তো তোমার বিচলিত হবার কি আছে ? তুমি ভালভাবেই জান, মরিস, যে লা ফ্লুয়োর ব্ল্যঁশ্ না থাকলে আমি কবে মারা যেতুম ! ভগবান জানেন, একমাত্র ওখানেই আমি একটু বিশ্রাম করতে পারি, লোকে আমাকে জ্বালাতন করে না, আমি শান্তিতে কাজ করতে পারি। বেশ তো, আমি মাঝে মাঝে কয়েক হপ্তা গণিকালয়ে কাটাই। তাতে কার কি যায় আসে, কার কি ক্ষতি আমি করি ? বার্থা, আমার ল্য পেরোকের পুরোণো বন্ধু, ওখানকার সহকারী কর্ত্রী। ছবি আঁকার সময় মেয়েরা আমার ঘরে আসে, খাবারদাবারও চমৎকার। তাছাড়া গণিকালয়ে থাকলে যে সব জিনিষ দেখা যায় তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।

বোধ হয় পারি, মরিস ইংগিতপূর্ণ হাসি হাসে।

না, পার না ! আর সব নীতিবাগিশ লোকেদের মত নোংরা চিন্তা-ধারা ছাড় দেখি। আমি বলছি নতুন ধরণের বিষয়, পোজ্, নতুন রকম প্রকাশভংগী—যে সব জিনিষ আগে কেউ কখনো আঁকে নি।

জান, এক সমালোচক তোমাকে কি আখ্যা দিয়েছে ? "বেশ্যাদের ভেলাস্কে"।

জানতুম না, তবে এটা আমি প্রশংসা বলেই মনে করি। দেখ মরিস তোমার ওই নীতি আর ধর্মকথা ছেড়ে একমিনিট যুক্তিটা বোঝবার চেষ্টা কর। নীতির দিক দিয়ে দেখতে গেলে ষ্টুডিয়োতে একটা নগ্ন মেয়ের ছবি আঁকা আর গণিকালয়ে একটা নগ্ন মেয়ের ছবি আঁকার মধ্যে কোন তফাৎ নেই ; আছে কি ? কিন্তু শিল্পীসুলভ দৃষ্টিভংগী দিয়ে বিচার করলে তফাৎটা প্রচণ্ড। কি করে তোমাকে বোঝাব ? এ তফাৎটা হচ্ছে জংগলে একটা চিতাবাঘের সংগে চিড়িয়াখানায় একটা চিতাবাঘের তফাৎ। একটা

স্বাধীন, স্বাভাবিক, সুন্দর ; আর একটা প্রাণহীন, অস্বাভাবিক। মডেল স্ট্যাণ্ডের ওপর একটা নগ্ন মেয়ে হচ্ছে জামা কাপড় না পরা একটা স্ত্রীলোক। আঁকা হয়ে গেলে ছবিটা তেলরঙে আঁকা একটা উত্তেজক পদার্থ হবে, একটা নোংরা পোষ্টকার্ড, যেটা আর্টের নামে চলে যাবে। গণিকালয়ে একটা নগ্ন মেয়ে আত্মসচেতন থাকে না। সে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে ; হাঁটে, দাঁড়ায়, বসে। বোঝা যায় যে একটা মেয়ে শুধু রাস্তায় চলমান একটা কাপড়ের পুঁটুলি নয়, সে একটা মসৃণচর্ম, অত্যন্ত নমনীয়, দুপেয়ে জীব। কখনো হাসবার সময় একটা মেয়ের পেট লক্ষ্য করেছ ? আমি করেছি। একদিন রোলাঁদ খুব হাত-পা-মুখ নেড়ে একটা মজার গল্প বলছিল। মেয়েগুলো আমার বিছানার ওপর শুয়ে হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছিল। তাদের সমস্ত শরীর হাসছিল। এমন-কি তাদের পায়ের বুড়ো আঙ্গুলগুলো পর্য্যন্ত হাসিতে নড়ছিল। আর একবার আমার মনে আছে, ডাঃ বুশোঁ যখন একটা মেয়েকে বল্লেন যে তার সিফিলিস হয়েছে, তার উরুতের পেশী হঠাৎ কি রকম টান হয়ে উঠেছিল, তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল বুঝি তার দম বন্ধ হয়ে গেছে। এরকম মর্মস্পর্শী দৃশ্য আমি আর দেখিনি। কিন্তু তোমায় বলে কি লাভ, তুমি তো একজন ডীলার, তুমি তো এসব বুঝবে না।

বেশ, আমি বুঝব না। তোমার গণিকালয় যদি এতই ভাল জায়গা তবে গণিকালয়ের ছবিগুলো আর সব ছবির সংগে না টাঙ্গিয়ে বেসমেণ্টে টাঙ্গিয়েছ কেন ? লোকদেব মনে আঘাত দিতে চাও না বলে ? মরিস বিদ্রূপের স্বরে বলে।

মোটেই না, বরং তাদের নোংরা কৌতূহলের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে। ওগুলো শুধু আমি সেই কজন লোককে দেখাতে চাই যাদের ওগুলো বোঝবার মত যথেষ্ট বুদ্ধি আছে বলে আমার মনে হয়। তাছাড়া ওতে লা ফ্লুয়র ব্লঁশ-এর নাম অবাঞ্ছিতভাবে প্রচার হতে পারে, মাদাম পোতির' হয়তো বিপদে পড়বেন। তিনি তো আর আর্টিষ্টদের জন্যে বোর্ডিংহাউস খোলেন নি। মুল্যাঁর পোষ্টার এঁকে যে ভুল আমি করেছি সে ভুল আমি আর করতে চাই না। এত বেশী লোক

আকর্ষণ করতে চাইনা যাতে শেষ পর্য্যন্ত আমাকেই পাততাড়ি গুটোতে হয়। যেমন আছে, তাই আমার ভাল লাগে। তারপর, নীচের তলায় সব রেডি আছে তো? কত কোয়ন্যাক দিয়ে গেছে?

যা দিয়ে গেছে তার উপর একটা যুদ্ধজাহাজ ভাসানো যায়। ভয় হচ্ছে যে তুমি আর তোমার বন্ধুরা খুব বেশী হট্টগোল করতে আরম্ভ করলে লোকে অবাক হয়ে ভাববে বেসমেণ্টে হচ্ছেটা কি?

ঘাবড়িওনা, আমরা খুব চুপচাপ থাকব। ওরা পেছনের দরজা দিয়ে আসবে আর চলে যাবে। সবশুদ্ধ কুড়ি পঁচিশজনের বেশী হবে না। মিসিয়া, জেন আভ্রিল···হ্যাঁ, ভাল কথা দেগাকে বলেছিলুম তিনি বল্লেন যে তিনি কিছুতেই আসতে পারবেন না। মানুষের গায়ের গন্ধ তাঁর খারাপ লাগে। খুব নিরাশ হয়েছি। আমার খুব ইচ্ছে ছিল যে গণিকালয়ের ছবিগুলো তাঁকে দেখাব। তিনি ওগুলো বুঝতেন।

কেউ যদি জিজ্ঞেস করে তুমি কোথায়, কি জবাব দোবো? যেমন ধর কামোঁদো—ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় আর্ট কালেক্টর। সে হয়তো তোমার সংগে কথা বলতে চাইবে।

বোলো যে আমার অসুখ। বোলো আমি মারা গেছি। ঠিক! তাই বোলো! আমি মারা গেছি শুনলে নিশ্চয় কিছু কিনবে। জ্যান্ত আর্টিষ্টের চেয়ে মরা আর্টিষ্টের দাম দশগুণ বেশী।

আর যদি তার সংগে সার্বিয়ার রাজা থাকেন? কামোঁদো আমাকে বলেছে যে তিনি হয়তো তার সংগে আসবেন; সে তাঁকে তাঁর ছবি সংগ্রহে সাহায্য করছে। তিনি এসে যদি তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি বেসমেণ্ট থেকে উঠে আসবে?

কেন? তিনি যদি আমার সংগে দেখা করতে চান তাঁকে নীচে যেতে বোলো।

অঁরি, তুমি একটা স্নব্।

একটা কিছু ঠিক কর, অঁরি হাসে। একবার তুমি বলছ যে গণিকালয়ের মেয়েদের সংগে মিশে আর মাদাম পোতির্ কে 'অপেরা বল'এ নিয়ে গিয়ে আমি নিজেকে নীচে নাবাচ্ছি। পর মুহূর্তেই আমাকে

স্থির বলছ, কেননা আমি ওপরে উঠে তোমার বল্‌কান রাজার সংগে দেখা করব না। কেন করব? তাঁর সংগে আমার আগে দেখা হয়েছে। লোক ভাল। সবই বুঝলুম, কিন্তু তাঁর সংগে দেখা করবার জন্যে আমাকে এতগুলো সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে আসতে হবে কেন, বুঝতে পারছি না।

বেশ, বেশ! মরিস ক্লান্তভাবে সায় দেয়। এখন কামোঁদো এলে হয়। ও যদি কেনে, তবে তোমার আর ভাবনা নেই। বিক্রী হবেই। ও শুধু ভাল ভাল ছবি কেনে—মানে, দেগা, রেনোয়া, এই সব। হাত দিয়ে টাকা গলাতে ওর কষ্ট হয়; কিন্তু ভালো জিনিষের জন্যে ও অনেক দাম দেয়। লোকে বলে মরবার সময় ওর সমস্ত ছবি নাকি ও ল্যুভরে দিয়ে যাবে···কি ব্যাপার। তুমি তো কিছুই শুনছ না? তোমার একজিবিশন সম্বন্ধে কি তোমার একটুও আগ্রহ নেই?

খুব আছে, আঁরি উদাসীনভাবে বলে। ভীষণ আগ্রহ আছে।

তুমি একটা মিথ্যেবাদী। একজিবিশন কিংবা কামোঁদো কিংবা আর কিছু সম্বন্ধে তুমি কেয়ারও কর না। কেন তুমি এ একজিবিশনে মত দিয়েছ, তা আমি জানিনা ভেবেছ।

তুমি আমার বন্ধু, তাই না? জীবনে এবং মৃত্যুতে!—মনে আছে? তুমি যখন তোমার দোকান চালাবার জন্যে আমাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে দেবে না, আমার ছবি দেখিয়ে তোমার জন্যে যদি কিছু করতে পারি সেটুকুই আমার করা উচিত। ছবিগুলো আর একটু কমার্শিয়াল হলে ভাল হোতো, বিক্রী হতো, তুমি কিছু টাকা পেতে। যাক্‌গে চল, কোথাও গিয়ে ডিনার খাওয়া যাক।

মরিস ইতস্ততঃ করে।

বুঝেছি, আঁরি ম্লান হাসি হাসে। তুমি রেণের সংগে ডিনার খাবে, একা থাকতে চাও। তোমার জায়গায় আমি হলেও তাই চাইতুম।

ও ছড়িতে ভর করে উঠে দাঁড়ায়।

শেষ পর্যন্ত তুমি যে একটা সংগিনী পেয়েছ, এতে আমি খুশী হয়েছি। তাছাড়া ওরকম সুন্দর দেখতে! আর তোমাকে এত ভালবাসে যে দেখলে কি রকম লাগে। যদি বিয়ে কর, ভুলো না তোমাদের প্রথম ছেলের আমি

ধর্মবাপ হব। আচ্ছা শুভরাত্রি মরিস, কাল দেখা হবে।

সেদিন সন্ধেয় ডিনারে মরিস আর ওর প্রণয়িনী অঁরি সম্বন্ধে আলোচনা করে।

আচ্ছা, কেউ কি ওর জন্যে কিছু করতে পারে না, সে শুধোয়।

মনে হয় না। চিন্তিতভাবে ও সিগারেট থেকে ছাই ঝাড়ে। ও একা একা ধ্বংস হতে চলেছে। আমি অঁরিকে বেশ ভালভাবে জানি। কখনো আর কারো বাঁচবার এরকম আকাঙ্ক্ষা ছিল না—আর ও কোনদিন বাঁচে নি। কোন কোন লোক ভালবাসা ছাড়া বাঁচতে পারে না—ও তাদের একজন। বছরখানেক আগেও ও আশা করতো। এখন আর করে না। বাঁচবার ইচ্ছে পর্য্যন্ত ওর নেই। কোন লোক যখন এরকম অবস্থায় পৌছোয়, তখন আর তার জন্যে কি তুমি করতে পারো?

পরের দিন বিকেলে অঁরির দ্বৈত প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। চারটের কিছু পর থেকেই গাড়ী আসতে স্বরু করে। একটু পরে সমালোচকেরা আসেন—তাঁদের হাতে ছাতা ঝোলানো—ছবিগুলোর সামনে পায়চারী করেন যেন সৈন্যবাহিনী পরিদর্শনরত সেনাপতি। মাঝে মাঝে দুএকটা ছবির সামনে থেমে খুঁটিয়ে দেখেন, পেছু হটেন, ঘাড় বেঁকান, ক্যাটালগের পাশে নোট করেন। সাড়ে পাঁচটার মধ্যে ছোট্ট গ্যালারিটা ভর্তি হয়ে ওঠে। লোকে ছবিগুলো দেখে, পরিচিত মুখ খোঁজে। ভদ্রলোকেরা ঘাড় বেঁকিয়ে ভদ্রমহিলাদের টুপির ফাঁক দিয়ে ছবিগুলো দেখার চেষ্টা করেন। মরিস একটা ডোরাকাটা প্যাণ্ট পরে একদল থেকে আরেক দলে ঘুরে বেড়ায়, ঝুঁকে নমস্কার করে কয়েকটা কথা বলে, আর্টিষ্ট হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়াতে তার হয়ে ক্ষমা চায়।

সন্ধে হয় হয় কাউণ্ট ইসাক কামোঁদো সংগে এক সামরিক-চেহারার ভদ্রলোককে নিয়ে ঢোকেন। সংগে সংগে ঘরটা ফিসফিসে কণ্ঠস্বরে ভর্তি হয়ে ওঠে। ওই যে লম্বা লোকটা দেখছ, ও হচ্ছে সার্বিয়ার রাজা মিলান···ওই যে, কবছর আগে সিংহাসন ত্যাগ করেছে···

এ ছবিটা মন্দ লাগছে না, কামোঁদো একটা ছবির সামনে দাঁড়িয়ে

পড়ে বলেন। ছবিটা একটা ক্লাউনের পোষাক পরা মেয়ের। কিন্তু আর্টিষ্টের সই কোথায়? সই দেখতে পাচ্ছি না তো। তিনি তাঁর বেরিয়ে আসা ক্ষীণদৃষ্টি চোখ দুটো সারা ছবিটায় বোলান। সই না-করা কোন ছবি আমি কিনি না। আমার সংগ্রহের সব ছবি সই করা।

এতো খুব বিবেচনার কাজ, মঁসিও ল্য কঁত্! পাশ থেকে মরিস হাসতে হাসতে বলে। এই যে ডানদিকের কোণায় সইটা রয়েছে। তারিখও। নিশ্চয়, ছবিটার আশ্চর্য্য ঔৎকর্ষ, নিখুঁত কম্পোজিশন, রংএর সঠিক ব্যালান্স সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলতে হবে না…

কত দাম?

মাত্র ছ' হাজারফ্রাঁ।

শিল্প-প্রেমিকটি চমকে ওঠেন! ছ' হাজার! দেখ, লোত্রেকের এখনও বয়স খুবই কম…

র‍্যাফায়েলেরও বয়স কম ছিল, মঁসিও ল্য কঁত্। আরও কম দামী ছবিও অবশ্য আছে এ একজিবিশনে। এটা সিল্ক স্ক্রীন কিন্তু।

যাই হোক—ছ হাজার ফ্রাঁ! আরে, তিন বছর আগে ওই টাকায় আমি দেগার ছবি কিনেছি!

আর আজ সেটা আপনি ডবল দামে বিক্রী করতে পারেন। আপনার সংগ্রহ থেকে যেমন আপনার শিল্পপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি পরিচয় পাওয়া যায় আপনার ব্যবসায়ী বুদ্ধির।

কাউন্ট কার্মোদো জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে আবার ছবিটা দেখেন। ঠিক বলছেন তো, এটা সিল্ক স্ক্রীন। আশাকরি, আপনি ভুল করেন নি……

সাতটার পর শেষ দর্শকটিও গ্যালারি থেকে বিদায় নেয়। মরিস তাড়াতাড়ি নড়বড়ে সিঁড়টা দিয়ে বেসমেণ্টে নেবে আসে। আঁরি, হাতে গেলাস, জেন আভ্রিলকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিচ্ছিল। আচ্ছা, ডার্লিং, শোয়ের পর লা রিশ্-এ তোমার সংগে দেখা করব। কিন্তু তুমি যদি ভেবে থাক যে আমায় দিয়ে তোমার পোষ্টার করাবে, তাহলে ভুল ভেবেছ। আমি আর পোষ্টার করি না। বড্ড খাটতে হয়।

অ্যাকট্রেসটি ওর দিকে একটা চুমু ছুঁড়ে তাড়াতাড়ি চলে যায়।

তারপর, মরিস, ওপরতলার খবর কি ? অঁরি গেলাসটা মুখে তোলে। কিছু বিক্রী হোলো ? তোমাকে খুশী-খুশী দেখাচ্ছে। কামেঁাদো এসেছিল ?

খুশী ! নিশ্চয় খুশী হয়েছি। কামেঁাদো শুধু আসে নি, শা-য়ু-কাও ছবিটা কিনেছে। ছ হাজার ! ওর সংগে সার্বিয়ার রাজা ছিলেন, তিনিও একটা ছবি কিনেছেন*। তুমি বিখ্যাত হয়ে গেছ, অঁরি। এবার পোষ্টার-আঁকিয়ে হিসেবে নয়, সত্যিকারের আর্টিষ্ট হিসেবে। এর ভেতরই আমি লণ্ডনে তোমার একটা শোয়ের প্ল্যান করতে সুরু করেছি। তারপর নিউ ইয়র্কে। হ্যাঁ, নিউ ইয়র্কেই টাকা !

ওপরতলায় দরজায় ঘন্টি-বাজানোর শব্দে তার কথায় বাধা পড়ে।

আবার কে এল, নিশ্চয় কোন মহিলা তাঁর দস্তানা ফেলে গেছেন।

সে তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে দরজা খোলে। দেখে দু'টি টপহ্যাট পরা ভদ্রলোক, যাদের সে দেখেই চিনতে পারে।

মঁসিও দেগা ! মঁসিও হুইসলার ! আপনারা এসেছেন ! কী সৌভাগ্য ! কিন্তু আর কেউ তো নেই, সবাই চলে গেছে।

সেইজন্যেই আমরা এসেছি, গ্যালারিতে ঢুকতে ঢুকতে দেগা খিঁচিয়ে ওঠেন। লোত্রে্ক কোথায় ?

নীচে। আমি এখুনি তাকে ডেকে আনছি।

অঁরি বেসমেণ্ট থেকে ওপরে এসে দেখে দেগা আর হুইসলার দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁদের সামনে মূলঁ্যা রুজের একটা বিরাট ছবি—দু'টো মেয়ে আর তিনজন লোক একটা টেবিল ঘিরে বসে রয়েছে†।

---

* কাউণ্ট কামেঁাদো যে ছবিটা কিনেছিলেন সেটা কার্ডবোর্ডে আঁকা। সেটা এখন ল্যুভর মিউজিয়ামে আছে। সার্বিয়ায় রাজা মিলানের কেনা ছবিটা ক্যানভাসে আঁকা। সেটাও, শা-য়ু-কাওর একটা পোর্ট্রেট। জয়াঁ ক্যাটালগে ওটা রাজার সংগ্রহে আছে বলে দেখানো হয়েছে। তারপর থেকে ওটা অনেকবার হাত বদল করেছে।

† "ও মূলঁ্যা রুজ"—এ ছবিটা এখন আমেরিকার শিকাগো আর্ট ইনস্টিটিউটে আছে।

কি ভেবে তুমি ওই মেয়েটার মুখে সবুজ রং দিয়েছ ? দূর থেকেই ওকে দেখে দেগা চীৎকার করেন। অবশ্য আমি জানি তুমি কেন দিয়েছ। ঠিক করেছ। কিন্তু দেখ, ক্রিটিকরা কি বলে! ও-লা-লা!... তিনি একেবারে ছবিটার ওপর ঝুঁকে পড়েন। প্রায় অন্ধ হয়ে গেছি। বিশেষ দেখতে পাই না, তবে মেয়েটার চুলটা অপূর্ব হয়েছে।

অনেকটা আমার 'গার্ল ইন্ হোয়াইট'-এর চুলের রং, হুইসলার বলেন। আমার সবচেয়ে ভাল লাগছে যেভাবে তুমি তোমার পরিশ্রমের সব চিহ্ন ঢেকে রেখেছ। মনে আছে, লণ্ডনে, গত বছরে আমাদের আলাপ ? পরিশ্রমের চিহ্ন ঢাকতে হবে! কখনো ভুলো না......

এই জিমি, দেগা বাধা দেন, বক্তৃতা সুরু কোরো না। ভুলে যেওনা তুমি এখন লণ্ডনে নেই। তিনি তাঁর ছোট খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুলকোন। এবার লোত্রেক, তোমার অন্য ছবিগুলো দেখাও .....

প্রায় ঘণ্টাখানেকের ওপর তিনি নীচের তলার ছবিগুলো দেখেন, দেখতে দেখতে তাঁর স্বাভাবিক বদমেজাজী মন্তব্য করেন।

ঠিক বিদায় নেবার আগে, তিনি হঠাৎ অরির দিকে ফেরেন। তোমার বয়স কত লোত্রেক ?

বত্রিশ, মঁসিও দেগা।

বত্রিশ! আমার চেয়ে ঠিক বত্রিশ বছরের ছোট! আহা তোমার মত বয়সে তুমি যা জান তা যদি জানতুম! যদি তোমার ওই গণিকালয়ে কয়েক হপ্তা কাটাবার সাহস আমার থাকতো! কত কী শিখতে পারতুম!

তাঁর চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে ওঠে, একটা অদ্ভুত শান্তভাব তার গলাকে নরম করে তোলে।

তুমি পেরেছ লোত্রেক, তুমি পেরেছ। তুমি আর্টের ইতিহাসে সেই গোটা ষাটেক লোকের মধ্যে একজন, যাদের কিছু বলবার ছিল এবং যারা তা' বলেছে।

তিনি ঘুরে দাঁড়ান, মাফলারটা নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, তারপর হুইসলারের সংগে বাইরে রাতের মধ্যে বেরিয়ে যান।

চল, একসংগে ডিনার খাওয়া যাক। অঁরি বলে। মরিস একে একে গ্যাসের বাতিগুলো নিবোয়।

আজ নয়। সার্বিয়ার রাজা যে তোমার একটা ছবি কিনেছেন এ সম্বন্ধে ক্রিটিকদের জানাতে হবে। একেই বলে পাবলিসিটি।

মাঝরাত্তিরের পর কাফে রিশ্ থিয়েটার-অপেরার লোকেদের একটা রঁদেভু হয়ে উঠতো। তারা আসতো, অনেকে মুখ থেকে মেক-আপ পর্যন্ত তোলে নি, গপ্‌গপ্ করে খরগোসের মাংস আর পেঁয়াজের ঝোল খেত, নিজেদের এজেন্ট, বন্ধু কিংবা প্রণয়ীর সংগে দেখা করত। জায়গাটায় ষ্টেজের পেছনের গণ্ডগোলের আর অবাধ মেলামেশার একটা আবহাওয়া ছিল। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এ ওকে এ টেবিল থেকে ও টেবিলে ডাকাডাকি করতো, পরিচিতের মত "তুমি" বলে সম্বোধন করত, সেদিনের সন্ধের শো নিয়ে মন্তব্য করত, মুখভর্তি খাবার নিয়ে কথা বলত। স্যাণ্ডউইচ খেতে খেতে, বিয়ারে চুমুক দিতে দিতে, কাপ-প্লেটের ঠনঠনানি শব্দ, চলতি গানের সুর আর বাইরে সান্ধ্য যানবাহনের অবিরাম গুঞ্জন-ধ্বনির মধ্যে নানারকম লেন-দেন চলতো। খবরের কাগজের রিপোর্টাররা আড়ি পাততে আসতো আর লুকিয়ে লুকিয়ে নোট নিত।

খিদেয় মরে যাচ্ছি, দস্তানা খুলতে খুলতে জেন আভ্রিল বলে। তুমি কি খাবে জানি না, কিন্তু আমি পেঁয়াজের ঝোল—যাঃ, সে আঙুল মটকায়। পেঁয়াজ খাওয়া চলবে না। আজ রাত্তিরে আমি—যাক্‌গে, আমি টম্যাটোর ঝোল, ডিমসেদ্ধ আর কফি খাব। আর তুমি? সে মুখের ওপর থেকে ভেলটা তুলে টেবিলের ওধারে বসা অঁরির দিকে তাকায়।

অঁরি ওয়েটারকে তার অর্ডার দেয়। আর আমার জন্যে শুধু একটা ব্র্যাণ্ডি এনো, কোটটা খুলতে খুলতে ও বলে।

দাঁড়াও, হাতের ইসারায় বয়টাকে থামিয়ে সে বলে, অঁরি, তোমাকে কিছু খেতেই হবে। কিছু না খেয়ে খেয়ে কি অস্থিচর্মসার চেহারা হয়েছে তোমার। সে ওয়েটারের দিকে ফেরে। ওর জন্যেও খানিকটা ডিমসেদ্ধ নিয়ে এস।

আর একটা ডবল ব্র্যাণ্ডি, অঁরি যোগ করে। এবার বল, তোমার পোষ্টারের কি দরকার? বলেছি তো, আমি আর পোষ্টার করি না।

ও ওর সিগারেট কেসটা বার করে কোনরকমে একটা সিগারেট ধরায়।

সে ওর হাত-কাঁপা লক্ষ্য করে। অঁরি, তোমাকে মদ খাওয়া ছাড়তে হবে। তার রোগা সুন্দর মুখটা উদ্বেগে কুঁচকে ওঠে। এরকমভাবে চলতে পারে না। তুমি ভেবেছ কি? খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে মদ খাচ্ছ তো মদই খাচ্ছ!

ওঃ, ভগবান্, তুমিও! দশমিনিট বসে আরাম করতে পারি না, কেউ না কেউ আমাকে উপদেশ দেবেই। দেখ, শ্রীমতী, আমি তোমাকে খুব ভালবাসি, তোমাকে খুব সুন্দর দেখতে আর আমরা বহুদিনের বন্ধু কিন্তু আবার যদি তুমি আমার মদ খাওয়া নিয়ে কথা বলেছ তো তোমার ওই মুক্তোর মত দাঁতগুলোর একটিও আর আস্ত থাকবে না। নাও, পোষ্টারের কথা বলছিলে না? তোমার নতুন পোষ্টারের কি দরকার? তোমার আগের পোষ্টারটা তো বেশ ভাল।

না, মোটেই ভাল নয়।

গালে হাত দিয়ে, সে ওর দিকে ঝাপসা চোখে তাকায়। কেউ ওকে মদ ছাড়াতে পারবে না। ও সম্বন্ধে ওকে বলে কোন লাভ নেই।

এবার বসন্তকালে আমি লণ্ডন যাচ্ছি। প্যালেস থিয়েটারে মে মাসে আমার শো। আমার এমন পোষ্টার চাই যে ইংরেজরা যেন সেটা দেখে থমকে দাঁড়ায়। লক্ষীটি, ডার্লিং! তুমি সবায়ের জন্যে পোষ্টার করেছ, আর আমার জন্যে কখনো কিছু করনি।

হ্যাঁ, মাত্র ডজনখানেক পোর্ট্রেট আর অসংখ্য স্কেচ্। ও হাসে।

পোর্ট্রেট দিয়ে কি হবে? আমার দরকার পোষ্টার। লক্ষীটি, অঁরি, লণ্ডনের এই শো-র ওপর আমার সবকিছু নির্ভর করছে।

ওয়েটার এসে স্যুপ দিয়ে যায়। নাও, গরম থাকতে থাকতে খেয়ে নাও, অঁরি বলে। জেনের সংগে ওর প্রায় পাঁচ-ছ বছরের বন্ধুত্ব—সেই যখন সে মুলাঁ্যায় নাচতো তখন থেকে। তারপরে জেন অনেক দূর উঠেছে।

এখন ও রীতিমত একজন তারকা।

গত হপ্তায় কয়েকজন বন্ধুর সংগে মোঁমাত্রে গিয়েছিলুম, জেন বলে। ওয়েটার ডিমসেদ্ধ দিয়ে যায়। জায়গাটা এত বদলে গেছে, আমি প্রায় চিনতেই—তোমার ডিমটা খেয়ে নাও, আঁরি, ক্ষিদে থাকুক আর না থাকুক—প্রায় চিনতেই পারিনি। কেবল ট্যুরিষ্ট আর বিদেশীতে ভর্তি।

আঁরি প্লেটের দিকে চেয়ে ভাবে। হ্যাঁ, মোঁমাত্র বদলেছে। এখন ওখানে সারা পৃথিবীর লোক তাদের পাপস্পৃহা চরিতার্থ করতে আসে।

কী ভাবছো? জেন জিজ্ঞাসা করে। একটা সিগারেট ধরিয়ে সে কয়েকটা লম্বা টান টানে। তারপর হঠাৎ কোমল স্বরে বলে, আচ্ছা, আঁরি, তুমি এত মদ খাও কেন? ওই কোয়ন্যাক দিয়ে কেন তুমি তিলে তিলে নিজেকে হত্যা করছো?

লক্ষীটি, জেন! এবার ওর স্বরে একটুও চপলতা ছিল না। আমি জানি আমি খুব বেশী মদ খাই, কিন্তু তোমার বা আর কারো পক্ষে এ সম্বন্ধে কিছু করা সম্ভব নয়। মদ আমি ছাড়তে পারব না। পারলে ভালো হোতো জানি, কিন্তু পারব না!

চিন্তিতভাবে সে নখ খুঁটতে খুঁটতে ওর দিকে তাকায়—লক্ষ্য করে ওর কুৎসিৎ, খোঁচা খোঁচা দাড়ি ওঠা মুখ, ওর পাণ্ডুর গাল আর ফোলা ফোলা লাল ঠোঁট দুটো যেটাকে আরো কুৎসিত করে তুলেছে। তুমি বড্ড একা, তাই না? জেন বলে চলে। চারদিকের গণ্ডগোলের মাঝেও ও তার গলার সমবেদনার স্বর শুনতে পায়। এত একা যে এমনকি তোমার মুখ দেখলেও তা বোঝা যায়। আমি যদি……

তার চোখ দুটো বড় হয়ে স্থির হয়ে যায়। তার ছোট লাল ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে যায়। তার গলা থেকে একটা অস্পষ্ট স্বর বেরোয়।

মিরিয়াম! সে নিজের মনেই বলে। মিরিয়াম!…ওর কথা আগে মনে পড়েনি কেন?…

কী বিড়বিড় করছো?

ও কিছু না! একটা জিনিষ মনে পড়ল।

ক্লান্ত প্রায় ছুটোর সময় আঁরি, জেন আর তার নতুন প্রণয়ী জজের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে কাফে রিশ্ থেকে বেরোয়।

কোথায় যাওয়া যায়? ফিটনে চড়ে ও ভাবে।

কোথায় যাব মঁসিও? কোচোয়ান জিজ্ঞাসা করে।

যেখানে হোক। নদীর ধার ধার দিয়ে চল—যেদিকে হোক·· আবার ও চোখ বুজে ফিটনের মৃদু দোলানির হাতে নিজেকে ছেড়ে দেয়··· কুয়াশা ঢাকা রাত্রি ওর মুখে তার নরম আঙুল বোলায়।

কোথায় যাওয়া যায়? ম্যাক্সিম?—না। র‍্যালক্? আইরিশ-আমেরিকান বার? ইচ্ছে করছে না। শীত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে! আর কয়েক হপ্তা পরেই গ্রীষ্মের ছুটিতে—আবকাশোঁতে। ছুটির পর জেনের পোর্ট্রেটটা করতে হবে। কিন্তু এ ক হপ্তা কি করে কাটানো যায়?...লা ফ্লুয়র ব্লঁশ্-এ গেলে কেমন হয়! মাদাম লুবে কিছু মনে করবেন না। তিনি বুঝবেন ও কোথায়। তাঁর কাছ থেকে বিশেষ কিছু লুকোনো যায় না···প্রায় মার মত

ও চোখ খোলে। তখনও অন্ধকার, তবে একটু আগের ঘন কালিমা ফিকে হয়ে আকাশ ছাই রঙা হয়ে উঠেছে। সীন নদীর মাঝখানে নোতর্ দামের সিল্যুট দেখা যাচ্ছে।

কোচোয়ান, লা ফ্লুয়র ব্লঁশ্, রু দে মুলঁ্যা।

সে রাত্তিরে আঁরি যখন লা ফ্লুয়র ব্লঁশ্ এ ঢোকে, তখন নীচে সালোঁতে মেয়েরা নানারকমভাবে ব্যস্ত। ও তাদের দিকে হাত নেড়ে বার্থার সংগে কথা বলতে স্নুরু করে। ছ'দিকে পরিষ্কার ভাঁজ করা তোয়ালের গাদার মধ্যে বার্থা কাউন্টারে বসে একটা স্কার্ফ বুনছিল।

ও তাকে বলে যে কয়েক হপ্তা ও ওখানে কাটাতে চায়। বার্থা সানন্দে রাজী হয়।

তোমার চেহারা খুব খারাপ হয়ে গেছে,—বোনা রেখে সে ওর ওপর চোখ বোলায়, ঠিক মড়ার মত দেখাচ্ছে।

কথার মাঝখানে সে ছুটো পরিষ্কার ধোপার বাড়ীর তোয়ালে আদ্রিয়েনকে দেয়, আর বাবুটির কাছ থেকে খুচরো দশ ফ্রাঁ গুণে নেয়।

এভাবে ঘুরে বেড়ানো তোমার পক্ষে ভালো নয়, আদ্রিয়েন আর তার বাবু চলে যাবার পর সে বলতে থাকে কোন মেয়েকে কি ওপরে তোমার কাছে পাঠিয়ে দোবো ?

ধন্যবাদ, বার্থা, । না, আজ রাত্তিরটা থাক। আজ একটু ঘুমিয়ে কাল সকাল সকাল কাজ সুরু করব ভাবছি। ও ঘোরানো মার্বেলের সিঁড়িটা দিয়ে ওপরে ওঠে। মাদাম পোতির্ঁর আপিসে ঢোকে খানিকটা আড্ডা মারার জন্যে। ও দেখে তিনি লেজারের ওপর ঝুঁকে হিসেব করছেন, তাঁর কোলে তাঁর কুকুর তুতু ঘুমোচ্ছে।

বঁজোয়া, মঁসিও তুলুস। কিছুদিন থাকবেন, না, শুধু দেখা দিতে এসেছেন ?

মাদাম পোতির্ঁ প্রকৃতির একটা পরিহাস। তিনি পুরোপুরি কুৎসিত—সে কুশ্রীতা কমাবার কিংবা দূর করবার মত কোন শ্রীই তাঁর নেই। তাঁর ভালবাসায় ভরা হৃদয় মেদের পাহাড়ে ঢাকা পড়েছে আর তাঁর তীক্ষ্ণ ব্যবসায়ী বুদ্ধিতে ভরা মস্তিষ্ক লুকিয়ে রয়েছে একটা মুখের পেছনে, যেটা দেখলেই একটা মাদী-শূয়োরের কথা মনে পড়ে। স্বামীকে আকর্ষণ করবার জন্যে ছোট মেয়েদের মত চুলে যে রঙীন ফিতে তিনি বাঁধতেন তাতে শুধু তাঁকে একটা চপল মাদী-শূয়োরের মত দেখাত।*

অঁরিই বোধহয় তাঁর একমাত্র বন্ধু ছিল। যে এই নিঃসঙ্গ ও অসম্ভব রকমের কুৎসিত মহিলাটির প্রাণের দুঃখের কথা শুনতো।

মাদাম পোতির্ঁর দুঃখে সান্ত্বনা দিয়ে অঁরি নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। চাদরগুলো বেশ ঠাণ্ডা লাগে। রাত্তিরের বাতাসে জানলার পর্দাগুলো ফুলে ফুলে ওঠে। খানিকক্ষণ ও আশপাশের ঘর থেকে চাপা গলার আওয়াজ আর খাটের ক্যাঁচকোচ শব্দ শোনে। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়ে।

যা ভেবেছিল তার চেয়ে অনেক পরে ওর ঘুম ভাঙে। এলসাকে ওর বিছানায় দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়।

* লোত্রেকের আঁকা মাদাম, তাঁর স্বামী আর তাঁর কুকুরের ছবি এখন ফ্রান্সের আল্‌বি মিউজিয়ামে আছে।

একা ঘুমোতে আমার ভাল লাগে না। আর লুসীর কাছে একজন সাপ্তাহিকের বাবু এসেছে। কাজেই ভাবলুম, তোমার কাছে এসে ঘুমোই।

ভিয়েনার মেয়ে এলসাকে এককালে খুব সুন্দর দেখতে ছিল। পুরুষদের প্রতি তার এমন একটা নির্বিকল্প ঔদাসীন্য ছিল যে একটুও প্রতিবাদ না করে সে তাদের সব রকম অদ্ভুত অনুরোধ রক্ষা করত*।

আজ সকালে সে বিছানায় গড়াগড়ি দেয়। সিগারেট খায়, অঁরির কাজ দেখে। বাদামী বাথরোব জড়িয়ে ওকে নাকি তার সন্ন্যাসীর মত দেখতে লাগে। ও যখন পায়ের কাছ থেকে কোয়ন্যাকের বোতলটা তুলতে ঝুঁকে পড়ে, সে বলে মদ জিনিষটা ভাল নয়।

দেখো, একদিন এই মদই তোমাকে শেষ করবে, শান্তভাবে নখ ঘষতে ঘষতে সে বলে।

ও স্বীকার করে। হয়তো করবে। তবে মরতে যখন একদিন হবেই তখন কি থেকে মরলুম সেটা নেহাৎই অবান্তর। সে ভিয়েনার কথা বলে, তার সুন্দর সুন্দর পার্ক, তার বীয়ার গার্ডেনের মাধুর্য, সেখানকার লোকেদের সব সময় হাসি খুশী মেজাজ। সেই একই নিস্পৃহ সুরে সে তার পরিবারের কথা বলে, উল্লেখ করে যে, তার বার বছর বয়সে তার এক আত্মীয় তাকে ধর্ষণ করেছিল। তার গলায় কোন রকম আক্রোশ কিংবা বিদ্বেষের লেশমাত্র পাওয়া যায় না। অঁরি তার দিকে তাকিয়ে দেখে যে সে নিজের পা চুলকোতে ব্যস্ত।

বিষ্টি হবে, সে ভবিষ্যদ্বাণী করে। যখনই আমার পায়ের কড়া চুলকোয় তখনই বিষ্টি হয়। বলতে বলতে সে বিদায় নেয়।

বিকেল তখনও হয়নি। অন্য সব মেয়েরা, আস্তে আস্তে, অঁরির ঘরে এসে জোটে; চুল খোলা, ঘুমে ফোলা মুখ চোখ, গায়ে একটা আলগা ড্রেসিং গাউন জড়ানো। বিরাট হাই তুলতে তুলতে, বঁজুর অঁরি বলে, জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখে; মনে আশা যে হয়তো রোমাঞ্চকর কিছু ঘটতে দেখবে, কিন্তু রুদে মুল্যাতে কিছুই

* লোত্রেকের আঁকা এলসার ছবি এখন আলবি মিউজিয়ামে

ঘটে না। আবার হাই তুলে তারা বিছানায় গড়িয়ে পড়ে।

সেও এক প্যাকেট তাস বার করে ভবিষ্যৎ বলতে সুরু করে।

একটা চিঠি পাব! আচ্ছা, কার কাছ থেকে পেতে পারি…

তার কথায় বাধা পড়ে। রোলঁাদ বলে একটা তামাটে চুল মেয়ে বলে ওঠে, অঁরি ওই বাথরোবটা পরে তোমায় ঠিক সন্ন্যাসীদের মত দেখাচ্ছে।

আশ্চর্য, ও হাসতে হাসতে বলে। আজ সকালে এলসাও ঠিক তাই বলছিল। ও প্যালেটটা পাশে রেখে ঝুঁকে পড়ে কোয়ন্ত্রাকের বোতলটা তোলে। বোধহয়, আমার সন্ন্যাসী হওয়াই উচিত ছিল।

আচ্ছা, ওরা কি ওদের গাউনের তলায় প্যান্ট পরে, না কিছুই পরে না? ইভন জিজ্ঞাসা করে। কাংস্য-বিনিন্দিত কণ্ঠের জন্যে সবাই তাকে 'ট্রাম্পেট' বলে ডাকতো।

এ সম্বন্ধে সবাই নিজের অজ্ঞতা জাহির করে।

নখ পরিষ্কার করতে করতে, লিয়ান প্রশ্ন করে যে বসে বসেই প্রার্থনা করা যায় না হাঁটু গেড়ে না বসলে ঠিকমত প্রার্থনা করা হয় না? কেন জানিনা, এ প্রশ্নটা ওদের খুব নাড়া দেয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কথাকাটাকাটি আর ঝগড়া হতে সুরু করে। মনে হয় এক্ষুণি হাতাহাতি আর চুলোচুলি সুরু হবে।

গণ্ডগোল শুনে এলসা ফিরে এসেছিল। সে বলে, যে কোন এক রকমভাবে করলেই হয়তো ভগবান খুশী হন।

এ কথায় ইভন তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। সে ছিল হাঁটু গেড়ে বসার পক্ষপাতী। সে এলসাকে যা মুখে আসে তাই বলে গাল দেয়। ভগবান সম্বন্ধে তুমি কি জান? তুমি তো অষ্ট্রিয়ান, জার্মান বল্লেই হয়। তোমার ভগবান, সে তো ফরাসীও বলতে পারে না, আর তাছাড়া…

ইজেল থেকে অঁরি পাপের এই পূজারিণীদের মধ্যে এই অনর্থক ঝগড়া দেখে। ওরা স্নায়ুর অসুখে ভুগছে,—জীবনে সূর্যের আলোর অভাব, একসংগে থাকার গ্লানি, আর ভালবাসা ছাড়া ভালবাসার ক্রিয়ার নিত্য পুনরাবৃত্তিই তার কারণ। ও তাদের বেরিয়ে আসা চোয়াল,

ফুলে ওঠা বুক আর দাঁতের ওপর টান করা ক্রুদ্ধ ঠোঁট লক্ষ্য করে, প্রাচীন রোমের গণিকালয়ে গণিকারা নিশ্চয় এরকম ঝগড়া করত···

খুব তাড়াতাড়ি, নিপুণ হাতে, ও তাদের স্কেচ্ করে।

এই ঝগড়ার মাঝখানে হঠাৎ দরজা খুলে মার্সেল এসে ঢোকে। খবর আছে, খবর! ভুল করে ধোপা আর এক 'বাড়ী'র তোয়ালে লা ফ্লুয়র ব্লঁশ-এ দিয়ে গেছে*।

মরে গেলেও আমি ওগুলো ব্যবহার করছি না, সে ঘেন্নায় নাক শিঁটকোয়। বলা যায়না বাবা, কার কি অসুখ আছে। আমি আমার রুমাল ব্যবহার করব।

সংগে সংগে ঝগড়া ভুলে সবাই ধোপার ভুল নিয়ে আলোচনা করতে স্নুরু করে, শুধু ব্লেও তার তাস নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

সে ট্রাম্পেট আর এলসাকে পিকে খেলার জন্যে ডাকে। ওরা আসে, তারা তিনজনে গভীর মনোযোগের সংগে খেলতে স্নুরু করে।

প্রায় সন্ধে হব-হব, মার্সেল এসে রোলাঁদকে ফিস্ফিস্ গুজ্-গুজ করে উত্তেজিত গলায় কি বলতে থাকে। রোলাঁদ ছিল মার্সেলের সবচেয়ে প্রিয়বন্ধু।·· লোকটা নিশ্চয় প্রফেসর। যেভাবে কথা বলছিল, খুব লেখাপড়া জানে মনে হল। কাজেই আমি তাকে বললুম, দেখ প্রত্যেক মেয়েকে তার আত্মসম্মান রাখতে হবে। তখন সে······

সে তখনও খুব তাড়াতাড়ি কথা বলছে, বার্থা দরজা দিয়ে উঁকি মেরে জানায় যে প্রায় পাঁচটা বাজে, ডিনার তৈরী।

অঁরি প্যালেট রাখে, তুলিগুলো পোঁছে। আর এক গ্লাস মদ ঢেলে খায়, সযত্নে হাত ধোয়, তারপর মেয়েদের সংগে ডাইনিং রুমে যায়।

রোজকার মত আজও রান্না চমৎকার হয়েছিল। আলেকসান্দ্র পোতিয়ঁ নিজেই রাঁধতো, শুধু খরচ বাঁচাবার জন্যে নয়, শুয়ে-বসে তার সময় কাটতো না বলে। কেউ তার রান্নার প্রশংসা করলে তার চর্বিভরা মুখটা ম্লান হাসিতে ভরে যেত।

লা ফ্লুয়র ব্লঁশ-এ থাকাকালীন অঁরি কাজ করে, কোয়ন্যাক খায়,

---

* লোত্রেকের আঁকা ধোপাটির ছবি এখন আল্‌বি মিউজিয়ামে।

প্রেম করে, মোটামুটি ও 'বাড়ী'র রুটিন অনুসারে চলে। মেয়েরা ওর উপস্থিতিতে এতই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে যে তারা আর ওকে লক্ষ্যই করে না। একটুও না ভেবে ওর সামনে কাপড় পরে, ছাড়ে, চান করে, হাত পা, মুখ ধোয় আর চুল আঁচড়ায়। এভাবে ওর সামনে বেশ্যাবৃত্তির গোপন এবং প্রাচীন জগতের দ্বার খুলে যায়, ব্যাবিলনের যুগ থেকে যার বিশেষ পরিবর্তন হয় নি।

কোন মাঠে থাকলে যেমন লোকে মিষ্টিসিজমের উঁচু স্তরের আনন্দ উপভোগ করে, তেমনি লা ফ্লুয়র ব্লঁশ্ এতে ও মানুষের কাম প্রবৃত্তির তলদেশ পর্যন্ত খুঁজে বার করে। ও মেয়েদের বকবকানি আর ঝগড়া শোনে, তাদের উচ্ছ্বাস আর পরস্পরকে ভালবাসা জানানো প্রত্যক্ষ করে*। অদ্ভুত সরলতা আর আশ্চর্য পাপপ্রবৃত্তির সব স্বীকৃতি শোনে। মনুষ্য হৃদয়ের অসীম বিচরণভূমিতে ও যেমন নতুন নতুন জঘন্য নীচ অতলস্পর্শী গহ্বরের খোঁজ পায়, তেমনি অপ্রত্যাশিতভাবে পায় ফুলের মত নিষ্পাপ অনেক পোতাশ্রয়।

ও তাদের নীতি নিয়মের ওলট পালট গোলকধাঁধায় ঢোকে। তাই একদিন সকালে যখন আদ্রিয়েন ওর ঘরে কাঁদতে কাঁদতে এসে বলে যে তার ভালবাসার লোকের বিশ্বাস সে নষ্ট করেছে, একটা 'বাবু'র আদর তার ভাল লেগেছে ও তার দুঃখ বুঝতে পেরে তাকে সান্ত্বনা দেয়।

ও মাদাম পোতির'কে ডিনারের সময় টেবিলে চামচ ঠুকে মেয়েদের শাসন করতে দেখে। কোন রকম বেচাল কিংবা বেফাঁস কথাবার্তা শুনলেই তিনি গম্ভীর গলায় বলে উঠতেন, মেয়েরা, মনে রেখ তোমরা কোথায় আছ! এমন কি ও সোমবারের ভীতিপ্রদ মেডিকাল 'ভিজিট' পর্যন্ত দেখে, পরীক্ষার ঘরের দরজার সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়ানো মেয়েদের উৎকণ্ঠিত সংশয় লক্ষ্য করে, নিপুণ তুলিতে দৃশ্যটির হাস্যাস্পদ বেদনা আর অসম্ভব হীনতা ধরে রাখে যেমন আগের বছরে ধরে রেখেছে হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারের যন্ত্রণা আর মুলঁ্যা রুজ আর লেলির উচ্ছৃঙ্খল

---

* "চুম্বন"—লেসবিয়ানিজম সম্বন্ধে লোত্রেকের অন্যতম বিখ্যাত স্টাডি এখন ল্যুভরে টাঙানো আছে।

আনন্দ।*

যেদিন সন্ধেয় ও বাড়ী ফেরে তার আগের দিন ও ডিনারের পর আলেকসান্দ্র পোত্তির'র সংগে ডোমিনো খেলে।

আপনি চলে গেলে আমার খারাপ লাগবে। মঁসিও তুলুস। বাড়ীউলির স্বামীটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

ওরা ডাইনিং রুমে একা ছিল। সিলিংল্যাম্প থেকে আলো এসে পড়ে ডাচ্ ঘরোয়া ছবির মত একটা ঘনিষ্ঠ পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল।

আমারও যাবার খুব একটা ইচ্ছে নেই—অঁরি বলে। তবে আমি আমার এক বন্ধুকে পোষ্টার করে দেবো বলে কথা দিয়েছি।

আলেকসান্দ্রের চওড়া মুখটায় একটা ঈর্ষার ছায়া খেলে যায়। আপনি তবু যখন খুশী এখান থেকে বেরোতে পারেন! আপনি এখানে থাকাতে ভাল লাগতো, আপনি যেন পরিবারের একজন হয়ে উঠেছেন। চারধারে শুধু মেয়ে দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। আরশোলার মত সারা বাড়ীটায় ওরা ছড়িয়ে আছে। চলুন না, যাই, আমার বন্ধুদের সংগে এক পাত্তোর খেয়ে আসি।

অঁরি আর ওর সংগী যখন কাফে দ্য লা পাত্রি'তে ঢোকে তখন আলোকসান্দ্রের বন্ধু, 'বাড়ী'র মালিকেরা তাস খেলায় মগ্ন।

মধ্যবয়সী শান্তস্বভাব তিনজন গণিকালয়ের রক্ষক। তারা প্রতিদিন রাত্তিরে সেখানে এসে মিলতো খানিকক্ষণ হাঁপ ছাড়তে আর ব্যবসা-সংক্রান্ত গল্প-গুজব করতে। পোত্তির'র মত তাদেরও মাংসল মুখে সৌন্দর্য্যের কিছুটা ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। কিন্তু বয়স, উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন আর ব্যবসার চিন্তা তাঁদের ওপর ছাপ রেখে গেছে। তাদের চোখের তলা ঝুলে পড়েছে, ভুরু কুঁচকে উঠেছে। পঞ্চাশ বছর বয়সে এখন তাদের ভেতর তাদের উচ্ছৃঙ্খল তরুণ চেহারা আর খুঁজে পাওয়া যায় না। দায়িত্বশীল লোকেদের মত তারা চিন্তিতভাবে দাড়িতে হাত

---

* লোত্রেকের গণিকালয়ের ছবিগুলোর মধ্যে খুব কমই ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে। 'লা ভিজিট' এগুলোর একটা। এটা এখন চেষ্টার জেল সংগ্রহে আছে।

বোলায়। ডার্বিটুপী মাথায়—ঘড়ি-ঘড়ির চেন পকেটে, তাদের ধনী সম্ভ্রান্ত অথচ অসুখী, দোকানদারদের মত দেখতে লাগে।

আর এক মিনিট, তাহলেই আমাদের হয়ে যাবে। রু ম'তেসকুর একটা বাড়ীর মালিক মারিয়াস ওদের দেখে বলে ওঠে। হাত নেড়ে সে আঁরি আর আলেকসান্দ্রকে ছুটো খালি চেয়ার দেখিয়ে দেয়।

খানিকক্ষণ চুপচাপ খেলা চলে। তারপর খুব তাড়াতাড়ি তারা তাসগুলো টেবিলে ফেলে, খেলা শেষ হয়ে যায়।

আঁরি তাকে অভিনন্দন জানায়। তুমি আবার জিতেছ, মারিয়াস। তুমি খুব লাকি দেখছি।

ওইখানেই ভুল করলেন, ম'সিও তুলুস। মারিয়াসের গলায় অসন্তোষ। জানেনই তো কথায় বলে।

'লাকি অ্যাট কার্ডস্, আনলাকি ই'ন·· ···' হ্যাঁ, বিজ্‌নেস, আমিও তাই।

সে থুথু দিয়ে পেন্সিলের ডগা ভিজিয়ে নিয়ে, কাগজে কতকগুলো সংখ্যা লেখে।

তুমি ফিলিবার, আমাকে দু ফ্রাঁ, পঞ্চাশ সঁতিম দেবে। আর তুমি, আঁতোয়ান, এক ফ্রাঁ আর পাঁচ স্যু।

কালো চামড়ার মানিব্যাগ থেকে তারা সযত্নে গুণে পয়সা দেয়।

একটু আগে আপনি বলছিলেন আমি লাকি, ওয়েস্টকোটের পকেটে খুচরো পয়সাগুলো ঢোকাতে ঢোকাতে মারিয়াস বলে ওঠে। সত্যি কথা বলতে কি, আপনার সামনে আজ জগতের সবচেয়ে দুর্ভাগা লোকটা দাঁড়িয়ে। আমাদের 'বাড়ী'তে আজ ডাক্তারের 'ভিজিট' হয়ে গেল। খরচার খাতায় গেল দুজন! আমার সেরা দুটো ময়না! এখন আবার আমায় বদলীর খোঁজ করতে হবে। এ ব্যবসায় ঝামেলার আর অন্ত নেই। বিশ্বাস করুন ব্যবসাটা আর আগেকার মত নেই।

এসবের মূল হচ্ছে মেয়েগুলো, একটুও দ্বিধা না করে ফিলিবার জানায়। ওরা বদলে গেছে। আগেকার দিনে ওরা ছিল বিনীত, বাধ্য আর পরিশ্রমী, 'বাড়ীটার' যাতে একটা সুনাম হয়, সেদিকে নজর রাখত।

সূক্ষ্ম অনুভূতিও ছিল। '৮৫ সালে ভিক্তর য়ুগো যখন মারা গেলেন তখন ওরা দেহে শোকসূচক কালো ফিতে ধারণ করেছিল।

আর দেশকে কিরকম ভালবাসতো আঁতোয়ান সায় দেয়। চৌদ্দই জুলাই নীল, সাদা আর লাল ত্রিবর্ণরঞ্জিত গার্টার পরতো। আর আজকাল? সব সোশ্যালিষ্ট!

শুধু তাই নয়, মারিয়াস বলে চলে। আগেকার দিনে ভদ্র তরুণী আর বারবিলাসিনীর তফাৎ বোঝা যেত। আজকাল সব কাপড়ের দোকানের মডেল, এটা সাইড্ বিজনেস হিসেবে চালায়। আমার গলিতে প্রত্যেকটা ল্যাম্পপোষ্টের তলায় একটা করে মেয়ে। এ ধরণের অ্যামেচার বেশ্যাবৃত্তিতেই ব্যবসার ক্ষতি হয়। আর একটা কথা। আগে পুলিশ ইনস্পেক্টররা বিনা পয়সায় দু' একটা রাত কাটাতে পারলে কি দু' এক বোতল মদ পেলেই খুশী থাকত। আজকাল তারা টাকা চায়! এই জন্যেই লাভ কমতে সুরু করেছে। বিশ্বাস করবেন না, ম'সিও তুলুস, এমন সময় ছিল যে ছোট্ট একটা "বাড়ী"র মালিক—ধরুন, ছটা ময়না—বছরে পাঁচ-ছ হাজার উপায় করত। পঞ্চান্ন বছর বয়সে সে রিটায়ার করতে পারতো। আর আজ কোন রকমে দিন গুজরান করতে পারলে সে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবে।

সে নিরশভাবে গোঁফে তা দেয়।

আমার উন্নতির মূলে আছে আমার বৌ। আমায় দাঁড করাবার জন্যে সে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। বিশ্বাস করুন ম'সিও তুলুস, একজন ভালো মেয়ের ভালবাসা সত্যিই আশ্চর্য জিনিস······

আঠার

মাদাম লুবে ইজিচেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন, হঠাৎ তাঁর চীৎকারে অঁরি ইজেল থেকে ঘাড় ফেরায়।

কি মাদাম লুবে? আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন?

খুন, ম'সিও তুলুস্! আমাদের রাস্তায় একটা খুন হয়েছে!

কোথায় ?

জানিনা এখনো।

রুদ্ধনিঃশ্বাসে তিনি পড়তে সুরু করেন।

মোমার্ত্রে্তে বীভৎস হত্যাকাণ্ড

হোটেল ত্য লা লুন, রু কোল্যাঁ-কুরের একটা নোংরা সরাইখানা। সেখানে যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে মোঁমার্ত্রের ইতিহাসে তার তুলনা পাওয়া যায় না।

সায়েন্টিফিক ক্রিমিনোলজির ল্যাবরেটরী থেকে প্রাপ্ত সংবাদ অনুসারে জানা যায় যে হত্যাটা ঘটেছে বেশ কয়েকদিন আগে। আমাদের পাঠকদের সুবিধার জন্যে, প্রেমঘটিত হত্যাকাণ্ডে বিশেষজ্ঞ মঁসিও পিপিতোঁ, গোড়ার থেকে ধাপে ধাপে অপরাধটি পুনর্গঠিত করবেন।

কী ভয়ঙ্কর! মাদাম লুবে নিঃশ্বাস ছাড়েন।

মঁসিও পিপিতোঁর বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে বুশ-দ্য-স্যাঁ যখন তার রাত্তিরের উপার্জন অল্প কটা টাকা তার ভালবাসার লোক কাইয়েতের হাতে তুলে দিচ্ছিল, সে তাকে তার আলস্য এবং উৎসাহের অভাব নিয়ে ভর্ৎসনা করে। এতে সে বলে যে অসুখ শরীরে উৎসাহ বোধ করা যায় না। এমনকি সে ব্যবসা ছেড়ে দেবে বলে! এ কথাটা কাইয়েতের ভাল লাগে না। কাইয়েত্ চিরকালই রগচটা লোক, কথা কাটাকাটি হতে হতে সে হতভাগীকে গলাটিপে মেরে ফেলে। এখনও তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি; তবে পুলিশ অনেক দরকারী সূত্র পেয়েছে, তু, একদিনের মধ্যেই খুনী গ্রেপ্তার হবে।

ধরে মাথাটা কেটে ফেল্লে ভাল হয়। চশমা খুলতে খুলতে মাদাম লুবে জানান।

তিনি হয়তো এ সম্বন্ধে আরো কিছু বলতেন কিন্তু দরজায় টোকা পড়াতে তাঁর কথায় বাধা পড়ে। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে অভিনেত্রী জেন আব্রিল ষ্টুডিয়োয় ঢোকে।

ব্যাপার কি? গলিটা পুলিশে গিজগিজ করছে। আমি তো

ভেবেছিলুম বুঝি আমার গাড়ী ঢুকতেই দেবে না।

আঁরি তাকে এই অস্বাভাবিক উত্তেজনার কারণ বোঝায়, মাদাম লুবে বিদায় নেন।

আমি একবার হোটেল দ্য লা লুন এগিয়ে দেখি কি খবর পাই।

একঘণ্টা পরে জেন মডেল ষ্ট্যাণ্ড থেকে নেবে আসে। আচ্ছা, আজ যদি আর কাজ না করি, তুমি কিছু মনে করবে? আমাকে গিয়ে প্যাকাঁর দোকানে একটা পোষাকের ট্রায়াল দিতে হবে। তুমিও চল না। লক্ষ্মীটি, সে অনুনয় করে, টুপিটা আর কোটটা পরে আমার সংগে চল।

ওরা যখন গাড়ী করে রু লাফায়েত দিয়ে যাচ্ছে, ওর চোখ পড়ে এক ফুলের দোকানের জানলায় সাজানো এক ঝুড়ি অপূর্ব সাদা গোলাপের ওপর।

এক মিনিট থামবে? আঁরি বলে। এগুলো মাকে পাঠাবো।

একটু পরেই ও দোকান থেকে বেরিয়ে গাড়ীতে এসে ওঠে।

এই যে, এগুলো তোমার জন্যে। মনে আছে আগে তুমি ভায়োলেট ভালবাসতে? অবশ্য এখন তুমি একজন 'তারকা'; তোমার হয়তো এসব সাধারণ ফুল ভাল না-ও লাগতে পারে!

সে তোড়াটায় মুখ গুঁজে ফুলগুলোর গন্ধ নেয়।

আঁরি, তুমি খুব ভাল, সে মুখ তুলে ওর দিকে স্নেহকোমল চোখে তাকায়, সব সময় লোকের কথা ভাব।

ও তখনও বলছে যে ও বুঝতে পারছেনা কেন সে ওকে ল্যাংবোট করে প্যাকাঁয় নিয়ে যাচ্ছে, গাড়ীটা সেই বিখ্যাত দর্জির দোকানটার সামনে এসে থামে। ইউনিফর্ম পরা একজন দারোয়ান ঢোকবার দরজাটা খুলে ধরে। ওরা একটা ছোট, গোল, চারদিকে আর্শী দেওয়া আর মোটা কার্পেট পাতা ঘরে ঢোকে। মাদামোয়াজেল হাইয়েমকে একটু ডেকে দেবেন? জেন এক ছাগলদাড়ি ভদ্রলোককে অনুরোধ জানায়।

আঁরি হাঁপাতে হাঁপাতে সবে একটা সোফায় বসেছে। সাধারণ কালো পোষাক পরা অথচ চোখে পড়বার মত চেহারা, কালো চুল, এক মহিলা ঘরটায় এসে ঢোকে। তার লম্বা ছিপছিপে চেহারা আর গতি-

থায় না। ও কোন চমৎকার কপর্দকশূন্য যুবকের প্রেমে পড়তে চায় না। ও চায় অ্যাভিনিউ স্থ বোয়াতে একটা বিরাট বাড়ী আর তার আনুষঙ্গিক সব কিছু। আর আমার মনে হয় এ ও একদিন না একদিন পাবেই। এখন কিছুদিন ও ঠিক লোকটির আসার অপেক্ষায় কালক্ষেপণ করছে। অপেক্ষা করবার মত সময় ওর আছে, ওর বয়স মাত্র একুশ।

এ সবের সংগে আমার সম্পর্ক কি ?

বলেছি তো। আমার মনে হয় তোমরা দুজনে খুব ভাল বন্ধু হবে। বন্ধু, অঁরি। মনে রেখ। শুধু বন্ধু, আর কিছু নয়।

আমার সংগে ও নিরাপদ বোধ করবে তাই না? ও তিক্তস্বরে বলে। প্রেমে পড়ার কোন আশঙ্কাই থাকবে না, কেমন ?

তা-া-া-া, হ্যাঁ তাও বলতে পারো। ও সংগী চায় অঁরি, প্রেমিক চায় না। তুমি বিশ্বাস করতে না পার, কিন্তু এমন মেয়েও আছে যারা একটা লোককে শয্যাসংগী হিসেবে না চেয়েও বন্ধু হিসেবে চাইতে পারে।

তার মানে তুমি বলছ যে ও আমার বন্ধু হতে চায় ? একসংগে ডিনার খাবে, থিয়েটার দেখতে যাবে—এই সব ?

হ্যাঁ। অবশ্য ও যদি তোমাকে পছন্দ করে তাহলেই জিনিষটা চলবে। কিন্তু ও চেষ্টা করে দেখতে রাজী আছে। আর একটা কথা। ভেব না এটা একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। একদিন হয়তো এমন কোন লোক আসবে যে ওর আকাঙ্খা পূরণে সমর্থ। তখন···তবে যতদিন তা না হচ্ছে, ধর ছমাস কি এক বছর, তুমি একটা অপূর্ব মেয়ের সংগ পাবে। এই হোলো আমার গল্প, অঁরি। বাকীটা তোমার ওপর। এ সুযোগ নেয়া না নেয়া তোমার ইচ্ছে। তবে তোমার ঘটে যদি একটুও বুদ্ধি থাকে এটা তুমি নেবে। যদি চাও, পরের হপ্তায়। আমরা শোয়ের পর লা রিশ্‌-এ একত্র হব, তুমি ওকে চেনবার সুযোগ পাবে।

সেদিন সন্ধেয় কাফে রিশ্ এ ঢোকবামাত্রই ও তাকে চিনতে পারে। সেদিনও তার পরণে ছিল কালো পোষাক। জেন আর জর্জের সংগে সে বসে আছে, টেবিলের ওপর কনুই রেখে গালে হাত দিয়ে

চারদিকে তাকাচ্ছে, নিশ্চয় ওর অপেক্ষায়।

এই যে তুমি এসেছ! দূর থেকে ওকে দেখে জেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চেঁচিয়ে ওঠে। এত দেরী হল কেন? আমি তো ভাবতে সুরু করেছিলুম যে তুমি বোধহয় আসবেই না!

ও ঝুঁকে মিরিয়ামকে নমস্কার জানায়। জর্জের সংগে করমর্দন করে আর দেরী করে আসার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। ও খাবারের অর্ডার দেয়; জেন একটা হৃদ্যতার আবহাওয়া সৃষ্টি করার চেষ্টা করে।

জর্জ, সে বলে ওঠে, মিরিয়াম আর অঁরিকে তোমার নভেলটার কথা বল। আমি জানি ওদের খুব ইনটারেস্‌টিং লাগবে।

আনন্দের সংগে, তরুণ লেখকটি রাজী হয়। এটা হচ্ছে ডস্টয়-ভস্কির ধরণে সন্দেহের ওপর একটা ষ্টাডি······

তার আনন্দ বেশীক্ষণ থাকে না, কারণ জেন নিজেই নভেলের প্লটটা বর্ণনা করতে সুরু করে। বলতে বলতে সে নানারকম অবান্তর কথা বলে, টিপ্পনি কাটে, কোন্ কোন্ অংশ বদলানো উচিত সে সম্বন্ধে মন্তব্য করে। এতে আহত লেখক প্রতিবাদ জানায়, গোড়ায় আস্তে আস্তে, তারপর চটে গিয়ে, তারপর ক্ষেপে উঠে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা তাদের অতিথিদের কথা ভুলে গিয়ে এ ওকে বাক্যবাণে বিঁধতে থাকে। এদিকে তর্ক চলতে থাকে মিরিয়াম অঁরির দিকে ফেরে।

আপনি কি কোন নতুন পোষ্টার করছেন, মঁসিও।

হ্যাঁ মাদামোয়াজেল। জেনের জন্যে একটা করছি।

ওগুলো করা কি খুব কঠিন?

বোঝাই যাচ্ছে যে ও কথাবার্তা চালাবার চেষ্টা করছে, তবে এ ভাবে আগ্রহ দেখানোতে ওর তাকে ভাল লাগে। কোনটা কঠিন আবার কোনটা নয়। এটা নির্ভর করে লিথোগ্রাফিতে আপনার কদ্দুর আগ্রহ, তার ওপর। যদি আপনার আগ্রহ থাকে যতই কঠিন হোক একটা পোষ্টারের কাজে আপনি আকর্ষণ বোধ করবেন। যদি না থাকে, এটা একটা দীর্ঘ আর একঘেয়ে প্রক্রিয়া ছাড়া কিছু না।

কোন্ পোষ্টারটা করতে আপনার সবচেয়ে বেশী অসুবিধে হয়েছিল?

প্রশ্নের ধরণে ও না হেসে থাকতে পারে না।

প্রথমে যে পোষ্টারটা করি, সেইটাতে। ও ভদ্রভাবে জবাব দেয়। অনেকদিন আগে মুলঁ্যা রুজের জন্যে পোষ্টারটা করেছিলুম।

ও, মনে পড়েছে। সেই কাঁকা নাচের পোষ্টারটা।

মনে আছে কাজে যাবার সময় ওটা দেখবার জন্যে থেমে দাঁড়িয়ে ছিলুম। অবশ্য শিল্প হিসেবে ওটার গুণাগুণ বিচারের ক্ষমতা আমার ছিল না, তবে মনে হয়েছিল জিনিষটা খুব জোরালো। আর পোষ্টারের তো তাই হওয়া উচিত, তাই না?

সে কথা বলে আর ও তাকে দেখে, বুঝতে পারে না তার আগ্রহ সত্যিকারের না সু-অভিনীত। জেন ঠিক বলেছিল: মেয়েটির আকর্ষণ করবার একটা ক্ষমতা আছে। তার সহজ ব্যবহার, সে যে খেটে খায় সে সম্বন্ধে তার এই চলতি উল্লেখ আর তার সোজাসুজি চাউনি ওর ভাল লাগে। অবশ্য এ সবই খুব নিপুণ অভিনয়ও হতে পারে। যে মেয়ে একুশ বছর বয়সে জীবন থেকে ভালবাসাকে খারিজ করে দিয়েছে, তার পক্ষে সবই সম্ভব। সে আলাদা ধরণের—আর সত্যি সত্যি সুন্দর। খুঁটিয়ে দেখলে তার সৌন্দর্য্য আরও বেশী করে চোখে পড়ে। তার চারধারে একটা সচ্ছলন্ধ পূর্ণতার আভা—তপ্ত, রসাল, খানিকটা প্রাচ্য দেশীয়।

যে দোকানটায় তখন কাজ করতুম সেখানে যখন পৌছোলুম, সে বলে চলে, প্রত্যেকেই ওটার কথা বলছে। লাঞ্চের সময় মেয়েরা ওটা নিয়ে তর্ক করে। সেই প্রথম আমি আপনার নাম শুনি।

প্রশংসাসূচক কিছু শোনেন নি নিশ্চয়। ও পোষ্টারটা সম্বন্ধে একেবারে বিপরীত তুটো মত ছিল। অনেকের ওটা অশ্লীল মনে হয়েছিল। অবশ্য, সত্যি কথা বলতে কি আমার তা মনে হয় না তবু······

তবু তো ওটা থেকেই আপনি বিখ্যাত হয়েছিলেন! সে হাসে, তার চোখে প্রশংসার ছায়া।

তা অবশ্য বলতে পারি না। ও-ও হাসে, তবে ওটার থেকে এত গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছিল যে মনে হয়েছিল ওটা না করলেই ভাল হত।

আচ্ছা, ওটা করতে কি অনেক দিন লেগেছিল নাকি ?

বেশ কয়েক মাস। অবশ্য তখন আমি লিথোগ্রাফির কিছুই জানতুম না।

আমারও লিথোগ্রাফি শিখতে ইচ্ছে করে।

এই অদ্ভুত মন্তব্য আর তার স্বরের ব্যাকুল আগ্রহতে ওর সন্দেহ আবার জেগে ওঠে। নিশ্চয় সে অভিনয় করছে। মুলঁ্যা পোষ্টারটা নিয়ে এ সব কথাবার্তা বানিয়ে তোলা ভান ছাড়া কিছু না ··বোধহয় জেনকে খুশী করবার জন্যে, জেন মাঝে মাঝে এদিকে তাকাচ্ছে, কিংবা যাতে তাকে কৃষ্টিসম্পন্ন আর শিল্পীমনের অধিকারী মনে হয়···বোধহয় সে তার একজিবিশন দেখতেও যায় নি······

আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না, না ? সে ওর বিদ্রূপে চোখ কুঁচকে ওঠা লক্ষ্য করে। আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনি আমাকে বিশ্বাস করছেন না।

ঠিক উলটো, মাদামোয়াজেল, এবার ওর হাসিতে আর অবিশ্বাস চাপা থাকে না। আমি আপনাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করছি। বোধহয় এট্রুস্কান পটারি কিংবা মেটাফিজিকস্ সম্বন্ধেও আপনার আগ্রহ আছে। আপনাকে অভিনন্দন জানাবার অনুমতি দিন। সারা জীবন বহু ইন্‌টারেস্‌টিং জিনিষ আপনি শিখতে পারবেন।

সে চোখ নীচু করে, উত্তর দেয় না। শেষ পর্যন্ত যখন সে কথা বলে, তার গলায় আর আগ্রহ কিংবা ছেলেমানুষির ভাব নেই, আঘাত পাওয়ার চিহ্ন আছে কিন্তু প্রতিবাদ নেই—সে গলা এমন একজন লোকের—আশাভঙ্গে যে অভ্যস্ত।

আমি দুঃখিত যে আপনি আমায় বিশ্বাস করছেন না, কেননা আমি সত্যি কথা বলছি। অবশ্য এটাও বুঝতে পারছি যে একটা কাপড়ের দোকানের মডেল যদি বলে যে তার লিথোগ্রাফি শিখতে ইচ্ছে করে সেটা একটা অসম্ভব বানিয়ে তোলা কথার মত শোনায়। অথচ, আমার সত্যিই এরকম ইচ্ছে করে। কোন্ জিনিষ কি করে হয় সে সম্বন্ধে জানবার কৌতূহল আমার চিরকাল।

কিন্তু কেন? এবার ওর গলায় আর বিদ্রূপ নেই, আছে সত্যিকারের আশ্চর্য ভাব। লিথোগ্রাফির মত একটা জিনিষে আপনি কি করে আগ্রহ বোধ করেন?

সে ওর দিকে তাকায়। জানি না কেন? বলেছি তো আপনাকে, আমার নানা জিনিষ শিখতে ইচ্ছে করে। সে বুঝতে পারে যে ও ওর সন্দেহের জন্যে দুঃখিত হয়েছে, একটা মিটমাট করতে চাইছে। একটা সাবধানী হাসি তার মুখে খেলে যায়। চিরকালটাই আমি এরকম। যখন জেনের সংগে থাকতুম এ নিয়ে ও ঠাট্টা করত। বোধহয়, আমি স্বভাবতঃই কৌতুহলী।

জানেন তো, কৌতুহল সম্বন্ধে লোকে কি বলে?

হ্যাঁ। এবার সে হেসে ফেলে। লোকে বলে যে কৌতুহল থেকেই বেড়াল মারা যায়, কিন্তু আমি এ কথা বিশ্বাস করি না। কোথায় যেন পড়েছিলুম যে কৌতুহল হচ্ছে জ্ঞানের প্রথম ধাপ। জানি না সে কথা সত্যি কিনা, তবুও লিথোগ্রাফি সম্বন্ধে জানতে আমার ইচ্ছে করে আর আমি এখনও চাই যে আপনি আমায় সে সম্বন্ধে কিছু বলেন।

কিন্তু জিনিষটা আপনার খুব একঘেয়ে লাগবে, আপনার কান্না পাবে, ও ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ জানায়।

না, লাগবে না। চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? বলতে সুরু করুন, বুঝতেই পারবেন আমার একঘেয়ে লাগছে কিনা।

জানি। আপনি আমার মুখের ওপর হাই তুলবেন।

সে হেসে ওঠে। ও, জেন আপনাকে ব্রাসোর কথা বলেছে। ভগবান, আরও কত কি না জানি বলেছে আমার সম্বন্ধে।

সে ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে গলাটা নীচু করে।

আপনাকে বলতে বাধা নেই, আমার মনে হয়না যে জেন আমার সব কাজ খুব ভাল চোখে দেখে।

কেন? আপনি জিনিষ সম্বন্ধে জানতে চান বলে?

ও তাকে লিথোগ্রাফি সম্বন্ধে বলে: শিল্পটির ইতিহাস, এর কারিগরির বিশেষ বিশেষ ধারার উদ্ভব। মাঝে মাঝে টেবিলক্লথের

ওপর ও তাড়াতাড়িতে একটা ডায়াগ্রাম আঁকে। ও কথা বলেই চলে, আস্তে আস্তে এই অদ্ভুত আর সুন্দর মেয়েটির আগ্রহ মেটানোর আনন্দের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেয়।

ম্যাক্‌সিমে গেলে কি রকম হয়? জেন মাঝখান থেকে বলে। সে তার প্রেমিকের সংগে মিটমাট করে নিয়েছে।

বেশ রাত হয়েছে। কিছু লোক চলে যাচ্ছে; অন্যরা বয়কে ইসারা করে গাড়ী ডাকবার জন্যে লোক পাঠাচ্ছে। বাইরে বরফে গাড়ীঘোড়া চলার শব্দ ক্ষীণ হয়ে আসছে।

যদি কিছু মনে না কর, আমার মনে হয় আমি বাড়ী যাব। মিরিয়াম তার ছোট ফারের স্কন্ধাবরণটায় হুক লাগায়, দস্তানায় বোতাম আঁটতে সুরু করে। ভুলো না, কাল সকাল ন'টায় আমাকে দোকানে হাজিরা দিতে হবে।

আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে পারি কি, মাদামোয়াজেল?

সারা রাস্তা গাড়ীতে ওরা কোন কথা বলে না। এখন তাকে একা পেয়ে ও বলবার কিছু খুঁজে পায় না। একবার রাস্তার একটা ল্যাম্পের আলোর এক ঝলকে ও এক মুহূর্তের জন্যে তার মুখটা দেখতে পায়। তার চোখ ওর দিকে নেই। সে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে। স্তব্ধতা তাকে মানায়…কিংবা সে হয়তো ভুলেই গেছে যে ও তার পাশে বসে আছে, যেমন মারি ভুলে যেত…

জেন-এর পরিকল্পনার অসম্ভাব্যতার কথা আবার ওর খেয়াল হয়। এ ধরণের মেয়ে কিভাবে ওর প্রতি আগ্রহবোধ করতে পারে। ভাল, তার কাজ সে করেছে, ওর সংগে কথাবার্তা বলেছে, এমনকি ওর কাজে আগ্রহও দেখিয়েছে, ব্যস্! এবার সে বাড়ী ফিরে যাচ্ছে, ওর সংগে আবার দেখা করার কথা উচ্চারণও করেনি। আর কয়েক মিনিট—তার পরেই সে গাড়ী থেকে নেবে হাত বাড়িয়ে দেবে, বলবে, বঁজোয়া, মঁসিও, সন্ধেটা বেশ আনন্দে কেটেছে! তারপরে মিলিয়ে যাবে, আর কোনদিন ও তার দেখা পাবে না…

ল্যাণ্ডোটা রু দে প'তি শাঁ'র একটা বাড়ীর সামনে থামে। একটা

সাধারণ তেতলা বাড়ী, পুরোণো, কালিপড়া—একতলায় একটা ঘড়ি মেরামতের দোকান।

ও আশ্চর্য্য হয়ে যায় যে কাপড়ের দোকানের মডেলের মাইনেতে সে কি করে রু ত্য লা পে'র কাছাকাছি থাকে। সংগে সংগে সে যেন ওর চিন্তা বুঝতে পেরে বলে, অবশ্য আমার সত্যিকারের একটা ফ্ল্যাট নেই; স্রেফ্ উঠোনেব ওপর একটা ছোট ঘর। তবে তাতে একটা ফায়ারপ্লেস আছে, আর একটা রান্নাঘর—খুব বড় নয়, তবে আমার একার পক্ষে যথেষ্ট বড়। আপনাকে ওপরে আসতে বলতুম, তবে আজ বড্ড রাত্তির হয়ে গেছে। আজকের সন্ধেটা আমার খুব আনন্দে কেটেছে, ম'সিও।

আনন্দটা সবটাই আমার, মাদামোয়াজেল, ও কেতাদুরস্তভাবে বলে। আপনার সংগে আবার দেখা হবার আশা করতে পারি কি?

কাল দেখা করবেন?

তার সোজাসুজি প্রশ্নে ও ঘাবড়ে যায়।

কাল?

হ্যাঁ, যদি চান একসংগে ডিনার খাব। ছ'টায় আমার ছুটি হয়।

গাড়ীর ভেতরের আবছা আলোয় ও শুধু তার ভেলে ঢাকা মুখের ঝাপ্‌সা শ্বেতাভা আর তার ঠোঁটের লালিমা দেখতে পায়। ওর মাথায় চিন্তা পাক খেতে থাকে। এটা কি সত্যি সত্যি তার মনের কথা? না, সে জেনকে যা কথা দিয়েছিল সেইমত চলবার চেষ্টা করছে।

আপনি সত্যি সত্যি এটা চানতো? এবার ওর গলার স্বর শান্ত। আমি শুধু আবার দেখা করবার কথা বলছিনা, সমস্ত জিনিসটার কথা বলছি। জেন আপনাকে আমার সংগে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলতে বলেছে। আপনাকে যে যেতেই হবে এর কোন মানে নাই। আমি বুঝব।

ও ওর হাতে তার দস্তানাপরা হাতের চাপ অনুভব করে।

কাল। সাড়ে ছ'টার সময়। প্লাস ভঁদোমের কোণায়।

ছ'হপ্তা পরে আঁরি প্লাস ভঁদোম আর রু ত্য লা পে'র মোড়ে ওদের

রোজকার দেখা হওয়ার জায়গায় মিরিয়ামের জন্যে অপেক্ষা করছিল। গাড়ীর জানলা দিয়ে তাকিয়ে ছিল বাইরে যানবাহনের স্রোত আর স্তম্ভটার ছায়াচ্ছন্ন সিল্যুটের দিকে, প্রথম শীতের সন্ধ্যায় যেটা একটা বিরাট মোমবাতির মত দেখাচ্ছিল।

ও ঘড়ি দেখে।

এখনও আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে···কিছু এসে যায় না। প্রতীক্ষাও খুব আনন্দজনক হতে পারে যখন তুমি জান যে সে প্রতীক্ষা বৃথা নয়··আর তিরিশ মিনিটের মধ্যে প্যাকাঁর কর্মচারীদের ঢোকবার দরজায় তার আবির্ভাব হবে, হাসতে হাসতে সে ওর দিকে এগিয়ে আসবে, একহাতে টুপিটা ধরে, জোর বাতাসে তার পোষাক তার তন্বী তনুকে আঁকড়ে রয়েছে।

মিরিয়াম। খুব আস্তে আস্তে সে নামটা উচ্চারণ করে। মিরিয়াম··· দু'হপ্তায় সে ওকে যা আনন্দ দিয়েছে, এত আনন্দ পৃথিবীতে আছে ও জানত না। সে ওর পুরো জীবনটা বদলে দিয়েছে। ও কম মদ খাচ্ছে, অনেক কম। আনন্দ পেলে কে আর মদ খেতে চায়? আর ও মিউজিক হলে আর বারে ঘুরে বেড়ায় না। ভোর পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় টহল দেওয়াও ও ছেড়ে দিয়েছে। ও ঘুমোয়; ও কাজ করে। মা আবার খুশী হয়ে উঠেছেন—অন্ততঃ তাঁর দুঃখ কিছুটা কমেছে। মরিস লণ্ডনে ওর ছবির একটা শোয়ের প্ল্যান করছে। মাদাম লুবে, ভগবানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।

দশ মিনিট···

ও প্যাকাঁর কর্মচারীদের ঢোকবার দরজা লক্ষ্য করতে সুরু করে। প্রথমে আসে সেলস্-গার্লরা, যারা ছোটখাট ফাইফরমাস খাটে, অ্যাপ্রেন্টিসরা—পারীর পোষাক জগতের অনামা, অপরিচিত যত অণু-পরমাণু। স্কুলের মেয়েদের মত তারা দলে দলে হাসতে হাসতে আর গল্প করতে করতে বেরোয়, ফুটপাথের দিকে তাকিয়ে তাদের প্রেমিকদের খোঁজে, তাড়াতাড়ি তাদের কাছে যায়, ডিঙ্গি মেরে দাঁড়িয়ে তাদের চুমু খায়। তারপরে তাদের হাত ধরে ভীড়ের মধ্যে মিশিয়ে যায়। তারপরে

বেরোয় বেশী বয়সের কর্মচারীরা : যেসব মেয়ে সেলাই করে, পোষাক ফিট করায়, কাটে, ফিনিশ্ করে। তাদের জন্যে কেউ অপেক্ষা করে না। তারা সকলের অগোচরে বেরিয়ে আসে, পরণে বেঢপ কোট। তাড়াতাড়ি গিয়ে কাছাকাছি একটা বাস কি ঘোড়ায় টানা ট্রাম ধরে দূরে সহরতলীতে তাদের বাড়ী গিয়ে সামান্য সরঞ্জাম দিয়ে নৈশ ভোজন সারে। তারপর আসে পুরুষ কর্মচারীরা : রিসেপশনিষ্ট, ক্যাশিয়ার, অ্যাকাউন্টেন্ট আর কেরানী। ডার্বিটুপি, মাফলার আর ওভারকোট পরে তারা বেরোয়, দেখাতে চায় যেন তারা খুব উঁচুদরের লোক ; পরস্পরের করমর্দন করে যেন ছ' মাসের জন্যে তারা অন্য কোথাও চলে যাচ্ছে, তারপর নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

শেষ পর্যন্ত মডেলেরা আসে, তাদের গর্বিত পদক্ষেপে তাদের চেনা যায়। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তারা এদিক-ওদিক তাকায়, দৃষ্টিতে তাদের অহংকার-মাখানো, দস্তানায় বোতাম আঁটে, তারপর ফুটপাথটা পেরিয়ে প্রতীক্ষমান গাড়ীগুলোয় ঢোকে, দস্তানাপরা পুরুষদের হাত তাদের উঠতে সাহায্য করে।

তারপরও তাকে দেখতে পায়।

অন্যদের মত ও দোরগোড়ায় দাঁড়ায় না, সোজা ল্যাণ্ডোটার কাছে চলে আসে।

বঁজোয়া, অঁরি, ওর পাশে বসতে বসতে সে বলে, খুশীতে উচ্ছল তার গলা, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছ ?

এই কয়েক মিনিট, তবে তোমার যে দেরী হয়নি, ভাল হয়েছে। কমেদি ফ্র্ঁাসেস্-এ আজ 'প্রেসিয়ুস্ রিদিকুলে' হবে। আমি টিকিট কিনেছি। ভাবলুম হয়তো এটা তোমার ভাল লাগবে।

খুব ভাল লাগবে। আমি কখনো কমেদি ফ্র্ঁাসেস্-এ যাই নি।

ও জানলা দিয়ে মাথা বাড়ায়। ভোয়াসাঁ চল।

ডিনারে ওরা প্রচুর খায়, গল্প করে আর হাসে। এ হাসির জন্যে হাসির কথার দরকার হয় না। ওদের মনে আনন্দ কাণায় কাণায় ভরে উঠেছিল, তারই খানিকটা মাঝে মাঝে হাসি হয়ে উপচিয়ে পড়ছিল।

আর রোজকার মত ওরা তর্ক করে। ওদের পরিচয়ের প্রথম দিন থেকেই প্রায় সবকিছু সম্বন্ধেই ওদের মত ছিল একেবারে বিপরীত, এতে কথাবার্তা চালানোর সুবিধে হত।

সেদিন, অঁরিই আলোচনা সুরু করে। বলে, একজন রয়্যালিষ্ট হিসেবে ও ভঁদোম স্তম্ভটা সহ্য করতে পারে না।

কী ধৃষ্টতা ওই কর্সিকান লুটেরাটার! ওই স্তম্ভটার ওপর নিজের ষ্ট্যাচু বসানো, যেন মোমবাতির ওপর সলতে! জান, মিরিয়াম, মেয়েদের মত জাতিদেরও বোঝাও শক্ত। ভাল গভর্ণমেণ্ট তারা সহ্য করে, কিন্তু শুধু ডিক্টেটরদেরই প্রেমে পড়ে। যত খারাপ হয়—ততই ভাল।

ও দেখে তার চোখে প্রতিবাদের ছায়া।

বিশ্বাস করছ না তো? বেশ, চারদিকে তাকিয়ে দেখ। নেপোলিয়ঁ ফ্রান্সের সর্বনাশ করেছিল, তাকে নিঃস্ব করেছিল, এত লোক মেরেছিল যে সব ক'জন রাজা মিলেও অত লোক মারেনি, অথচ সমস্ত পারী তার একটা কীর্তিস্তম্ভ! আর্ক দ্য ত্রিয়ম্‌ফ্, অঁ্যাভালিদ্‌স্, ওই অসহ্য ভঁদোম স্তম্ভটা, ওবেলিস্কটা। আরে, এক পা এগোলেই তুমি ও লোকটার সংগে ধাক্কা খাবে। একজন রয়্যালিষ্ট হিসেবে, এটা আমার ভাল লাগে না।

না অঁরি, এটা তোমার বানানো। তুমি নিশ্চয় সত্যি সত্যি রয়্যালিষ্ট নও।

নিশ্চয়, আমি রয়্যালিষ্ট! তাছাড়া আর কি হব? কি প্রশ্ন! যেন একজন কার্ডিনালকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল তিনি পোপকে সমর্থন করেন কিনা।

আমি বিশ্বাস করি না। তাব গেলাসের পেছন থেকে সে অবিশ্বাস জানায়। কি করে তুমি ওই চরিত্রহীন বুড়ো রাজাগুলোকে সমর্থন করতে পারো?

প্রথমতঃ, তারা বুড়ো ছিল না। পঞ্চদশ লুই পাঁচ বছর বয়সে রাজা হয়েছিল…

বেশ তো। ওই সব চরিত্রহীন তরুণ রাজাদের তুমি কি করে সমর্থন কর?

আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমি জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে গ্লাম্বার, ক্যাশিয়ার, আর্টিষ্ট কিংবা পাত্রীদের চেয়ে রাজারা বেশী চরিত্রহীন নয়। সত্যি কথা বলতে কি, তাদের কেউ কেউ—দুর্ভাগ্যবশতঃ সবচেয়ে খারাপগুলো—সত্যিকারের ধর্মপরায়ণ ছিল। এমনকি তাদের একজন—নবম লুইকে, সরকারীভাবে একজন সেণ্ট বলে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।

সে ওর দিকে প্রতিবাদের দৃষ্টিতে তাকায়, কিন্তু খাচ্ছিল বলে কিছু বলতে পারে না।

আর ওই সব আরিষ্টোক্রাট আর উঁচু শ্রেণীর লোকেরা। খাবারটা শেষ করে সে তার অভিযোগে ফেরে। তারাও কি ধর্মপরায়ণ ছিল? না, তা তারা ছিল না। তারা ছিল উদ্ধত, অহংকারী, আর নিজেদের গৌরবে স্ফীত।

ও নাটকীয় ভংগীতে হাত নাড়ে। তোমাকে জানাতে চাই, মিরিয়াম, যে ভৃত্যরাই উদ্ধত হয়। গ্রঁ সিনোরস্‌রা হয় না। দেখবে যে সাধারণতঃ বাড়ীর কর্তার চেয়ে তার বাটলার বেশী উদ্ধত আর উন্নাসিক হয়। দুর্গে আমাদের বুড়ো টমাস বলে এক ভৃত্যপ্রধান ছিল, তার চেয়ে বড় স্নব্ আমি দেখিনি।

ও ঘড়ির দিকে দেখে।

হে বিপ্লবিনী তরুণী, এবার একটু তাড়াতাড়ি হাত চালান, নইলে প্রথম অংকের আগে পৌঁছোতে পারবো না।

সেদিন ওরা মোলিয়ের-এর 'প্রেসিয়ুস রিদিকুলে' দেখে; পরের দিন ও তাকে দিলাউদের গানবাজনার একটা আসরে নিয়ে যায়, সেখানে তাকে দেখে আর গানবাজনার প্রতি তার অকৃত্রিম আগ্রহ লক্ষ্য করে সকলে মুগ্ধ হয়—এমনকি দেগা পর্যন্ত। তার পরের সন্ধ্যায় ওরা লা রেনেসাঁয় যায়। শোয়ের পর অঁরি তাকে ষ্টেজের পেছনে নিয়ে গিয়ে সারা বার্ণহার্টের সংগে পরিচয় করিয়ে দেয়।

কিন্তু তার পরের সন্ধ্যাটা ওরা কাটায় তার ঘরে আগুনের ধারে; ও হাতে একটা ব্রাণ্ডির বোতল, নিয়ে সোফায় বসে সে হাত দিয়ে হাঁটুদুটো জড়িয়ে ধরে মেঝেতে বসে আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ফেব্রুয়ারী মাসের রাত্তির, বাইরে শোঁ শোঁ করছে ঝড়, মাঝে মাঝে বিষ্টির ঝাপটার সংগে দমকা হাওয়া জানলার শার্সীতে এসে আছড়ে পড়ছে, কিন্তু এখানে ঘরের ভেতরে, সব চুপচাপ আর বেশ একটা গরমের আমেজ। ও তৃপ্তমনে কুশনে হেলান দিয়ে আগুনের আভায় লাল তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে। আগুন কী ভালই না বাসে!... যে মুহূর্তে সে ঘরে ঢোকে, তার প্রথম চিন্তা হচ্ছে আগুনটা জ্বালা। সারা সন্ধে সে ওটার পরিচর্যা করে, ওটা নিয়ে খেলা করে, নিজেকে বাঁচিয়ে ওটার যতটা কাছে বসা যায়, বসে, বেড়ালদের মত একটা জান্তব সুখানুভূতিতে নিজেকে ওটার উত্তাপের হাতে ছেড়ে দেয়।

কিছুক্ষণ কেউ কথা বলে নি। ওটা ওদের সংগের সবচেয়ে মূল্যবান একটা বৈশিষ্ট্য, একসঙ্গে বসে স্তব্ধতা উপভোগ করা।

ভাল লাগছে? ও আস্তে জিজ্ঞাসা করে।

খুব।

গোড়ার থেকেই আমার সন্দেহ হয়েছিল যে তুমি আধা-বেড়াল আধা-মানুষ।

সে মুখ না ফেরালেও, ও তার ঠোঁটে হাসির আভাস দেখতে পায়। আবার স্তব্ধতা ওদের ঘিরে ফেলে; শুধু মাঝে মাঝে বাইরের ঝড়ের গর্জন আর জ্বলন্ত কাঠগুলোর থেকে চড়চড় আওয়াজ ভেসে আসে।

অলসভাবে ও ওর দাড়িতে হাত বোলায় আর ঘরটার চারদিকে দেখে। ঘরটা ছোট, নীচু ছাদ, আসবাবপত্র বিশেষ কিছু নেই। মেঝেটা একটা সবুজ কার্পেটে ঢাকা। বইয়ের শেলফ্ আর দেয়ালের প্রিন্টগুলো থেকে একটা বই-বই আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। যে সব জায়গায় লোকে অনেকক্ষণ থাকে সে সব জায়গার একটা অন্তরংগভাব রয়েছে ঘরটাতে। ওর এটা ভাল লাগে, কেননা কল্পনায় ও এরকমটিই ভেবেছিল; কেননা এটা তার একটা অংশ—তার গাঢ় বাদামী চোখ, বাঁ গালে ছোট্ট কালো তিল, মেঝেতে বসার অভ্যেস আর বাজনা শোনার সময় তার ঠোঁটের আধখোলা ভংগীর মত।

অঁরি, সে হঠাৎ বলে, আমাকে ড্রেফাসের কথা বল। দোকানে

মেয়েরা সব সময় ওর কথা বলছে। আমি জানি না সে দোষী কিনা তবে ব্যাপারটা জানতে চাই। প্রথমতঃ, লোকটা কে?

ও হচ্ছে একজন আলসেশিয়ান। আমার বন্ধু মরিসের মত ওরও জন্ম মুলহাউসে। ও সৈন্যবাহিনীতে ঢোকে, গোলন্দাজ বাহিনীর ক্যাপটেন হয়, তারপর একদিন, চার বছর আগে, হঠাৎ ওকে গ্রেপ্তার করে বিচার করা হয়। ওর পদমর্য্যাদা কেড়ে নিয়ে ওকে ডেভিলস্ আইল্যাণ্ডে চালান করা হয়। যেখানে এখন ও এমন একটা অপরাধের জন্যে শাস্তিভোগ করছে, যে অপরাধ ও করে নি।

কি করে জানলে করে নি? সবাই বলছে করেছে।

সেটাও একটা বড় কারণ যার থেকে বোঝা যায় যে ও অপরাধটা করে নি, ও হাসে, তবে অন্যান্য কারণও আছে।

ধীরেসুস্থে ও তাকে করুণ ঘটনাটা খুলে বলে; ড্রেফাসের হাতের লেখা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের গণ্ডগোল, বিচারে গোপনতা অবলম্বন, সাক্ষ্যপ্রমাণ জাল, সাক্ষীদের মিথ্যে কথা বলতে প্ররোচিত করা।

না মিরিয়াম, এক চুমুকে গেলাসটা খালি করে অঁরি বলে, ও দোষী নয়। কিছু সৎলোক এখনও ফ্রান্সে আছে যারা একটা বিরাট অন্যায় শোধরাবার জন্যে লড়াই করছে। আশা করি, তারা জিতবে। যদিও ব্যাপারটা খুব সোজা হবে বলে মনে হয় না।

সেদিন সন্ধ্যে ও যখন বিদায় নেয়, সে টেবিল থেকে ল্যাম্পটা তুলে নিয়ে ওর পাশে পাশে সরু বাইরের হলটা অবধি আসে।

খুব নিস্তেজ ভাবে সন্ধ্যেটা কাটলো না? সিঁড়িতে পৌছে সে বলে।

এর চেয়ে ভাল সন্ধ্যে আমি কল্পনা করতে পারি না। বলতে গেলে এটা আমার জীবনের সবচেয়ে ভাল সন্ধ্যে। আসলে আমি লোকটা ভেতরে ভেতরে ভয়ঙ্কর ঘরোয়া, বুঝেছ…কাল কি আবার দেখা হবে?

একটু ইতস্ততঃ করে ও বলতে থাকে, আচ্ছা আমি যে তোমার সবটা সময় দখল করছি এতে তুমি বিরক্ত বোধ করছ না তো?

স্-শ্-শ্-শ্! কাল সেই জায়গায়। সে তাড়াতাড়ি বলে।

তার চোখের দৃষ্টি আদরের মত ওর ওপর পড়ে। ওর ইচ্ছে করে

তার হাতটা নেয়, অনেকক্ষণ নিজের হাতে ধরে থাকে। তার বদলে ও বলে, ধন্যবাদ মিরিয়াম, কথাগুলো যেন অনুচ্চারিত থেকে যায়।

সে তার মাথার ওপর আলোটা উঁচু করে তুলে ধরে, ও সিঁড়ি দিয়ে নাবতে সুরু করে। আস্তে আস্তে, অতিকষ্টে ওকে নীচে নাবতে দেখে দয়ায় তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে ওঠে, জোর করে সে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপে।

সিঁড়ির নীচে নেবে সে হাঁপ ছাড়ে। পা দুটোকে জিরেন দেবার জন্যে একটু থামে। এক মুহূর্ত সে ওপরে তাকিয়ে হলুদ আলোক ধারায় স্নাত তার উজ্জ্বল ওভাল মুখটার দিকে তাকায়।

খুশীতে ও হাত নাড়ে, বঁজোয়া, মিরিয়াম।

দুহপ্তা পরে যখন সে বলে যে চল, রোববার বিকেলে আমরা ল্যুভর দেখতে যাই, ও সজোরে প্রতিবাদ জানায়।

ল্যুভর্! ওই পুরোনো কবরখানাটা! ল্যুভরে কে যেতে চায়?

আমি চাই।

জানো না যে ল্যুভরে শুধু ট্যুরিষ্টরা যায়? ট্যুরিষ্টরা আর আর্টের ছাত্ররা। আমি তোমাকে বলছি ওই ষ্ট্যাচু, মমি আর ভাঙ্গা মার্বেলের চাঙড় ভর্তি ঘরগুলোর মত মন খারাপ করে দেওয়া জায়গা পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। ওটা যেন কোন বিরাট গোরস্থানের গুদোম ঘর। মাইলের পর মাইল লম্বা গ্যালারি আর হাজার হাজার ছবি……

কিন্তু ওঁরি, ছবি আমার ভাল লাগে। আরও ভাল লাগবে যদি তুমি আমাকে বল, বোঝাও যে কি হলে ছবি সত্যিকারের ভাল হয়।

অসম্ভব! এ যেন বোঝাতে বলা কি হলে একটা মেয়ে সত্যিকারের সুন্দরী হয়। সত্যিকথা বলতে কি, মহৎ শিল্প মোটেই সোজা নয়। অসম্ভব রকম জটিল। আর তা হবে নাই বা কেন? জীবন সোজা নয়। মানুষের মন সোজা নয়। মানুষের হৃদয় তো নয়ই। সংগীত সোজা নয়। শুনলে সোজা মনে হতে পারে। কিন্তু সত্যি সত্যি নয়।

সেই জন্যেই তো পরের রোববার আমাকে ল্যুভরে নিয়ে যেতে বলছি, যাতে আমি আমার শিক্ষা সুরু করতে পারি। তার রেশমী

চোখে দুষ্টুমির হাসি। শিল্প যদি সত্যি সত্যিই ওই রকম কঠিন হয় তো আমাদের হয়তো বহু বছর ওই নিয়েই পড়ে থাকতে হবে! এর ভেতরেই আমি দেখতে পাচ্ছি আমরা দুজনেই থুথ্‌ড়ে বুড়ো হয়ে গেছি, প্রত্যেক রোববার মোনালিসার ছবি দেখতে ল্যুভরে যাচ্ছি।

বোকার মত হাসি মুখ ফ্লোরেন্সের ওই বুর্জোয়া মহিলাটির নাম আমার কাছে করো না!

আমার তো মনে হয় ওকে বেশ ভালই দেখতে, তোমার অবশ্য যদি পছন্দ না হয়··· ·

তার নম্র স্বরে কিন্তু এ তর্কের ফলাফল সম্বন্ধে তার শান্ত বিশ্বাস ঢাকা থাকে না। তার হাসিতে জয়ের একটা নিশ্চয়তা ছিল যেটা ওর নজর এড়ায় না।

আমি বলেছি 'ল্যুভরে যাব না' আর এটাই শেষ কথা। ভেবোনা যে তুমি আমায় তোমার ওই হাসি দিয়ে যেমন খুশী নাচাতে পারবে।

সে কি অঁরি, সে প্রতিবাদ জানায় যেন তার প্রতি অন্যায় দোষারোপ করা হচ্ছে, আমি তো তোমাকে দেখে হাসছি না।

তাহলে অন্য কাউকে দেখে হাসছো, সেটা আরো খারাপ।

ও বিজ্ঞভাবে তার দিকে আঙ্গুল দেখায়। দেখ, এ ধরণের হাসি আমি চিনি। মিসিয়াও এরকম হাসত।

মেঝের ওপর এ ভাবে বসে তাকে এত সুন্দর দেখায়,—তার চুলের আর মুখের এক পাশে আগুনের আভার চঞ্চলতা, সার্জের স্কার্টের তলায় তার ছিপছিপে পা দুটো গুটোনো—যে কয়েক সেকেণ্ড ও তার দিকে তাকিয়ে থাকে, ওর চিন্তার খেই হারিয়ে যায়। যখন 'ল্যুভরে যাব না' বলেছি, তখন যাওয়া হবে না—কোন রকম তর্ক শুনতে চাই না।

পরের রবিবার ওরা ল্যুভরে যায়, তারপর থেকে নিয়মিতভাবে প্রতি রবিবারে।

আশ্চর্য হয়ে ও দেখে যে এ থেকে ও একটা নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করে। কোন পৃথিবী বিখ্যাত ছবি দেখে তার চোখ বড় বড় হয়ে ওঠা দেখতে ওর ভাল লাগে, ভাল লাগে তার প্রশ্নের জবাব

দিতে,—তুলির কাজ প্রভৃতি নানারকম কারিগরি খুঁটিনাটির প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে। বিরাট গ্যালারিগুলোতে ওদের পায়ের শব্দের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তার তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন মনের পরিচয় পেয়ে ও চমৎকৃত হয়। নিজের অজান্তেই ও আর্ট সম্বন্ধে কথা বলতে সুরু করে, ব্যাখ্যা করে বোঝায় কেন রেমব্রাণ্ট, পিটার দ্য হুশ এর চেয়ে বড় আর্টিষ্ট, ছবির খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করে, দেখায় কোন্‌টা প্রতিভা আর কোন্‌টা শুধুই ওপর-চালাকি।

এক রবিবারে ওরা ভেনাস দ্য মিলোর সামনে দাঁড়িয়েছিল। বিকেলের পাণ্ডুর আলোয় সাদা ষ্ট্যাচুটাকে মনে হচ্ছিল অনেক দূর জগতের।

সুন্দর, তাই না? অঁরি ফিসফিস করে বলে। আমরা ওর সম্বন্ধে কিছুই জানি না, শুধু জানি যে এক গ্রীক চাষা ওকে একটা গুহার মধ্যে পেয়ে ফ্রেঞ্চ গভর্ণমেণ্টকে ছ'হাজার ফ্রাঁতে বিক্রী করে। এটাই হচ্ছে আমাদের গভর্ণমেণ্টের একমাত্র লাভের সওদা, অবশ্য নেপোলিয়ঁ ইতালী থেকে যে অপূর্ব ছবিগুলো চুরি করে এনেছিল সেগুলো ছাড়া। একটু থেমে অঁরি আবার বলতে থাকে, জান, ও এত সুন্দর যে আমরা ভুলে যাই ও কি ভীষণ প্রাচীন। ভাবতে পারো ওর বয়স প্যারীর চেয়ে বেশী, সীজারের চেয়ে বেশী, খৃষ্টের চেয়ে বেশী? মাঝে মাঝে আমার মনে হয় সেণ্ট পল এথেন্সে না গেলেই বোধহয় ভাল হোতো।

কিছুক্ষণ ওরা ফিসফিস করে কথা বলে, আস্তে আস্তে বিরাট ষ্ট্যাচুটার চারদিকে ঘোরে, সব দিক থেকে ওকে দেখে।

এবার যেতে হয়, অঁরি বলে। দেরী হয়ে যাচ্ছে।

আমরা মিশরীয় বাস্‌-রিলিফ দেখেছি, গ্রীক কারিয়াতিদস্‌ দেখেছি, ফোনিসিয়ান মার্বেলের মূর্তিগুলো দেখেছি। এতে তোমার কৃষ্টিলাভের আকাঙ্খা এক সপ্তাহের মত তৃপ্ত হওয়ার কথা।

কিন্তু অঁরি, তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে যে ফিলিপ্‌পো লিপির 'মাদোনা' দেখাবে। মনে পড়ে?

ওঃ, ভগবান, তুমি কখনো কিছু ভোলো না, না? তাহলে তাড়াতাড়ি করতে হবে। বন্ধ হবার সময় হয়ে এল।

চোখে দুষ্টুমির হাসি। শিল্প যদি সত্যি সত্যিই ওই রকম কঠিন হয় তো আমাদের হয়তো বহু বছর ওই নিয়েই পড়ে থাকতে হবে! এর ভেতরেই আমি দেখতে পাচ্ছি আমরা দুজনেই থুথুড়ে বুড়ো হয়ে গেছি, প্রত্যেক রোববার মোনালিসার ছবি দেখতে ল্যুভরে যাচ্ছি।

বোকার মত হাসি মুখ ফ্লোরেন্সের ওই বুর্জোয়া মহিলাটির নাম আমার কাছে করো না!

আমার তো মনে হয় ওকে বেশ ভালই দেখতে, তোমার অবশ্য যদি পছন্দ না হয়··· ·

তার নম্র স্বরে কিন্তু এ তর্কের ফলাফল সম্বন্ধে তার শান্ত বিশ্বাস ঢাকা থাকে না। তার হাসিতে জয়ের একটা নিশ্চয়তা ছিল যেটা ওর নজর এড়ায় না।

আমি বলেছি 'ল্যুভরে যাব না' আর এটাই শেষ কথা। ভেবোনা যে তুমি আমায় তোমার ওই হাসি দিয়ে যেমন খুশী নাচাতে পারবে।

সে কি অঁরি, সে প্রতিবাদ জানায় যেন তার প্রতি অন্যায় দোষারোপ করা হচ্ছে, আমি তো তোমাকে দেখে হাসছি না।

তাহলে অন্য কাউকে দেখে হাসছো, সেটা আরো খারাপ।

ও বিজ্ঞভাবে তার দিকে আঙ্গুল দেখায়। দেখ, এ ধরণের হাসি আমি চিনি। মিসিয়াও এরকম হাসত।

মেঝের ওপর এ ভাবে বসে তাকে এত সুন্দর দেখায়,—তার চুলের আর মুখের এক পাশে আগুনের আভার চঞ্চলতা, সার্জের স্কার্টের তলায় তার ছিপছিপে পা দুটো গুটোনো—যে কয়েক সেকেণ্ড ও তার দিকে তাকিয়ে থাকে, ওর চিন্তার খেই হারিয়ে যায়। যখন 'ল্যুভরে যাব না' বলেছি, তখন যাওয়া হবে না—কোন রকম তর্ক শুনতে চাই না।

পরের রবিবার ওরা ল্যুভরে যায়, তারপর থেকে নিয়মিতভাবে প্রতি রবিবারে।

আশ্চর্য হয়ে ও দেখে যে এ থেকে ও একটা নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করে। কোন পৃথিবী বিখ্যাত ছবি দেখে তার চোখ বড় বড় হয়ে ওঠা দেখতে ওর ভাল লাগে, ভাল লাগে তার প্রশ্নের জবাব

দিতে,—তুলির কাজ প্রভৃতি নানারকম কারিগরি খুঁটিনাটির প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে। বিরাট গ্যালারিগুলোতে ওদের পায়ের শব্দের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তার তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন মনের পরিচয় পেয়ে ও চমৎকৃত হয়। নিজের অজান্তেই ও ·আর্ট সম্বন্ধে কথা বলতে সুরু করে, ব্যাখ্যা করে বোঝায় কেন রেমব্রাণ্ট, পিটার দ্য হুশ এর চেয়ে বড় আর্টিষ্ট, ছবির খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করে, দেখায় কোন্‌টা প্রতিভা আর কোন্‌টা শুধুই ওপর-চালাকি।

এক রবিবারে ওরা ভেনাস দ্য মিলোর সামনে দাঁড়িয়েছিল। বিকেলের পাণ্ডুর আলোয় সাদা ষ্ট্যাচুটাকে মনে হচ্ছিল অনেক দূর জগতের।

সুন্দর, তাই না? অঁরি ফিসফিস ক'রে বলে। আমরা ওর সম্বন্ধে কিছুই জানি না, শুধু জানি যে এক গ্রীক চাষা ওকে একটা গুহার মধ্যে পেয়ে ফ্রেঞ্চ গভর্ণমেণ্টকে ছ'হাজার ফ্রাঁতে বিক্রী করে। এটাই হচ্ছে আমাদের গভর্ণমেণ্টের একমাত্র লাভের সওদা, অবশ্য নেপোলিয়ঁ ইতালী থেকে যে অপূর্ব ছবিগুলো চুরি করে এনেছিল সেগুলো ছাড়া। একটু থেমে অঁরি আবার বলতে থাকে, জান, ও এত সুন্দর যে আমরা ভুলে যাই ও কি ভীষণ প্রাচীন। ভাবতে পারো ওর বয়স প্যারীর চেয়ে বেশী, সীজারের চেয়ে বেশী, খৃষ্টের চেয়ে বেশী? মাঝে মাঝে আমার মনে হয় সেণ্ট পল এথেন্সে না গেলেই বোধহয় ভাল হোতো।

কিছুক্ষণ ওরা ফিসফিস করে কথা বলে, আস্তে আস্তে বিরাট ষ্ট্যাচুটার চারদিকে ঘোরে, সব দিক থেকে ওকে দেখে।

এবার যেতে হয়, অঁরি বলে। দেরী হয়ে যাচ্ছে।

আমরা মিশরীয় বাস্‌-রিলিফ দেখেছি, গ্রীক কারিয়াতিদস্‌ দেখেছি, ফোনিসিয়ান মার্বেলের মূর্তিগুলো দেখেছি। এতে তোমার কৃষ্টিলাভের আকাঙ্খা এক সপ্তাহের মত তৃপ্ত হওয়ার কথা।

কিন্তু অঁরি, তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে যে ফিলিপ্‌পো লিপির 'মাদোনা' দেখাবে। মনে পড়ে?

ওঃ, ভগবান, তুমি কখনো কিছু ভোলো না, না? তাহলে তাড়াতাড়ি করতে হবে। বন্ধ হবার সময় হয়ে এল।

চওড়া মার্বেলের সিঁড়িটা দিয়ে ওরা দোতলায় ওঠে, 'সালোঁ কারে' পেরিয়ে সাত মিটারের ঘরে ঢোকে। ঘরটা ফাঁকা।

শুধু লিপির ছবিটা দেখবারই সময় পাবো। হাঁপাতে হাঁপাতে ও ছবিটার দিকে যায়, সোনালী চুল অপূর্ব মুখ এক মাতৃমূর্তি তাঁর হাঁটুর ওপর বসা শিশুটির দিকে তাকিয়ে আছেন।

ছবিটার সামনে ওরা পাশাপাপি দাঁড়িয়ে থাকে, শ্রদ্ধায় নিস্তব্ধ।

একেই মহৎ ছবি বলে মিরিয়াম, শেষ পর্যন্ত ও বলে। দেখছো, কি ভাবে চামড়ার তলা থেকে আলো আসছে বলে মনে হচ্ছে যেন এটার ভেতরে আলো জ্বলছে। এটা হয়েছে কারণ লিপি নীচে 'ওকার' ব্যবহার করেছে। কায়দাটা কৃত্রিম, কিন্তু খুব কার্য্যকরী। এটা এক রকম আভ্যন্তরীণ জ্যোতির সৃষ্টি করে। এখন প্রত্যেকটি ছাত্র এটা ব্যবহার করে। কিন্তু লিপির সময় এটা ছিল নতুন। স্বর্গের দেবীর মত দেখাচ্ছে না? অঁরির চোখে দুষ্টুমির ছায়া দেখা দেয়। ওর দিকে তাকিয়ে কে ভাবতে পারে বল যে বোধ হয় ও এখন নরকের তপ্তকটাহে সেদ্ধ হচ্ছে। লিপি-ও। অনেক পাপ করেছিল, ওই দুজন......

ওর কথায় বাধা পড়ে। ইউনিফর্ম পরা এক প্রহরী দরজা দিয়ে মাথা বাড়ায়। ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আর কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা বন্ধ করব।

সে কথাগুলো বলে খুব তাড়াতাড়ি, মিরিয়ামের দিকে প্রশংসাসূচক দৃষ্টিতে তাকায়, অঁরিকে দেখে আশ্চর্য হয়, ঘাড় ঝাঁকিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যায়।

পাপের কাছে আর্টের অসীম ঋণ, ফিরতে ফিরতে অঁরি মিরিয়ামকে বলে। আশ্চর্য, বিখ্যাত আর্টিষ্টরা খুব কমই পুণ্যবতী মহিলাদের ছবি এঁকেছেন। আমাকে মনে করিয়ে দিও একদিন তোমাকে ফিলিপ্‌পো লিপি আর তার সুন্দরী সন্ন্যাসিনীর রোমান্সের গল্প বলব।

বাড়ী গিয়ে—চা তৈরী করতে করতে শুনবো।

পরের রবিবার ওরা ল্যুভরে না গিয়ে স্বাধীন আর্টিষ্টদের সালোঁয় যায়। সেই সপ্তাহেই সেটার উদ্বোধন হয়েছিল। অঁরি কার্যনির্বাহক

সমিতির অনেক সদস্যের সংগে মিরিয়ামের পরিচয় করিয়ে দেয়। তাদের স্তুতিতে ও খুশীই হয়। তারপর ওরা একজিবিশন রুমগুলোর মধ্যে দিয়ে হাঁটে, তাড়াতাড়িতে অজস্র ছবি দেখতে দেখতে যায়।

এখন বুঝতে পারছো কেন আর্টিষ্টরা উপোস করে মরে, ছবিতে ঠাসা একটা গ্যালারিতে ঘুরতে ঘুরতে অঁরি মন্তব্য করে। আর্ট হচ্ছে এমন একটা সামগ্রী যেটা পাওয়া যায় খুব বেশী অথচ যার প্রয়োজন খুব কম। শুধু বোকা কিংবা প্রতিভাবান্ লোকেরা কিংবা আমার মত যে সব লোকেদের অন্য কোন উপায় নেই, তারাই স্বেচ্ছায় আর্টকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করে।

'রু দে প'তি শাঁ'য় ফিরতে ফিরতে অঁরি মিরিয়ামকে সোরাত আর ভিনসেণ্টের কথা বলে।

তখন যদি তোমাকে চিনতুম! দেখতে, ওদের তুমি পছন্দ করতে···দুজনেই ছিল খুব বড় আর্টিষ্ট, যদিও দুজনের তফাৎ ছিল দিন আর রাত্রির মত। আমার মনে হয় বিশেষ করে ভিনসেণ্টকে তোমার ভাল লাগতো। ওকে ভাল না লাগাই শক্ত, যদিও ও ছিল অদ্ভুত ধরণের। ও-ও ছিল তোমারই মত সাধারণতন্ত্রী—চরিত্রহীন বুড়ো রাজা আর উদ্ধত আরিষ্টোক্রাটদের সম্বন্ধে তোমার সংগে ওর মতে মিলতো ভাল। বলা যায় না, হয়তো ও তোমার প্রেমে পড়ে যেত। বেচারা ভিনসেণ্ট, এত বোকা ছিল, কিছুতে ওর মাথায় ঢুকতো না যে কোন কোন লোক কখনো ভালবাসা পেতে পারে না।

ওর কি হয়েছিল?

ও আত্মহত্যা করেছিল········

এরকমভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যায়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় অঁরি মিরিয়ামের জন্যে প্লাস ভঁদোমে অপেক্ষা করে। ওরা থিয়েটারে যায়, অপেরায় যায়, কনসার্টে যায় আর সার্কাসে যায়। একদিন ও তাকে জিজ্ঞাসা করে কোনদিন সে কোন 'সিনেমাটোগ্রাফিক শো' দেখেছে কি না?

না তো, সে আবার কি জিনিষ?

আমিও ঠিক জানি না। যদ্দুর জানি, অনেকটা ম্যাজিক লণ্ঠনের মত, তবে ছবিগুলো এত তাড়াতাড়ি বদলে যায় যে মনে হয় নড়ছে।

বুলভার দে কাপুসিনের মাটির তলার একটা সালোঁতে ওরা 'সিনেমাটোগ্রাফিক শো' দেখে। সে একটা অবিস্মরণীয় লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, পর্দার ওপর থেকে রেলগাড়ী ছুটে আসছে। ঘোড়াগুলো দৌড়ে যেন ঘরের মধ্যে চলে আসছে। লোকেরা ভয়ে চীৎকার করছে, সিট ছেড়ে উঠে পড়ছে, অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে।

মাঝে মাঝে ওরা মরিস আর রেণের সংগে ডিনার খায়। একসংগে গল্প করে, তাস খেলে, বেশ আনন্দে সন্ধেগুলো কাটে। মাঝে মাঝে রবিবার সকালে সে ওকে চমকে দেবার জন্যে ওর ষ্টুডিয়োয় চলে আসে, ওকে ছবি আঁকতে দেখে, কৌচের ওপর একটা বই হাতে গা এলিয়ে দেয়। মাদাম লুবের সংগে তার খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। ও ছবি আঁকে আর ওর পেছনে তারা গুজুর-গুজুর করে নাজানি কি সব কথা বলে।

আস্তে আস্তে ওদের বন্ধুত্ব অন্তরংগতায় পরিণত হয়।

ও তাকে নিজের সম্বন্ধে বলে—ওর অতীতের নিঃসংগ দিনগুলোর কথা। এমনকি ও তাকে দেনিসের কথাও বলে আর, এক বর্ষার সন্ধ্যায় মারি শার্লের কথা।

ক্রমশঃ সেও ওকে তার শৈশবের ঘটনা বলতে স্বরু করে।

জান, কেন আমি সব সময় নানারকম জিনিষ শিখতে চাই। কেননা ছোটবেলায় কোন জিনিষ শেখবার স্বযোগ আমি পাইনি। স্কুলের পড়া শেষ করা আমার হয়ে ওঠে নি। আমার বাবা-মা খুব গরীব ছিলেন, যখন বাবা মারা যান, আমি এক দর্জির দোকানে অ্যাপ্রেন্টিস হই।

এক ফ্রাঁ রোজ। তখন আমার বয়স তের...

দয়ামিশ্রিত সহাস্থভূতিতে অভিভূত হয়ে ও তাকে কল্পনা করে একটা ছোট মেয়ে একটা ভীড়ে ভর্ত্তি আলো বাতাস হীন ঘরে একটা লম্বা টেবিলের ওপর দিনে দশ ঘণ্টা ঝুঁকে পড়ে সেলাই করছে, আঙুলে ছুঁচ ফুটে যাচ্ছে। তের বছর বয়সে···দারিদ্র্য কি নিষ্ঠুরই না হতে পারে!

তুমি জাননা আঁরি, গরীব, সত্যি সত্যি গরীব হলে কি রকম লাগে। জগৎ সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি রকম বদলে যায়। সে কথা একদিন বলব তোমাকে।

সেদিন সে আর কিছু বলে না কিন্তু একমাস পরে সে ওকে তার বাবার কথা বলে।

বাবা ছিলেন স্যাকরা। জোয়ান বয়সে পোল্যাণ্ডের একটা ছোট শহর থেকে পারীতে এসেছিলেন···

ওর বাবা মারা গিয়েছিল থাইসিসে, অনেকদিন ভুগে, পরিবারের সামান্য সঞ্চয়টুকু নিঃশেষ করে। মা আর মেয়ে কপর্দকশূন্য অবস্থায় দুঃখ-কষ্টের এক দুঃস্বপ্নের মধ্যে কয়েকটা বছর কাটিয়েছিল। সারাদিন দর্জির দোকানে হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর সন্ধেবেলায় রান্নাঘরে উনুনের ধারে বসে ও মাকে দস্তানায় বোতাম সেলাই করতে সাহায্য করত। রাত্তিরে খেত আলুসেদ্ধ আর পাউরুটির শক্ত ছালটা গরম জলে নরম করে নিয়ে। আর ওদের ওপর সব সময় উদ্যত হয়ে থাকতো বাড়ীয়ালার কালোছায়া। রবিবার নেই, সীন নদীর ধারে পিকনিক নেই, নাগরদোলায় চড়া নেই, অন্য ছেলেমেয়েদের সংগে লুকোচুরি খেলা নেই—অথচ কি রকম করে যেন ও বড় হয়ে ওঠে। রোগা হাড্ডিসার চেহারা ক্লান্ত চোখ ছুঁড়ীটা, একটা তরুণী মেয়ে হয়ে ওঠে। দোকান বন্ধ হবার সময় ওকে বাড়ী পৌঁছে দেবার জন্যে ছেলেরা অপেক্ষা করে।

তারপর একদিন আমার সংগে আঁদ্রের দেখা হোলো, আমি তার প্রেমে পড়ে গেলুম। ও ছিল একটা যন্ত্রপাতি তৈরীর কারখানায় ফোরম্যান, দয়ালু, শান্ত স্বভাবের। আমাদের রুচি এক ছিল, ধর্ম এক ছিল, আশা-আকাঙ্ক্ষা এক ছিল। আমরা পরস্পরকে খুব ভালবাসতুম। কাজেই যখন আমার মা মারা গেলেন আর ও আমাকে বিয়ে করতে চাইল—আমি প্রায় রাজী হয়ে গেছিলুম। নিস্তব্ধ ঘরে ওর গলার স্বর মিলিয়ে যায়। ও আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তাহলে ওকে বিয়ে করলে না কেন?

কেননা, ও ছিল গরীব। তার গলার ধারালো নিশ্চয়তায় ও

চমকে ওঠে। ওর বুদ্ধি ছিল, খাটতে পারতো, স্বভাব ছিল চমৎকার আর দেখতেও ছিল সুন্দর—কিন্তু ও ছিল গরীব। আমার বাবাও বুদ্ধিমান ছিলেন, খাটতেও পারতেন, আর সেই বাবার হাতে পড়ে আমার মার দুর্দশা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আমি বাবাকে মরতে দেখেছি। সারারাত নিরুপায়ভাবে তাঁকে শুধু কাশতে আর কাশতে শুনেছি, কেননা, আমরা ওষুধ কিনতে পারিনি। আর যতবার দেয়ালের ওপাশ থেকে তাঁর কাশির শব্দ আমার কাণে গেছে, আমি বালিশে মুখ গুঁজে প্রতজ্ঞা করেছি যে আমি আর কখনো গরীব হব না। প্রতিজ্ঞা করেছি গরীব না হবার জন্যে আমি সবকিছু করব। সেইজন্যেই আমি আঁদ্রেকে ছেড়ে চলে এসেছিলুম। একটা কথাও না বলে, এক লাইন চিঠিও না লিখে। আমি জানতুম যে ওর সংগে দেখা করলে আমি দুর্বল হয়ে পড়ব। তাই আমি পালিয়ে এসেছিলুম। একটু থেমে, খুব আস্তে ও বলে—আর কোনদিন ওর সংগে আমার দেখা হয়নি।

তারপর আবার মে মাস। আবার বসন্তের আগমনে নতুন পাতার মধ্যে দিয়ে পুরোণো পাথর দেখার যাদু সারা পারীতে ছড়িয়ে পড়ে। রঙচঙে ছাতা আর সেলর টুপিতে বুলভারগুলো ঝলমল করে। পার্ক মঁসোতে আবার পুতুলনাচ স্থরু হয়, নতুন একদল ছেলেমেয়ে গিনিয়োল আর শয়তানের ভীষণ যুদ্ধ দেখি। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে প্রেমিকেরা চুমু খায়।

জেন আভ্রিল, তার প্রেমিক, তার পরিচারিকা, তার ম্যানেজার, দুটো জাপানী কুকুর আর ছাব্বিশটা ট্রাঙ্ক নিয়ে লণ্ডন যাত্রা করে।

ট্রেণ ছাড়বার আগে অঁরির সংগে নিরিবিলিতে তার কম্পার্টমেণ্টে সে কয়েক মিনিট কথা বলার সময় পায়।

তোমাকে নতুন লোকের মত দেখাচ্ছে, দস্তানা নেড়ে হাওয়া খেতে খেতে সে বলে। মিরিয়ামকে কি রকম লাগছে ?

অপূর্ব। তুমি যা বলেছিলে সে সব গুণতো তার আছেই, তার চেয়ে বেশী কিছু আছে। তোমার এ ঋণ আমি কখনও শোধ করতে

পারবো না। যটা পোষ্টার তুমি চাও আমি করে দোবো।

ওর স্বরের তীব্রতায় সে ওর দিকে সন্দেহের চোখে তাকায়। প্রেমে পড়ছ না তো?

নিশ্চয় না। কি ভাব আমাকে—বোকা?

মনে রেখো, অঁরি। বন্ধুত্ব—আর কিছু না!

সেদিন সন্ধেয় ও মিরিয়ামকে ব্রাম্স্-এর বাজনার এক অনুষ্ঠানে নিয়ে যায়। কিছুদিন আগে ব্রাম্স্ ভিয়েনায় মারা গেছেন; তাঁরই সম্মানার্থে এ অনুষ্ঠান। মিরিয়াম চোখ বন্ধ করে শোনে, হাত দুটো কোলের ওপর জড়ো করা। আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে ও মনের গভীরে তার ছবি এঁকে নেয়, সংগীতের আস্বাদনে পুলকিত তার মুখ, ঠোঁট দুটো আধখোলা যেন চুম্বনের প্রতীক্ষায়, গ্রীবার বঙ্কিম ভংগী। এ একটা অপূর্ব মুহূর্ত যেটা মনের মণিকোঠায় সযত্নে সঞ্চয় করে রাখতে হয়, যখন সে চলে যাবে তখন এ মুহূর্তের কথা বারে বারে মনে পড়বে।

সিম্ফনি শেষ হয়ে আসে, তার আঙুল ওর আঙুলে এসে জড়ায়।

ধন্যবাদ অঁরি, সে ফিস্ফিস্ করে বলে। এ সিম্ফনি শুনলেই আমার তোমার কথা মনে পড়বে।

ল্যাণ্ডোতে আবার সে ওর হাতের ওপর হাত রাখে। সত্যি, তুমি আমার সংগে খুব ভাল ব্যবহার করেছ।

আস্তে আস্তে তাদের হাতের তালু ঠেকে; অস্পষ্ট, প্রায় অচেতন কামনায় তাদের আঙুলে আঙুলে জড়ায়।

ঘরে ঢুকে সে তার স্কার্ফটা একটা চেয়ারে ছুঁড়ে ফেলে আগুন জ্বালাবার জন্যে ঝুঁকে পড়ে।

ইচ্ছে করে তোমার হয়ে একাজগুলো করতে, সোফায় বসে ও বলে। সে উত্তর দেয় না। ব্যাপারটা হাল্কা করার জন্যে ও হাল্কা সুরে বলে চলে, মাঝে মাঝে ভাবি গরমকালে যখন আগুন জ্বালানো যায় না তখন তুমি কি কর?

কি আর করব? পেঁচামুখ করে বসে থাকি আর হেমন্তের অপেক্ষা করি। গরমকালটা আমি ঘেন্না করি। গরমকালে প্যারী সহ্য করা যায় না।

মোটেই না, গরমকালে পারী অপূর্ব। দেখবে, তোমাকে আমি মেলায় নিয়ে যাব। আমরা ক্যারামেল খাবো, এ ষ্টল থেকে ও ষ্টলে ঘুরে বেড়াবো। ফোয়ার দ্য-ত্রোয়েনে আমার পুরোনো বন্ধু লা গুলুর সংগে দেখা করব। নৌকোয় করে সীনে বেড়াবো। ছোটখাট রেস্তর্াঁয় লাঞ্চ খেতে খেতে অ্যাকর্ডিয়ন বাজানো শুনবো। গাড়ীতে করে সেন্ট ক্লাউডে যাবো, ভার্সাই যাব আর…

সে কি, গরমকালে তুমি আর্কাশোঁ যাবে না? সে আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করে। জেন আমাকে বলেছে যে সেখানে তোমার একটা বাংলো আর একটা নৌকা আছে।

না, এ বছর নয়, ও তাড়াতাড়ি বলে, আমি ভীষণ ব্যস্ত।

জান অঁরি, একটু চুপ করে থেকে মিরিয়াম বলে, আমি কখনো পারীর বাইরে যাই নি, কখনো সমুদ্র দেখি নি।

আর্কাশোঁ ঠিক সমুদ্রের ধারে নয়, একটা উপসাগরের ধারে। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর উপসাগর। পাইনবনের মধ্যে শীতের সময় লোকে থাকে কিন্তু গ্রীষ্মকালে শহরটা হয় সমুদ্র সৈকতের কাছে। সেখানেই আমার বাংলো। ভিলা দেনিস। তার একটা বারান্দা একেবারে উপসাগরের ওপর। তুমি ধারণাও করতে পারবে না সকালে যখন আমি ব্রেককাষ্ট খেতে আসি তখন কি অপূর্ব দেখায় চারদিক—রোদে সাদা পালতোলা নৌকাগুলো, তীরে বালির ওপর ছেলেরা খেলা করছে। ব্রেকফাষ্টের পর আমি নৌকায় করে বেড়াই, সাঁতার কাটি। আঃ, সকালবেলায় সাঁতার কাটতে কি ভালই না লাগে!

ও বুঝতে পারে যে, উৎসাহের প্রাবল্যে ও অনেক কিছু বলে ফেলেছে। যা বলছি কিছু বিশ্বাস কোরো না। আর পাঁচটা সমুদ্রের ধারের শহরের মত আর্কাশোঁও সাধারণ একটা শহর। আর তাছাড়া আমি এবছর ওখানে যাচ্ছি না। পারী ছাড়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ক্লেমঁসোর বইটার জন্যে ছবি আঁকতে হবে,তার কাজও সুরু করিনি। হ্যাঁ, ভাল কথা, তুমি ওটায় ইনটারেস্‌টেড্ হতে পারো। ওটা হচ্ছে ইহুদীদের ছোট গল্পের একটা সংকলন। ও আমাকে গেলিগুলো

দিয়েছে পড়তে। যদি চাও, সেগুলো তোমাকে এনে দিতে পারি।

সে ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে লাফিয়ে ওঠে। আমি কফি করতে যাচ্ছি। খাবে নাকি?

ছোট রান্না ঘরটার ভেতর সে অদৃশ্য হয়ে যায়; খানিকক্ষণ ও কফি গুঁড়োনোর শব্দ শোনে। সুখী হবার জন্যে কি অল্প জিনিষ লাগে! একটা আগুন, কফি, একজন মেয়ে··মিরিয়ামের মত একজন মেয়ে। ল্যাঙোতে ওর হাতটা কি নরম লাগছিল···

আজ তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল, ও চেঁচিয়ে বলে।

সে রান্নাঘর থেকে মুখ বাড়ায়। ধন্যবাদ, মঁসিও। অ্যাদ্দিনে আপনার মুখ থেকে অন্ততঃ একটা প্রশংসার কথা শুনলুম।

আমার কিংবা অন্য কারো প্রশংসা তোমার দরকার নেই। তুমি খুব ভালভাবেই জান যে তুমি খুব সুন্দরী। সত্যিকথা বলতে কি, অতটা সুন্দরী না হলেও চলতো। তাছাড়া কোন মেয়েকে তার সম্বন্ধে কখনো এমন কোন ভাল কথা বলা যায়না যা সে না জানে।

তবু শুনতে তার ভাল লাগে। কফি গুঁড়োনোর শব্দ ছাপিয়ে তার হাসি শোনা যায়। কিন্তু সকালে আমাকে দেখলে ভয় পেয়ে যেতে।

নিশ্চয় পেতুম। ও সেই ঠাট্টার সুরেই জবাব দেয়। তবে কি করে জানিনা আজ রাত্তিরে তুমি নিজেকে খুব সুন্দর দেখতে করে তুলে ছিলে। কনসার্টে তে লোকে তোমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। আমি বলতে পারি তারা কি ভাবছিল।

পার নাকি? আবার ও তার খিলখিল হাসির শব্দ শোনে। কি ভাবছিল তারা?

ভাবছিল সকালবেলায় তোমাকে কি ভয়ানকই না দেখতে লাগে!

তুমি একটা শয়তান। আমি তোমাকে দু'চোখে দেখতে পারি না! সে রান্নাঘরের দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ওকে জিভ ভেঙচায়। জেন ঠিক বলেছিল। সে বলেছিল তুমি ··

যেতে দাও সে কি বলেছিল, ও হাসে। দেখলে তো? মেয়েদের মুখের কথা বিশ্বাস করে তাদের সংগে একমত হয়েছো কি, তারা

তোমাকে গালাগাল দেবে, দু' চোখে দেখতে পারবে না, জিভ ভেঙচাবে। তোষামোদ, আরো তোষামোদ। তারা শুধু তাই চায়। যাই হোক, এ কথাটা সত্যি যে কনসার্টের সময় তুমি অনেকের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়েছ। তোমার মত মেয়েরা জনগণের বিপত্তির কারণ। তোমাদের একা চলাফেরা করতে দেওয়া উচিত নয়।

কিন্তু আমি তো একা ছিলুম না। তোমার সংগে ছিলুম।

আগেও ওরা এ ধরণের ঠাট্টা তামাসা করেছে কিন্তু আজ ও একটা অন্তঃসলিলা অন্তরংগতার স্রোতের আভাস পায়, যেটা নতুন; কিছুটা উচ্ছৃঙ্খল!

এই যে, একটা ব্রাণ্ডি খাও। মিরিয়াম ওর পাশে টেবিলে একটা কোয়ন্যাকের বোতল আর গেলাস রাখে। অবশ্য এটা তোমার পাওনা নয়, নেহাৎ আমি একটা ক্ষমাশীল, মধুর প্রকৃতির মেয়ে তাই দিচ্ছি।

ঠিক এই কথাগুলোই বলতে যাচ্ছিলুম, ও ক্ষেপায়। কিন্তু ভাবলুম তোমার স্বাভাবিক বিনয়ে আঘাত লাগবে। যাক, দেখে খুশী হলুম যে আমাদের মত একই। সে প্রতিবাদের জন্যে মুখ খুলতেই ও যেন ভয়েতে কুঁকড়ে যায়। আচ্ছা, আচ্ছা, আমি ক্ষমা চাইছি। তুমি ওসব কোনটাই নও। এখন, একটা কথা, এখানে আমি যে কোয়ন্যাক খাই তার দামটা আমাকে দিতে দিলে কেমন হয়? কোয়ন্যাকেই তো আমি তোমাকে ফতুর করছি···

না। আর এ সম্বন্ধে যদি আর একটাও কথা বলেছ...

কিন্তু, মিরিয়াম, তুমি আমার কাছ থেকে কোন উপহার নেবে না। আমাকে ড্রিংকের দাম দিতে দেবে না। লক্ষ্মীটি, কথা শোনো!

না।

অবুঝ হোয়ো না, মিরিয়াম, বোঝবার চেষ্টা কর····

না। আর একটা কথা বলেছ কি, আমি বোতল নিয়ে চললুম।

সে রান্নাঘরে চলে যায়। পর মুহূর্তেই ফিরে আসে, হাতে দু'কাপ কফি! গরম থাকতে থাকতে খেয়ে নাও।

সে আগুনের ধারে এসে বসে, ছিপছিপে পা দুটো কালো ভেলভেটের

স্কার্টের তলায় মোড়া।

কিছুক্ষণ দুজনের কেউ কোন কথা বলে না।

কী অপূর্ব দেখাচ্ছে আজ ওকে! এতগুলো মাস কেটে গেছে অথচ তার উপস্থিতির বিস্ময়, তার কমনীয়তার রোমাঞ্চ, ওর কাছে এখনও কমে নি। সারা জীবন তার মত একটা মেয়ের স্বপ্নই ও দেখেছে। অতীতের সেইসব ক্ষিপ্ত অপচিত দিনগুলোয় তাকেই ও খুঁজে পাবার আশা করেছিল। আর ও কিনা সে সব সময় এই ছোট্ট ঘরটাতেই ছিল! কতবার সে এই রাস্তা দিয়ে গাড়ী করে গিয়েছে, স্বপ্নেও ভাবে নি যে এইসব পুরোনো বাড়ীর একটায় সে থাকে……

আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন? আগুনের দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই মিরিয়াম জিজ্ঞেস করে।

কি করে জানলে যে আমি তোমার দিকে তাকিয়ে আছি। তুমি কি শুধু ক্ষমাশীলা, আর মধুর প্রকৃতির মেয়েই নও? তার ওপর আবার মাথার পেছনে তোমার এক জোড়া চোখ আছে? তাহলে বোধহয়, আমি কি ভাবছিলুম তাও তুমি জান।

কি ভাবছিলে?

যদি জানতেই চাও তাহলে শোনো। আমি ভাবছিলুম তুমি সত্যি-কারের না আমার বানিয়ে তোলা কল্পনা। আমি জিনিষ বানিয়ে তুলতে খুব পারি। এমন জিনিষ দেখি যা কখনও হয় নি, এমন জিনিষ শুনি যা কেউ বলেনি। মাঝে মাঝে রাত্তিরে ঘুম থেকে জেগে আমি ভাবি তুমি নেই, কোনদিন হয়তো আমাদের পরিচয় হয় নি। ওঃ, মিরিয়াম, তোমার সঙ্গে পরিচয় হওয়াতে আমি এত খুশী হয়েছি—এত খুশী আর কৃতজ্ঞ।

কৃতজ্ঞ—কিসের জন্যে?

তুমি বেঁচে আছ, এখানে আমার কাছে আছ, আমাকে তোমার কাছে বসতে দাও আর আমাকে তোমার বন্ধু হতে দিয়েছ – এই জন্যে।

সে নড়ে না। কাপটা কোলের ওপর রেখে, আগুনের দিকে তাকিয়ে কি যেন খোঁজে। তার মুখ সুদূর চিন্তায় ঘেরা।

আঁরি তুমি কি আমায় ভালবেসে ফেলেছ? একটু আগের ঠাট্টার

সুর আর নেই।

ও অনুভব করতে পারে ও ঢোক গেলে, ওর হাতের ব্রাণ্ডির গেলাসটা কাঁপে। সে ওকে ছেড়ে চলে যাবে। সারা সন্ধ্যেটাই তাকে কি রকম যেন লাগছিল, বড্ড বেশী ভাল। সে ওকে বলবে যে ধনী লোকের অপেক্ষায় সে ছিল, সে এসেছে কিংবা সে বুঝতে পেরেছে যে ও তাকে ভালবেসে ফেলেছে....বোকার মত রাত্তিরে জেগে তার কথা ভাবার কথাটায় ও নিজেকে ধরিয়ে দিয়েছে।

তোমাকে ভালবেসেছি? একথা তুমি কেন বলছ? নিশ্চয় না।

ওর মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষ সতর্ক হয়ে ওঠে। এবার ওকে ভালভাবে মিথ্যে কথা বলতে হবে, খুব ভালভাবে...তাকে বোঝাতে হবে, নইলে সে ওকে ছেড়ে চলে যাবে।

আমরা খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তোমার সংগে থাকতে আমার ভাল লাগে। কিন্তু ভালবাসা—না, মিরিয়াম। না! আমি ঠেকে শিখেছি কিন্তু শিক্ষা আমার হয়েছে, এ আমি তোমায় জোর গলায় বলতে পারি।

তুমি এ বিষয়ে নিশ্চিত?

নিশ্চিত? অবশ্যই আমি নিশ্চিত।

ওর ভেতর থেকে কে যেন ওকে বলে দেয়, করছ কি, ঠাট্টা কর, প্রশ্ন করে ওকে ধাঁধিয়ে দাও, বিদ্রূপ কর, আমোদ পাবার ভাণ কর, কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করেছ কি মরেছো।

ব্যাপার কি? এটা কি একটা আত্ম অনুসন্ধানকারী খেলা? দেখ তোমরা মেয়েরা এত অহংকারী যে কল্পনাও করতে পারো না যে হৃদয় না হারিয়ে কিংবা প্রেমে হাবুডুবু না খেয়ে কোন পুরুষ তোমাদের সাহচর্যে আনন্দলাভ করতে পারে। তোমায় নিরাশ করার জন্যে দুঃখিত তবে বন্ধুত্বই আমার কাম্য। বোধহয় বুড়ো হয়ে পড়েছি তাই প্রেমের আবর্তের মধ্যে ডুবতে আর আমার ইচ্ছে নেই। বন্ধুত্বের শান্ত স্রোতের প্রতিই আমার আকাঙ্ক্ষা।

আস্তে আস্তে ও নিজের ওপর বিশ্বাস ফিরে পায়। যা বলে তার খানিকটা হয়তো বিশ্বাস করতেও সুরু করে।

তোমার কি রকম মনে হোতো, হঠাৎ যদি তোমাকে বলতুম, মিরিয়াম তুমি কি আমাকে ভালবেসে ফেলেছ? যাকগে, আর ও সম্বন্ধে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। এখন, হে আমার হতভাগ্য প্রত্যাখ্যাত প্রেয়সী, আমাকে শান্তিতে কফি খেতে দাও।

বেশ, আমি তোমায় বিশ্বাস করলুম। কিন্তু—কিন্তু তুমি আমাকে চাও, তাই না?

হাঃ, হাঃ, সেটা আলাদা! ভালবাসা হচ্ছে একটা কাদাভরা জলা জায়গা, একটা মানসিক চোরাবালি। কিন্তু কামনা হচ্ছে একটা স্বাভাবিক ভদ্র অনুভূতি। নিশ্চয় আমি তোমাকে চাই, মিরিয়াম, যে কোন তরুণীকে আমি যে ভাবে চাইতুম। হাজার হোক তুমিতো ঠিক কুচ্ছিৎ দেখতে নও—অবশ্য, সকাল বেলায় ছাড়া—আর আমিও নব্বই বছরের বুড়ো নই। আমি যদি তোমার সুস্পষ্ট সম্পদগুলো অবহেলা করি সেটা নিশ্চয় তোমার আমার কারো পক্ষেই খুব প্রশংসার বিষয় হবে না। তবে ঘাবড়ে যেও না, আমি তোমাকে বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে তোমার ওপর আমার দৈহিক ক্ষুধা মেটাব না। পারীতে অনেক জায়গা আছে যেখানে ও ধরণের ক্ষুধা খুব সহজেই মেটে।

জানি, সে হাসে। জেন আমাকে বলেছে।

ভগবান, ও মেয়েটাকে গুলি করে মারা উচিত!

যাহোক তুমি যখন জানই, তখন নিশ্চিন্ত থাকতে পারো যে হঠাৎ তোমাকে জড়িয়ে ধরে জোর করে কিছু করে বসব না—

ও জিতছে, ও তাকে বুঝিয়ে এনেছে। ও আত্মরক্ষায় ঢিলে দেয়।

না, মিরিয়াম! ও শান্তভাবে হাসে। আমি শুধু তোমার বন্ধু হতে চাই! আমি তোমার কাছ থেকে বন্ধুত্বের মাধুর্য ছাড়া কিছুর আশা করি না। আমি জানি একদিন তুমি চলে যাবে, তার জন্যে আমি প্রস্তুত। কিন্তু সেদিন পর্যন্ত আমায় তোমার বন্ধু থাকতে দাও।

সে তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিতে ওর মুখ খুঁটিয়ে দেখে। শুনে খুশী হলুম অঁরি। আমিও তোমার বন্ধু হতে চাই। আমিও তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তুমি যা জান, তুমি যা কল্পনা করতে পারো, তার চেয়েও ঢের

বেশী। জেন তোমাকে বলেছে যে আমি জীবনে কি চাই। তুমি জান আমি তোমায় ভালবাসি না আর আমি চাই না যে তুমি আমাকে ভালবাস, কেন না তাহলে তুমি আঘাত পাবে। আর আমি চাই না যে তুমি আঘাত পাও। আমি তোমাকে শুধু আনন্দ দিতে চাই।

ধন্যবাদ মিরিয়াম, ও ধরাগলায় বলে। এখন যখন সবকিছুর একটা মীমাংসা হয়ে গেল, আমার মনে হয় আমার বাড়ী যাওয়া উচিত। কাল রোববার, মনে হচ্ছে দিনটা ভালই থাকবে। গাড়ী করে ভার্সাই গেলে কি রকম হয়? ও খালি গেলাসটা টেবিলের ওপর রেখে ছড়ির জন্যে হাত বাড়ায়।

ও ওঠবার আগেই সে তাড়াতাড়ি ওর কাছে আসে, তার ঠোঁট ওর ঠোঁটের খুব কাছে।

তোমাকে যেতে হবে না, অঁরি।

উনিশ

চোখ খোলবার আগেই ও বুঝতে পারে যে সকাল হয়েছে, ঘরটা রোদে ভরে গিয়েছে, উপসাগরের ওপরের আকাশটা উজ্জ্বল নীল। খোলা জানলা দিয়ে তীরে ছেলেদের খেলার চীৎকার আর ঢেউয়ের ঘুম পাড়ানি মর্মর ভেসে আসে।

ও চোখ খোলে না। নিশ্চল হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে, তার শান্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ শোনে, ক্লান্ত ঘুমে ওর পাশে এলিয়ে পড়া তার নগ্ন দেহের তাপে স্নান করে। এই সেই অপূর্ব প্রহর যা প্রত্যেক লোকের জীবনেই একবার আসে। স্বচ্ছ, উজ্জ্বল, আনন্দের তীব্রতায় হৃদয় বিদারক। শেষ পর্য্যন্ত এটা ওর কাছে এসেছে, গ্রীষ্মকালের এই সকালে···

এ ক' হপ্তা ওর চেয়ে সুখী লোক বোধহয় জগতে ছিল না। সে নিজেকে ওর হাতে তুলে দিয়েছে। দয়া করে নয়; সহানুভূতির থেকে নয়, নিজের ইচ্ছায়—সব ক্ষতি মিটিয়ে দেবার একটা অপূর্ব ভংগীতে। সে পুষিয়ে দিতে চেয়েছে—দেনিস; মারি, ওর নিঃসংগ বছরগুলো, ওর

কুৎসিত চেহারা, ওর পায়ের যন্ত্রণা, সবকিছু—ওর প্রতি জীবনের অবিচারের বদলে সে নিজেকে ওর হাতে সঁপে দিয়েছে।

আগে অনেক সময়ে ও মনে মনে ভাবতো, একজন সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্না মেয়েকে ভালবাসতে কি রকম লাগে। এখন ও জানে। এটা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আনন্দ।

সে ছিল লোভী আর উচ্ছৃঙ্খল কারণ কামনার স্বভাবই তাই। সে ওকে কিছু থেকে বঞ্চিত করেনি, কারণ সে চেয়েছিল জীবনে অন্ততঃ একবার যেন ও পরিপূর্ণ প্রেমের স্বাদ পায়। আর সে ছিল সেই ধরণের মেয়ে যারা হয় সব দেয়, নয় কিছুই দেয় না। পারীতে তার ঘরে আগুনের আলোর আবছা অন্ধকারে, এখানে গ্রীষ্মের রাত্রির মরকত নীল অস্পষ্টতায়, সে ওকে তার দেহটা ব্যবহার আর অপব্যবহার করতে দিয়েছে, ও যা চেয়েছে তাই দিয়েছে।

এই প্রথম ও তার সর্বগ্রাসী দৈহিক ক্ষুধাকে আশীর্বাদ করে, আশীর্বাদ সেই সব নগণ্য বেশ্যাদের যারা ওকে আনন্দের গঠন আর দেহজ প্রেমের কারিগরি শিখিয়েছিল। ও তাকে আনন্দ দিয়েছে - এ সম্বন্ধে ও স্থির নিশ্চয়। ও অনুভব করেছে তার রোমাঞ্চিত কলেবর, ওর হাতের তলায় তার মেরুদণ্ডের বেঁকে ওঠা। প্রেমের এ প্রক্রিয়ায় সৌন্দর্যের কোন স্থান নেই, স্থান নেই মস্তিষ্কের, খ্যাতির আর সামাজিক আদব কায়দার···কামনার একটা বিশেষ স্তরে পৌঁছলে সাধারণ জগতের নিয়মকানুন পেছনে পড়ে থাকে, শুধু জান্তব লালসা আর সহক্ষমতা ছাড়া কিছুরই আর মানে থাকে না। সর্বব্যাপী অন্ধকারে ওরা আর একটা সুন্দরী মেয়ে আর একটা কুৎসিত পুরুষ থাকেনা, হয়ে ওঠে দুটো অনামা ছায়া, উন্মত্ত প্রেমে আলিঙ্গনাবদ্ধ, একে অন্যকে আনন্দ দেবার ইচ্ছায় ব্যাকুল।

ও কখনো তাকে ভুলবে না। কিন্তু সেও ওকে ভুলতে পারবে না। তার মনে থাকবে এই কুৎসিত বামনটাকে যে তাকে এত তীব্রভাবে ভালবেসেছিল। তার মনে, তার হৃদয়ে, তার যৌন চেতনার কোন এক কোণায় ও বেঁচে থাকবে, ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পরেও। কেননা,

ছাড়াছাড়ি ওদের হবেই। এ ধরণের সুখ জীবন বেশীদিনের জন্য সহ্য করে না। কিছু একটা ঘটে, দু'দিনের খেলাঘর ভেঙ্গে যায়।

সে ওকে ভালবাসে না, এ সম্বন্ধে ও স্থিরনিশ্চয়। কখনো বাসবে না। সে ওকে তার দেহ দিয়েছে, হৃদয় দেয় নি। যদি বয়স কম হোতো, ও হয়তো আশা করতো, কিন্তু তেত্রিশ বছর বয়সে লোকে অবশ্যম্ভাবীর কাছে নতি-স্বীকার করতে শেখে ; চাঁদ দেখে আর হাত বাড়ায় না।

ও নিজে ভালবেসে ফেলেছে, ভীষণ ভাবে। নিজেকে সংযত করা ওর উচিত ছিল, কিন্তু পারে নি। কিন্তু সমস্যাটা ওর, সমাধানও ওকেই করতে হবে। ও তাকে মিথ্যে কথা বলেছে, তার ফল ওকেই ভোগ করতে হবে। বিদায় নেবার সময় যখন আসবে, ও সাহসী হবে, শোভন ভাবে বিদায় নেবে, ক্রন্দনোন্মুখ অনুনয়কারী এক প্রেমিকের হাস্যাস্পদ দৃশ্যের হাত থেকে তাকে অব্যাহতি দেবে।

যাক্‌গে, ভবিষ্যৎ এখনও অনেক দূর। এখন সে এখানে, তার পাশে। এখনও ওদের সামনে তিন সপ্তাহ পড়ে আছে···

ও ভগবানকে ধন্যবাদ দেয়। তোমাকে ধন্যবাদ ভগবান, তুমি আমাকে এই আনন্দ দিয়েছ! আর আমি তোমাকে ঘৃণা করি না। আর কখনো করব না···শুধু যখন ও চলে যাবে, যেন খুব বেশীদিন না বাঁচি···কিন্তু এখন, প্লীজ, সময়টা যেন আস্তে কাটে—খুব আস্তে······

ওরা নৌকো করে বেড়াতে যায়, মাছ ধরে। পাটাতনের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে থাকে, চোখ বন্ধ, মুখ সূর্য্যের দিকে, হাতে হাত ঠেকে রয়েছে। সহজেই ওরা হেসে ফেলে আর সুখী লোকেদের মত অজস্র বোকার মত কথা বলে। বাংলোর বারান্দায় লাঞ্চ আর ডিনার খায়, পাইনবনের মধ্যে দিয়ে গাড়ী করে বেড়ায়, জলের ধারের ছোট ছোট রেস্তোরাঁয় গিয়ে আর্কাশোঁর নাম করা ঝিনুক আর বোর্দোর সাদা মদ খায়।

আগষ্টের শেষ দিকে মরিস আর রেণে এসে কদিন থাকে। ডিনারের পর মেয়ে দুজন পারীর চলতি ফ্যাশান নিয়ে কথা বলে, মরিস অঁরিকে তার ভবিষ্যৎ প্লানের কথা খুলে বলে।

তোমার লণ্ডনের শোয়ের জন্যে সব তৈরী। ম'সিও মার্শাঁ,

'গুপিল'সের লণ্ডনের ম্যানেজার, মে মাসের দুটো সপ্তাহ তোমার জন্যে রিজার্ভ রেখেছেন। তারপর—পরের বছর নিউইয়র্কে! আমি বলছি আঁরি আর পাঁচ বছরে তোমার ছবি দেগার সমান দামে বিক্রি হবে।

মরিস আর রেগে চলে যাবার পর আঁরি আর মিরিয়াম ওদের আগেকার অলস রুটিনে ফিরে যায়। শেষ কয়েকবার গাড়ী চড়ে বেড়ানো, সন্ধেয় বাংলোর বারান্দায় বসে থাকা। কিন্তু মিরিয়ামের ছুটি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। সুখের ঘটনা শেষ হয়ে যাওয়ার সময়কার বিষাদ ওদের ছেয়ে ফেলে।

পারীতে ফেরবার আগে এক সন্ধেয় বারান্দায় বসে ওরা দেখছিল নির্মেঘ আকাশে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। যে কজন সেই অবেলাতেও স্নান করছিল তারা ঢেউ থেকে উঠে গা থেকে বালি ঝাড়ে। বাতাস থেমে যায়।

মিরিয়াম ঝুঁকে পড়ে ওর হাত ধরে। আমার জীবনে এই গ্রীষ্মকালটাই সবচেয়ে আনন্দে কেটেছে। যে চারটে স্বর্গীয় সপ্তাহ আমাদের এখানে কাটলো সেগুলোর স্মৃতি আমার চিরকাল মনে থাকবে।

ও কথা বলতে সাহস করে না। ভয় হয় হয়তো ধরা দিয়ে ফেলবে। ভবিষ্যৎ ওর কাছে একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সহস্রবাহু প্রতিদ্বন্দ্বীর মত পারী অপেক্ষা করছে ওর কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে।

সে ওর দিকে ফেরে। তুমি আমাকে আনন্দ দিয়েছ আঁরি, এত আনন্দ আমি জীবনে পাইনি। আমি চাই তুমি এ কথা জান।

আমিও আনন্দ পেয়েছি, তার হাতের দিকে তাকিয়ে ও মৃদুস্বরে বলে। সেইজন্যেই আমার ভাবতে কষ্ট হচ্ছে যে এটা শেষ হয়ে যাবে।

কিন্তু শেষ তো হচ্ছে না। পারীতেও তো আমরা এইভাবেই মিশব।

ও মাথা নাড়ে। না, এ ভাবে না। পারীতে তোমার সংগে আমার দেখা হবে গাড়ীতে, রেস্তোরাঁয়। সন্ধেয় কয়েক ঘণ্টার জন্যে। হয়ত রোববারে রোববারে······

কিন্তু অঁরি, গেল বছর শীতেও তো ওই ভাবেই আমাদের দেখা হয়েছিল, তখন তুমি বলেছিলে যে তুমি খুব সুখী।' সস্নেহ ভর্ৎসনায় সে ওর দিকে তাকায়। মনে পড়ে, তুমি বলেছিলে যে আমাদের যা আছে তাই নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত?

আমি বলতে চেয়েছিলুম যে অসম্ভব কিছু কামনা করা উচিত নয়। কিন্তু এটা তো খুব সোজা।

কী?

হেমন্তকালটা এখানে কাটিয়ে বড়দিনের আগে পারীতে ফেরা। কথাগুলো ওর মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়। মুহূর্তের অলস মাদকতা আর তার হাতের স্পর্শ ওকে ভুলিয়ে দেয়। ও বুঝতে পারে তার আঙুল-গুলো শক্ত হয়ে ওঠে। ক্ষমা কোরো, আমি একথা বলতে চাইনি ··

তুমি আমাকে ভালবেসে ফেলেছ, তাই না? এবার আর প্রশ্ন নয়, শান্ত নিশ্চয়তা। আমিও এটা কিছুদিন ধরে অনুভব করতে পারছিলুম, কিন্তু স্থিরনিশ্চয় হতে পারিনি।

ও ঘাড় নেড়ে সায় দেয়, হঠাৎ অভিনয়ে ওর ক্লান্তি আসে।

হ্যাঁ মিরিয়াম, আমি তোমায় ভালবেসে ফেলেছি। বলতে গেলে আমাদের প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে। যখন তোমায় দিব্যি করে বলেছি যে আমি শুধু বন্ধুত্ব চাই তখনো আমি তোমায় ভালবাসতুম। সেদিন রাত্তিরে আমি খুব ভালভাবে মিথ্যে কথা বলেছিলুম, তাই না? মিথ্যে কথা বলেছিলুম কেন না তোমায় হারাবার কথা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। তারপর থেকে শুধু মিথ্যে কথাই বলেছি। তবে আমার আশা ছিল যে তুমি বুঝতে পারবে না আর নিজের কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলুম যে কখনো তোমায় বলব না। তবে এখন যখন তুমি জেনেই ফেলেছ, আমাকে তোমার ভার নিতে দেবে কি?

ও মুখ তুলে তার দিকে অনুনয়ের দৃষ্টিতে তাকায়।

আমি জানি তুমি আমায় ভালবাস না, আমি আশাও করি না তা। কিন্তু তুমি আমায় পছন্দ কর, তাই না? অন্য লোককে যে সুযোগ তুমি দিতে আমাকে সে সুযোগ কেন দেবে না? জেন বলেছে জীবনে

তুমি কি কি জিনিষ চাও। আমি তোমাকে সে সব দিতে পারি। লক্ষীটি, মিরিয়াম, লক্ষীটি……

কথাগুলো ওর মুখেই মিলিয়ে যায়, ও অনুভব করে যে সে তার হাত টেনে নিচ্ছে।

আমি দুঃখিত যে এটা ঘটল। ভীষণ দুঃখিত। তার গলা ধীর, বিষণ্ণ। না, তুমি মিথ্যে কথা বলেছ বলে আমি রাগ করি নি। আমি বুঝতে পারছি। আমি হলেও তাই করতুম। শুধু আমি খুব দুঃখ পাচ্ছি এই কথা ভেবে যেটা আমাদের এতটা আনন্দ দিয়েছিল সেটা নষ্ট হয়ে গেল। আমাদের দুজনেরই আনন্দের দরকার ছিল। দুজনের কেউই ওটা জীবনে বিশেষ পাই নি।

একটু থেমে সে বলে চলে, তুমি বললে যে তুমি আশা কর না আমি তোমাকে ভালবাসব। ভুল ধরি। যে ভালবাসে, সে ভালবাসা পাবার আশাও করে। তুমিও কর। না বোলো না। তুমি এখনও বিশ্বাস কর যদি তুমি যথেষ্ট ভাল ব্যবহার কর, ধৈর্য ধরে থাক, একদিন না একদিন আমি তোমাকে ভালবাসব। মনে পড়ে তুমি বলেছিলে তোমার শিক্ষা তুমি পেয়েছ? তখন তোমায় বিশ্বাস করেছিলুম, কিন্তু এখন আমি জানি এ শিক্ষা তুমি কোনদিন পাবে না। কখনো না। সারা জীবন তুমি আশা করবে যে, হয়তো কোন মেয়ে তোমাকে ভালবাসবে, সারা জীবন তুমি নিরাশ হবে আর আঘাত পাবে। আঘাত পাবে, যেমন আঘাত তুমি আজ আমার কাছ থেকে পাচ্ছ। একভাবে দেখতে গেলে, তুমি আর আমি একই অবস্থার ফেরে পড়েছি। দু'জনেই যা পেতে পারিনা তাই চাই। আমি পেতে পারি না কেননা আমি তা ত্যাগ করেছি; তুমি পেতে পার না কারণ তুমি পংগু আর কুৎসিত।

কথাগুলো ওকে সজোরে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করে। তার মুখে ওগুলো যেন আবার একটা নতুন আশাহীন অভিশাপের মত শোনায়। হঠাৎ আকাশ ছাইরঙা হয়ে যায়, বাতাস হয়ে ওঠে ঠাণ্ডা, উপসাগরের জলে কে যেন কালি মেড়ে দেয়।

সে দেখে যে ওর মুখ থেকে সমস্ত রক্ত কে যেন শুষে নিয়েছে,

তবুও আস্তে আস্তে প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট উচ্চারণ করে বলতে থাকে, হ্যাঁ অঁরি, তুমি পঙ্গু আর কুৎসিত। তুমি সারা জীবন এটা ভুলতে চেয়েছ, চেয়েছ লোকে এটা ভুলে যাক, কিন্তু কোন ফল হয় নি। তুমি যে রকম ভালবাসা চাও সে রকম ভালবাসতে তোমায় কোন মেয়ে পারবে না। যদি সম্ভব হোত, আমি বাসতুম, কেননা আমি চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু পারিনি, আর কখনো পারবোও না!

ও বাধা দেবার জন্যে মুখ খোলে।

না, এখন কিছু বোলো না। সে ক্লান্তভাবে হাত নাড়ে। জান, কেন আমি তোমায় ভালবাসি না। কেন আমি কখনো তোমায় ভালবাসি নি? কেননা এখনো আমি আঁদ্রেকে ভালবাসি, যার কথা তোমায় বলেছিলুম, যে আমায় বিয়ে করতে চেয়েছিল। যদি তুমি আমায় অ্যাভিনিউ হু বোয়ায় সবচেয়ে সুন্দর বাড়ী দাও, পোষাক, ফার আর জুয়েলারিতে আমার দু'হাত ভরিয়ে দাও, তবু আমি তোমায় ভালবাসব না। বরং হয়তো তোমায় আমার আর ভাল লাগবে না, একেবারেই ভাল লাগবে না। তখন আর তুমি আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু থাকবে না; তুমি হয়ে উঠবে একটা ধনী যুবক যে যা পায় তার দাম দিতে পারে। আমি আর তোমাকে দেখব না শুধু তোমার টাকাটাই দেখব। আর তোমার টাকার জন্যে আমি তোমায় ঘেন্না করতে সুরু করব। ও সমস্ত জিনিষই আমি চাই, কিন্তু ওসব আমি চাই এমন কারো কাছ থেকে যাকে আমার ভাল লাগবে না—তোমার কাছ থেকে নয়, অঁরি। তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, তবু কথাটা সত্যি।

তোমায় যা দিয়েছি তার চেয়ে বেশী আর দিতে পারব না। হয়তো কম দোবো। খুব সহজেই আমি নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারি। যে ভালবাসে তার প্রতি নিষ্ঠুর হওয়া খুব সোজা। তার আত্মরক্ষা করবার কিছু থাকে না। আমার মধ্যে যথেষ্ট তিক্ততা আছে, আমি নিজের প্রতি যেমন কঠিন হতে পারি তেমনি অন্যের প্রতিও নিষ্ঠুর হতে পারি। আমি তোমায় আঘাত করব অঁরি—আমি তোমাকে আঘাত করতে চাই না। ভাল না বেসে একজনকে যতদূর ভাল লাগা যায় ততদূর তোমাকে

আমার ভাল লাগে। আমি চাই আমার সে ভাল লাগা যেন অটুট থাকে।

টাকায় শুধু আমাদের সম্বন্ধ বিষাক্ত করে তুলবে, একটা সুন্দর জিনিষকে কুৎসিত করে তুলবে।

সে খানিকক্ষণ নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে থাকে।

এখন কি করব? পরস্পর দেখা শোনা বন্ধ করে দোবো। নিজের কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলুম যদি কখনো তুমি আমাকে ভালবেসে ফেল তাহলে আমি তাই করব।

ম্লান হাসি হেসে সে ওর দিকে ফেরে। ঘনায়মান গোধূলিতে তার চোখ দুটো যেন দুটো অন্ধকার দীঘি।

কিন্তু দেখ, আমিও দুর্বল। তোমাকে আমার এত ভাল লাগে, তুমি আমার এত প্রিয় হয়ে উঠেছ যে তোমাকে না দেখতে পেলে আমার খুব খারাপ লাগবে। মনে পড়ে ল্যুভর, আগুনের ধারের সন্ধেগুলো, সিনেমাটোগ্রাফিক শো, যেখানে আমি প্রায় মূর্ছা গেছিলুম? সব আবার সেই রকম হতে পারে। কিন্তু তুমি আর কখনো, কখনো আমায় ভালবাসার কথা বলতে পাবে না। তোমার ওপর এটা ছেড়ে দিলুম অঁরি। লক্ষীটি, চেষ্টা কর।

বালিয়াড়িগুলোর পেছনে সূর্য্য অনেকক্ষণ হোলো অস্ত গেছে। আস্তে আস্তে দুটো পালতোলা নৌকো ঘাটে ফিরে আসে। উপসাগরের বুকে রাত্রির স্তব্ধতা নাবে।

ওরা পারীতে ফেরে।

ও যা ভয় করেছিল তাই ঘটে; জীবন ওদের আলাদা করে দেয়! আর্কাশোঁর অবিরাম ঘনিষ্ঠতার পর শুধু সন্ধেয় খানিকক্ষণ দেখা হওয়াটা ওর খারাপ লাগে। ও ভয় পায় সে ওকে ছেড়ে চলে যাবে। ভয় থেকে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। সে ওর সন্দেহ অনুভব করতে পারে, আঘাত পায়।

নিজের প্রতি আক্রোশে ও আবার মদ খেতে সুরু করে। খুব বেশী নয় কারণ হয়তো এই অজুহাতে সে ওকে ছেড়ে চলে যাবে।

সে কাছে না থাকলে ওর সময় কাটতে চায় না। ও আবার মোঁমার্ত্রের কাফে থেকে কাফেতে ঘুরে বেড়ায়, পুরোনো বন্ধুত্ব ঝালায়।

এভাবে হেমন্তকাল শেষ হয়ে যায়।

একদিন সকালে অঁরি ঘুম থেকে উঠে দেখে বিছানার পাশের টেবিলে একটা ছোট ফুলের তোড়া আর একটা কার্ড, মাদাম লুবে ওর জন্মদিনে শুভ কামনা জানিয়েছেন।

এক মুহূর্ত পরেই তিনি হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢোকেন। শুভ জন্মদিন মঁসিও তুলুস! জানেন ও ধরা পড়েছে।

কে আবার ধরা পড়ল? ও হাই তুলে উঠে বসে।

কাইয়েত! সেই যে পিশাচটা গেল বছর একটা মেয়েকে গলা টিপে মেরেছিল। মার্সাইতে ধরা পড়েছে। কি করে জানেন? মেয়েটার একটা আংটি স্যাকরার দোকানে বিক্রী করতে গেছিল আর সে পুলিশে খবর দিয়েছে।

ব্রেকফাষ্ট খেতে খেতে অঁরি কাইয়েতের ধরা পড়ার বিবরণ শোনে।

অন্যান্য জন্মদিনের মত, ও মার ওখানে লাঞ্চ খায়। জোসেফ আর আনেতের শুভকামনা গ্রহণ করে, চৌত্রিশ বছর বয়স হওয়ার মহৎ কার্যটা সাধন করেছে বলে আনন্দের ভাব দেখায়।

বৃষ্টি পড়তে সুরু করেছিল। ও যখন প্লাস ভঁদোমে পৌঁছোয়, তখনও মিরিয়াম আসে নি। ও একটা সিগারেট ধরিয়ে টানে। এখনও আসছে না কেন? বোধহয় কোন বুড়ো নটবর তার স্ত্রীর পোষাক পছন্দ করার ভাণ করছে, প্রস্তাব জানাচ্ছে···বোধহয় সে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে, হাসেই যদি ওর তাতে কি? তার ওপর ওর কি অধিকার আছে? সে যে ওকে ভালবাসে না এটা কি তার দোষ? সে তো ওকে যথেষ্ট দিয়েছে। না, তাতেও হবে না। কেন ও তাকে এমনভাবে জ্বালাতন করছে? ও তাকে ভালবাসে, হ্যাঁ তাকে ভালবাসে, তাই······

ভালবাসলে ন্যায়-অন্যায়ের বোধ থাকে না, বুদ্ধি-বিবেচনাও থাকে না। লোকে মস্তিষ্কের বদলে হৃদয় দিয়ে চিন্তা করে আর নিষ্ঠুর স্বার্থপর মূর্খের মত কাজ করে। হৃদয়ের কাজ রক্ত পাম্প করা, চিন্তা করা নয়···

দেরী হওয়ার জন্যে দুঃখিত ভঁরি।

ও তাকে আসতে দেখে নি। দু'এক সেকেণ্ড অর্থহীন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

ওঃ, তুমি! শেষ পর্যন্ত ও একটা অসম্ভব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। আমি ভাবছিলুম……

আমি খুব দুঃখিত, বিশেষ করে আজ তোমার জন্মদিনে। কিন্তু কি করব বল। ঠিক বন্ধ হবার মুখে এমন এক খদ্দের এলেন যিনি কি চান তা নিজেই জানেন না। আমি বোধহয় তাঁকে দোকানের সব পোষাক দেখিয়েছি আর শেষ পর্যন্ত মহিলাটি কিনলেন কিনা এক জোড়া দস্তানা। ওঃ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি! সে ওর দিকে তাকিয়ে হেসে ওর হাত ধরে। তারপর তুমি কি করলে সারাটা দিন?

ওরা 'লা তুর্ দার্জ'য় ডিনার খায়। জোর করে ও শ্যাম্পেনের অর্ডার দেয়। শ্যাম্পেনের প্রভাবে ওদের আগের হাসিখুশী ভাব কিছুটা ফিরে আসে।

আজকের দিনটায় উৎসব করা চাই, ডিনারের শেষ দিকে ও বলে, কোথায় যাবে বল, ডার্লিং?

বাড়ীতে, যদি কিছু না মনে কর তো। বাড়ী গিয়ে আগুনের ধারে বসে থাকব। আজ সারাদিনটা খুব খারাপ কেটেছে, বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তাছাড়া—সে ক্লান্তভাবে হাসে—তোমার জন্যে একটা ছোট সারপ্রাইজ আছে।

দেখা গেল সারপ্রাইজটা হচ্ছে জাপানী ছবির প্রিণ্টের একটা শোভন সংস্করণ, মরক্কো চামড়ায় বাঁধাই, মলাটের ওপর ওর মনোগ্রাম খোদাই। খুব অভিভূত হয়ে গেলে ওর মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। ও ঢোক গেলে, বইটার ওপর আঙুল বোলায়, ঝাপসা চোখে তার দিকে তাকায়।

এ তোমার—তোমার উচিত হয় নি·· ও শেষ পর্যন্ত বলতে পারে।

তোমায় কি দেবো বুঝতে পারছিলুম না, সে ওর পাশে সোফায় ঘনিয়ে বসে। সবই তো তোমার আছে। শেষকালে মনে পড়ল তুমি একদিন বলেছিলে জাপানী প্রিণ্ট তোমার খুব ভাল লাগে। এইটে

খুঁজে বের করলুম। পছন্দ হয়েছে তো, ডার্লিং।

তোমার এটা করা উচিত হয় নি। কোমল স্বরে ও ভর্ৎসনা জানায়। নিশ্চয় একগাদা টাকা খরচ হয়েছে। কটা রুমাল দিলেই তো পারতো!

এমন কিছু দিতে চেয়েছিলুম যা তুমি চিরকাল রেখে দেবে।

রাখবো, চিরকাল।

ওরা মৃদু স্বরে কথা বলে, তার নিঃশ্বাস অঁরির গালে এসে লাগে।

কিছুক্ষণ পরে ও তার কাণে ফিস্‌ফিস্ করে বলে, তুমি যে আমার ব্যবহার সহ্য করেছ, তোমার এ ধৈর্যের জন্যে ধন্যবাদ···ভালবাসা একটা অসুখ···সেরে যাবে······

সত্যি তুমি তাই মনে কর, ডার্লিং? তার চোখ সন্দেহে আর বেদনায় অবসন্ন। সত্যি সত্যি?

সেদিন সন্ধেটা ওদের আনন্দের শেষ একটা স্মৃতি। যদিও ও নিজেকে যুক্তি দেখায়। তার সংগে হাল্কা হাসি তামাসা করবার চেষ্টা করে। কিন্তু অভিনয় করতে ও শেখে নি। ওর দুঃখ ওর মুখের ওপর মুখোসের মত ঝুলতে থাকে, ওর বিরাট চোখ দুটোর মধ্যে থেকে তার দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে ওঠে।

আরতো আমাদের এভাবে চলার কোন অর্থ হয় না, ডার্লিং? একদিন সন্ধেয় সে বলে ওঠে। আমরা শুধু পরস্পরকে কষ্ট দিচ্ছি। এ কথার ও এত জোরে প্রতিবাদ করে, নিজের চালচলন বদলাবার এত নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দেয় যে শেষ পর্যন্ত সে ওর সংগে দেখা করা না ছাড়তে রাজী হয়। আবার ও চেষ্টা করে, আগের চেয়েও বেশী। ওর দুঃখের চেয়ে ওর এই কৃত্রিম আনন্দের চেষ্টা তার আরো বেশী করুণ মনে হয়।

ও তার প্রতিটি ভংগী লক্ষ্য করে। থিয়েটারে ইণ্টারভ্যালের সময় ও বাইরে লবীতে যাওয়া ছেড়ে দেয়। সন্দেহ করে, প্রশ্ন করে।

শেষ পর্যন্ত ও বুঝতে পারে যে তার ধৈর্য শেষ সীমায় এসে পৌচেছে। ওরা একা কোন সন্ধে কাটালেই দুজনের পক্ষেই দুঃখদায়ক কিছু একটা ঘটে। বুঝতে পারে ওকে তার সংগ সকলের সংগে ভাগ করে নিতে

হবে, নয়তো ও তাকে হারাবে। ও তাকে ওর সোসাইটির বন্ধুদের সংগে পরিচয় করিয়ে দিতে সুরু করে। নাটানসনদের ওখানে নিয়ে যায়। এই সুন্দরী মেয়েটিকে মিসিয়ার ভাল লাগে, কখন্ কথা বলতে হয়, কখন্ চুপ করে থাকতে হয় আর কিরকম পোষাক পরতে হয় সে সম্বন্ধে এব প্রকৃত জ্ঞান আছে।

একদিন রাত্রে আঁরি মিরিয়ামকে নিয়ে মিসিয়ার একটা ডিনাব পার্টিতে যায়। ল্যাণ্ডোর এক কোণে সে বসেছিল—তার পরণে একটা কালো গাউন। ওর মনে হয় সেই ব্রাম্‌স্ অনুষ্ঠানের পর এত সুন্দর তাকে কখনো দেখতে লাগে নি। সেদিনকার মত আজও সে কথা ও বলতে চায়। সেদিন সে ওর প্রশংসা খুশীমনে গ্রহণ করেছিল, জিভ ভেঙচিয়েছিল। তখন তারা ছিল সুখী। আর আজ ওদের বন্ধুত্বের মধ্যে আর কোন স্বাভাবিকত্ব নেই। ও যা ভাবে তা বলতে সাহস করে না, কারণ কি কি বলা চলবে না ও শুধু তাই ভাবে।

আচ্ছা তোমার কি মনে হয় মঁসিও ক্লেমঁসো আর মঁসিও জোলা আজ ওখানে আসবেন? সে জিজ্ঞাসা করে।

খুব সম্ভব, কারণ তু'জনেই ভালো খাবার পছন্দ করে আর তুজনেই মিসিয়াকে কিঞ্চিৎ ভালবাসে। অবশ্য, যদি ওই ড্রেফাস কেলেঙ্কারীটা নিয়ে আটকা না পড়ে থাকে। তোমায় বলেছি তো, ওরা তু'জনেই তাকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে।

হঠাৎ সে তার হাত ওর হাতের ওপর রাখে, বহুদিন সে এরকম রাখে নি। আমি তোমাকে জানাতে চাই যে এইসব বিখ্যাত লোকেদের সংগে পরিচয় করে দেওয়ার জন্যে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।

আমায় যদি জিজ্ঞেস কর তো আমি বলব, সুযোগটা ওদের। অতীতের হাল্‌কা মেজাজ ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা ওর গলায়। বিখ্যাত লোকেরা তো আকচার রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। কিন্তু সুন্দরী মেয়েদের দেখা পাওয়াই তুর্লভ।

শান্তমুখে সে এ প্রশংসা গ্রহণ করে। এ ড্রেফাস কেলেংকারীটা যত শীগ্‌গির শেষ হয় ততই ভাল। যদি ও নির্দোষ হয়......

'যদি' বোলো না। ও নির্দোষ। যে কোন ভাল লোক সেটা দেখতে পাবে।

যাই হোক। যে ভাবে হোক, ওটা শেষ হলে বাঁচি। সে ইতস্ততঃ করে। দোকানে ব্যাপারটা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জানি না আর কদিন আমাকে রাখবে। কাল আমাদের একজন শাঁসালো মহিলা খদ্দের তো আমার মুখের ওপর জিজ্ঞেস করল, আমি ইহুদী কিনা। হ্যাঁ বলাতে ম্যানেজারকে ডেকে জানিয়ে দিল যে সে ও দোকান থেকে আর জামাকাপড় কিনবে না। তার কথা শুনলে মনে হয় যেন আমিই জার্মানদের কাছে প্ল্যানগুলো বিক্রী করেছি।

তার কথায় ওর মনে কতকগুলো মিশ্রিত ভাবের উদয় হয়। বোধহয় চাকরী গেলে সে ওকে সাহায্য করতে দেবে···কিংবা হয়তো, খুব তাড়াতাড়ি, অন্য কোন লোকের প্রস্তাব গ্রহণ করবে···

নিশ্চয় কোন বোকা বুড়ীর কথায় তোমার ফার্ম তোমাকে ছাড়াবে না। আর ছাড়ালেও, আর একটা চাকরী পেতে কতক্ষণ।

ঠিক বলতে পারি না। অন্য ফার্মেও সেই একই ব্যাপার হবে। আমার জন্যে খদ্দের খোয়াতে কেউ রাজী হবে না। যাই হোক, দ্রেফাসের ব্যাপারটা শেষ হলে বাঁচা যায়।

ড্রয়িংরুমের বাইরে থেকেই অঁরি আর মিরিয়াম শুনতে পায় জোলা গম্ভীর গলায় কি যেন পড়ছেন। শেষ 'আমি অভিযোগ করছি'র রেশ শ্বাসরোধকারী নীরবতার মধ্যে মিলিয়ে যায়, অঁরি ক্লেমঁসোর পরিচিত হাসি শুনতে পায়। এ' চিঠি যখন বেরোবে মাই ডিয়ার মিসিয়া, তুমি তোমার ডিনারের দুজন নিয়মিত অতিথিকে হারাবে। আমাদের ভাগের মুরগীর রোষ্টটা তোমাকে জেলে পাঠাতে হবে।

মিসিয়া নাটানসন তাড়াতাড়ি নতুন আগন্তুকদের দিকে এগিয়ে আসে। কিছু মনে কোরো না, মঁসিও জোলা তাঁর লেখা একটা প্রবন্ধ পড়ছিলেন।

ওরা ডাইনিংরুমে ঢোকে।

এবার, মিসিয়া চারদিকে তাকিয়ে বলে, দ্রেফাস সম্বন্ধে আর

একটা কথাও নয়। সে আনাতোল ফ্রঁাসের দিকে ফেরে। মাই ডিয়ার তুমি তো এবার আমাদের বিখ্যাত আকাদেমি ফ্রঁাসেস্ এর সভ্য হলে। এখন কি করছ?

ফ্রঁাস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। লিখছি, মাই ডিয়ার মিসিয়া, শুধু লিখছি। আমার বয়সে কাজ ছাড়া আর কিছুতেই আনন্দ পাওয়া যায় না, আর বিশ্বাস কর ওটা হচ্ছে সবচেয়ে নীরস আনন্দ।

হঠাৎ, কোন্ যাদুমন্ত্রে যেন মিসিয়ার ডিনারের হাসিখুশী ভাব ফিরে আসে। অঁরি খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে, টেবিলের চার ধারের কথাবার্তা শোনে।

একটা মেয়ে, মঁসিও, হয় খুব ভাল স্ত্রী নয় খুব ভাল প্রণয়িনী হতে পারে, কিন্তু একই লোকের কাছে দুটোই হওয়া তার পক্ষে শক্ত......

কথনো বই ধার দিওনা, মাই ডিয়ার মিসিয়া। আমার লাইব্রেরী তো ধার করা বইয়ের ওপর তৈরী .....

নতুন ওই যন্ত্রগুলো দেখেছ, ওই যে যেগুলোকে অটোমবিল বলে?

নিশ্চয়, যীশু বিশ্বাসঘাতিনী মেয়েটিকে ক্ষমা করেছিলেন! তিনি তো আর তার স্বামী ছিলেন না!......

গোপনে অঁরি টেবিলের এদিক থেকে মিরিয়ামকে লক্ষ্য করে। সে জুলে দুপ্রে বলে একটা ঘাড়মোটা লোকের সংগে কথা বলছে। লোকটা ফ্রান্সের মধ্যে সবচেয়ে ধনী লোকেদের একজন। ও মিরিয়ামের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে, কিন্তু মিরিয়ামের চোখ নীচের দিকে, মুখে একটা অস্পষ্ট রহস্যময় হাসি। উল্টে দুপ্রের দৃষ্টি ওর দিকে আকর্ষিত হয়। সে ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে।

মাদামোয়াজেল হাইয়েমকে কাইয়েত বলে এক মোঁমার্ত্রীয় লম্পটের কথা বলছিলুম। লোকটা কিছুদিন আগে তার একটা মেয়েমানুষকে খুন করেছে। বিচারটা শেষ হয়ে গেলেই আমরা তার সম্বন্ধে একটা সিরিয়াল প্রকাশ করব ঠিক করেছি, আপনি তার কথা কিছু শুনেছেন?

শুনেছি! আরে আমার হাউস-কিপার তো বছরখানেক ধরে তার কথাই বলছে। লোকটা ধরা পড়েছে শুনলুম।

হ্যাঁ, তুপ্রে সায় দেয়। এ ধরণের গল্প আমাদের পাঠকেরা খুব পছন্দ করে। আমি একটা লোককে লাগিয়েছি, ঘটনার ওপর রং চড়িয়ে সে আমাকে একটা সিরিয়াল লিখে দেবে। মাস তিনেকের মধ্যে ওটা আমরা প্রকাশ করব। আপনি একটা পোষ্টার করে দেবেন?

আমি—মনে হয় না, আশ্চর্য্য হয়ে আঁরি বলে উঠে। আজকাল আমি বিশেষ পোষ্টার করি না। তাছাড়া তুএক মাসের মধ্যে আমার শোয়ের জন্য লণ্ডন যাচ্ছি।

মিরিয়াম ওর দিকে চেয়ে হাসে। ওর মনে হয় তার দৃষ্টিতে ও যেন উৎসাহের আভাস দেখতে পায়।

আচ্ছা—দাঁড়ান! বোধ হয় করতে পারবো। একটা লোক গিলোটিনে উঠতে যাচ্ছে—পোষ্টারের পক্ষে একটা চমৎকার সাবজেক্ট…

পরের কটা সপ্তাহ ও তাকে খুব কমই দেখতে পায়। প্রায়ই সে কোন না কোন ছুঁতো করে ওর সঙ্গে ওদের রোজকার দেখা হওয়ার জায়গায় দেখা করে না। তবুও গাড়ী করে প্লাস ভঁদোমে আসে, দূর থেকে প্যাকাঁর প্রবেশদ্বার লক্ষ্য করে, একই সংগে ওর আশা আর ভয় যে দেখতে পাবে সে অন্য কারো সংগে দেখা করছে। কিন্তু সে কারো সংগে দেখা করে না। সোজা বাড়ী চলে যায়। অথচ যখন তার সংগে দেখা হয় ও ওর সন্দেহ লুকোতে পারে না, প্রশ্ন করে, ফাঁদে ফেলে তাকে দিয়ে পরস্পর বিরোধী উক্তি করাবার চেষ্টা করে।

শেষ পর্যন্ত সে আর সহ্য করতে পারে না।

না, না, এরকম ভাবে আর চলতে পারে না! একদিন সন্ধ্যে হাত দিয়ে রগতুটো চেপে ধরে সে চেঁচিয়ে ওঠে। আমার সংগে তুমি যা করছ, অন্য কোন লোকের কাছ থেকে তা সহ্য করতুম না।

কেন আমার জন্যে দুঃখ পাও বলে? আমি পঙ্গু, আমাকে দেখে তোমার দয়া হয়, তাই? বল! বলে ফেল!

চুপ কর, চুপ কর আঁরি, দোহাই তোমার! তুমি কি বলছ বুঝতে পারছ না। আমাদের ভেতরের সবকিছু তুমি নষ্ট করেছ; আমি

দুঃখিত যে তোমার সংগে আমার দেখা হয়েছিল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি দুঃখিত। আর কখনো তোমার মুখ আমি দেখতে চাই না।

তার কথায় ওর জ্ঞান ফিরে আসে। ওর মুখ প্যাঙাশে হয়ে ওঠে লক্ষীটি, মিরিয়াম, দয়া কর আমায় তাড়িয়ে দিও না। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। আমার যা কিছু সব তুমি। আর কখনও আমি প্রশ্ন করব না, তোমায় সন্দেহ করব না। কিন্তু, লক্ষীটি, আমায় তাড়িয়ে দিও না।

নিরুপায়ভাবে সে ওর যন্ত্রণাকাতর চোখের দিকে তাকায়। দেখে ওর ফোলা ঠোঁট দুটোর কাঁপুনি, ওর পঙ্গু পা দুটো।

বেশ, সে আর্তস্বরে বলে। আর একবার চেষ্টা করে দেখা যাক।

মার্চ মাসের এক ঠাণ্ডা ভোরে অঁরি কাইয়েত্তের শিরশ্ছেদ দেখতে যায়। ও খুনীটাকে স্কেচ্ করে, স্কেচ্ করে তার কামানো মাথা আর ভয়ে বিকৃত মুখ, যখন সে জেলের পাথরবাঁধানো উঠোন পেরিয়ে টলতে টলতে গিলোটিনের কাছে এগোয়। ও দেখতে পায় ইস্পাতের চমক, রক্তের ফিনকি আর পুরোহিতের শান্তিকামনার ভংগী। একঘণ্টা পর ও পেয়ার কোতেইর শেডে একটা পাথরের ওপর ঝুঁকে পড়ে।

কয়েক দিনের মধ্যে পোষ্টারটা তৈরী হয়ে ওঠে, প্রথম পুরো প্রুফ ছাপানো দেখতে মিরিয়াম আসে। উত্তেজিত আনন্দে সে দেখে বৃদ্ধ কারিগরটি রুলে কালি দেয়, সর্বনাশের ভবিষ্যদ্বাণী করতে করতে মাথার টুপিটা পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে, পাথরগুলো ঠিক করে আর শেষ পর্যন্ত তার ফ্ল্যাটবেড প্রেসটার চাকাটা ঠেলে।

সুন্দর, পোষ্টারটা দেখতে দেখতে মিরিয়াম বলে ওঠে। ভয়ঙ্কর কিন্তু সুন্দর। তুমি সত্যি সত্যি বড় আর্টিষ্ট, অঁরি।

কয়েক মিনিট পরে জুলে দ্যুপ্রে আসে, তার দেরীর জন্যে ক্ষমা চায় আর অঁরির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। আপনার সবচেয়ে ভাল পোষ্টার। যখন লণ্ডন থেকে ফিরবেন, এটা পারীর প্রত্যেক দেয়ালে দেখতে পাবেন।

যতই ওর লণ্ডনে যাবার দিন ঘনিয়ে আসে, ততই আঁরি মেজাজী আর ছটফটে হয়ে ওঠে। মিরিয়ামকে পারীতে একা রেখে যাবার কথা ভেবে একটা অনির্দিষ্ট ভয়ে ওর মন ভরে ওঠে। যেদিন ওর যাবার কথা তার তিনদিন আগে ও সোজাসুজি মরিসকে বলে বসে যে ও যাবে না।

কথাটা শুনে মরিস ঢোক গেলে। যাবে না?

গোড়ায় ভয় তারপর রাগে তার মুখ লাল হয়ে ওঠে। যাবে না? সে গর্জন করে ওঠে। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

আমার ছবিগুলো তো ওরা পেয়েছে, পায় নি? সেগুলোই তো ওদের দরকার, তাই না? নিশ্চয় ওরা আমাকে দেখতে চায় না, তবে আমাকে যেতে হবে কেন?

তোমাকে যেতে হবে কেন? মরিসের নীল চোখগুলো জ্বল জ্বল করে। বলছি তোমাকে কেন যেতে হবে। তোমাকে যেতে হবে কারণ আমি এক বছর ধরে এই শোয়ের যোগাড়যন্ত্র করেছি, কারণ কাগজে কাগজে তোমার যাওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কারণ, অনেকের সংগে তুমি দেখা করবে এ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। কারণ, ছবিগুলো টাংগানোর বিষয়ে মিষ্টার মারশাঁর তোমার পরামর্শের প্রয়োজন আছে। আর শেষ কারণ, যে প্রিন্স অব্ ওয়েলস্......

ওঃ, হ্যাঁ, ভুলেই গেছিলুম যে তিনি আমার শো উদ্বোধন করছেন। তাঁর অশেষ দয়া।

দয়া! কথা শোনো একবার! ভগবান, তোমার কি হয়েছে আঁরি? প্রিন্স তোমার কতটা সম্মান করছেন তা তুমি বুঝতে পারছো না মনে হচ্ছে!

সম্মান? এবার রাগে লাল হওয়ার পালা আঁরির। দেখ মরিস, বন্ধু হিসেবে আমি প্রিন্সের আসার প্রশংসা করি কিন্তু যদি সম্মানের কথাই ওঠে, কে কাকে সম্মান করছে? সেণ্ট জোসেফের দাড়ির দিব্যি, জান, আমি কে? আমি একজন তুলুসের কাউণ্ট!

তুলুসের একজন কাউণ্ট ক্রুশেডের নেতৃত্ব করেছেন আর আমারই একজন জ্ঞাতিভাই ইংলণ্ডের সিংহাসনে ছিল যখন আজকের এই

আকসবুর্গ রাজাদের পূর্বপুরুষেরা থুরিংগিয়ায় চাষ করত!

মরিস, মিসিয়া আর মিরিয়াম, তিনজনের মিলিত অনুরোধে শেষ পর্যন্ত ও যেতে রাজী হয়।

বেশ, ও অসন্তুষ্ট চিত্তে সায় দেয়। কিন্তু এক হপ্তা—তার বেশী একদিনও নয়।

মিরিয়াম ওর সংগে ষ্টেশনে যায়। ট্রেণ ছাড়বার আগে ওর সংগে ওর কম্পার্টমেণ্টে বসে থাকে।

মাত্র এক সপ্তাহ, তার রূপসুধা পান করতে করতে ও মৃদুস্বরে বলে। চিঠি লিখতে ভুলো না যেন! মনে আছে তো ঠিকানাটা—'ক্লারিজ, গ্রোভনর স্কোয়ার।' যদি কোন কারণে, যে কোন কারণেই হোক্ আমায় দরকার পড়ে, টেলিগ্রাম কোরো ডার্লিং। আমি সংগে সংগে আসবো।

এক মুহূর্ত ওরা চুপচাপ থাকে, শেষ সেকেণ্ডগুলো টিক্‌টিক্ করে বয়ে যায়। ওরা মনের ভেতর সে আওয়াজ শুনতে পায়।

যখন ফিরবো, সব কিছু বদলে যাবে, দেখো…

সে নড়ে না, ও কি বলছে বোধ হয় শুনতেও পায় না, শুধু ঝাপসা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে, যেন চোখ দিয়ে ওর সংগে কথা বলতে চায়।

কিছুদিনের মধ্যেই আবার গরম পড়বে, তার হাত ধরে ও বলে। আমরা আর্কাশোঁয় ফিরব। মনে আছে, উপসাগরটা, বারান্দাটা, আমাদের ছোট্ট ঘরটা...খুব আনন্দে ছিলুম, তাই না?

অলক্ষ্যে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। হ্যাঁ, খুব আনন্দে ছিলুম। কখনো ভুলব না।

ইঞ্জিনটা একটা তীক্ষ্ণ হুইসল্ দেয়। একটা ঝাঁকুনিতে সারা ট্রেণটা কেঁপে ওঠে।

বিদায় অঁরি....সে ওর ঠোঁটে চুমু খায়। বিদায় ডার্লিং, আমাকে ভুলো না।

ট্রেণ চলতে সুরু করে, ও জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রুমাল নাড়ে।

মাত্র এক সপ্তাহ। দূরে, তার মুখের ঝাপসা হয়ে ওঠা সাদা ছায়াটার দিকে তাকিয়ে ও চীৎকার করে বলে। তারপর আর ও তাকে দেখতে পায় না, জানলায় দাঁড়িয়ে থাকে, বাতাসে ওর চুল এলোমেলো করে দেয়। তখনও রুমাল নাড়ে, কিছুই দেখতে পায় না।

গুপিল একটা খানদানী প্রতিষ্ঠান। দরিদ্রেরা হয়তো স্বর্গরাজ্যে ঢুকতে পারে, কিন্তু গুপিল-এ ঢোকা তাদের পক্ষে অসম্ভব। এক নজর দেখেই এর দারোয়ান যে কোন আগন্তুকের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বুঝতে পারে আর সেই অনুসারে তার ব্যবহারও পালটে যায়। ভেতরে সব নিস্তব্ধ। ভেলভেটের পর্দা আর কাঁচে ঢাকা হলঘরগুলোয় যেন গির্জের ভেতরের আবছা আলো। এখানে ব্যবসার লেন-দেনের কথাও ফিস্‌ফিস্ করে বলা হয়। উঁচু কলারয়ালা কেরাণীরা এমনভাবে কথা বলে যেন তারা পূজারত পুরোহিত।

ডিরেক্টর মিঃ মারশাঁ সেদিন খুব খোশমেজাজে ছিলেন। আঁরি পর্দা ঠেলে তাঁর অফিসে ঢোকে।

নিশ্চয় চ্যানেল পার হওয়ার পর আপনার যথেষ্ট বিশ্রাম হয়েছে, মঁসিও? কাল যখন আপনি এসে পৌঁছলেন, সত্যি আপনাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। আপনার হোটেলের বন্দোবস্ত ভাল তো? বেশ। এবার কাজের কথা সুরু করা যাক। এইমাত্র আমি বিল অফ লেডিং পেলুম, আপনার ছবিগুলো আজ বিকেলে ডেলিভারি দেবে। সেগুলো দেখতে পাবার কথা ভেবে আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে কি বলব।

আপনি ওগুলো দেখেন নি? আঁরি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করে। কোনটা না?

না, যদিও এর জন্যে আমি দুঃখিত, আমি দেখি নি। পারিসিয়ান নৈশ জীবনের দৃশ্য অংকনে আপনার বিশেষ পারদর্শিতার কথা আমি জানি, তা একটু বাস্তবতার ছোঁয়াচ খারাপ লাগবে না, বিশেষ করে যখন ফ্রান্সের জিনিষ....হাঃ হাঃ হাঃ! কিছু মনে করলেন না তো ঠাট্টাটায়? জানেনই তো পারী, গে পারী আর সেই সব জিনিষ...'৮৯

সালে আমি পারী গিয়েছিলুম একজিবিশন দেখতে। আপনাদের চমৎকার শহরটির স্থখস্থবিধে নিজের চোখে দেখে এসেছি। যা বলছিলুম, অনেকদিন ধরে আমি ভাবছি যে আমাদের গ্যালারির সমসাময়িক আর্ট সম্বন্ধে আগ্রহ দেখানো উচিত। গুপিল এর মত নামজাদা ফার্ম একজায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। শিল্পপ্রচেষ্টার নানারকম অভিব্যক্তির প্রতি তাদের আগ্রহ থাকা উচিত, তাই না?

নিশ্চয়, নিশ্চয়, অঁরি অন্যমনস্কভাবে বলে।

গেল বছর যখন আমি গ্যালারি জয়াঁতে আপনার শোয়ের সাফল্যর কথা পড়ে জানতে পারলুম যে সার্বিয়ার রাজা আর কাউণ্ট কামোঁদোর মত একজন খুঁৎখুতে সংগ্রাহক আপনার ছবি কিনেছেন। তখনই আমি বুঝলুম যে গুপিল-এর উচিত আপনার কাজের সংগে লণ্ডনবাসীদের পরিচয় করিয়ে দেয়া। সংগে সংগে আমি মঁসিও জয়াঁকে চিঠি লিখলুম। আপনার যে ছোট জীবনীটি তিনি আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন সেটা কাগজে কাগজে ছাপা হয়েছে, শিল্পপ্রেমিকদের আগ্রহ বেড়ে উঠেছে। সমস্ত লণ্ডন বৃহস্পতিবার এখানে এসে হাজির হবে—মানে লণ্ডনের সব হোমরাচোমরা লোকেরা। অবশ্য, যখন এক এডিকং এসে আমায় খবর দিল যে প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ স্বয়ং আপনার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে রাজী হয়েছেন—একটা অভূতপূর্ব সম্মান, মঁসিও—তখনই জানি যে আমাদের ফার্মের জন্যে একটা অমূল্য আকর্ষণ সংগ্রহ করেছি। এবার মঁসিও, যদি কিছু মনে না করেন, এই কদিন সময়ের মধ্যে যে সব এনগেজমেণ্ট আপনার জন্যে করা হয়েছে তার তালিকাটা একবার দেখুন···

তার পরের কটা দিন অঁরিকে চরকী-পাকের মত ঘুরতে হয়। ওর লণ্ডন ভাল লাগে, তার মনুমেণ্টগুলোর গাম্ভীর্য, তার ভীড়ের শৃঙ্খলা বোধ! আবার দেখতে ভাল লাগে, পিকাডেলি, ট্রাফালগার স্কোয়ার আর নেলসন স্তম্ভ—অনেকটা ভঁদোম স্তম্ভের মত দেখতে। হ্যানসমে চড়ে বেড়ানো; কণ্ডর, রোদেনষ্টিন আরো যে সব বৃটিশ আর্টিষ্টদের সংগে পারীতে ওর পরিচয় হয়েছে তাদের ওখানে আদর আপ্যায়ন।

কিন্তু মিরিয়ামের কাছ থেকে কোন খবর না পাওয়াতে ওর সব আনন্দ নষ্ট হয়ে যায়। এখানে পৌছে তার কাছ থেকে কোন টেলিগ্রাম না পেয়ে ও নিরাশ হয়েছিল। কিন্তু মনকে প্রবোধ দিয়েছিল যে মিরিয়াম সংযত প্রকৃতির মেয়ে। জরুরী কোন দরকার ছাড়া সে টেলিগ্রাম পাঠায় না। নিশ্চয় ওর সংগে তার জরুরী কোন কথা নেই··· পরের দু'দিনও কোন চিঠিপত্র আসে না, ওর অধৈর্য্য যন্ত্রণায় পরিণত হয়। কেন, কেন সে লিখছে না? চলে আসার পর যে ফুল ও পাঠিয়েছিল, তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে না কেন? এত ব্যস্ত যে চিঠি লিখতে পারছে না? সে কি অসুখে পড়েছে?

ওর দুশ্চিন্তা যেন ওকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। ইনটারভিয়ুর সময় সাংবাদিকেরা তাদের প্রশ্ন বার বার জিজ্ঞেস করে, অন্যমনস্ক অসংলগ্ন সমস্ত উত্তর পায়। চেলসী ক্লাবে ডিনারের শেষের বক্তৃতা ওর কাণে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন ধ্বনির মত ভেসে আসে। কেন, ওঃ, কেন সে লিখছে না?

একবার যখন ওর ছবিগুলোর অতি বাস্তবতায় মারশাঁ ঘাবড়ে যায়, তখন ও ভাবে যে পালানোর রাস্তা মিলেছে।

ঠিক বলেছেন, ও উৎসাহভরে সায় দেয়। এগুলো অত্যন্ত বীভৎস, অত্যন্ত নিষ্ঠুর। এ ধরণের জায়গার সংগে এগুলো খাপ খায় না। এতে আপনার খারাপ পাবলিসিটি হবে। তাছাড়া একটাও বিক্রী করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। তার চেয়ে ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেললে কেমন হয়? খরচ-খরচা সব আমি দোবো।

আর্ট ডীলারটি মাথা নাড়ে আর ওর সব আশা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। আর হয় না, মঁসিও। প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ আসছেন। সমালোচকেরা আসছে। নেমন্তন্নের চিঠি পাঠানো হয়ে গেছে। খুব দেরী হয়ে গেছে। এখন আমাদের মাথা উঁচু করে কোন রকমে চালিয়ে যেতে হবে।

উদ্বোধনের দিন আঁরির স্নায়ুগুলো সহ্যের শেষ সীমায় এসে ঠেকে। ও মিরিয়ামকে দুটো টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে, উত্তর পায়নি। মরিসের কাছে একটা টেলিগ্রামেরও উত্তর আসে নি। এবার আর কোন

সন্দেহ থাকতে পারে না। কোথাও কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। ভীষণ গণ্ডগোল। মরতে কেন যে এ পোড়ার দেশে এসেছিল? পারী ছেড়ে ও এল কেন? আগের রাত্তিরটা ও একা ওর হোটেলের ঘরে কাটিয়েছে, হুইস্কি খেয়েছে আর এসব প্রশ্ন করে নিজেকে যন্ত্রণা দিয়েছে, মনশ্চক্ষে নানা রকম ছবি দেখেছে যাতে ওর চুল ধরে টানতে হয়েছে, আর হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে বসে থাকতে হয়েছে—মিরিয়াম, কোন লম্পট ধনীর পছন্দমত নীচুগলা গাউনের মডেল হচ্ছে, মিরিয়াম, কোন সুন্দর ধনী স্তাবকের সংগে ভোয়াসাঁয় ডিনার খাচ্ছে; মিরিয়াম, অসুখে তার ছোট ঘরটায় শয্যাশায়ী, ওকে খবর দিতে পারছে না; মিরিয়ামের অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে, ষ্ট্রেচারে শুয়ে আছে, এ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, একটা ওয়ার্ডে মারা যাচ্ছে।

সেদিন বিকেলে ও যখন গ্যালারিতে পৌছোলো তখন ভয়ে আর দুশ্চিন্তায় ও জ্বরগ্রস্ত। ও আশেপাশের কাউকে লক্ষ্য করে না। ভেলভেটের পর্দা ঠেলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে একজিবিশন রুমে ঢোকে। সেটা খালি, গ্ল্যাডিয়োলির তীব্র গন্ধে দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসে।

হ্যাঁ, কোথাও একটা গণ্ডগোল হয়েছে, ওর পারীতে থাকা উচিত ছিল···ও সবুজ ভেলভেটের সোফাটায় বসে পড়ে। যাক কালকেই ও বুঝতে পারবে কি হচ্ছে। সন্ধে ছ'টায় ডোভারে যাবার একটা ট্রেণ আছে, সেইটে ওকে ধরতেই হবে। কালই ও পারী পৌছোবে···না, আর কখনো ও এ যন্ত্রণা সহ্য করবে না। যদি পরের বছর নিউ ইয়র্কে যায় তো মিরিয়ামকে সংগে করে নিয়ে যাবে। আর কখনো তাকে চোখের আড়াল করবে না!...কেন সে লিখল না? এতো তার মত কাজ নয়—সেই মেয়ে যে অসম্ভব কষ্ট করে ওর জন্মদিনে সেই জাপানী প্রিণ্টের অ্যালবামটা খুঁজে বার করেছিল···বিদায় নেবার ঠিক আগে ট্রেণের কম্পার্টমেণ্টে তাকে কি বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল! কি বিষণ্ণ আর কি সুন্দর! ভগবান, ঘরটা কি গরম···

ও চোখ তোলে, না ঘুমিয়ে চোখ দুটো করকর করছে।

আলো নেই, হাওয়া নেই···এ গ্যালারিগুলো সব সময় বেশী গরম

থাকে, এমনকি মরিসেরটাও….মাথার থেকে টপহ্যাটটা খুলে ও কার্পেটের ওপর নাবিয়ে রাখে; তারপর ঘড়ির দিকে তাকায়। এখনও প্রায় একঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে! যাক্, কালও ও অপেক্ষা করবে, কিন্তু সে অপেক্ষা আনন্দের অপেক্ষা, ওদের রোজকার দেখা হওয়ার জায়গায়। মিরিয়াম!

ওর মনে ছবিটা আসে, মিরিয়াম প্যাকাঁর দোকান থেকে বেরিয়ে ল্যাণ্ডোর দিকে আসছে, ও সোফায় গা এলিয়ে দেয়। একবার সে ওর দিকে চেয়ে হাত নাড়ছে। গাড়ীর জানলা দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে, তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল। আবার সে ওকে বলছে, ও না থাকাতে তার কি রকম ফাঁকা-ফাঁকা লাগতো। বুঝতে পারছে না কেন ও তার টেলিগ্রাম আর লম্বা চিঠিগুলো পায় নি…এখন আর কিছুই এসে যায় না যখন সে ফিরে এসেছে, কেননা, ও যখন লণ্ডনে গিয়েছিল, তখন সে বুঝতে পেরেছে যে সে ওকে ভালবাসে—হ্যাঁ, সে ওকে ভালবাসে…

চিন্তা থেকে যেটা সুরু হয়েছিল স্বপ্নেও সেটা চলতে থাকে। ঠোঁটের কোণে হাসি, বুকের ওপর হাত দুটো ভাঁজ করা, ও ঘুমোয়, স্বপ্নে ওর হৃদয়ের সব কামনা উজাড় করে দেয়।

ম'সিও! স্যার! দেখ, কাণ্ডটা দেখ! আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল যে লোকটা মাতাল। ওর ওপর লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল আমার! ভগবান, এসব ফরাসীদের নিয়ে…

প্রথমে অঁরি শুধু ওর দেহেতে ঝাঁকুনি আর কাণেতে একটা গম্ভীর আওয়াজ পায়। তারপর ও ওর কাঁধে একটা হাতের চাপ অনুভব করে। কে যেন উত্তেজিতভাবে ওর কাণের কাছে চেঁচাচ্ছে। আধ খোলা চোখে ও দেখে ওকে ঘিরে একদল লোক ভীড় করে রয়েছে আর মারশাঁ ওর ওপর ঝুঁকে রয়েছে, তার মুখ রাগে বিকৃত, লাল হয়ে উঠেছে। ও চোখ পিটপিট করে, উঠে বসে চোখ রগড়ায়।

ঘুমিয়ে পড়েছিলুম মনে হচ্ছে, ও জড়ানো গলায় বলে। তারপর চমকে উঠে, আরে, প্রিন্স!

হিজ্ হাইনেস এসেছিলেন, চলেও গেছেন! রাগে তোত্‌লাতে

তোত্‌লাতে মায়শাঁ বলে। এসে চলে গেছেন, শুনতে পেয়েছেন!

অঁরি তার দিকে তাকিয়ে থাকে। আমাকে জাগান নি কেন?

কেন? কারণ হিজ্‌ হাইনেস আদেশ দিয়েছিলেন যেন কেউ আপনাকে বিরক্ত না করে।

একটা অর্থহীন হাসিতে অঁরির মুখ ভরে ওঠে।

প্রিন্স লোক ভাল···বিবেচনা আছে···

হাসতে হাসতেই ও ওর চারদিকের ভীড়ের দিকে তাকায়, হঠাৎ ওর চমক ভাঙ্গে। আমার ট্রেণ! আমার ট্রেণ!···কেল্‌ য়োর্‌ এ'তিল? কটা বেজেছে? হাতড়িয়ে ঘড়িটা খুঁজতে খুঁজতে ও জিজ্ঞাসা করে।

পাঁচটা, কে যেন বলে।

পাঁচটা! ভগবান্‌!···

এখন ও পুরোপুরি জেগে উঠেছে, মাটি থেকে টপহ্যাটটা তুলে, ছড়ির দিকে হাত বাড়ায়; সোফা থেকে উঠে পড়ে।

দরজা পর্য্যন্ত গিয়ে ও ফিরে দাঁড়ায়, ভীড়ের দিকে তাকিয়ে ঝুঁকে নমস্কার করে। ক্ষমা করবেন, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমাকে একটা ট্রেণ ধরতে হবে···

ভূ কম্প্রনে, নে'স পা? সে ত্রেজ্‌ অ্যাঁপর্‌র্ত্যাঁ···

বুঝতে পারছেন, তাই না? খুব জরুরী···

চারদিকে ঘুরে ঝুঁকে শেষ একটা নমস্কার, তারপরেই ও আর নেই। ভেলভেটের পর্দাগুলো একটু কেঁপে স্থির হয়ে যায়।

পারীর শহরতলীর মধ্যে দিয়ে ট্রেণটা জোরে যায়, এর ভেতরই ও ইফেল টাওয়ারের পরিচিত সিল্যুট দেখতে পাচ্ছে। আর আধঘণ্টা, তার পরেই ও পারী পৌঁছোবে! প্লাস ভঁদোমে যাবার আগে বাড়ী গিয়ে হাত পা মুখ ধোবার সময় পাবে।

হঠাৎ, একটুও জানান না দিয়ে ওর মস্তিষ্কে একটা চিন্তার বিস্ফোরণ হয়। বোকা, অসম্ভব বোকা সে। এ চিন্তা ওর মনে আগে আসেনি কেন? সেদিন আর্কাশোঁয় তাকে টাকার কথা তুলে অপমান না করে ওর

প্রস্তাব জানানো উচিত ছিল···বোধহয় সেও তাই আশা করেছিল, তাই তাকে বিয়ের ও টাকার কথা তোলাতে তাকে অত দুঃখিত দেখিয়েছিল। ঠিকই বলেছিল সে। টাকায় ওদের সম্বন্ধ বিষাক্ত করে তুলবে। টাকার বদলে ওর নিজের নাম অফার করা উচিত ছিল। ভগবান, দেখো যেন খুব বেশী দেরী হয়ে না যায়।

আজ তার ছোট ঘরে ও প্রায়শ্চিত্ত করবে। মিরিয়াম, ও বলবে, লক্ষ্মীটি আমার কাছে এসে বোসো। কিছুক্ষণ ওরা হাতে হাত দিয়ে আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকবে। তারপর গম্ভীরভাবে কোমল গলায় সে বলবে, মিরিয়াম···। কত সুন্দরভাবে সে ওর বিখ্যাত নাম বহন করতে পারবে। মিরিয়াম, কঁতেস দ্য তুলুস্-লোত্রেক ··অন্যান্য বিখ্যাত তুলুস্-লোত্রেকদের স্ত্রীর সংগে ও আসন পাবে। সিবিয়ে প্রিন্সেস্ অব্ শিপ্র···রিশিল্দ, প্রিন্সেস্ অব্ প্রভঁস···

ষ্টেশন এসে গেছে। ঘটাং ঘটাং শব্দ করতে করতে ট্রেণটা ঢুকে শেষ পর্যন্ত একটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে যায়। এর ভেতরেই সে প্লাটফর্মে নেবে ভিড় ঠেলতে সুরু করেছে। গেটের কাছে এসে ওর খেয়াল হয় যে হাতব্যাগটা কম্পার্টমেণ্টেই ফেলে এসেছে, কিন্তু ও আর ফেরে না।

একুশ নম্বর, রু কোলঁ্যাকুর, ও চেঁচিয়ে কোচোয়ানকে বলে, আর তাড়াতাড়ি পৌছলে পাঁচ ফ্রাঁ বক্‌শিস্।

ফিরে এসে ভাল লাগে। আবার সেই দাড়িওয়ালা পুলিশ, মেয়েদের সতেজ চলাফেরা, ফুলের দোকান, কাফের মাথায় ডোরাকাটা রঙীন চাঁদোয়া··· ওর কাইয়েত পোষ্টারগুলো দেয়ালে লাগানো দেখে, কিন্তু তখন ও এত চিন্তামগ্ন যে ওটার সম্বন্ধে খেয়াল করে না।

মাদাম লুবে তাঁর একতলার ঘরে ছিলেন না, তাঁর অনুপস্থিতিতে ওর উৎসাহ খানিকটা দমে যায়। তাঁকে দেখতে পেলে ভাল লাগতো। ষ্টুডিয়োতেও তিনি নেই। ঘরটা অন্ধকারে ভর্তি, ষ্টোভটা জ্বালা হয়নি। বিরাট জানালাটাতে সূর্যাস্তয় আকাশটা রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে।

ওর তখন হাত-পা মুখ ধোয়া, জামা-কাপড় বদলানো হয়ে গেছে, বেরোবে ভাবছে; সিঁড়িতে মাদাম লুবের পায়ের শব্দ শুনতে পায়।

দরজাটা খোলে।

ওঃ এই সিঁড়িগুলো! তিনি হাঁপান, যত বুড়ো হচ্ছি—তত যেন ওগুলো আরও খাড়া হয়ে উঠছে। দুঃখিত আপনি আসার সময় থাকতে পারিনি, মঁসিও তুলুস্, আমি চার্চে গিয়েছিলুম···

কি হয়েছে, মাদাম লুবে? ও তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করে।

ও বুঝতে পারে কোথাও একটা গণ্ডগোল হয়েছে। ও তার মুখ দেখে বুঝতে পারে। কে যেন ওর পাদুটো মেঝের সংগে আটকে দিয়েছে, তবু ও আপাদমস্তক কাঁপতে থাকে, যেমন মারি সেদিন কেঁপেছিল···

কি হয়েছে? ও আবার বলে।

এই প্রথম তিনি ওর দিকে তাকান। তাঁর চোখ দুটো বড় বড়, শুকনো আর খুব বেশীরকম বিষণ্ণ।

আপনি বরং বসুন, মঁসিও তুলুস্।

ঠিক ও মারিকে সেদিন যা বলেছিল···ও কথা বলতে পারে না, দৃষ্টি হীন চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে, তিনি তাঁর অ্যাপ্রন থেকে একটা খাম বার করেন। দেহের কাঁপুনির সংগে সংগে ওর দাঁতে দাঁতে ঠকঠকানি সুরু হয়। মরবার সময় নিশ্চয় এরকম লাগে···

যেদিন আপনি যান সেদিন মাদামোয়াজেল এটা দিয়ে গেছেন···

ও খামটা ছিঁড়ে খোলে, ক্ষীণদৃষ্টি চোখের কাছে চিঠিটা তোলে।

আমি আজ রাত্তিরে মঁসিও দুপ্রের সংগে চলে যাচ্ছি।

এই ভাল হোলো, শেরি···





আবসাঁত! ভিক্তর, আর একটা আবসাঁত নিয়ে এস! তাড়াতাড়ি কর!

এক মিনিট, দোদো, ভিক্তর কাউণ্টারে দাঁড়ানো লোকটাকে বলে। জানই তো, মাতালরা কি রকম...

আঁরির টেবিলের দিকে ফিরে সে চেঁচিয়ে বলে, আজ আর না, মঁসিও তুলুস্, আপনি অনেক খেয়েছেন!

আরে খেলো যা! সংএর মত দাঁড়িয়ে আছে দেখ না! আর একটা আবসাঁত নিয়ে এস, নইলে আমি এখানকার সবকিছু ভেঙ্গে...

ওর চীৎকার একটা অস্পষ্ট গোঙানিতে পর্যবসিত হয়। ওর মাথা ঝুলে একদিকে গড়িয়ে পড়ে আর একটা বিশ্রী শব্দ করে মার্বেল মোড়া টেবিলটার ওপর গিয়ে লাগে।

বোধ হয় ওর লেগেছে? দোদো ভয় পেয়ে গিয়ে বলে।

আরে মাতালদের কখনো লাগে না। আর এর তো লাগেই না। ও যত ধাক্কা খেয়েছে তাতে ওর এতদিনে পটল তোলা উচিত ছিল।

সে অঁরির দিকে তাকায়। দেখ না! এখন ঘুমোচ্ছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে একটা গেলাস পোঁছে।

একবছর ধরে ওকে বলছি অন্য কোথাও যেতে। তবু যাবে না, এখানেই ফিরে আসবে। বুঝতে পারলুম, দুঃখ পেয়েছে। তা, দুঃখ তো সবায়েরই আছে, তাই না? এভাবে যখন ঘুমোয় তখন খুব খারাপ নয়, কিন্তু যখন জাগে! কখনো হয়তো মারামারি করতে চায়। একনজর তাকিয়ে দেখ। আরে, ফুঁ দিলে চিৎপাৎ হয়ে প'ড়ে যাবি, সে বাবুর খেয়াল নেই। আবার কখনো হয়তো একই চিঠি বার বার করে পড়ে আর ছোট ছেলের মত কাঁদে। এতদিনে চিঠিটায় কি আছে ওর মুখস্থ হয়ে যাওয়ার কথা, তা না, ও পড়েই চলে।

বোধ হয় কোন মেয়ের ব্যাপার, দোদো টুপি খুলে মাথা চুলকোয়।

যা বলেছ! ভিক্তর সায় দেয়। আবার মাঝে মাঝে গান গায়। সেইটেই সবচেয়ে খারাপ। ওই ছোট্ট চেহারা দেখলে ওর যে কি গলা তুমি আন্দাজ করতে পারবে না। অথচ আমি কিছুই করতে পারি না! কেন জান? কেননা, ও পাতুর বন্ধু। জানই তো—টিক্‌টিকিটাকে। আর পাতু আমাকে আর এ অঞ্চলের সব কাফের মালিককে বলে দিয়েছে, ওর যদি কিছু হয়, তোমাদের আমি সহজে ছাড়ব না।'

কোন্ সুস্থ মস্তিষ্কের লোক আর ভাইস স্কোয়াডের কর্তার সংগে ঝগড়া করতে চায়, বল?

কেউ না, নাক খুঁটতে খুঁটতে দোদো সায় দেয়।

ঝামেলার আর অন্ত নেই, ভিক্তর আর্তনাদ করে, আর আমার সবচেয়ে বড় ঝামেলা হচ্ছে ওই। সে অঁরির দিকে আঙুল দেখায়।

আবসাঁত! আবসাঁত! আমার আবসাঁত কই?

অঁরি হঠাৎ জেগে উঠেছে। এখন সে টেবিলে তার ছড়ি ঠুকছে। আর চেঁচাচ্ছে।

অনিচ্ছুকভাবে ভিক্তর পায়ে পায়ে তার কাছে আসে।

কথা বলতে গিয়ে একটু আগের আঘাতের চেতনা অঁরির মাথায় যন্ত্রণার আলোড়ন তোলে। কয়েক সেকেণ্ড ও ভিক্তরের দিকে তাকিয়ে থাকে, যেন ওর ঘূর্ণায়মান অক্ষিগোলক তার চঞ্চল ছায়ার অনুসরণ করার চেষ্টা করে। তারপরেই আবার ওর মাথাটা সজোরে ওর হাতের ওপর এসে পড়ে। হঠাৎ ও অনুভব করে যে ও এখুনি বমি করবে—এর ভেতরই ও মুখে পিত্তির তেতো স্বাদ পাচ্ছে। ও কুঁজো হয়ে বসে থাকে, নড়তে সাহস করেনা, দমবন্ধ করার চেষ্টা করে। তারপরে ওর গলার চাপটা কিছু কমে, ও একটু নিশ্চিন্ত হয়ে নিঃশ্বাস ফেলে। স্বস্তির একটা আওয়াজ করে ও মাথা তোলে। প্যাশনেটার জন্যে হাতড়ায়। ফুঃ—অনেকটা ভাল! বদহজম, নিশ্চয় কিন্তু ও তো ব্রেকফাষ্টের পর থেকে খায়নি···তবে কি খিদে! ঠিক তাই। ও ক্ষুধার্ত। কিন্তু ওর তো খিদে পাচ্ছেনা, তবু বোধহয়···ওর শরীর শক্ত হয়ে ওঠে। ছিপি খোলা সোডার বোতলেব মত জোরে ওর মুখে পিত্তি উঠে আসছে।

অন্ধের মত ও ছড়িটা খোঁজে। একটা হাত মুখে চাপা দিয়ে টলতে টলতে প্রস্রাবগারে যায়। দরজা খুলতেই জায়গাটার দুর্গন্ধ ভক্ করে ওর নাকে এসে লাগে। এক মুহূর্ত ও চৌকাটে দাঁড়িয়ে টলে, চোখ বন্ধ, তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বমি করে। কাণের ভেতর এত জোর দপ্ দপ্ করে মনে হয় বোধহয় ওর খুলি ফেটে যাবে। ও আর হাঁটুতে জোর পায় না। খালি হাতটা দিয়ে দেয়ালটা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে, কোন রকমে আঙুলে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে থাকে। ঝোঁকটা একটু কমে, আবার কয়েক সেকেণ্ড পরে নতুন তীব্রতায় ফিরে আসে। মাটিটা কাঁপে, দেয়ালগুলো টলে, ওর গলা দিয়ে একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরোয়। মুখ দিয়ে থুথু আর পিত্তি গড়িয়ে পড়ে। হঠাৎ বমির ভাবটা চলে যায়; দুর্বলভাবে ও হাতের উলটো পিট দিয়ে মুখটা পোঁছে। ওর গাল দিয়ে ঘাম গড়িয়ে ওর দাড়ি ভিজিয়ে দেয়। কয়েক সেকেণ্ড ও এভাবে থাকে, দাঁড়িয়ে টলে, অপেক্ষা করে আবার বমনোদ্রেক হবার জন্যে। আর হয় না, খুব সাবধানে ও পকেট থেকে

রুমালটা বার করে মুখটা, গালগুলো আর কোটের হাতায় লাগা থুথুর ছিটে পোঁছে।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে ও টেবিলে ফিরে আসে, হাতটা তোলবার চেষ্টা করে, পারে না। টেবিলে মাথা গুঁজে পড়ে থাকে, চারদিকে সব অন্ধকার হয়ে যায়। সময়ের আর কোন অস্তিত্ব থাকে না—সময় আর যন্ত্রণা আর স্মৃতি।

অনেকক্ষণ ও বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তলিয়ে থাকে, মৃত্যুর মতই সম্পূর্ণ অন্ধকার সে বিস্মৃতি।

তারপরে একেবারে শূন্যের মধ্যে থেকে একটা গলার আওয়াজ আসে, পরিষ্কার অথচ যেন বহু দূব থেকে শোনা যাচ্ছে।

মঁসিও তুলুস! জেগে উঠুন, মঁসিও তুলুস!

ও নড়ে না। ওর গালে ওর হাতের গরমে বেশ আরাম লাগে।

উঠুন, মঁসিও তুলুস, চোখ চান! জেগে উঠুন!

গলাটা ক্রমশঃ জোর হতে থাকে। জ্বালাতন! কে যেন ওকে ধরে ঝাঁকায়। ও জোর করে চোখের পাতা খোলে দেখতে পায় শুধু ওর নাকের ডগা আর ওর হাতের পিঠের ছোট কালো লোমগুলো।

উঠুন, মঁসিও তুলুস। বাড়ী যাবার সময় হয়েছে।

ও মুখ তোলে, ডার্বিটুপি আব কালো ওভারকোট পরা পাতুকে চিনতে পারে।

ও-হ্-হ্-হ্—তুমি! ও বোকার মত হাসে।

হ্যাঁ, আমি। ডিটেকটিভটি এক কাপ কালো কফি বাড়িয়ে ধরে। এবার এটা খেয়ে নিন, মঁসিও তুলুস। সব ঠিক আছে।

তুমি—এখানে—?

ও বলতে গিয়েছিল, তুমি এখানে কি করছ? কিন্তু কথাগুলো ওর মুখ দিয়ে বেরোয় না। ওর চোখ বন্ধ হয়ে যায়, কাটা গাছের মত ও আবার ওর হাতের ওপর পড়ে যায়।

আবার শূণ্যতা ওকে ঘিরে ফেলে; কিন্তু এবার অবচেতন মনের এক কোণায় যেন একটু সচেতনভাব থাকে। ও অনুভব করতে পারে

ফিস্‌ফিসে কতকগুলো কণ্ঠস্বর, তারপর কারা যেন ওকে দু'বগল ধরে তুলে নিয়ে চলল ; তারপরেই ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস ওর মুখে এসে লাগে। ও ফিটনের মৃদু দোলানি অনুভব করতে পারে আর শুনতে পায় ঘোড়ার ক্ষুরের একটানা ছন্দ, ক্লিপ ক্লপ, ক্লিপ ক্লপ, যেন বিরাট একটা টবের ভেতর বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে।

বিকেলের দিকে ও জেগে ওঠে, মাথায় যন্ত্রণা, মুখে একটা বিশ্রী তেতো-তেতো ভাব আর মনে অস্পষ্ট অপরাধের অনুভূতি। কিছু একটা হয়েছে, কিন্তু কি ? ও বালিশে মুখ গোঁজে, আবার নিদ্রার বিস্মৃতি খোঁজে কিন্তু এখন ওর চেতন মনের যন্ত্র কাজ করতে সুরু করেছে, ঘুম আসে না।

বেশ, কি হয়েছে ? মাথার পেছনে হাত দুটো জোড়া করে ও সিলিংটাকে শুধোয়, কালকের রাতের ঘটনাগুলো ভাববার চেষ্টা করে। সন্ধে হয়-হয় এমন সময় ও স্টুডিয়ো থেকে বেরিয়ে রু কোলঁ্যাকুর দিয়ে হাঁটতে সুরু করেছিল…

ওঃ ভগবান, আবার ভুলে গেছি! নিজের স্মৃতিশক্তির ওপর বিরক্ত হয়ে ও বলে ওঠে।

এই তৃতীয়বার ও মরিসের সংগে অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের কথা ভুলে গেছে। ব্যাপারটা সীরিয়াস হয়ে উঠছে। এরকমভাবে ওর সব বন্ধুকে ও হারাচ্ছে। মদে এটা করে। ভুলিয়ে দেয়। তাছাড়া মাথায় তীব্র যন্ত্রণা হয়। এর একমাত্র ওষুধ হচ্ছে এক পেগ কোয়ন্যাক……

ও উঠে টেবিলের কাছে যায়, গেলাসটা ধরে মদ ঢালে। অ্যালকহলে ওর মুখটা অনেকটা পরিষ্কার হয়, কিন্তু ওর গলার ভেতরটা যেন জ্বালিয়ে দেয়, ওর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। তবে মাথার যন্ত্রণাটা অনেক কমে। আর এক গ্লাস, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

ও গেলাসটা ভরে চুমুক দিতে যাবে, হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ে। আচমকা শকে ওর নার্ভগুলো একটা ধাক্কা খায়।

ভগবানের দোহাই, ভেতরে এসো ! ও চেঁচায়। ভেতরে এসো।

চৌকাটে দাঁড়িয়ে মরিস ওর দিকে তাকিয়ে থাকে, তার মুখে

হাসি নেই।

হোলো কি? অঁরি চেঁচায়। কখনো কাউকে মদ খেতে দেখনি নাকি? উসকো-খুসকো চুল, চটকানো কাপড়-চোপড়, বোতল আর গেলাস হাতে এরকমভাবে ধরা পড়াতে ওর রাগ বেড়ে যায়। ভেতরে আসবে, না আসবে না?

ওর ইচ্ছে করে দৌড়ে গিয়ে তার হাত ধরে ক্ষমা চায় কিন্তু ওর একটা অবুঝ সত্তা তার ছিমছাম ভাব, তার সৌন্দর্য আর গাম্ভীর্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ওঠে। একটু বেশী মদ খায় বলে মরিসও ওকে ঘেন্না করে। মাদাম লুবের মত, এ শালাব সাধু পৃথিবীর আর সব লোকেদের মত……

বল কি বলবে? কাল রাত্তিরে যাই নি কেন? যা হয় কিছু একটা বল! ইডিয়টের মত দাঁড়িয়ে থেক না!

ও একঢোকে মদটা গেলে, টেবিলের ওপর গেলাসটা রেখে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে।

আমি কাল রাত্তিরের কথা আলোচনা করতে আসিনি, দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ করে মরিস অঁরির কাছে আসে। আমি এসেছিলুম··· দেখছি আমার না আসাই উচিত ছিল। আমি দুঃখিত।

বেশ, এখন তো এসেছ, কি চাও বল?

এক ভদ্রমহিলা তাঁর একটা পোর্ট্রেট আঁকাতে চান। তিন হাজার···

তিনহাজার ফ্রাঁ দিয়ে আমি করবটা কি? আরো কোয়ন্যাক কিনবো? তাছাড়া আমি অত্যন্ত ব্যস্ত। বহু কাজ···আমার বিরাট সব প্ল্যান রয়েছে······

বুঝলুম, মরিস শান্তস্বরে বলে। বেশ, তোমায় আর বিরক্ত করব না। খানিকক্ষণ গম্ভীর স্তব্ধতা। গুড্ বাই, অঁরি।

দরজাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সংগে সংগে অঁরি হাত দিয়ে মুখ ঢাকে। ও চলে গেল। কেন আমি ওকে ওরকম বল্লুম? ওঃ মদ! হঠাৎ অ্যাপলো বারের ঘটনাটা পরিষ্কার ওর মনে পড়ে যায়—দুর্গন্ধময়

প্রস্রাবাগারটা, বমি, মদ খেয়ে জ্ঞান হারানো, গাড়ী করে বাড়ী ফেরা। ভগবান, কত নীচেই না ও নেবেছে! ও, অঁরি, কঁত, দ্য তুলুস! বাবা ঠিক বলেছিলেন। খুব অল্পদিনের মধ্যেই যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুই আছে ওর কপালে। ওঃ মদ!

ও বিছানার ওপর হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কুঁজো হয়ে বসে থাকে। বোধহয়···বোধহয় এখনো সময় আছে। কোন কোন লোকতো মদ খাওয়া ছেড়েও দেয়। কিন্তু এসব চিন্তার সংগে সংগেই আর এক গ্লাস খাবার ইচ্ছে ওর মনে জেগে ওঠে। শুধু একটা—শেষ। চিন্তাটার সংগে সংগেই ওর মুখে লালা জমতে সুরু করে। না, চারদিকে এই সব বোতল, ওর এখানে থাকা চলবে না। এখান থেকে অন্য কোথাও যেতে হবে। কিন্তু কোথায়?

সব জায়গাতেই মদের দোকান আছে। মার ওখানে! হ্যাঁ, তাঁর কাছেই ও নিরাপদ থাকবে, প্রলোভনের সংগে যুঝতে পারবে।

কম্পিত হাতে ও জুতোর ফিতে বাঁধে।

যুঝতে হবে···যুঝতে হবে···যখন মার ফ্ল্যাটের দরজায় ঘন্টিটা বাজায়, তখনও ও দাঁতে দাঁত চেপে কথাগুলো বারবার আওড়াচ্ছে। গাড়ী করে আসার সময় ও দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করেছে। ওই সমস্ত বার, কাফে, যেখানে চাইলেই এক, দুই, তিন, যত গেলাস ইচ্ছে মদ পাওয়া যায়। কিন্তু ও যুঝেছে। প্রতিটি মিনিট ও লড়াই করেছে। আর সে মিনিটগুলো কি অনন্ত! অবশেষে এখন ও নিরাপদ।

তুমি যে এসেছ অঁরি এতে আমি খুব খুশী হয়েছি। ঝড়ের মত ও ঘরে ঢুকতে, উইং চেয়ার থেকে মা বলে ওঠেন। অনেকদিন তোমাকে দেখি নি, তোমার সংগে অনেক পরামর্শ করবার আছে। কিন্তু তার আগে তোমার কিছু খাওয়া দরকার।

তিনি জোসেফের দিকে ফেরেন। ম'সিও অঁরির জন্যে এক কাপ চা আর কয়েকটা বিস্কুট নিয়ে এস।

পরের ঘণ্টাটা খুব তাড়াতাড়ি কেটে যায়। ও দুকাপ চা আর একগাদা বিস্কুট খায়। তারপর আগুনের গরমে ঘুমচোখে, মার

সান্নিধ্যের নিরাপত্তায়, ও আনেতের সম্বন্ধে মার অভিযোগ শোনে।

ও বুড়ো হয়ে পড়েছে আর কাণে কম শুনছে। রাঁধুনী আর ঝিকে সব সময় বকাবকি করে আর আটষট্টি বছরের বুড়ো জোসেফের সংগে এমন ব্যবহার করে যেন সে সেদিনের ছোকরা। ওকে নিয়ে কি করা যায় বল তো ····

তখনই ওটা আবার ফিরে আসে।

ওটার সুরুতেই ওর সব পেশী টান হয়ে ওঠে। তেষ্টায় ওর গলা শুকিয়ে যায়, ওর নার্ভে জট পাকিয়ে যায়। হঠাৎ সব ঘরটা যেন বোতলে ভর্ত্তি হয়ে ওঠে। ওর মার গলা একবার খুব আস্তে আর একবার খুব জোর মনে হয়। যুঝতে হবে ..যুঝতে হবে, ও ভয় পেয়ে নিজেকে বলে। আক্রমণের দিনগুলোর মত ও চোখ বুঁজে মার হাত খোঁজে। তারপর নিজের অজান্তেই ওর ঠোঁট নড়ে, ওর মুখ দিয়ে কথাগুলো বেরিয়ে আসে।

মামণি, আমার একটা ড্রিংক দরকার।

তিনি ওর গলার মরীয়া স্বর বুঝতে পারেন। একটাও কথা না বলে চেয়ার ছেড়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যান, প্রায় সংগে সংগেই এক বোতল কোয়ন্যাক নিয়ে ফিরে আসেন।

এই যে ডঁরি, খাও, তিনি ওর খালি চায়ের কাপটায় মদটা ঢেলে দেন।

ও দুহাতে কাপটা আঁকড়ে ধরে এমন লোভীর মত খায় যে খানিকটা মদ চল্‌কে উঠে ওর কোটের ওপর পড়ে। সংগে সংগে ও অনেকটা ভাল বোধ করে।

ক্ষমা কর, মামণি, রুমাল দিয়ে ও কোটটা ঝাড়ে আর মুখটা পোঁছে। তারপর মাথা তুলে তাঁর দিকে তাকায়। এবার, জানতে পারলে তো?

আমি অনেক দিনই জানি।

কিন্তু যা তুমি জান না, সেটা হচ্ছে আমি কত মদ খাই। সব সময় আমি তোমাকে ঠকাবার চেষ্টা করেছি যাতে তুমি আমার নিঃশ্বাসে

মদের গন্ধ না টের পাও। গোড়ায় গোড়ায় আমি গর্ব করতুম। আমার ধারণা ছিল আমি ভদ্রলোকের মত মদ খাই। মদে আমার পায়ের যন্ত্রণা কমতো আর আমি আমার মদ খাওয়া নিয়ে বড়াই করতে পারতুম। অন্য অনেক জিনিষের অভাব এটা পূরণ করতো। অন্ততঃ আমার তাই মনে হত। কিন্তু এখন আর মদে আমার পায়ের কোন উপকার হয় না আর আমি সহজেই মাতাল হয়ে উঠি। মাতাল, মামণি, বেহেড মাতাল। কাল আমি একট তাড়িখানায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম, ওরা আমাকে তুলে বাড়ী বয়ে নিয়ে এসেছে। আর্ধেক সময় আমি জানি না আমি কোথায় আর সেখানে কি করে এলুম। আমি আর কাজ করি না। দেখা করার কথা ভুলে যাই। এভাবে বেশীর ভাগ বন্ধুকেই আমি হারিয়েছি। এখানে আসার আগে আমি মরিসের সংগে ঝগড়া করেছি...লক্ষীটি, মামণি আমাকে বাঁচাও! আমাকে তোমার সংগে নিয়ে চল। যেখানে খুশী—এমন জায়গা যেখানে ডাক্তার আছে। আমি পড়েছি যে অ্যালকহলিজম সারানো যায়। আমি সুস্থ হতে চাই। আমি সবকিছু করতে রাজী আছি। চল, করেজে যাই। না, করেজে নয় এভিয়ঁাতে চল। মনে আছে এভিয়ঁা? একবার গিয়েছিলুম। আমরা লেকে নৌকা করে বেড়াব...

যিনি ও কথা বলে, তিনি ওর দিকে তাকিয়ে থাকেন। ও এখনও শিশু আছে। ওর একটা দিক কখনো বড় হয় নি। সব সময় ওর নিজের পা সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে, একটা ধারণা থাকবে।

এভিয়ঁাতে গেলে খুব ভাল হবে। কবে যেতে চাও? তিনি জোর করে ওর উৎসাহে যোগ দেন। বোধহয় ও ঠিকই বলেছে। বোধহয় ডাক্তারেরাই ওকে সারাতে পারবেন ও সারাতে না চাইলেও। কালকের মধ্যে তৈরী হয়ে নিতে পারবে?

নিশ্চয় পারবো। আমি দুঘণ্টায় তৈরী হব। শুধু মরিস আর মাদাম লুবের কাছে বিদায় নেবার অপেক্ষা। ট্রেণটা কখন ছাড়ে জান? সকালে না বিকেলে?

দেখি, আমার ঘরে বোধহয় একটা টাইমটেবিল আছে। না,

তোমাকে উঠতে হবে না? তুমি খুঁজে পাবে না। আমি দেখছি।

একা একা ও নিজের উৎসাহটা জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করে। এভিয়াঁ। হ্যাঁ, এভিয়াঁতে বেশ ভাল কাটবে···ওরা একসংগে নৌকো চড়ে বেড়াবে, একসংগে......

হঠাৎ ওর ভেতরে কে যেন হাসতে সুরু করে—নিঃশব্দ একটা কাষ্ঠহাসি, যাতে আনন্দের চিহ্ন মাত্র নেই। ওর সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে যায়। নির্বোধ, তুমি কি সত্যি ভাবছ যে মদ ছাড়া এত সোজা? শুধু বলা, 'মামণি, আমাকে এভিয়াঁ নিয়ে চল,' ব্যস। মার সংগে নৌকো করে বেড়ানো—আহা, কি চমৎকার! আর যখন মদের দরকার হবে, যখন গলা শুকিয়ে যাবে, জিভটা ঠেলে উঠবে, নিজের থুথু পর্যন্ত গিলতে পারবে না, তখন কি করবে? রাত্তিরে যখন মেয়েমানুষের দরকার হবে আর লা ফ্লুয়র ব্লঁশ থাকবে না, তখন? নৌকো করে বেড়াবে? নৌকো করে তো আর সব সময় বেড়াতে পারবে না, কাজেই হোটেলের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে আল্পসের শোভা দেখবে নির্বোধ, দেখতে পাও না যে এটা মালরোমের দৃশ্যেরই পুনরাবৃত্তি। কম বয়সে যেটা সহ্য করতে পার নি। এখন বেশী বয়সে—মত্তপ হয়ে সেটা সহ্য করতে পারবে ভাব? যাও! তোমার মোমার্ত্র আর মদের দোকানে ফিরে যাও। যাও মার সামনে কিছু একটা কেলেংকারী করে আবার তাঁর মনে আঘাত দেবার আগে পালিয়ে যাও। তাড়াতাড়ি কর! ওঠো! দৌড়োও! মা ফেরার আগে পালাও!

ও ছড়িটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরোয়। তারপর চোরের মত নিঃশ্বাস বন্ধ করে, ও চারদিক দেখে, তাড়াতাড়ি প্যাসেজটা পেরিয়ে, বাইরের দরজাটা খুলে, পালায়।

মাদাম লুবের হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়। হ্যা, উনি আসছেন। আসছেন ঠিক নয় ওঁকে আবার নিয়ে আসছে। নিশ্চয় উনি মাতাল হয়েছেন। আজকাল সব সময়েই উনি মাতাল থাকেন।

তিনি হতাশভাবে মাথা নেড়ে পোষাক পরতে সুরু করেন।

ম'সিও পাতু না থাকলে ওঁকে বাড়ী নিয়ে আসা যেত না। জানলা

দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মাদাম লুবে চড়াইটার মাথায় ফিটনটা দেখতে পান, রাত্তির স্তব্ধতায় অঁরির চীৎকার পরিষ্কার তাঁর কাণে আসে।

তুমি একটা হারামজাদা টিকটিকি ছাড়া আর কিছু না, বুঝলে? একটা নোংরা হারামজাদা টিকটিকি! তুমি হচ্ছ তাই পাতু। সব সময় অন্য লোকদের ব্যাপারে নাক লাগানো চাই। কেন আমাকে রোজ রোজ জ্বালাতন কর? আমি একজন স্বাধীন নাগরিক। আমাকে গ্রেপ্তার করবার ওয়ারেণ্ট তোমার আছে কি? তোমাকে এর জন্যে ডেভিলস্ আইল্যাণ্ড পাঠাবে।

ওর মাতাল গলা এবার অনুনয়ে ভরে ওঠে। দেখ পাতু, তুমি আর আমি অনেকদিনের বন্ধু। মারি সম্বন্ধে তুমি আমাকে যে সৎ পরামর্শ দিয়েছিলে তা আমি কখনো ভুলবো না। দেখতে পাচ্ছ না, আমি বাড়ী যেতে চাই না। বাড়ীটা আরশোলায় ভর্ত্তি। চল না কোথাও যাই, শুধু তুমি আর আমি। এক পাত্তোর খেতে খেতে সমস্ত জিনিষটা নিয়ে আলোচনা করা যাবে। যাবে না? আবার ওর গলা চড়ে, তাহলে তুমি একটা নোংরা পুলিশ ছাড়া কিচ্ছু না, একটা হারামজাদা টিকটিকি!

জানলা থেকে মাদাম লুবে দেখেন ও পাতুর সংগে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে, চলন্ত ফিটন থেকে লাফিয়ে পড়তে যায়।

তাড়াতাড়ি লাল শালটা গায়ে জড়িয়ে তিনি রাস্তায় বেরোন। দুজনে মিলে ধরাধরি করে ওকে চারপ্রস্ত সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে তোলেন। অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর শেষপর্যন্ত ও ঘুমিয়ে পড়ে।

এভাবে আর বেশীদিন চলতে পারে না, পাতু চিন্তিতভাবে বলে। আজ কি করেছিল জানেন। মোঁমার্ত্রের বাইরে এক মদের দোকানে গেছিল, ভেবেছিল সেখানে আমি একে খুঁজে পাব না, সেখানে ওকে কেউ চেনে না। সব রকম মদের অর্ডার দিয়েছে—হুইস্কি, রাম, ব্র্যাণ্ডি, ভারমুথ, আবসাঁত, কালভাদো—সবগুলো মিশিয়ে খেয়েছে। একটা ঘোড়া খেলে মারা যেত। আর আমার মনে হয় ও সে চেষ্টাই করছে—নিজেকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করছে।

লুবে চুপ করে থাকেন, পাতু বলে চলে। নিজেদের ধোঁকা দেবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই, মাদাম লুবে। আমি অনেক মাতাল দেখেছি, ও মাতাল নয়; ও পাগল। হ্যাঁ, সত্যি সত্যি বলছি; ও পাগল, বদ্ধ উন্মাদ!

পাগল! কথাটা মাদাম লুবের মনে তীরের মত গিয়ে বেঁধে। অথচ গত কয়েক মাস মঁসিও যা কাণ্ড করছেন, পাতুও যা জানেনা, তা দেখলে তাঁর মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মায়। একবার তো আরশোলা তাড়াবার জন্যে সমস্ত ষ্টুডিয়োটায় কেরোসিন ছড়ালেন। আর একটু হলেই সারা বাড়াটায় আগুন ধরে যেত। তারপর যেবার বালতি বালতি বালি নিয়ে এসে ষ্টুডিয়োর মেঝেয় ঢাললেন। কী, না ষ্টুডিয়োটা সমুদ্রতীরের মত দেখাবে। আর কি খুশী! দেখুন, মাদাম লুবে, ঠিক আর্কাশোঁর মত দেখাচ্ছে না? আর সেই ভয়ঙ্কর ব্যাংটা! ভগবান জানেন, কোথা থেকে পেয়েছিলেন ওটা। একটা পুরো মাস ওটা ঘরে রেখেছিলেন। ওটার জন্যে সারাক্ষণ মাছি ধরবাব চেষ্টা করতেন। আর কি ভালই না বাসতেন! আমরা এক রকম, ও আর আমি! বুঝলেন মাদাম লুবে, ও ভারী কুচ্ছিত। কেউ ওকে ভালবাসে না। সেইজন্যে আমি ওর সংগে ভাল ব্যবহার করি। আর সেই রোয়িং মেশিনটা যেটায় তাঁর পা আবার বাড়বে। কি করে বুদ্ধিমান একটা লোক এ ধরণের বোকামিতে বিশ্বাস করে? কিন্তু উনি করেছিলেন। গ্যারান্টি দেয়া মাদাম লুবে, একেবারে গ্যারান্টি দেয়া। আর সারাক্ষণ ওইটেয় বসে দাঁড বাইছেন আর দাঁড় বাইছেন। হাপাচ্ছেন, মুখ দিয়ে ঘাম গড়াচ্ছে, দেখলে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ যখন বিছানায় শুয়ে শুধু সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন, বোঝা যায় যে সেই মেয়েটার কথা ভাবছেন! মাতাল অবস্থাতেও তার কথা বলেন···

তিনি লক্ষ্য করেন পাতু তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

জানি, আমার কথায় আপনি আঘাত পাচ্ছেন. ডিটেকটিভটি বলে। কি করব বলুন, ওঁর ভালর জন্যেই এটা বোঝা দরকার।

একগাদা পাগলের সংগে ওঁকে পাগলা-গারদে পুরবে।

পাগলাগারদ ? না, মাদাম লুবে। পাগলাগারদ নয় আরোগ্য নিকেতন। ওঁর মত লোকেরা পাগলাগারদে যায় না। আরোগ্য-নিকেতনে সব রকম সুবিধে আছে। মাত্র দু' তিন সপ্তাহের জন্যে আর তারা ওঁকে সারিয়ে তুলবে।

সারিয়ে তুলবে ? তার মানে উনি আর মদ খাবেন না ?

এক ফোঁটাও না। ওই সব ডাক্তারেরা জানে কি করতে হয়! কয়েক হপ্তার মধ্যে উনি আবার আগেকার মত হয়ে যাবেন।

তিনি ব্যাপারটা মনে মনে ভাবেন। তারা ওঁকে মারধোর করবে না তো ?

পাতু এ কথা হেসে উড়িয়ে দেয়। না, না। আমরা ওর সংগে যেরকম ব্যবহার করি ঠিক সেরকম ব্যবহার করবে আর তারা জানবে কি করতে হয়। তারা এমন ওষুধ দেবে যে উনি ঘুমিয়ে পড়বেন। আর মদ ছুঁতে দেবে না।

আর ওঁকে সারিয়ে তুলবে ?

নিশ্চয়। আচ্ছা, ব্যাপারটা ভেবে দেখুন, আমি চলি।

চলুন। তিনি অঁরির দিকে ফেরেন। বেশ ঘুমোচ্ছেন, তিনি লেপটা ওর গলা অবধি টেনে দেন।

পা টিপে টিপে ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নাবতে সুরু করে।

তখন ওরা তেতলায় পৌঁছে, হঠাৎ একটা তীব্র উন্মত্ত চীৎকার ওদের কাণে যায়, সংগে সংগে ষ্টুডিয়োর দরজাটা ঠেলে খুলে অঁরি সিঁড়ির চাতালে বেরিয়ে আসে, তার চোখদুটো যেন ভয়ে ঠিকরে পড়ছে।

মাদাম লুবে! মাদাম লুবে! কোথায় আপনি ? ওরা ফিরে এসেছে, সেই আরশোলাগুলো! লাখে লাখে!

ও প্যাশনে পরে নি, রেলিংটা ধরবার জন্যে হাতড়াচ্ছে।

লাখে লাখে, মাদাম লুবে! আপনি কোথায় ? মাদা-া-া-া-া!

ওর ঝুলন্ত শার্টে ওর পা আটকে যায়। আতঙ্কে স্থির হয়ে ওরা দেখে, সে টলে গিয়ে দেয়াল আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে। চেঁচাতে চেঁচাতে

সিঁড়িতে পড়ে যায়।

তারপর ওরা শুধু সিঁড়ি দিয়ে ওর দেহ গাড়িয়ে পড়ার আওয়াজ শুনতে পায়।

একুশ

ডাক্তার সেলামেনের আরোগ্য-নিকেতনটা ওতেইর অ্যারিষ্টোক্র্যাটিক শহরতলীতে অবস্থিত। দেখলে সেটা মোটেই একটা উন্মাদাগার মনে হয় না। মনে হয় একটা বিরাট বাগানবাড়ী। ডাক্তার সেলামেনের মতেও এটা তাই, একটা বাগানবাড়ী, মানসিক অথবা স্নায়বিক পীড়ায় পীড়িত তাঁর ধনী রোগীদের বিশ্রামের একটা জায়গা।

অঁরির কাছে ওটা একটা ভয়ানক জায়গা মনে হয়। তিন হপ্তা ও এখানে এসেছে, এর ভেতরেই ওর এর ওপর ঘেন্না ধরে গেছে—এর চক্‌চকে বারান্দা, সর্বদা হাসিমুখ ডাক্তারগুলো, সাদা পোষাক পরা পুরুষ নার্স, আর রহস্যময় সব ঘর যার বন্ধ দরজার পেছন থেকে অদ্ভুত সব আওয়াজ আসে। রাত্তিরবেলায় এটা একটা দুঃস্বপ্নে ঘেরা বাড়ী হয়ে ওঠে, নিস্তব্ধতার বুক চিরে মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ওঠে। ভয়ে অঁরির চুল খাড়া হয়ে ওঠে।

মার্চের এই বিকেলে ওর মস্তিষ্কের সবকটা কোষ দিয়ে ও এটাকে ঘেন্না করছিল আর বাইরে ভাব দেখাচ্ছিল যেন মোটা গরাদ দেওয়া জানলাটা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। শুধু যদি ও সাহায্যের জন্যে চেঁচাতে পারতো! কিন্তু ওই যে দুষমনের মত চেহারার প্রহরীটা ওখানে বসে আছে, দাঁত খুটছে আর খবরের কাগজ পড়ছে! ও বলবে, চেঁচাও যত খুশী, কেউ শুনতে পাবে না! সেইটেই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। এখানে থাকলে কেউ তোমায় শুনতে পায়না, কেউ তোমায় শুনতে চায় না। তুমি মৃত, তুমি পাগল! কখন্ এইসব মাথায় গোবর পোরা স্পেশালিষ্টরা বুঝবে যে সে পাগল নয়। মাতাল হতে পারে, কিন্তু পাগল নয়!

আর কিছুদিন এখানে থাকলে ও সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাবে! ওঃ প্রথম কটা দিন, কটা রাত্তির—কি কষ্টেই না কেটেছিল। বিছানার সংগে বাঁধা, নড়তে চড়তে পারছে না, একটা ড্রিংকএর জন্যে মরে যাচ্ছে…আর ভাঙ্গা কলারবোনের যন্ত্রণা। ও পরিত্রাহি চেঁচিয়েছিল। কিন্তু অনেক লোকই এ বাড়ীতে চেঁচায়…এখন আর ও চেঁচায় না, পুরস্কারস্বরূপ ওকে আর বেঁধে রাখা হয় না। ওকে আর 'সাংঘাতিক পাগল' মনে করা হয় না, ওর প্রমোশন হয়েছে—ও এখন 'শান্ত পাগল'! কিন্তু কথাটা হচ্ছে কতদিন ওরা তাকে 'শান্ত পাগল' ভেবে এখানে বন্ধ রাখবে?

নিরাশভাবে ও কপালে হাত বোলায়।

মাথা ব্যথা করছে? প্রহরীটি শুধোয়।

না, না, অঁরি তাড়াতাড়ি হাতটা নাবিয়ে ফেলে। আমি বেশ আছি। ও জানলার দিকে ফেরে। সুন্দর দিন, তাই না?

হুঁ।

আচ্ছা, আমরা একটু বাগানে বেড়াতে পারি না?

লোকটা সন্দেহের দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায়। জানিনা। যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কোন রকম চালাকির চেষ্টা চলবে না, অ্যাঁ?

পাগল হলে লোকে তোমার সংগে এরকম ভাবে কথা বলে। যা কিছু বলবে, তারই মানে করা হবে, সন্দেহ করা হবে। মাথায় হাত বুলিয়েছ? তোমার মাথা ব্যথা করছে, কাজেই তুমি পাগল…বাগানে বেড়াতে যাবে? নিশ্চয় তুমি গাছে চড়বার কিংবা দৌড়ে ফটকের দিকে যাবার প্ল্যান করছ…হাই তুলছ, তুমি পাগল। কথা বলছ, তুমি পাগল। কথা বলছ না, তুমি পাগল…

ভাবছিলুম একটু খোলা হাওয়ায় আমার উপকার হতে পারে, ও নম্র স্বরে বলে। তবে তোমার যদি মনে হয় আমার যাওয়া উচিত হবে না…

না ঠিক আছে, প্রহরীটি উঠে দাঁড়ায়। তবে দশ মিনিট, তার বেশী না।

চারদিকে ফুল আর ফুল। ফুল—নিরানন্দ, অসুস্থ আর মৃত লোকেদের শুদ্ধ আর বিশ্বস্ত বন্ধু। অন্যান্য রোগী, তাদের সংগেও একজন করে লোক, উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিংবা বেঞ্চে বসে আছে। একজন সাদাচুল সম্ভ্রান্ত চেহারার মহিলা ভঁরিকে দেখে হাসেন, তারপরেই জিভ ভেঙান। ভিনসেণ্টই ঠিক বলেছিল। নির্জনতা নয়; এই পাগলদের সংগে থাকাটাই ভয়ানক ·

এটা নিতে পারি? একটা বনমোরগের পালক তুলতে তুলতে ও জিজ্ঞাসা করে।

ওটা দিয়ে কি করবে?

কেন খাব! গলায় কোপ দোবো! তিনহপ্তা আগে হলে ও এ উত্তর দিত। কিন্তু এখন ও চালাক হয়ে গেছে। এই নির্বোধ পশুটা ছুটে অফিসে গিয়ে কথাগুলো বলবে, ডাক্তার সেলামেন বিজ্ঞের মত মাথা নাড়বেন আর জিভের শব্দ করবেন ···

ভেবেছিলুম এটা দিয়ে ছবি আঁকব, ও বলে। শুধু যদি খানিকটা কালি আর কাগজ পেতুম। আমি ছবি আঁকতুম—এখানে আসার আগে।

লোকটা ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকায় কিন্তু পালকটা ওকে রাখতে দেয়।

সেদিন সন্ধ্যেয় ভঁরি ওর প্রথম সার্কাসের ছবি আঁকে। এই প্রথম ঘণ্টাগুলো তাড়াতাড়ি কাটে। ওর পাশে বসে ওর প্রহরী দেখে, প্রথমে সতর্ক দৃষ্টিতে, তারপর কিছুটা আগ্রহের সংগে···

দেখছি, তুমি অনেক সার্কাসে গিয়েছ, প্রায় অমায়িকভাবে সে বলে। আমারও সার্কাসে যেতে ভাল লাগে। ছুটির দিনে আমি প্রায়ই 'শীতের সার্কাসে' যাই। ট্রাপিজের খেলা আমার পছন্দ।

আমারও। মোরেলিদের খেলা দেখেছ?

হ্যাঁ, ভালই। তবে জুপিনিদের মত নয়। প্রহরীটি তর্কে মেতে ওঠে। জুপিনিরা শূণ্যে তিনবার ডিগবাজী খায়, মোরেলিদের মত কেবল দুবার নয়। আর তলায় জাল থাকে না···

অঁরি তাকে কথা বলায়, তার তোষামোদ করে, ড্রয়িংটা তাকে দিয়ে দেয়।

কয়েকদিন পরে অঁরিকে অফিসে ডেকে পাঠানো হয়। গিয়ে দেখে একটা বিরাট ডেস্কের পেছন থেকে ডাক্তার সেলামেন, তাঁর পাশে তাঁর দুই অ্যাসিষ্টেন্ট, ওর দিকে তাকিয়ে হাসছেন।

আমরা খুব খুশী হয়েছি, চিকিৎসকটি তাঁর দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বলেন। আমি গোড়ার থেকে বলে আসছি যে আপনার দরকার শুধু বিশ্রাম। ঠিকই বলেছি। আপনার ক্ষিদে বেড়েছে। আপনার স্মৃতিহীনতা কমে গেছে আর আপনার আসার সময় যে সব খারাপ লক্ষণ দেখা গিয়েছিল সেগুলো প্রায় মিলিয়ে গেছে। আপনি যে সব ছোট স্কেচগুলো করেছেন, সেগুলো আমরা গভীর আগ্রহে লক্ষ্য করেছি। আমাদের লাইব্রেরী আপনার জন্যে খোলা আছে। যদি অন্য কোন ছবি কপি করতে চান, করতে পারেন।

কপি? কিন্তু আমি তো···

এতে আপনার স্মৃতি ফিরে পাবার সুবিধে হবে। কি বল্লেন? আপনি স্কেচগুলো কপি করেন নি?

নিশ্চয় না। আমি ওগুলো মন থেকে করেছি—

অসম্ভব! আপনার অবস্থায়—

আমার অবস্থায়! বোকার মত অঁরি চেঁচায়। দেখতে পারছেন না যে আমার স্মৃতিশক্তি ঠিক আছে? হ্যাঁ, আমি মদ ছাড়া থাকতে পারতুম না, সে কথা আমি স্বীকার করছি, কিন্তু আমার স্মৃতিভ্রংশ ঘটে নি। যে কোন জিনিস জিজ্ঞেস করুন। কি চান? সন? তারিখ? জিজ্ঞেস করুন, যা খুশী জিজ্ঞেস করুন···

আমাদের ফাইলে দেখা যাচ্ছে···

চুলোয় যাক আপনাদের ফাইল! আপনি কি কালা না অন্ধ? আমি বলছি যে আমার স্মৃতিশক্তি ঠিক আছে, আমি আপনাদের চেয়ে বেশী পাগল নই বরং অনেক বেশী যুক্তিপরায়ণ! ভগবানের দোহাই আমাকে পরীক্ষা করে দেখুন না কেন? আমি বলছি আমি সুস্থ। বিশ্বাস

করুন। সুস্থ, শুনতে পাচ্ছেন? সুস্থ, সুস্থ! সুস্থ!!!

অসহায়ভাব ও বুঝতে পারে যে তারা ওর কথা বিশ্বাস করছে না। ডাক্তারগুলোর মুখ যেন জমাট বাঁধা অবিশ্বাসের মুখোস। পাগল না হলে কেউ 'আমি সুস্থ' বলে চেঁচায়।

নিশ্চয় আপনি সুস্থ। ডাক্তার সেলামেন ওর দিকে চেয়ে তাঁর সবচেয়ে অমায়িক হাসি হাসেন। যতটা সুস্থ হওয়া যায়। আপনার শুধু একটু বিশ্রাম দরকার, এই। কয়েক মাস ..

কয়েক মাস? অঁরি আর্তনাদ করে ওঠে। কয়েক মাস এই পাগলা-গারদে। আমি জানি আপনারা চান আমি পাগল হয়ে যাই! আপনারা চান না যে আমি এখান থেকে বেরোই! আপনারা চান সারা জীবন আমি এখানে পচি! আমি বলছি আমি সুস্থ! জিজ্ঞেস করুন, যা খুশী জিজ্ঞেস করুন ..আমি আপনাদের এঁকে দেখাবো...প্রমাণ করব...

ও তখনও চেঁচাচ্ছে, দুজন যণ্ডা প্রহরী এসে ওকে অফিস থেকে টানতে টানতে নিয়ে যায়।

ঘরে ফিরে এসে ও বিছানার ওপর আছড়ে পড়ে, বালিশের ওপর ঘুষি মারে, ফুঁপিয়ে কাঁদে, মার জন্যে চেঁচায়। মা! মামনি!

পরের দিন ও শান্ত হয়। আশা ছাড়ে না, তবু শান্ত হয়। বাবা ছাড়া কেউ ওকে এখান থেকে বার করে নিয়ে যেতে পারবে না। তিনি বুঝবেন যে ও পাগল নয়। তিনি এসব গর্দভ ডাক্তারদের ফাইল আর স্মৃতিহীনতা আর খারাপ লক্ষণের কথাবার্তায় অভিভূত হবেন না।

সেদিন বিকেলে ও বাবাকে একটা চিঠি লেখে, প্রহরীটিকে চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলবার জন্যে ঘুষ দেয়, বাবার সশব্দ আবির্ভাবের অপেক্ষা করে।

দিন যায়। সপ্তাহ যায়। এক সপ্তাহ—দুই-তিন। ওর বাবা আসেন না।

পরাজিত অবসন্নতায় অঁরি অবশ হয়ে পড়ে, গরাদ-দেয়া জানলার পেছনে সারাদিন বসে থাকে। সারাক্ষণ চেয়ারে বসে দোলে। ও কাঁদে

পড়েছে, আর কোনদিন বেরোতে পারবে না...

আশ্চর্য্য, ওর এই অবসন্ন অলস ভাবটা ডাক্তারেরা উন্নতির লক্ষণ বলে ধরে নেন। ওর মাকে ওর সংগে দেখা করতে দেয়া হয়।

তুমি বুঝেছ তো, অঁরি? ওরা একা হতে ওর মা মৃদুস্বরে বলেন। আমার আর কোন উপায় ছিল না। যদি এখানে তোমায় নিয়ে না আসতুম, ওরা তোমাকে কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানে রেখে দিত।

ও চোখ না তুলেই ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। হ্যাঁ, মামনি, আমি বুঝেছি।

ও আঁকড়ে ধরতে চায়, বলতে চায় ও সুস্থ। ওকে এখান থেকে নিয়ে যেতে বলতে চায়। কিন্তু তাতে শুধু ওঁর দুঃখই বাড়বে। তিনজন নামকরা বিশেষজ্ঞদের বিরুদ্ধে ওর কথার দাম কতটুকু? তাছাড়া কে জানে হয়তো সত্যিই সে পাগল? কি করে কেউ নিজে বুঝতে পারে সে পাগল কি না?

ওরা বাগানে বেড়ায়, একটা বেঞ্চে বসে। নীরস স্বরে ও তার প্রশ্নের জবাব দেয়। হ্যাঁ, ওর কলারবোন সেরে গেছে। আর যন্ত্রণা হয় না···হ্যাঁ আশ্চর্য সে-রাতে ওর পা ভেঙ্গে যায়নি···হ্যাঁ, ডাক্তাররা খুব ভাল...ও, হ্যাঁ, ও খুব আরামে আছে, ওকে বই পড়তে দেয়...না, ও নিঃসংগবোধ করে না।

ওরা আমাকে আবার আঁকতে দিয়েছে। সময়টা তাতেই কাটে।

মা বিদায় নেন। গেটের পেছন থেকে ও তাঁকে গাড়ীতে উঠতে দেখে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফিরে আসে।

মরিসই শেষ পর্যন্ত ওকে উদ্ধার করে।

যখন অঁরি তাকে ওর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, ও ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

তুমি! তুমি কি করে...ওরা তোমাকে...কি করে...

হ্যাঁ, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে মরিস হাসে। এ বাড়ীটায় ঢোকার চেয়ে ইংলণ্ডের রাণীর সংগে ব্রেকফাষ্ট খাওয়া সহজ। নীচে সেক্রেটারী আমায় যা বল্ল তার থেকে মনে হয়েছিল যে তোমাকে হাতকড়াবাঁধা

অবস্থায় দেখবো, তবে এখনও কম মাইনের সেক্রেটারীদের কাছে একটা পঞ্চাশ ফ্রাঁর নোট অনেক কাজে আসে। তারপর, তোমাকে তো একটুও পাগলের মত লাগছে না। ওই চেয়ারটায় বস, কথা বলা যাক। বেশী সময় নেই, সব খুলে বল। কাগজে তো অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাহিনী বেরিয়েছে। ব্যাপারটা কি করে হোলো? মাদাম লুবে তো হতভম্বের মত হয়ে আছেন, তাঁর কাছে কিছু উদ্ধার করা গেল না। যতক্ষণ তাঁর কাছে ছিলুম, তিনি শুধু অঝোরে কাঁদলেন। তুমি হঠাৎ প্রলাপ বকতে বকতে, সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়েছ—এই, না আর কিছু আছে?

অঁরি গড়গড় করে যা ওর মনে আছে বলে,—এ বাড়ীটার আতঙ্ক, ওপাশের ঘরের মেয়েটার আর্তনাদ, আর ওর সুস্থতা সম্বন্ধে ডাক্তারদের অবিশ্বাস, সব কিছু।

দেখ। ও টেবিল থেকে একতাড়া ড্রয়িং তুলে দেখায়। গোড়ায় ওরা বলতো যে আমি এগুলো কপি করেছি। যখন বুঝতে পারলো যে কপি আমি করিনি—করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—তখনও ওরা বলতে লাগলো আমি পাগল। ওঃ, মরিস, এ সব নির্বোধদের আমি কি করে বোঝাব যে আমি পাগল নই। প্লীজ, আমাকে সাহায্য কর। তুমি আমার শেষ ভরসা। বাবাকে লিখেছিলুম। তিনি উত্তর দেন নি।

মরিস একে একে ড্রয়িংগুলো দেখে। শেষ পর্যন্ত সে তার বন্ধুর দিকে তাকায়, মুখে তার দুর্ভাবনা থেকে মুক্তির হাসি। যদি একজন পাগল এসব ড্রয়িং করে থাকে, তবে আমিও পাগল। কিন্তু তুমি পাগল নও, আর আমি তোমাকে এখান থেকে বার করব। এখন, শোন, একটা আইডিয়া আমার মাথায় এসেছে, জানিনা তাতে কাজ হবে কিনা। যদি না হয় অন্য কোন উপায়ে চেষ্টা করতে হবে। যাই হোক, তুমি খুব শান্ত হয়ে থেকো আর এঁকে যাও। কয়েকদিনের মধ্যেই আমার কাছ থেকে খবর পাবে। এগুলো আমার সংগে নিয়ে যেতে পারি?

নিশ্চয়। যা খুশী নাও।

বিদায় নেবার সময় মরিস পকেটে হাত পোরে। মাদাম লুবের ওখানে এই কটা চিঠি পড়েছিল। গুডবাই, অঁরি। হতাশ হোয়ো না।

মনে রেখো, 'জীবনে এবং মৃত্যুতে'। আমি তোমাকে এখান থেকে বার করবই, তাতে যদি জায়গাটা উড়িয়ে দিতে হয় তা-ও।

একটা চিঠিতে মিনিষ্ট্রি অব্ ফাইন আর্টস্‌এর শিরোনামা। সরকারী কেতাদুরস্ত কায়দায় তাকে জানানো হচ্ছে যে লীজন্ অব্ অনারের পরবর্তী তালিকায় তাঁর নাম দেওয়া হয়েছে। এটা ফরাসী সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের কাছে সইয়ের জন্যে দেওয়া হবে। যত শীঘ্র সম্ভব তিনি যেন এই বিভাগের নিকট সম্মতি জানান, কারণ তাহা না হইলে এ সম্মান দেওয়া যায় না। এই বিশিষ্ট সম্মান তাঁহাকে দেওয়া হইতেছে তাঁহার অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য ও ফরাসী শিল্প ও সংস্কৃতির জন্য তাঁহার অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে।

পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে যখন বেশীর ভাগ আর্টিষ্টকে কেউ চেনে না, তারা চিলেকোঠায় উপোস করে মরে, ওকে লীজন অব্ অনার অফার করা হচ্ছে! আশ্চর্য, ওর জীবনের এই ক্রমান্বয় সফলতা…খ্যাতিই একমাত্র রমণী যে চিরকাল ওর পেছনে ঘুরে বেড়িয়েছে…ওর কি গ্রহণ করা উচিত'? বিশেষ করে এই কেলেঙ্কারীর পর? পাগল আর্টিষ্টকে লীজন অব্ অনার দেওয়া হল! কাগজওয়ালাদের পোয়াবারো। নাঃ, ওর যথেষ্ট পাবলিসিটি হয়েছে। আর ও ওর নাম ছাপার অক্ষরে দেখতে চায় না। মা কোন কেয়ারই করবেন না। তিনি সুখ-দুঃখের উর্দ্ধে। বাবা? বাবা গজ্‌গজ্ করবেন এই বিকৃতমস্তিষ্ক গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যারা অশ্লীল রাবিশ আঁকিয়েদের সম্মান দেখায়। কিন্তু মিরিয়াম খুব আনন্দ পেত। ও ছিল সফলতার ভক্ত!

হঠাৎ ওর মনের মধ্যে তার ছবি ভাসে, আগুনের পাশে বসা। শান্ত শীতের সন্ধ্যা, জানলার শার্সীতে চাপ-চাপ অন্ধকার। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর ও বলে, ও, বলতে ভুলে গিয়েছিলুম ডার্লিং, ওরা আমাকে লীজন অব্ অনার দিয়েছে। আর সে ওর দিকে ফিরে তাকায়, তার চোখ দুটো গর্বে বড় বড়…

ও ঝুঁকে পড়ে হাত দিয়ে মাথাটা চেপে ধরে। কখনো কি ও তার কথা চিন্তা করা ছাড়বে না?

খারাপ খবর? ডিনার-ট্রে হাতে ঢুকতে ঢুকতে প্রহরীটি প্রশ্ন করে।

না-না। ও সোজা হয়ে বসে। তেমন কিছু না।

আস্তে আস্তে ও চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেয়।

এক সপ্তাহ পরে মরিস ফেরে, সংগে তার ল্য ফিগারোর শিল্প-সমালোচক, আর্সেন আলেকসান্দ্র।

দেখ, তুমি যেরকম বলেছিলে তাই করেছি। অঁরি হাসতে হাসতে টেবিল থেকে উঠে ওদের অভ্যর্থনা জানায়। আমি কাজ করছি।

আপনার ড্রইংগুলো দেখতে পারি কি? নাকে সোনার প্যাঁশনেটা আঁটতে আঁটতে সমালোচকটি জিজ্ঞাসা করেন। খানিকক্ষণ চুপচাপ। পুরোপুরি স্মৃতি থেকে? প্যাঁশনেটা খুলে তিনি হাতে টোকা মারেন। কোন রকম নোট, কিংবা খসড়া স্কেচ করেন নি?

অঁরি মাথা নাড়ে। কি করে করব? আমার নোট তো সব আমার ষ্টুডিয়োয় রয়েছে।

অবিশ্বাস্য! সত্যি কথা বলতে কি আর্টের ইতিহাসে এ ধরণের আর কোন স্মৃতিশক্তির কথা আমি জানি না। আপনি যদি পাগল হন, এই শুধু বলতে পারি, যে আরও কিছু আর্টিষ্টের পাগল হওয়া উচিত।

ওরা বাগানে যায়। অঁরি জানে যে ওকে পরীক্ষা করা হচ্ছে—কোন রকম ঠাট্টা-তামাসার চেষ্টা করে না—খুব নীরস, সুস্থমস্তিষ্ক লোকেদের মত উত্তর দেয়। বিকেল শেষ হবার আগেই সমালোচকটি স্থিরনিশ্চয় হয়ে যান।

ব্রেকফাষ্টের সময় ডাক্তার সেলামেন, আলেকসান্দ্রর প্রবন্ধ পড়েন। ব্রেকফাষ্ট কিংবা প্রবন্ধ কোনটাই উপভোগ করতে পারেন না। একজন বিখ্যাত আর্ট ক্রিটিক, একজন পাগল বলে সাব্যস্ত আর্টিষ্টের সংগে একটা বিকেল কাটিয়ে শুধু তার সমস্ত শক্তি অক্ষুণ্ণই দেখতে পান নি, বলেছেন যে সে তার শিল্পীপ্রতিভার চরম শিখরে উঠেছে।

ব্রেকফাষ্টের পর তিনি অঁরিকে তাঁর অফিসে ডেকে পাঠান। বলেছিলুম যে আপনার দরকার শুধু একটু বিশ্রাম। তিনি পিতৃসুলভ হাসি দিয়ে আরম্ভ করেন, তাঁর হাত দুটো ভুঁড়ির ওপর ভাঁজ করা। এখন দেখছি ঠিকই বলেছিলুম। আবার আমাদের ছোট্ট আশ্রমে একটা অপূর্ব আরোগ্যলাভ হল। তারপর, সেরে উঠে কি রকম লাগছে?

খুব ভাল, অঁরি শান্তভাবে বলে।

নিশ্চয়, লাগবেই! চিকিৎসকটি দিলদরিয়া মেজাজে বলেন। খুব অল্পের জন্যে বেঁচে গেছেন! এবার বাইরের লোক আপনার সংগে দেখা করতে পারে। আপনি যত খুশী ছবি আঁকতে পারেন। এমনকি সংগে লোক নিয়ে গাড়ী করে বেড়াতে যেতেও পারেন। খুব ভাল, না? হ্যাঁ, সামনের দু সপ্তাহ আপনি তাই করবেন...

আঁরি তর্ক করতে চায় না। বলতে চায় না যে ও এখুনি চলে যেতে চায়। সত্যি কথা বলতে কি, এখন যখন সে স্বাধীনতা সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয়, ওর যাবার বিশেষ তাড়া ছিল না। ছাড়া পেয়ে কি করবে? আবার সেই পুরোণো জীবন...মিউজিক হল...অবশ্য জীবনে ও আর মদ ছোঁবে না। কোন কাফেতে পা দেবে না...খুবই একঘেয়ে লাগবে...

ওর স্যুইটের বসবার ঘরটা ষ্টুডিয়ো তৈরী করা হয়। একটা ইজেল জোগাড় করা হয়। মরিস রঙ আর ক্যানভাস পাঠিয়ে দেয়। ওর আরোগ্যলাভের সংবাদ ঘোষণা করার পর, বহু লোক ওর সংগে দেখা করতে আসে। মাদাম লুবে, মিসিয়া নাটানসন আর তার কয়েকজন সোসাইটির বন্ধু, লা ফ্লুয়র ব্লঁশ থেকে মঁসিও আর মাদাম পোতির্ঁ আর বার্থা; আঁরি রুশো আর দেবুত্যাঁ, জেন আভ্রিল আর তার সবচেয়ে নতুন প্রণয়ী ক্রিস্তফ, আর ছাড়া পাবার কয়েকদিন আগে, মা।

আঁরি, তিনি ব্যথাকাতর চোখে ওর দিকে তাকান। এবার তুমি কি করবে ঠিক করেছ?

আমি—আমি ঠিক জানি না, ও তাঁর চোখের দিকে তাকায় না। বোধহয়, মোঁমার্ত্রতে ফিরে যাব। ছবি আঁকব। মরিসের একটা পোর্ট্রেট আঁকতে হবে। কখনও ওর পোর্ট্রেট করি নি!

তা অবশ্য করা উচিত। মরিসের মত ছেলে হয় না। কিন্তু তোমার প্ল্যান সম্বন্ধে তো কিছু বল্লে না।

বল্লুম তো, মোঁমাত্রে ফিরে যাব...তারপর জানি না। ঠিক প্ল্যান কিছু করি নি। আমার প্ল্যান সব ভেস্তে যায়। মরিস পরের বছর নিউ ইয়র্কে একটা শোয়ের কথা বলছিল। হয়তো দুজনে নিউ ইয়র্ক যাব।

কিন্তু এ কমাস কি করে কাটাবে?

কি বলছ, বুঝতে পারছি না। ছবি আঁকব নিশ্চয়। অনেকগুলো ছবি ফিনিশ্ করতে হবে। জুনে সমুদ্রের ধারে যাব। দিয়েফ কিংবা

ত্রুভিয় ; আর্কাশোঁয় আর যাব না, জায়গাটা আর ভাল লাগে না।

ও তাঁর পাণ্ডুর মুখে তাঁর চিন্তার ছায়া দেখতে পায়। ও, বুঝেছি, তুমি আমার আবার মদ খাওয়ার কথা ভাবছ, তাই না? তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার মামণি, আমি আর মদ ছোঁব না। কখনো না। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি।

আমি জানি তুমি আর মদ ছুঁতে চাও না, তিনি আস্তে আস্তে বলেন। কিন্তু তোমার চেয়ে আমি তোমাকে ভাল চিনি। তুমি নিজেকে ঠকাতে পারো আমাকে পারবে না। তোমার চেয়ে আমি ভাল জানি ওই মেয়েটার জন্যে তুমি কতটা নিঃসংগ বোধ কর। এই নিঃসংগতা তোমাকে অন্য আনন্দ খোঁজাবে। ক্রমশঃ তুমি তোমার পুরোণো জীবনে ফিরে যাবে। প্রলোভন আসবে, তুমি নিজেকে সামলাতে পারবে না। না, খোকা, পারবে না।

ও চোখ নীচু করে থাকে, উত্তর দেয় না।

তারপর তুমি মদ খেতে স্বরু করবে, কারণ সেটাও তোমার স্বভাব। কিছুদিনের মধ্যেই এখানে আসার আগে তোমার যা অবস্থা হয়েছিল সেই অবস্থায় পৌছবে। এ নিয়ে আমি যথেষ্ট ভেবেছি। তোমাকে একা মোঁমার্ত্রে রাখতে আমার সাহস হয় না। মঁসিও পল ভিও আমাদের পরিবারের পুরোণো বন্ধু। তাঁকে আমি লিখেছি পারীতে এসে তোমার সংগে থাকবার জন্যে। পল বিয়ে করেনি, শান্তস্বভাব ভদ্রলোক। সে তোমার বেশ ভাল সংগী হবে।

ও আস্তে আস্তে চোখ তোলে। রক্ষক ?

হ্যাঁ, রিরি……রক্ষক।

প্রায় বছরখানেক অঁরি মদ ছোঁয় না। পাপের প্রতি বিতৃষ্ণার এই মেজাজে ও মরিসের পোর্ট্রেট আঁকে, আরও কয়েকজন লোকের। অন্ধকার অস্থির সব কাজ, দেখলে ওর আত্লিয়ের কাজের কথা মনে পড়ে। ও রেণের ছবিও আকে, তার স্বন্দর প্রোফাইল আর ল্যাম্পের আলোয় ভাস্বর সোণালী চুল, ওর মুমূর্ষু প্রতিভাকে শেষ একটা মাষ্টারপীস আঁকতে উদ্বুদ্ধ করে। আর নগ্ন ছবি নয়, বেশ্যালয়ের ছবি নয়, অ্যাকট্রেসের ছবি নয়। পুণ্য এবার ওকে বাগে পেয়েছে আর ক্রমশঃ ওর টুঁটি টিপে মারছে।

এখন ও একজন বিখ্যাত আর্টিষ্ট। যেসব ছবি ও কম বয়সে ভীলারদের বিলিয়েছিল, সেগুলো বিরাট ফ্রেমে বাঁধাই হয়ে ফ্যাশনেবল আর্ট গ্যালারির জানলা আলো করে। ওর ছবির বহু নকল হয়; যেগুলো এই ছত্রিশ বছর বয়সী মাষ্টারের কাজ বলে বিক্রী হয়।*

মাঝে মাঝে ভিওর সংগে কখনও যদি ও কোন কাফের চত্বরে লেমনেড খেতে থামতো, আর্ট ষ্টুডেন্টরা তর্ক থামিয়ে এ ওকে কনুইয়ের গুঁতো মারতো আর ওই কাঁচাপাকা-দাড়ি পঙ্গুটার দিকে তাকিয়ে দেখতো, যেমন ও এককালে দেগাকে দেখেছিল।

সমস্ত সচ্চরিত্র লোকেদের মত ও-ও প্রশংসায় বিশ্বাস করতে সুরু করে। কার্ডবোর্ড ছেড়ে কাঠে ছবি আঁকে। প্রতিভা ওর যখন ফুরিয়ে গেছে তখন ও ভবিষ্যতের দিকে চোখ ফেরায়।

ওর বিশ্বস্ত প্রেমিকা খ্যাতি আবার এসে ওর দ্বারে করাঘাত করে। দ্বিতীয়বার ওকে 'লীজন অব্ অনার' অফার করা হয়। এবার ও সত্যি সত্যি সেটা গ্রহণ করার কথা ভাবে। বিংশ শতাব্দীর আগমন উপলক্ষে যে বিরাট একজিবিশন হবে, ফরাসী সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট ওকে তার পোষ্টার কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। গাম্ভীর্যের সংগে ও হাজার হাজার পোষ্টার দেখে মন্তব্য করে। ওকে ঘিরে একটা কাহিনী গড়ে ওঠে। জীবন্ত অবস্থাতেই ও গৌরবের অধিকারী হয়ে ওঠে।

টিপটিপে বিষ্টিঝরা কান্নাভরা অন্ধকার এক রাতে ঊনবিংশ শতাব্দী তার শেষ নিঃশ্বাস ফেলে। সেদিন সন্ধেবেলা যখন মুলঁ্যা রুজ্ কাগজের ভেঁপুর আওয়াজ আর নববর্ষের উচ্ছৃঙ্খল আনন্দে ভরপুর, অঁরি গাড়ী করে বুলভার মালশার্বেতে গিয়ে মার সংগে দেখা করে। ডিনারের সময় ও সৎপথে চলার প্রতিশ্রুতিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, কিন্তু মার নিস্পৃহ ভাব দেখে আঘাত পায়।

ক্লান্তভাবে টেবিলের ওপাশ থেকে ওর দিকে তাকিয়ে তিনি হাসেন। তাঁর চুল সাদা, ঠোঁট রক্তশূন্য।

মাকে আরও সুখী দেখানো উচিত, ও ভাবে। কফি দেবার সময়

---

* লোত্রেকের ছবি, ড্রয়িং এমনকি পোষ্টারও এত জাল হয়েছে যে তার ছবির তালিকায় মরিস জয়াঁ সেগুলোরও একটা লিষ্ট দিয়েছেন।

ও বলে, মামণি, এবার পলকে ছুটি দিলে কি রকম হয়? ও লোক ভাল। ওর সংগে লোটো খেলতে আর চিড়িয়াখানায় যেতে আমার বেশ লাগে। ওতেই ছাড়ার সময় ওকে এনে তুমি খুব ভাল করেছিলে… তখন আমি দুর্বল ছিলুম, খুব সহজেই পুরাণো অভ্যেসে ফিরে যেতে পারতুম। কিন্তু এখন আমি আমার ইচ্ছাশক্তি ফিরে পেয়েছি, সত্যি আর ওর কোন দরকার নেই।

হয়তো…তাঁর গলার ক্লান্ত রেশ থেমে যায়। কয়েক মাস পরে এ সম্বন্ধে কথা বলব।

কিন্তু মামণি, আমি তোমায় বলছি…

পলের টাকার দরকার, তিনি তাড়াতাড়ি মিথ্যে কথাটা বলেন, তর্ক শেষ করে দেন।

ও, আচ্ছা, তাহলে…

বাইশ

প্লীজ্, ভিক্তর!

খালি মদের দোকানটার শূন্যতার মধ্যে ওর গলার অনুনয়ের রেশ ভাসে।

লক্ষ্মীটি, আমাকে আর একটা আবসাঁত দাও। ছোট একটা….

অনুনয়টা জোরালো হয়।

লক্ষ্মীটি ভিক্তর…দেখছ না ওটা আমার দরকার? ওর ছাই-ছাই মুখটা হাসির চেষ্টায় কুঁচকে ওঠে। আমি তোমাকে কুড়ি ফ্রাঁ দোবো ….একশো ফ্রাঁ…পাঁচশো ফ্রাঁ…

ভগবান, এই মাতালদের নিয়ে আর পারা যায় না! ভিক্তর আর্তনাদ করে ওঠে।

গজ্‌গজ্ করতে-করতে সে তার পেছনের তাক থেকে একটা বোতল নিয়ে ওঁরির টেবিলে যায়।

এই যে। ও খানিকটা সবুজ পানীয় আর একটু জল খালি গেলাসটায় ঢালে। খৃষ্টের দোহাই, আমাকে আর জ্বালাবেন না। এই শেষ ড্রিংক আপনাকে দিচ্ছি। বুঝেছেন, মঁসিও তুলুস। এই শেষ……

আরি লোভীর মত পানীয়টা গেলে। সংগে সংগে ওর মাথা ঘুরে যায়। মেঝেটা দোলে। টেবিলের ওপরের মার্বেলটা ওর চোখের ওপর ভাসে। অলৌকিক তীব্র কতকগুলো আওয়াজ ওর কাণে বাজে।

এক মুহূর্ত ও চেয়ারে বসে দোলে, খালি হাতটা দিয়ে স্থির থাকবার চেষ্টা করে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকে। আবার বমি করবে নাকি?

আস্তে আস্তে আবার সব স্থির হয়। টেবিলটা আবার কঠিন অবস্থায় ফিরে আসে, মেঝেটা দোলা থামায়। শুধু ওর মাথা ঘুরতেই থাকে, তবে সেরকম ঘোরা ওটা এখন প্রায় সব সময়েই ঘোরে।

সাবধানে ও গেলাসটা রেখে দেয়। বিনা কারণে বাইরের জানলার কাঁচে বৃষ্টি গড়িয়ে পড়ার দিকে ওর মন যায়। ও ফোলা-ফোলা চোখ দুটো কুঁচকে বাইরের বিষণ্ণ গলিটা দেখে।

সত্যি, পারীতে বড্ড বেশী বৃষ্টি পড়ে। মাদাম লুবেই ঠিক বলেন; পারীর আবহাওয়াটা জঘন্য। ওর সমস্ত জীবনটা যেন ড্রেনপাইপে ছড়ছড় করে আর কার্ণিশ বেয়ে টপটপ করে জল পড়ার শব্দের মধ্যে কেটেছে।

বেচারা ভিও! ও নিশ্চয়, কাক-ভেজা ভিজে এই বৃষ্টিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মোঁমার্ত্রের প্রত্যেকটা মদের দোকানে উঁকি মারছে। মাতালের হেঁপা সামলানো ওর কম্মো নয়। জানে না যে মাতালরা যখন মদ চায় তখন খুব সহজে মিথ্যে কথা বলে, লোক ঠকায়। পাগলা গারদের কোন প্রহরীকে মার ভাড়া করা উচিত ছিল।

এবার ভিও পাতুর কাছে যাবে। দশ মিনিটের মধ্যে সে শয়তানটা এসে ওকে ধরবে। আবার সে ওকে পাঁজাকোলা করে ফিটনে চড়াবে, বাড়ী নিয়ে যাবে। ভিও আর মাদাম লুবে ওকে কফি খাওয়াবে, জামাকাপড় ছাড়িয়ে বিছানায় শোয়াবে। কাল আবার, কোন না কোন ছুতো করে, ও পালিয়ে আসবে।

এ সবই করেছে স্মৃতি। শেষ পর্যন্ত ওকে তারা হারিয়েছে, ওর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়েছে। একদিন ও অনুভব করে যে মিরিয়ামের স্মৃতি আর এক মুহূর্তও ও সহ্য করতে পারছে না। চুম্বনের জন্যে অর্ধ-উন্মীলিত তার অধর, তার কঠিন স্তনাগ্রচূড়…সহ্য করতে পারছে না এ জ্ঞান যে সে চলে গেছে। বোধহয় এই মুহূর্তেই অন্য কোন লোক তাকে ভালবাসছে…বোধহয় সে তার আদর উপভোগ করছে…

সেদিনই প্রথম ও ভিওর চোখে ধুলো নিয়ে মাতাল হয়। মাতাল নয়—অসুস্থ। কেননা সেটাই ভাগ্যের সবচেয়ে বড় বিদ্রূপ। ও মিথ্যে কথা বলে, মার মনে আঘাত দেয়, ভোলবার জন্যে মদ খায়, শুধু আবিষ্কার করে যে ও আর মদ খেতে পারে না! দুটো আবসাঁত, তারপরেই প্রস্রাবাগার! পেট গুলোচ্ছে, চোখ ঝাপসা, মুখ পিত্তিতে ভর্তি, দেয়ালগুলো ওর ওপর ধ্বসে পড়ছে……

ওর সামনে খালি গেলাসটা রয়েছে, চক্‌চক্ করছে। যেন ওর দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসছে।

কতকগুলো জিনিষ কাঁদে, ও ভাবে, আবার কতকগুলো হাসে।

এই গেলাসটা, পাপের এই আধারটা, ওকে দেখে হাসছে। কেননা ওর সংগে তার কাজ ফুরিয়েছে…ও আর মদ খেতে পারে না। তার জালে এইবার অন্য শিকার চাই, অন্য কোন নির্বোধ লোককে পালাবার রাস্তা বলে এই মরণের রাস্তায় ঢোকাতে হবে।

তুমি বিষ, আবসাঁত, ও বিড় বিড় করে বলে। তুমি বিষ, আমি তোমার ওপর থুথু ফেলি।

ও গেলাসটার ওপর থু-করে খানিকটা থুথু ফেলে, তারপর হাতের এক ঝাপটা মেরে সেটাকে মেঝের ওপর চুরমার করে ফেলে দেয়।

বাইরে রাত হয়েছে, বৃষ্টি থেমে গেছে।

এক মুহূর্ত ও ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকে; কেন চলে এল, কোথায় যেতে চায়, কিছুই ও জানে না। ফিটন ধরতে হলে রু দে মার্তারস্ পর্যন্ত যেতে হবে।

মাটিতে চোখ রেখে ও চলতে সুরু করে। ছড়িতে ভর করে চলে, দম নেবার জন্যে থামে। মোড়টা ঘুরতেই আশ্চর্য হয়ে দেখে যে রু ক্লোজেলে এসে পড়েছে। রাস্তার ওধারে বৃষ্টিতে ধোয়া নীল রংএর একটা দোকান, ত্যাঁগির দোকান; খালি আর অন্ধকার।

ও রাস্তা পেরিয়ে জানলাটার কাঁচটা দিয়ে ভেতরটা দেখবার চেষ্টা করে। কাউন্টারটায় ধুলো জমেছে। যেখানে সেজানের আর ভান গখের ছবি ঝুলতো, সেখানে মাকড়সার জাল ঝুলছে। ত্যাঁগি জাপানী প্রিন্ট দেখাচ্ছে,…মাদাম ত্যাঁগি পেঁয়াজের ঝোল তৈরী করছেন…উঠোনে বসে ভিনসেণ্ট পাইপ টানছে…সবাই মারা গেছে, আর সবাই যখন মারা

যায় তখন যারা বেঁচে থাকে তারাই ভূতের মত ঘুরে বেড়ায়...এখানে ও কি করছে, এই রাত্তিরে, একটা খালি দোকানঘরের দিকে তাকিয়ে?

প্লাস পিগায়েতে এসে ও একটা ফিটন পায়।

মুল্যাঁয় চল, ও চেঁচিয়ে বলে।

মুল্যাঁ, কিন্তু এখন তো মুল্যাঁ খোলা নেই, মঁসিও।

দুঃখিত। তবে লেলিতে চল!

আপনি কি অনেকদিন পরে পারীতে আসছেন? লেলি তো বহুদিন বন্ধ হয়ে গেছে, মঁসিও।

দুঃখিত! অন্য কথা ভাবছিলুম। উত্তরের ষ্টেশনে চল!

কোথায় যাওয়া যায়? লা সুভেল! না! ক্রয়াঁয় গিয়ে কিছু খেলে কেমন হয়? না, ক্ষিদে পায় নি। নাটানসনদের ওখানে? না, সেখানেও পুরোণো দিনগুলো ফিরে পাওয়া যাবে না। জেল আর পাগলাগারদ এ দুটো জায়গায় ঘুরে এলে লোকে আর সহজভাবে মিশতে পারে না। ইচ্ছার বিরুদ্ধেই লোকে আশা করে যে এবার তুমি আবোলতাবোল বকবে, মেঝেয় গড়াগড়ি দেবে, কিংবা রূপোর জিনিষ কিছু পকেটে পুরবে···ওয়াইল্ড্ এটা বুঝেছিল। বেচারা অস্কার, শেষ পর্যন্ত মরে বেঁচেছে।

না, নাটানসনদের ওখানে যাবার ওর ইচ্ছে নেই। কিন্তু কোথাও তো একটা যেতে হবে! সারাক্ষণ তো আর ফিটনে চড়ে বেড়াতে পারে না। কোথায় যাবে? ফোলিতে? এলদোরাদোতে? ল্য রিশ্ এ? থিয়েটারে? আজ লা রেনেসাঁসে সারার প্লে আছে...না, সেখানে গেলে সারা সন্ধে মিরিয়ামের ছায়ামূর্ত্তির সংগে বসে থাকতে হবে। প্লে দেখা হবে না। ও তাকে দেখবে, তার হাত ধ'রবার চেষ্টা করবে, তার সংগে কথা কইবে, আর একটা কেলেংকারীর সৃষ্টি করবে...

লা ফ্লুয়র ব্লঁশ! হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। লা ফ্লুয়র ব্লঁশ! সেখানে ওকে কেউ দেখবে না..আলেকসান্দ্র পোতিয়ঁ, বাড়ীর মালিকেরা, হতভাগিনী পতিতাগুলো...না, সেখানেও ও যেতে পারবে না। ও তাদের ক্লান্ত দেহ আর শ্রান্ত মুখ আর দেখতে পারবে না। তারা ওকে মিরিয়ামের আকুল অধর, তন্বী কটিদেশ আর আনন্দের সময় তার বালিশে মুখ গুঁজে থাকার ভংগী মনে করিয়ে দেবে।

কাজেই সেটার কথাও ওঠে না।

বেশ। ও লা ফ্লুয়র ব্লঁশ্ এ যাবে না, নাটানসনদের ওখানে যাবে না, সার্কাসে যাবে না, খিয়েটারে যাবে না। তাহলে ও যাবে কোথায়? সন্ধেটা কি করে কাটাবে? তারপর কাল সন্ধে? পরের হপ্তার সন্ধেগুলো? পরের মাসের? পরের বছরের? কি করে?

কি করে? ও নিজের মনেই চেঁচিয়ে ওঠে।

হঠাৎ চরম যন্ত্রণার একটা অনুভূতিতে ওর মুখ বিকৃত হয়ে ওঠে। সিগারেটটা হাত থেকে পড়ে যায়। একটা আর্ত চীৎকারে ও ঝুঁকে পড়ে, যেন ওর তলপেটে কে গুলি মেরেছে। কয়েক সেকেণ্ড ওর সারা শরীর মোচড়ায়, দাঁতে দাঁত চেপে গোঙায়। ওর তালুতে নখ বেঁধানো।

আস্তে আস্তে ওর মোচড়ানি কমে, কিন্তু ও স্থির হয়ে বসে থাকে, অনড়, প্রায় প্রাণহীন, শুধু ওর পাদুটো অদ্ভুত হাস্যকর ভাবে দোলে।

মামণি!

কথাটা একটা ফোঁপানির ভেতর দিয়ে ওর মুখে আসে।

মামণি! ও আবার বলে, যেন নামটা করলেই ও খানিকটা আরাম পাবে।

ওর নৈরাশ্য আর ভয়ের গহ্বর থেকে ও তাঁকে ডাকে। কেননা ও মারা যাবে...ও তা জানে। এ আক্রমণ প্রথম নয়। ক্রমশঃ আরো ঘন ঘন আক্রমণ হবে, ক্রমশঃ যন্ত্রণা বাড়বে। বহু বছরের পুঞ্জীভূত অনাচারে ওর দেহ ভেতরে ভেতরে ভেঙ্গে গিয়েছে। এ যেন ওর গলায় একটা হাতের মত, এই নিশ্চয়তা যে শীগগিরই ও মারা যাবে, আর দেখবার জন্যে চোখ থাকবে না, শোনবার জন্যে কাণ থাকবে না, ওর হৃৎপিণ্ড আর ধুকপুক করবে না, মাটির নীচে, অনেক নীচে ও শুয়ে থাকবে···

এটা অদ্ভুত লাগে, এই জানাটা যে তুমি মরতে যাচ্ছ। মনে হয় যেন তুমি মৃত, জীবিতদের এই মজলিশের বাইরে। হঠাৎ জিনিষগুলো তুমি নতুন আলোয় দেখ। এক মুহূর্ত আগে যে সব জিনিষ খুব দরকারী মনে হচ্ছিল সে সব আর দরকারী মনে হয় না।

কিন্তু কয়েকটা জিনিষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রথমতঃ মোমার্ত্রতে মরা চলবে না। রাস্তার নর্দমায়, মদের দোকানে কিংবা ক্রিটনের মধ্যে ঘাড় গুঁজে পড়ে থাকতে ও চায় না।

তুলুস-লোত্রেকেরা মোঁমার্ত্রে-তে মরে না।

তারপর, মরিস আর পাত্রুর কাছ থেকে ক্ষমা চাইতে হবে। বার্থাকে আর মাদাম লুবেকে কিছু টাকা দিয়ে যেতে হবে…এসব হয়ে গেলে ও মার কাছে ফিরে যাবে। আর কিছুদিন যদি ও বাঁচে, মাকে পুরোপুরি ভালবাসতে পারে, তাহলেই ওর আর অনুশোচনার কিছু থাকবে না… শুধু যদি ও তাঁকে দেখাতে পারে যে তাঁকে দুঃখ দিয়েছে বলে ও সত্যি কত দুঃখিত। যা হয়ে গেছে তাতো আর ফিরবে না, কিন্তু ও ক্ষমা চাইবে, ওর ক্ষতবিক্ষত অবাঞ্ছিত হৃদয় নিয়ে তাঁর দরজায় গিয়ে দাঁড়াবে।

তেইশ

দোতলায় অঁরির ঘরে একটা আলো ছাড়া সারা মালরোমে অন্ধকার।

মনে হয় আজ ও ঘুমোবে।

বৃদ্ধ ডাক্তারটি অঁরির নাড়ী দেখতে দেখতে কাউন্টেসের দিকে তাকিয়ে বলেন।

পক্ষাঘাত হয়ে যাবার পর থেকে, ও আর বিশেষ যন্ত্রণা পায় না।

আস্তে আস্তে তিনি শীর্ণ হাতটা চাদরের ওপর রেখে দেন, বিছানা ছেড়ে উঠে আসেন।

আপনি এবার ঘুমোতে যান, মাদাম লা কঁতেস। আপনার এখন ঘুমের দরকার।

দোরগোড়ায় ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনি ঝুঁকে নমস্কার করেন। তাঁর চোখের অকথিত প্রশ্ন তিনি দেখতে পান।

বলা শক্ত, তিনি অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকান। দুদিন, তিনদিনও হতে পারে, আবার কমও হতে পারে। ওর বয়স কম। সাঁইত্রিশ বছর বয়সে শরীর যোঝবার চেষ্টা করে। অবশ্য আজ রাত্তিরে কিছু হবে না। কাল সকালে আবার আসবো।

তখনো ভোর হয়নি, অঁরি চোখ খোলে।

জানলাতে আকাশটা তখনো বেগুনী, তবে বোঝা যায় যে রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। একে একে তারাগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন

আগেও এরকম সময় ও বলতো, বাড়ী চল, কোচোয়ান, রু কোলঁ্যাকুর আর রাস্তায় প্রথম যে মদের দোকান খোলা দেখবে সেখানে থেমো...

আবার অগভীর তন্দ্রায় ও আচ্ছন্ন হয়ে যায়। যখন ঘুম ভাঙ্গে তখন ভোর হয়েছে, আকাশটা গোলাপী হয়ে উঠেছে। কোথায় যেন একটা মোরগ ডাকে; বিছানার পাশে চেয়ারে ঘুমন্ত জোসেফ জেগে উঠে চোখ রগড়ায়, দেখে অঁরি তার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

বঁজুর জোসেফ। ভাল ঘুম হয়েছিল তো?

সেদিন অঁরি একটু ভাল বোধ করে। ডাক্তার চলে যাবার পর মাকে একা পেয়ে ও জিজ্ঞাসা করে, মামণি, আজ কত তারিখ?

রবিবার খোকা। আটই সেপ্টেম্বর।

আবার যেন বারেজে, নীস, লামালু, আমেলি-লে-বঁ্যা। পারী, মোঁমার্ত্র, ষ্টুডিয়ো, লা মুভেল, ল্যা রিশ্ এমন কি আর্কাশোঁও কত দূরে মনে হয়...মনে হয় সবটাই একটা স্বপ্ন, যেটা থেকে ও জেগে উঠেছে; এখনও ওর বিছানার পাশে মা বসে রয়েছেন কিন্তু স্বপ্নের মধ্যেই কেমন করে না জানি তাঁর বয়স বেড়ে গেছে...

মামণি।

কথা বোলো না, খোকা।

মামণি, আমি তোমাকে ভালবাসি।

আমি জানি। তিনি হাসেন। আমিও তোমাকে ভালবাসি, খুব।

সেদিন তুর্গে তুমি তাই বলেছিলে, যেদিন মঁসিনোর দি আর্ক-বিশপের কথায় আমাকে বকেছিলে।

লক্ষীটি, কথা বোলো না।

আর খানিকক্ষণ...কথা বলতে আমার কষ্ট হচ্ছে না...জাপানী প্রিণ্টের ওই বইটা দেখেছো? ওটা যত্ন করে রেখো। আর আমার ছবি-গুলো—তুমি বিশেষ দেখনি, কিন্তু বিশ্বাস কর ওগুলো নোংরা নয়। ওরা সত্য আর সত্য সময় সময় খুব কুৎসিত হয়···মরিসকে ওগুলোর ভার দিও। সে জানে, সে বুঝবে···

হাজার হাজার ছবি। লাখে লাখে ড্রয়িং, ওয়াটার কলার, লিথোগ্রাফ, চারকোল, পেন অ্যাণ্ড ইংক স্কেচ...ওর সম্বন্ধে যাই তারা ভাবুক, শুধু লোফার ভাবতে পারবে না···

মামণি।

ও দেখে তিনি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ওকে চুপ করতে বলেন। আর একটু, ছোটবেলাকার মত ও আবদার করে, আর খানিকক্ষণ আমাকে কথা বলতে দাও। তারপর আমি চুপ করব। ছোটবেলায় তুমি কি সবসময় লক্ষ্মী হয়ে থাকতে ?

তিনি বোনাটা কোলের ওপর নাবিয়ে রাখেন। সবসময় নয়। আমিও দুষ্টুমি করেছি। সব ছেলেমেয়েরাই করে। এবার ঘুমোও, খোকা।

ও চোখ বোঁজে; হঠাৎ আর্কাশোঁয় ফিরে যায়। উপসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে মিরিয়াম ওকে হাত নেড়ে ডাকছে। বহুবার মনের মধ্যে ও তাকে এভাবে দেখেছে। এবার যেন আরো বেশী জ্যান্ত। কিন্তু এই প্রথম ওর মনে কোন দুঃখ, কোন গ্লানি, কোন অনুশোচনা নেই।

দরজায় একটা আলতো টোকা পড়ে।

টেলিগ্রাম, মাদাম লা কঁতেস। জোসেফ ফিসফিস করে বলে।

কি টেলিগ্রাম ? অঁরি বিছানা থেকে জিজ্ঞাসা করে।

বাবার কাছ থেকে ?

ও দেখে তিনি তাড়াতাড়ি চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলেন, আশার আলো তাঁর মুখ থেকে নিবে যায়।

না অঁরি। মরিসের কাছ থেকে। পড়ে শোনাবো ?

তিনি ওর বিছানার কাছে চেয়ারটা টেনে নিয়ে পড়তে সুরু করেন। গভর্ণমেণ্ট কামোঁদো সংগ্রহ ল্যুভরে নিতে রাজী হয়েছে। তুমি বিখ্যাত হলে, অঁরি…

ল্যুভর ? ও চমকে ওঠে। সত্যি সত্যি 'ল্যুভর' লিখেছে ?

হঠাৎ তিনি কাঁদতে সুরু করেন, ওর ওপর ঝুঁকে পড়ে ওর গালে চুমু খান।

ও, ডার্লিং, আমি বুঝতে পারিনি…আমার বোঝা উচিত ছিল…

তুমি গর্বিত তো, মামণি ?

হ্যাঁ রিরি, আমি তোমার জন্যে গর্বিত, খুব গর্বিত…

ল্যুভর সালোঁর চেয়েও ভালো, তাই না ? ও, মামণি, যদি জানতে তোমাকে আমার ইকারাসের ছবিটা দেখাবার কি ইচ্ছেই না ছিল। কিন্তু এতে সব কিছু পুষিয়ে গেছে, তাই না, ল্যুভর…

ওর গলা ভেঙে যায়, একটা ঘড়ঘড়ানি শব্দ শুধু বেরোয়। ওর ঠোঁট নড়ে কিন্তু ও আর কথা বলতে পারে না।

আবার প্রায় ভোর—এখনও বাবা আসেন নি। জোসেফ জানলার ধারে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে। আনেত ওব বিছানার ধারে হাঁটু গেড়ে বসে তোবড়ানো মুখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মা ওর মাথার কাছে বসে ওর ওপর ঝুঁকে পড়ে ঘাম পুঁছিয়ে দিচ্ছেন, ছোট বেলাকার মত...

না, খোকা, এখনও আসেননি—এখুনি এসে পড়বেন···সাহসী হও, রিরি সাহসী হও ·

তাহলে, মরতে এইরকম লাগে। বাতাস ফুসফুসে ঢোকে, ও যেন ঢেউয়ের মাথায় লাফিয়ে ওঠে। যখন বেরিয়ে যায়, তখন মনে হয় ও যেন ডুবে যাচ্ছে।

কোথায় যেন একটা মোরগ ডাকে। আর একটা সেপ্টেম্বরের প্রভাত। কোথায় বাবা, এত দেরী করছ কেন? আর একটু অপেক্ষা কর, মৃত্যু, আর একটু!

হঠাৎ বাইরে দ্রুত ছুটন্ত ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ পাওয়া যায়।

বাবা এসেছেন···

নিশ্চয় বোর্দোতে একস্প্রেস থেকে নেবে তিনি আর সেণ্ট আঁদ্রে দু বোয়ার ট্রেণের জন্যে অপেক্ষা করেননি, ধার করে, কিনে কিংবা চুরি করে একটা ঘোড়া যোগাড় করে, তিনি সারা রাত্রি প্রাচীন যুগের নাইটদের মত চন্দ্রালোকিত রাস্তার ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়েছেন, মাঠ পেরিয়েছেন, বেড়া ডিঙ্গিয়েছেন ··তাঁর মুমূর্ষু পুত্র, তাঁর বংশের শেষ প্রদীপের মৃত্যুশয্যায় আসবার জন্যে বাবার পক্ষেই এ কাজ সম্ভব!

খুব দেরী হয়ে যায়নি তো?

শোবার ঘরের দরজাটা খুলে যায়। কাউণ্ট বিছানার দিকে আসেন। উসকোখুসকো চুল, কাদা-লাগা বুট, হাতে ছিপ্টি। হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি তাঁর ছেলের ওপর ঝুঁকে পড়েন, দুঃখে তাঁর মুখ বিকৃত।

অঁরি···অঁরি আমার খোকা...ক্ষমা কর...যদি জানতে তোমাকে ছাড়া আমার কত একা লাগতো···

তিনি ওর কপালে চুমু খান, এক মুহূর্ত দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকে, দুজনেই দুজনকে ক্ষমা করে।

ও, বাবা যদি এতদিন অপেক্ষা না করতেন। তাহলে হয়তো দুজনকেই সারাজীবন এতটা একা কাটাতে হোতো না। এখন খুব দেরী হয়ে গেছে।

বোধহয় ওর মৃত্যুতে বাবা আর মা কাছাকাছি আসবেন। দুজনেরই বয়স হয়েছে, দুজনেই একা। বোধহয় ওর স্মৃতিতে তাঁরা এক দুঃখের দুঃখী হবেন, শেষ দিনকটা একসংগে কাটাবেন।

কাউন্ট সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর স্ত্রীর দিকে ফেরেন। তুমিও আমাকে ক্ষমা করবার চেষ্টা কর, আদেল, তিনি শান্তস্বরে বলেন। তারপর পেছিয়ে এসে বলেন, ওর কাছে যাও, ও তোমাকে খুঁজছে।

এখন শুধু মা। তাঁর মুখ ওর মুখের খুব কাছে। তিনি তাঁর ঠাণ্ডা আঙুলগুলো ওর চুলের ভেতর বোলাচ্ছেন, ছোটবেলায় ঘুম পাড়াবার সময় যেমন করে বোলাতেন।

ঘুমোও আমার খোকা।

তাঁর চোখে জল, অথচ তিনি হাসছেন। না হাসছেন না, অথচ তিনি সুখী। এ কথা ও বলতে পারে। সুখী আর গর্বিত। ও তাঁর গৌরব বাড়িয়েছে। এখন ওর আর বোঝবার দরকার নেই। ও যেতে পারে।

ঘুমোও রিরি

এর ভেতরেই তাঁর মুখ, তাঁর গম্ভীর স্নেহকোমল মুখ দূরে চলে যাচ্ছে, আবছা হয়ে যাচ্ছে, যদিও ভোরের প্রথম আলো ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে। এবার অন্ধকার ভেতর থেকে উঠে আসছে। মামণি···মামণি... বিদায় মামণি...



জেন আভ্রিল
পোস্টার
১৮৯৯



১৮৯৯
লা প্যাদক
(অনুশীলনক্ষেত্রে ঘোড়া)